প্রথম বাংলা সংস্করণ ঃ
কার্ত্তিক, ১৩৬৭
নভেম্বর, ১৯৬০

প্রকাশ করেছেন ।
শ্রীমতী দেবযানী লাহিড়ী
ব্লু-বেল পাবলিশার্স
১২৩, শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী রোড,
কলকাতা-২৬

মুদ্রাকর ঃ
শ্রীবৈদ্যনাথ ঘোষ
শ্রীরামকৃষ্ণ প্রেস
৪১/১, হিদারাম ব্যানার্জী লেন,
কলকাতা-৭০০০১২

প্রচ্ছদ মুদ্রণ
ইম্প্রেশন হাউস
৬৪, সীতারাম ঘোষ ষ্ট্রীট,
কলকাতা-৯

বাঁধাই ঃ
ওরিয়েন্ট বাইণ্ডিং ওয়ার্কস
১০০, বৈঠকখানা রোড,
কলকাতা-৯

প্রচ্ছদপট ঃ অঞ্জন কুমার প্রামাণিক

নরকের রাজা শয়তান

মুখোমুখি পড়ে গেল। তখন ও খুব দুয়ে-দুয়ে চার
ছ এই বাবদে মোটা টাকা পাবে। কিন্তু আমাকে
বাজিয়ে নিতে চাইল. তারপর চাপ দিতে শুরু

ধরা ধরা গলায় বলল, 'আশাকরি তুমি একেবারে
সেজে বসেছিলে। চুলোয় যাক্, ও তো শুধু আন্দাজে
ছে। কাউকে বলার মতো ওর প্রমাণ কিছু নেই।'
াক্তার, এখন অনেক মালই এই ধরণের অনুমানে
ামি তো নিশ্চয়ই ভালো মানুষটি সেজেছিলাম। এমন
যন আমি বাউণ্ডুলে হয়ে ওখানে ঘুরে বেড়াচ্ছি। এমন
জানে আমি তাও জানি না। শেষবেশ আমরা
ব্যাপারে আমরা দুজনে একসঙ্গে কাজ করব—একটু
কগিরি। আমি ভেতরে ও বাইরে, একদম ফিল্মের
? ও তো লুফে নিল। শুধু একবার সবটুকু জানতে
া, তারপর আহ্ হা। আমরা বড়লোক।'
র সাড়াশব্দ নেই, নিস্তব্ধ।
জিগ্যেস করল, 'লারসেন এখন কোথায় মিঃ উইস।'
' বলে উইস তার ঘাড়ের পাশ দিয়ে বুড়ো আঙুল
আমরা একসঙ্গেই এসেছি। ওকে ওখেস্টারল্যাণ্ডে
য় দেবার কথা ছিল। কিন্তু পটিয়ে পাটিয়ে এখানে
। ভাবলাম, কি জানি তুমি যদি চাও, যাবার আগে
লক ওকে একবার দেখে, নিজেই বিদায় জানাও।'
বেলায় উইস খোলা জানলার দিকে মাথা নাড়ল।
দীর্ঘ স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল। মুহূর্তের জন্য তার মনে
এর প্রতি সন্দেহভাব ফুটে উঠল। সেফ ধীরে ধীরে
পায়চারি করছে আর আঙুল মটকাচ্ছে। সে যে
এটা তার স্পষ্ট ইঙ্গিত। 'তুমি বাস্তবিক খুব ভালো
মিঃ উইস,' সেফ তার পূর্ণ সমর্থন জানাল। 'এবং

তোমার পরামর্শেও আমার সম্মতি আছে। আমি ধরে নি
তুমি যখন ফিরেছ, তখন লারসেন-এর যাত্রার তোড়জোড় শুরু
করছ ?'

'অ্যাঁ ?' উইস শূন্য দৃষ্টিতে তাকাল। 'কিন্তু ও তো কোথা
যাচ্ছে না, সেফ !. আমি ওকে নিয়ে এলাম শুধু—' মাঝপথে থাম
আস্তে আস্তে তার মুখ উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। 'ও তুমি বলতে চাই
আমি ওকে যোগাড় করে এনেছি যাতে বিস্ময়কর বালক নিজে
ওর পাকা বন্দোবস্ত করে—সেইজন্যে ? নিশ্চয় ; ও বিলকুল তৈরি

সেফ পায়চারি করেই চলল। 'আমি তাই বলতে চাইছিলাম
তার গাঁটে গাঁটে মট মট আওয়াজ হচ্ছিল। এটা শুনলে বোকারের
কেমন করে, দাঁতে দাঁত চাপতে হয়। তাই এই আওয়াজ ঢাকতে
জোরে জোরে কথা বলে উঠল, 'সেফ, আজ বিকেলে তুমি কাজে
একটা অধিবেশন বসাতে চেয়েছিলে!' 'হ্যাঁ।' সেফ পায়চ
থামাল। 'সেটা লারসেন-এর সঙ্গে দেখা করার আগে না পরে
ল তুমি ?'

বোকার একটু ভেবে নিল। 'আগে। খুনে উত্তেজনা হতে
-মন ওর যখন ঠাণ্ডা থাকে, তখনই ও বেশি স্থির নিশ্চিত
সেন-এর বিলি ব্যবস্থা আমরা নিজেরাই করব তো ?'

বোকার এখন নিজের জায়গায়, তাই সে জোর
লাগল। 'শেষ মহড়ার পর বেশ কিছুদিন গেছে, লম্বা
ভালো সুযোগ এনে দিয়েছে।'

'অতি উত্তম।' সেফ জানলা দিয়ে বাইরে তাকাল। লাল সাঁতা
পোশাকে একটা তামাটে শরীর টেরাসে নিশ্চিন্তে শুয়ে শয
কড়া রোদ্দুর পোহাচ্ছে। 'ডঃ বোকার, যদি তুমি আমাদে
বন্ধুটিকে বল, আমাদের প্রতি যদি সে এবার একটু মনোযোগ

ওই বাড়িরই ওপরের এক বড়সড় ঘরে জ্যাক উইস ধরের
হাতলওয়ালা এক চেয়ারে বসল, বসে তার ভারি খালি পা খুশি
কাজ মেলল।

জিনিস আমাকে একদম মেরে দেয়।' সে বলল।
।, ওকথা যেন বেশি বলতে যেও না, তাহলে তোমার
অক্ষরে অক্ষরে ফলে যাবে।' সেফ জবাব দিল একটা
ং ক্যাবিনেট খুলছিল সে। সব ঝারি টানা, ভেনিসিয়ান
না। ঘরে শুধু এক চিলতে ফ্লুরোসেণ্ট জ্বলছিল।
উইস থতমত খেয়ে তাকিয়ে রইল তারপর বলল,
সেফ?'
বলছি আমাদের তরুণ বন্ধুকে তোমার মজা মারার খবর
ও না।' সেফ মাথা তুলল, ঠোঁট ফাঁক করে হাসল, ধপধপে
দা দাঁত দেখা গেল তার। বাঁধানো দাঁত, ভালোভাবে
বসে নি। 'তা'হলে হয়তো বেশিদিন তুমি বাঁচতে না-ও পার।'

জ্যাক উইস যেন অস্বস্তিতে ছটফট করে উঠল। সেফ কেন যে মাঝে মাঝে মাঝে ভয় পাওয়ায়, এ ভাবা সে ছেড়ে দিয়েছে। 'চুলোয় যাক, তোমাকে ভাবতে হবে না।' বলে সে গরগর করতে লাগল।

সেফ আর কষ্ট করে জবাব দিল না। কার্ডে সাজানো লম্বা লম্বা নির্দিষ্ট অনেকগুলো টানা সে টেবিলের ওপর পর-পর রাখতে ব্যস্ত ছিল। প্রত্যেকটাতে চার কি পাঁচশ' ছাপ মারা এবং নম্বর দেওয়া খাম।

। দরজা খুলল, বোকাব একপাশে সরে দাঁড়াল, একটি লোককে
ঢুকতে দিল ঘরে। লোকটির রোদে-পোড়া তামাটে রঙ,
ণ শরীরের গড়ন, গায়ের ত্বক নিখুঁত, একটুকু কোথাও
ই দোষ নেই। পরনে তার লাল সাঁতারের পোষাক এবং
া ভালো ক্রীড়াবিদের যেমন নিখুঁত শরীর হয়, এর শরীরের
সইরকম। কচি-কচি মুখ, একটিও রেখা পড়েনি, একটু
ণের, অত্যন্ত উজ্জল নীল চোখ। কালো ছোট করে ছাঁটা
কড়ানো। সমস্ত চেহারার মধ্যে অদ্ভুত নিষ্পাপ ছাপ—
জন্য যে, এই চেহারার আড়ালে এক স্থির সর্বময় কর্তৃত্বের
মলে।

সেফ একটু মাথা নোয়ালে, তার শরীর মটমট করে বেজে উঠল।

সেফ বলল, 'লুসিফার, আশা করি কোন প্রয়োজনীয় কাজে আপনার ব্যাঘাত ঘটাই নি।'

'না।' গলায় তেজ আছে, তবু কিরকম নরম ভরাট। 'আমি প্লুটো আর বিলামেলের সঙ্গে কথা বলছিলাম।'

সেফ অত্যন্ত সম্ভ্রমের সঙ্গে জানাল, 'বিশ্বস্ত অনুচর। আপনার উপর অযথা কাজের ভার চাপিয়ে দেওয়ার জন্যে আমি দুঃখিত, লুসিফার। কিন্তু কতগুলো বিশেষ ক্ষেত্রে আপনিই তো স্থির করেন মৃত্যু হবে, না হবে।'

'মৃত্যু?' কথাটি পুনরাবৃত্তি করার মধ্যেই প্রকাশ পেল যে, লুসিফারের তাতে সায় নেই। বোকার উল্লসিত হল। যাক, সেফ বারেকের জন্যেও ভুল অন্ততঃ করেছে, ভুল সংশোধন করতে সে মসৃণভাবে এগিয়ে এলো।

মৃদু হেসে সে বলল, 'না, আমরা বলতে চাইছি, আপনার রাজত্বের নিম্নস্তরে স্থানান্তর। কিন্তু লুসিফার, এই পৃথিবীতে যখন একে মৃত্যু বলে অভিহিত করা হয়, তখন আমরাও কখনো কখনো ওই নাম ব্যবহার করে থাকি। আপনি সর্বদাই জোর দিয়ে বলে এসেছেন যে, আপনার যাবতীয় কাজকর্মের ব্যাপারে আমরা যেন অবশ্যই জাগতিক স্তরকে মেনে চলি। তাই, আমরাও জাগতিক শব্দ ব্যবহারের শিক্ষা করি।'

'অবশ্যই।' বোকার-এর দিয়ে তাকিয়ে লুসিফার মিষ্টি করে হাসল, মিষ্টি কিন্তু করুণ। তারপর ফের সেফের দিকে তাকাল। 'আমার ওপর ভার চাপিয়ে দেবার জন্যে তোমাকে কষ্ট পেতে হবে না। দীর্ঘকাল আগে, তোমাকে যখন আমি নিম্নস্তর থেকে তুলে আনি এবং আমার পাশে জুটিয়ে নিই, তারও আগে এমন এক সময় ছিল, তখন সমস্ত কাজ কর্তব্য আমাকে একলাই করতে হত... লক্ষ লক্ষ সিদ্ধান্ত নিতে হত প্রতিদিন।'

সেফ সবিনয়ে জানাল, 'এখন আপনার লক্ষ লক্ষ প্রজা দিনে দিনে বাড়ছে, লুসিফার। গুরুতর সিদ্ধান্তগুলি এখন আপনি আমাদের ওপর ন্যস্ত করেছেন, এ আমাদের পক্ষে পরম গৌরবের ব্যাপার।'

লুসিফার রাজকীয় ভঙ্গীতে ঘাড় কাত করল, তারপর টেবিলের দিকে এগিয়ে গেল। কার্ডে সাজানো অনেকগুলো নির্দিষ্ট টানা টেবিলে রাখা। চোখের দৃষ্টিতে তার শূন্যতা নামল, একটা সবল হাত সে প্রথম টানার স্তূপীকৃত খামের ওপর রাখল। খুব ধীরে হাত চালিয়ে খামগুলো সে ওলোটপালোট করতে লাগল। প্রত্যেক খামের ওপর তার আঙুলের ডগা কয়েক সেকেণ্ড থেমে রইল। একটু পরে সে একটা খাম টেনে বার করল এবং টেবিলের ওপর ফেলে দিল।

জ্যাক উইস অবাক হয়ে বসে দেখছিল, ছোট ছেলেরা যেমন করে ম্যাজিকের খেলা দেখে। আরো অনেক পরে আরেকটা খাম বেছে টেনে নেওয়া হল। সেফ ধীরে পায়চারি করছে, তার গাঁটে গাঁটে মটমট করে বাজছে। প্রথম ড্রয়ারটা পুরো খতম না হওয়া পর্যন্ত লুসিফারের দিকে সে তাকাল না। তার থেকে মোট তিনখানা খাম বাছা হল। তারপর সে জ্যাক উইস-এর দিকে তাকিয়ে ঘাড় নাড়ল, উইস উঠে গিয়ে টানাটা ফের জায়গায় বসিয়ে দিল।

লুসিফার দ্বিতীয় টানার খামগুলো নাড়াচাড়া শুরু করল। বোকার রুদ্ধ উদ্বেগে সব লক্ষ্য করে যেতে লাগল। কোনরকম ইতস্তত না করে লুসিফার যখন এক একটা খাম টেনে বার করছিল তখন মনে মনে স্বস্তি অনুভব করছিল আর যখন এক একটা খামে প্রচুর সময় নিচ্ছিল, ঠিক নিশ্চিত হতে পারছিল না, হাত থেমে থাকছিল তখন তাকে তীব্র অস্বস্তি ও উত্তেজনার মধ্যে ফেলছিল। দুটো ড্রয়ার থেকে লুসিফার মোটেই কিছু বাছল না।

শেষ ড্রয়ারের খামগুলোর কাজ সারতে সারতে আরো একঘন্টা গেল। এর মধ্যে একটি কথাও কেউ বলল না। তিন হাজার খাম থেকে মোট সতেরোখানি খাম বাছা হল।

লুসিফার টেবিল থেকে পিছিয়ে এসে তার আশ পাশ দেখে নিল। সেই অবসরে জ্যাক উইস শেষ টাকাটা তুলে রাখল। আবার সেই শান্ত করুণ হাসিটুকু ছুঁয়ে গেল লুসিফারের মুখে। টেবিলে জড় করা খামগুলোর দিকে সে তাকাল।

ওই যে! আমার সিদ্ধান্ত তুমি পেয়ে গেলে, সেফ!'

'ধন্যবাদ।' সেফ আঙুলে আঙুল জড়াল, মটকাল। 'আপনার দৃষ্টি আকর্ষণের জন্যে আরেকটি বিষয় রয়েছে, যদি আপনি কৃপা করে...!'

'হ্যাঁ?'

'আপনার অধস্তন এক ভৃত্যের নিম্নস্তরে ফেরার সময় হয়েছে। আপনি নিজে হাতে যদি তাকে চালান করার ব্যবস্থা করেন তাহলে সে গৌরবান্বিত বোধ করবে।'

লুসিফার-এর কপালে সামান্য ভ্রূকুটি খেলে গেল। সঙ্গে সঙ্গে সে তার গ্রামোফোন গলায় বলে উঠল, 'আমাদের বন্ধু ডাঃ বোকার-এর জাগতিক নামটাই ব্যবহার করছি। তিনি একটু আগে যা বলছিলেন, ঘটনার স্বাভাবিক গতি অনুযায়ী কাজ করাই সব সময় আপনি পছন্দ করেন। আমরা ভাবছিলাম তেমন উপযুক্ত অনুচরের জন্যে যদি আপনি নিয়মের ব্যতিক্রম করেন—আগেও আপনি কখনো কখনো কখনো তেমন করেছেন!'

লুসিফার এর হাসিতে যেন পুরনো স্মৃতি জেগে উঠল। 'আমার স্বর্গীয় সহকর্মীর তুলনায় নিজেকে আমি বেশি স্পষ্ট ও ব্যক্ত করতে চাই না। এমন এক সময় ছিল যখন আমরা দু'জনেই আরো খোলাখুলি ভাবে আমাদের ক্ষমতার ব্যবহার করতুম, কিন্তু দীর্ঘকাল ঈশ্বর তার ওসব কাযকলাপ বন্ধ করে দিয়েছে, জলকে সে বিভক্ত করেছে, সূর্যের গতিপথ রুদ্ধ করেছে। আমিও তাই সেই পন্থা অনুসরণ করছি।'

বোকার একটু ভেবে বলল, 'অবশ্য জোর প্রমাণ রয়েছে যে, প্রাকৃতিক নিয়মের বাইরেও সে কখনো কখনো কার্যকলাপ চালাচ্ছে;

হয়তো তা সামান্য তবু আজও সে তা করছে ব্যক্তি-মানুষের উপকারের জন্যে।'

'যথার্থ।' লুসিফার তার তাম্রাভ হাত দু'খানি ভাঁজ করে বুকের কাছে জড় করল, ভাবতে লাগল। অবশেষে সে বলল, 'অতি উত্তম। অনুগ্রহ মঞ্জুর হল।'

জ্যাক উইস ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। লুসিফার স্থিব মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে রইল, সুদূর তার দৃষ্টি, বহুবার ভেবেছে তবু বোকার আবারও অবাক হয়ে ভাবল, ওই দৃষ্টির আড়ালে লুসিফার-এর মন কোন আশ্চর্য লোকে ভেসে বেড়াচ্ছে!

সেফ পায়চারি থামিয়েছে। তার একটা হাত কালো জ্যাকেটের পকেটে। এরপর যা ঘটবে তা ভেবে বোকার-এর পেটের কাছটা একটু খামচে উঠল।

তিন মিনিট গেল তারপর দরজা খুলল। ফর্সা এক তরুণের হাত আলগা করে ধরে জ্যাক উইস ঢুকল। ছেলেটির পরনে স্ল্যাকস্ এবং গাঢ় সবুজ সার্ট। এই লারসেন। এবার ওকে মনে পড়ল বোকার-এর, খুব বাধ্য ভাবে ধীরে সে এগিয়ে এলো, কোনরকম বাধা দেবার চেষ্টা করল না। তার হাত দু'খানা অবশ ভাবে পাশে পাশে ঝুলছিল, ঘরের লোকজন জিনিস সম্পর্কে তার কোন রকম খেয়াল ছিল না। চোখের মণি অস্বাভাবিক ছোট। ক্লোরাল হাইড্রেট ইঞ্জেকসান দেওয়ার ফলে তার মাথাটাও ভোঁতা হয়ে গেছে।

কালো কোঁকড়ান চুল সমেত লুসিফার তার মসৃন সুদর্শন মুখখানি ঝাঁকিয়ে ওপরে তুলল। খুব শান্ত ভাবে বলল, 'লারসেন, তোমার উর্ধ্বতন সহকর্মীরা তোমার হয়ে আমার কাছে আবেদন জানিয়েছে।'

তরুণটি তার দিকে ফিরে তাকাল, নির্বোধ তার চাহনী।

বোকার গুনগুন করে বলে উঠল, 'আপনার উপস্থিতি ওকে অতি শঙ্কিত করে তুলেছে, লুসিফার। আপনার রাজত্বে এ এক অতি ক্ষুদ্র জীব, আপনারই শরীরজাত এক সামান্য অসুর ব্যতীত

কিছু নয়। মাত্র কয়েক শতাব্দী ধরে আপনি একে লালন করেছেন। কিন্তু আপনার সেবা সে ভালোভাবেই করেছে।'

লুসিফার গম্ভীরভাবে মাথা নাড়ল, তারপব সে তার তর্জনী তুলে ধরল সোজা লারসেন-এর বুক লক্ষ্য করে।

গাঢ় ভবাট গলায় বলে উঠল, 'ক্ষুদ্র জীব, আমি তোমাকে নিম্ন জগতে মুক্তি দিচ্ছি। তোমার অন্ধকার সোদরদের সঙ্গে তুমি মিলিত হও। অত:পর মেদ মজ্জা থেকে তোমার মুক্তি।'

এই শেষ কথাটি বলার সঙ্গে সঙ্গে লারসেন-এব বুকের ঠিক মাঝখানে এক তীব্র সাদা উত্তাপ আঁকা হয়ে গেল। যেন এক জ্বলন্ত কাচের টুকবো অকল্পনীয় ক্ষমতায় সহসা লুসিফার-এর প্রসারিত আঙুল থেকে ছিট্‌কে এলো। লারসেন টলে উঠল। সে চিৎকার করে উঠতে গেল। তার জামার কাপড়ে এক অঙ্গারের বৃত্ত এঁকে সেই আগুনের হলকা অদৃশ্য হল। লারসেন খাবি খেল, যেন তার কণ্ঠনালী অকস্মাৎ রুদ্ধ হয়ে গেছে। তার শরীরটা ভয়ংকরভাবে দুমড়ে মুচড়ে উঠল, তারপর মেঝেয় উলটে পড়ে স্থির হয়ে গেল।

লুসিফার তার হাত নামাল।

সেফ বলল, 'ওর হয়ে আমি কি আপনাকে ধন্যবাদ জানাতে পারি? এ ওর পক্ষে পরম গৌরব।'

'যত তুচ্ছ অনুচরই হোক না কেন, তার প্রতি অন্ধকারের রাজকুমারের একটা কর্তব্য তো আছে।' ধীব মর্যাদার সঙ্গে কথা ক'টি বলল লুসিফার, 'সেফ, তুমি আমাব শ্রেষ্ঠ অনুচর, একদিন সেই চরম সময় এলে তোমার প্রতিও আমি হয়তো একইভাবে সদয় হব। এবং তারপর পুনর্বার তুমি স্বাধীনভাবে তোমার প্রকৃত সত্তা নিয়ে নিম্নজগতে বিচরণ করতে পারবে—অ্যাসমোদিয়ুস-এর মনে।'

লুসিফার দরজার দিকে এগলে। তার সোনালী ত্বকের তলায় নিখুত পেশীগুলো মসৃন ঢেউ তুলল। একটু থেমে বোকার-এর দিকে তাকিয়ে সে স্মিত হাসি হাসল, জ্যাক উইস-এর দিকে মাথাটা একটুখানি হেলাল, তারপর বেরিয়ে গেল।

জ্যাক উইস মেঝেয় শায়িত শরীরের দিকে তাকিয়ে খানিকটা হতবুদ্ধি হয়ে নিজের চিবুক চুলকলো,'সেফ ওই যে বলে গেল অ্যাস—কে যেন···সেটা কি ব্যাপার?' সেফ উত্তর দিল, 'অ্যাসমোদিউস। শয়তান অর্থাৎ লুসিফারের গৌরবময় রাজত্বকালের এক ক্ষমতাশালী অসুর। অ্যাপোক্রিফায় তার উল্লেখ আছে। মনে হয় টোবিত কাণ্ডের তৃতীয় অধ্যায়ে হবে।'

'আর সেটা হলে গিয়ে তুমি, না কি?'

'আমাদের তরুণ বন্ধু সম্প্রতি সেইরকমই মনস্থ করেছে।' সেফ লারসেন-এর মৃতদেহের দিকে তাকিয়ে ঘাড় নাড়ল। 'মিঃ উইস, তুমি বরং এটাকে মুড়েটুড়ে, তুলে নিয়ে আজ রাতেই পাচার করার জন্য তৈরি হও।'

'নিশ্চয়।' জ্যাক উইস হাঁটু গেড়ে বসে গায়ের জামাটা ছিঁড়ে ফেলল। লারসেন-এর বুকে চামড়ার একটা চওড়া বেল্ট বাঁধা, তার ঠিক মাঝখানে গোল ছোট্ট একটা চাকতি একটু ঠেলে বেরিয়ে আছে। উইস বেল্টটা খুলে খুব সাবধানে বের করে আনল। চাকতিটা পুড়ে গলে গেছে, তার পেছন দিকে ইঞ্চিখানেক লম্বা একটা ফাঁপা পিন, জামার সঙ্গে আঁটা।

লম্বাটে, চ্যাপটা কালো এক ধাতব কেস বের করল সেফ তার জ্যাকেটের পকেট থেকে, টেবিলে রাখল। বলল, 'খুব সন্তোষজনক। আমাদের তরুণ বন্ধুর প্যারানোইয়াকে জোরদার করতে মাঝে মাঝে এরকম মহড়া দরকার।'

বোকার কপালের ঘাম মুছল। 'সুইচ টেপা সত্ত্বেও তোমার ট্রানসমিটার যদি কাজ না করে তাহলে অবশ্য ভালো কিছু হত না। কিংবা ধর, বেলটের যন্তর মন্তর যদি কাজ না করত। তাহলে তোমার আগুনও জ্বলত না, আর সায়ানাইড ইঞ্জেকসান-ও শরীরে প্রবেশ করত না।'

সেফ খামগুলো খুলতে খুলতে বলল, 'ডাঃ বোকার, আমি যে সব যন্ত্রপাতি তৈরি করি, সেগুলো অত্যন্ত দক্ষ, কার্যকরী। তবু যদি তেমন

ঘটনা ঘটে তাহলে লুসিফারকে তোমায় বুঝিয়ে বলতে হবে, সে দায়িত্ব অবশ্যই তোমার। তুমি কি এই খামগুলোর ব্যাপারে আমাকে একটু সাহায্য করবে?'

জ্যাক উইস মুখ ব্যাজার করে বেল্টটা লম্বা টেবিলের এক কোণে রাখল। 'সেফ, এটা আমি রেখে গেলাম। ওঃ, ছেলে বটে একখানা লুসিফার! কি করে যে একটা লোক ওইরকম যন্ত্রপাতিওয়ালা, ক্রোমিয়ামে মোড়া আস্ত ক্ষ্যাপা হয়?'

জ্যাক বলল, 'অন্য কোন সময় ডাঃ বোকারকে জিগ্যেস করো বরং, বুঝিয়ে দেবে।' বলে সে তার অসমান দাঁত বের করে হাসল, তাতে এতটুকু কৌতুকের আভাস ফুটল না। 'দয়া করে এখন মড়াটাকে সরাও তো এখান থেকে।'

জ্যাক উইস আর কথা বলল না। দরজা খুলে সে তার সবল হাতে মৃতদেহটাকে তুলে নিয়ে বেরিয়ে গেল।

বোকার দরজা বন্ধ করে এসে সেফকে খামগুলোয় সাহায্য করতে লাগল। প্রত্যেকটা খামের ভেতরপানে ক্রমিক সংখ্যা দেওয়া রয়েছে। এক একটা খামে এক একরকম জিনিস। একটায় শুধু একগুচ্ছ চুল; আরেকটায় হাতে লেখা একটুকরো কাগজ; অন্য আরেকটায় শুধু একটা ছবি। কতকগুলোতে একাধিক জিনিস রয়েছে।

সেফ সেই ক্রমিক সংখ্যার সঙ্গে খাতা খুলে একটা তালিকা মিলিয়ে নিল। তারপর সতেরোটা নাম—তাদের পেশা, দেশ, জাতি, কে কি কাজ করে ইত্যাদি বিস্তারিত পরিচয় টুকে রাখল।

বোকার জিগ্যেস করল, 'তুমি কি এই সতেরোজনকে হুঁশিয়ার করতে রেজিনাকে পাঠাবে না কি?

সেফ তক্ষুনি জবাব দিল না। সে আরেকটা খাতায় কি-সব মেলাচ্ছিল। শেষে বলল, 'না, ষোলো জনকে শুধু। আরেকজন হলেন আর্জেন্টেনীয় ভদ্রলোক, আমাদের উগুলের তালিকায় তিনি রয়েছেন। এবং তোমার হিসেব অনুযায়ী, ডাঃ বোকার, এই লোকটির

কাছে আমরা যা দাবী করব, সে তাই দেবে। অন্তত বারো আনা সম্ভাবনার কথা তুমি বলেছ।' সেফ তার কাঠি কাঠি পাতলা চুলে একটা হাত চালাল। 'কোন মক্কেল যদি পাওনাগণ্ডা মিটিয়ে দেয়, তারপর মারা যায়, তাহলে আমাদের সুনামের হানি হবে।'

'তবে ষোলো।' বোকার বলল। 'লুসিফার যদি আশিভাগের কিছু বেশি স্থিরনিশ্চিত হয়, তাহ'লে আমাদের মোটে তিনটে হত্যাকাণ্ডের দরকার করবে।'

'এ ক'টা মিঃ উইস নিঃসন্দেহে চালিয়ে দিতে পারবে। সেফ ডুটো খাতাই বন্ধ করল। 'তবে লুসিফার যদি পঁচাত্তর ভাগ ঠিকঠাক থাকে তার মানে কিন্তু চারটে হত্যাকাণ্ড। সেটা তেমন গ্রহণযোগ্য হবে না। এ নিয়ে একটু ভাব, ডাঃ বোকার।' সেফ উঠে দাঁড়াল। 'উশুল তালিকার মক্কেল ঠিক হয়ে গেলেই আমি রেজিনাকে বলব যাতে সে দবকারী এবং নির্বাচিত ব্যক্তিদের যথারীতি সাকু'লার পাঠায়।'

বোকার একটু ইতস্তত করল। তারপর বলল, 'আমরা এখানে আটমাস আছি। নতুন জায়গায় আমরা কবে যাব?'

'এই মাসের শেষে।'

বোকার একটু চেয়ে রইল। 'তুমি কি ভালো জায়গা ইতিমধ্যে পেয়ে গেছ?' 'অতি চমৎকার জায়গা। এবং এবারও স্থল বিশেষ। সেবারের সেই টর্পেডো-জাহাজে থাকাটা আমার বিশেষ পছন্দ হয় নি। হ্যাঁ, ম্যাকওয়ে আমি যখন শেষবার যাই, তখন আমি সব দিক থেকে জেনেশুনে গিয়েছি। তুমি বরং লুসিফারকে মনস্তত্ত্ব প্রয়োগ করে তৈরি রাখ, যাতে সে শীগগির তার রাজত্বের অন্যত্র চলে যাবার কথা নিজেই স্থির করে।'

'ঠিক আছে।' বোকার যেন খানিকটা স্বস্তি অনুভব করল। লুসিফার-এর যথার্থতা থেকে কথাবার্তা যাহোক অনেক প্রয়োজনীয় বিষয়ে পৌঁছেছে।

দরজা খুলল, জ্যাক উইস এসে ঢুকল। 'লাবাসনাকে একদম

তৈরি রেখেছি! আজ রাতেই চালান হয়ে যাবে।' সে বলল। 'লুসিফার একটু আগে আমাকে ডেকেছিল। তোমাদের বলতে বলল, কিছু আমোদপ্রমোদ দরকার তার।'

সেফ উৎফুল্ল হয়ে আঙুলে আঙুল জড়িয়ে মটকাল, তার সরু-সংকীর্ণ মুখে কচিৎ-দৃষ্ট উত্তেজনার ভাব ফুটে উঠল! সে বলল, 'আমাদের রুটিন মাফিক কাজ পরে শেষ করলেও চলবে। মিঃ উইস, তুমি কি একটু কষ্ট করে লুসিফারকে গিয়ে জানাবে যে, আমরা যত তাড়াতাড়ি সম্ভব তার প্রতি মন দিচ্ছি? রেজিনাকে আমি ডাকি।'

চমৎকার সাজান-গোছান এক শোবার ঘর। তাতে জোড়া খাট। বছর পঞ্চাশেকের এক স্ত্রীলোক সেই খাটে শুয়েছিল। তার সাদা হয়ে আসা চুলে পুরনো কেতার রিবন পাকানো। স্ত্রীলোকটির মুখের গড়ন পাতলা, যেন এক্ষুণি ঝুর ঝুর করে ভেঙে পড়বে, চামড়া খুব ফ্যাকাশে।

স্ত্রীলোকটি ঢুলছিল। সেফ গিয়ে তার কাঁধ স্পর্শ করতে সে চোখ মেলে তাকাল। সেফ নরম গলায় বলল, 'লুসিফার একটু আমোদ প্রমোদের কথা বলছে।'

ফ্যাকাশে চোখ, ফ্যাকাশে ঠোঁটে সলজ্জ আনন্দের হাসি ফুটে উঠল। 'খুব ভালো কথা, সেফি! আমি এক্ষুনি যাচ্ছি। জুতোটা পরতে যা সময় লাগবে—'

ঝারিগুলো নামানো, ঘরে সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসছে। লুসিফার-এর পরনে এখন কালো স্ল্যাকস্ এবং লাল সার্ট। আরামকেদারায় হেলান দিয়ে রয়েছে সে। একটু পেছন দিকে, তার এক পাশে নীচু লম্বা কৌচে বসে বোকার এবং জ্যাক উইস।

ঘরের শেষ প্রান্তে তাদের মুখোমুখি একটা পুতুল-নাচের মঞ্চ। সেফ এবং তার বউকে দেখা যাচ্ছে না। মঞ্চের ভেতরে কালো পর্দার আড়ালে তারা রয়েছে। বাইরের ছোট্ট লাল পর্দা তখনো ফেলা।

তারপর সংগীত শুরু হল, নরম অথচ প্রগাঢ় সুর। পর্দা উঠল,

ছোট্ট মঞ্চ আলোয় আলো। দূরে কালো কাপড়ের ওপর আঁকা এক প্রাচীন অট্টালিকা দেখা গেল বনের ধারে। খিলেনওয়ালা এক দরজা দিয়ে সারবন্দী হাতে আঁকা সব যাজিকা বেরিয়ে এলো, তখুনি ঘণ্টা বেজে উঠল—তাতে বোঝা গেল এটা এক কনভেণ্ট।

সমাহিত ভঙ্গীতে মাথা নিচু করে যাজিকারা উইংস-এর পাশ থেকে বেরিয়ে এলো। আবহসঙ্গীত মিলিয়ে এলো, ভেসে উঠল যাজিকাদের মন্ত্রোচ্চারণ। বোকার বার বার অবাক না হয়ে পারে না। পুতুল নাচ দেখাবার সময় সেফ এবং তার বউ এমন সব গলা বার করে। ওদের মধ্যে কে যে কথা বলছে, বোকার প্রায়ই তো ধরতে পারে না।

মঞ্চে এলো এক তরুণ নিগ্রো। তার জামা প্যাণ্ট ছেঁড়া। সে কোন কথাবার্তা বলল না, দু'জন যাজিকাকে ঘিরে নাচতে লাগল, চটুলভাবে সামনে পিছনে পা ছুঁড়তে লাগল। যাজিকা দু'জন তাই না দেখে খুবই মর্মাহত হল। পুতুল নাচ যারা দেখায় তারা বেশির ভাগ মোট সাতটা দড়ি বা সুতো ব্যবহার করে। কিন্তু সেফ আর তার বউয়ের সাংঘাতিক হাত। পুতুল তাদের হাতে জ্যান্ত হয়ে ওঠে, সুতোর কথা তারা ভুলে যায়। এর জন্যে পুতুলগুলোর কৃতিত্ব অনেকখানি। সেফ-ই সব পুতুল চেঁছে খুদে তৈরি করে, বেজিনা তাদের পোষাক বানায়। কতকগুলো দেখতে সুন্দর, কতকগুলো কুৎসিত। কতকগুলো নিরীহ প্রকৃতির, কতক দুষ্টু। সেফ পুতুলগুলো কোনদিন কাউকে দেখতে দেয় নি।

একজন যাজিকাকে এবার আর তত মর্মাহত মনে হল না, নিগ্রোর নাচ সে কাঠ হয়ে দেখতে লাগল, খানিকটা মুগ্ধ, যেন কেউ সম্মোহিত করেছে। আরেকজন যাজিকা এগিয়ে এসে তার হাতে টোকা দিয়ে অনুনয় করল, কিন্তু সে নড়ল না।

নিগ্রোটা এবার নাচের সঙ্গে গলা ছেড়ে গান জুড়ে দিল। সুরটা ভক্তিমূলক কিন্তু তার কথাগুলো অশ্লীল এবং পরিষ্কার আমন্ত্রণের ইঙ্গিতপূর্ণ। সে লাফিয়ে গিয়ে প্রথম যাজিকার প্রায় গায়ে পড়ল।

দু'জনেই তারা মাটিতে পড়ে গেল। প্রথম যাজিকা তরুণী, দেখতে সুন্দর, তার সাদা পোশাক। তার সঙ্গীটি সরে গেল, হাঁটু গেড়ে বসল, মাথা নত করে হাত জোড় করল।

এরপর প্রথম যাজিকা সরে নিগ্রোটির কাছে গেল। প্রথমে আস্তে তারপর নিগ্রোটির সঙ্গে সমান তালে নাচ শুরু করে দিল। নাচতে নাচতে তারা উইংস-এর দিকে এগোল। নতমুখী যাজিকাটি অসহায়ভাবে ছটফট করে উঠল তারপর একদম শান্ত হয়ে গেল।

আবহসঙ্গীতের গতিও মাত্রা বদলাল। নিগ্রো এবং যাজিকাটি আবার ফিরে এলো, তারা এখন আরও উত্তপ্তভাবে নাচছে। মেয়েটির সাদা পোশাক উধাও, ছেলেটিরও তাই। দুটি পুতুলেরই গায়ে সামান্য, অত্যন্ত পাতলা রঙীন পোশাক। তাতে শরীরের খাঁজ, ভাঁজ দেখা যাচ্ছে। দূর থেকে মনে হচ্ছে তারা যেন কিছু পরে নেই।

নাচতে নাচতে মেয়েটি কেমন যেন জমে যেতে লাগল। ধীরে নিগ্রোটি তাকে ঘিরে ঘুরতে থাকল। কাছে এলো। তার গান আরও অশ্রাব্য হল। প্রার্থনারতা যাজিকাটি মুখ তুলে আর্তনাদ করে উঠল।

বোকার ঝুঁকে পড়ে লুসিফারকে লক্ষ্য করতে লাগল। লুসিফার-এর নীল চোখে ঘোর, তবু কিসের যেন বিষণ্ণতা। সন্তুষ্ট হয়ে বোকার ফের চেয়ারে হেলান দিয়ে বসল।

এটি তার খুব প্রিয় দৃশ্য, দেখে দেখেও ছেলেটা ক্লান্ত হয় নি। সবচেয়ে পছন্দ তার এটা। 'পছন্দ' কথাটা হয়তো ভুল হল, যথার্থ বললে বলতে হয়, এই জায়গাটা লুসিফারকে অত্যন্ত সন্তোষজনক ভাবে কষ্ট সহতে সহায়তা করে। পুতুল নাচের ওই দৃশ্যটায় কিছু নোংরা কথা সহ সু-কু'র দ্বন্দ্ব রূপায়িত হয়েছে; খারাপ ভালকে নষ্ট করে দিচ্ছে। জোর করে খারাপ ভালোর ওপর কেমন চড়াও হচ্ছে—সেটাই সহজভাবে দেখান হয়েছে।

এরপর কালো আর সাদা-গোলাপী শরীর দুটো এক হয়ে গেল—ছোট্ট মেঝেয় পড়ল, মঞ্চে গড়াগড়ি খেতে লাগল। তারা উঠল,

মেয়েটি ছুটে পালাল, কিন্তু পালাবার পথ নেই, তার মুখে এক অদ্ভুত আবেশ, সে ঘুরে ঘুরে নাচতে লাগল! নিগ্রোটি তার পিছু ছাড়ে নি। মেয়েটি অদ্ভুতভাবে হেসে উঠল, নিগ্রোটিও শব্দ করে হাসল। মেয়েটি হোঁচট খেল, পড়ল, নিগ্রোটাও তার ওপর পড়ল।

বহুক্ষণ দু'টা শরীর এক হয়ে রইল। ঘন ঘন নিশ্বাস, চরম আনন্দের তীব্র, চাপা শব্দ শেষে থেমে গেল। নিগ্রোটা উঠে ফের ধীরে ধীরে নাচতে লাগল, তালে তালে সঙ্গীতও বেড়ে উঠল।

সেফকে দেখা যাচ্ছে না, কিন্তু পুতুল নাচের বাহাদুর শিল্পী সেফকে বোকারের পেশাদার মন ঠিকই আঁচ করতে পারছিল। সেফ সুতো টানে, পুতুলগুলো মান্য করে চলে। কিন্তু ওই ভয়ংকর পুতুলগুলো যখন আবার বাক্সে চলে যায়, ছোট্ট এই মঞ্চকে গুটিয়ে ফেলা হয়, অবস্থা তখনো একই থাকে। সেফ তখন ভয়, লোভ, তোষামদ, অসূয়া এবং জীবন ও মৃত্যুর সুতোগুলো এক এক করে তুলে নেয়, এবং জ্যান্ত পুতুলগুলো তার আদেশবলে নাচতে থাকে। জ্যান্ত পুতুলদের মধ্যে এক লুসিফারই কিছু জানে না কখন তাকে চালনা করছে।

আবহ-সঙ্গীত ফের মিলিয়ে গেল, নিগ্রোটা নিচু হয়ে মেয়েটাকে স্পর্শ করল। সে মুখ তুলে তাকাল। নিগ্রোটা প্রার্থনারতা যাজিকাকে দেখাল, এক অসভ্য অঙ্গভঙ্গী করল, তারপর মেয়েটার দিকে চাইল, তার চোখে ফের আনন্দ। মেয়েটা যেন খুশির প্রাবল্যে এধার-ওধার মাথা দোলাতে লাগল, তারপর উঠে দাঁড়াল।

তারা দু'জনে একসঙ্গে শ্বাপদের মতো গুঁড়ি মেরে অন্য যাজিকাটির দিকে এগলো। ওর ওপর তারা ঝাঁপিয়ে পড়ল। টেনে মাটিতে ফেলল। অদৃশ্য ছোট ছোট কাঠের হাত ওর জামাকাপড় ছিঁড়ে দিল।

যাজিকাটি আর্তনাদ করে উঠল।

কালো পর্দার আড়ালে সেফ এবং রেজিনা, কোমর-উঁচু এক রেলিং থেকে নিপুণ হাতে পুতুলগুলোকে নাচিয়ে চলল। গম্ভীর

মনোনিবেশের ভাব তাদের মুখে। নিজেদের কাজের সাফল্যে এক প্রগাঢ় পরিতৃপ্তি।

জুতোর ওপর দিয়ে সেফ একটা বোতাম টিপল, ধীরে ধীরে এক অরণ্য-সঙ্গীত ভেসে উঠল। বাড়তে বাড়তে সেই সঙ্গীত এক অসীম যৌনতার সুরে ফেটে পড়ল।

'রেজিনা, আমার অভিনন্দন।' বোকার সবিনয়ে জানাল। 'চমৎকার হয়েছে, লুসিফার খুব খুশি।'

রেজিনা একটু লজ্জা লজ্জা ভাব করল, অকারণ চুলে বিলি কাটল। বোকার-এর সঙ্গে প্যাসেজ দিয়ে যেতে যেতে সে বলল, 'ও, ডাঃ বোকার, তুমি ভালো বলে সবসময়ে ওই কথা বল।' তবু, মুহূর্তের জন্য তার মোমের মত মুখের ত্বকে আনন্দ চকচক করে উঠল। 'আশা করি তুমিও আমাদের এই ছোট্ট আমোদ প্রমোদটুকু উপভোগ করেছ।'

বোকার মোহন হাসি হেসে ডাহা মিথ্যে বলল, 'সবসময় করি।'

রেজিনা নিজের ঘরের দরজায় থামল, 'আমার বিশ্রামের বাকিটুকু শেষ করে নিই।' সে বলল, 'সেফ বোধহয় তোমার জন্যে অফিসে অপেক্ষা করছে, তুমি বরং তাড়াতাড়ি যাও।'

'নিশ্চয়ই।'

বোকার আরেকবার হাসি ছড়িয়ে প্যাসেজ দিয়ে নিচে নেমে গেল। এই পুতুল নাচ দেখলে তার বমি উল্টে আসে। এর যৌনতা তাকে কিছুমাত্র উত্তেজিত করে না।

সেফ আর তার বউ-ই তার মনে ঘৃণার ভাব আনে। সেফকে সে ভয় করে বটে, সেই সঙ্গে শ্রদ্ধাও করে। রেজিনাকে শুধু একঘেয়ে মনে হয়। কিন্তু তারা দুজনে একসঙ্গে যখন পুতুল খেলা দেখায়, তখনই তার সবচেয়ে খারাপ লাগে। নিজেকেও সে ঘৃণা করে, কারণ সেও এক পুতুল মাত্র। মন কিন্তু বেশিদিন এই আত্মনিপীড়ন সইতে পারে না। সেটাই অন্যভাবে গিয়ে পড়ে সেফ, তার বউ এবং ওই পুতুলগুলোর ওপর।

বোকার এই চিন্তা ধারণ থামাল। আত্মবিশ্লেষণে এখানে কিছু হবার নয়। সে দেখেছে এতে কেবল লুসিফারকে চালনা করার দক্ষতা তার কমে যায়। সে জোরে হেঁটে অফিসে গিয়ে ঢুকল। সেফ টেবিলে কি যেন করছে, তার হাড়সর্বস্ব আঙুলের ফাঁকে কলম ধরা। চোখ তুলে তাকাল। 'তোমার জন্যে অপেক্ষা করছি, ডঃ বোকার।'

'দুঃখিত, লুসিফার-এর সঙ্গে একটু কথা বলছিলাম। বাজিয়ে দেখতে চাইছিলাম, যেগুলো বেছেছে, সে সম্বন্ধে ও কতখানি স্থিরনিশ্চিত।'

'কে পেলে? নিশ্চিত?'

'পেলাম না। অবশ্য আশাও করি নি। যার প্যারানোইয়া আছে, নিজের মধুর ভ্রান্তিতে তার অগাধ বিশ্বাস কিনা!'

'শুধু শুধু সময় নষ্ট তাহলে?'

'তা সময় তো এখন মাঝে মাঝে যাবেই। মনস্তত্ত্ব বিজ্ঞান এ ব্যাপারে নিজেই সুনিশ্চিত নয়।' মুহূর্তের জন্যে বিরক্তি ঝলকে গেল বোকার এর মুখে। 'যাহোক্, লুসিফার যা বাছার বেছেছে। এখন আমাদের আশা, লোকগুলো যাতে ঠিক-ঠিক মরে, আমাদের আর বেশি খুনখারাপী করতে না হয়!'

সেফ কলম নামিয়ে শূন্যে চেয়ে রইল। 'কিন্তু এটা শুরু করার আগে, একটি প্রশ্ন রয়েছে। আজ সকালে তুমি বলছিলে, লুসিফার-এর সাইকিক, মানে আধিভৌতিক ব্যাপারটা ঠিক তোমার অভিজ্ঞতার আওতায় পড়ে না।'

বোকার আত্মপক্ষ সমর্থন করে বলল, 'আমি কখনো মিথ্যে ভান করি নি। আমি মনস্তত্ত্ববিদ। লুসিফারকে আমি নাড়াচাড়া করতে পারি, কিন্তু তুমি চাও সাইকিক গবেষণায় একজন দুরন্ত লোক, যে নাকি লুসিফার-এর সেরা ক্ষমতাটুকু টেনে বার করবে।'

'তেমন বোকা, সহজে ভজে যাওয়া লোক পাওয়া যাবে নাকি? আমার তো মনে হয় না—'

বোকার সেফকে বাধা দিল। 'তুমি ভুল বুঝেছ। সত্যিকার যারা সাইকিক গবেষণা করে, সহজে ভজানো তাদের ভীষণ কঠিন এবং ধাপ্পা ও ফাঁকিকে সহজে ফাঁস করে দিতে অত্যন্ত তারা দড়। সেইজন্যে, প্রকৃত গবেষণার বিষয় পেলে তারা খুব ভালো কাজ দেখায়। লুসিফার-এর মতো ভালো কাউকে ওরা পাবে কিনা আমার যথেষ্ট সন্দেহ আছে, তা ওর স্থিরতা বা নিশ্চয়তা যতই কমে গিয়ে থাক না কেন।'

'তুমি যা বলছ, তেমন বিশেষজ্ঞ এ-ব্যাপারে সাহায্য করার জন্যে পাওয়া যাবে না কি?'

'মনে তো হয়।'

'তুমি বিশেষভাবে কাউকে জান কি?'

'কেম্ব্রিজে কোলিয়ার নামে একজন আছে।' ধীরে জানাল বোকার। 'আমি একটু আধটু তাকে জানতাম। পরিসংখ্যান এবং গণিত বিভাগ থেকে সে সাইকিক গবেষণায় আসে। বিশেষ বিশেষ পত্র-পত্রিকায় আমি তার পেপার পড়েছি।'

সেফ জিগ্যেস করল, 'তুমি কি তাকে পেতে পার?'

'পারি হয়তো।' বোকার কি ভাবতে ভাবতে গাল চুলকালো। 'আমার ধারণা এখন সে কোথাও যুক্ত নেই। কিন্তু কোলিয়ার আমাদের মধ্যে ভিড়বে না সেফ, মানে আমাদের এই ব্ল্যাকমেল কিংবা খুন খুন খেলায়।'

'তা আমি আশাও করি না। এসব কিছু তার জানার দরকার নেই।'

'তবু খুব সাবধানে সব জিনিস নাড়াচাড়া করতে হবে। বলা তো যায় না, হঠাৎ কিছু বের করে ফেলতে পারে। কিছু পেয়ে গেলে তখন কি হবে?'

সেফ কলমটা তুলে নিল। অন্যমনস্কভাবে বলল, 'আমরা আগে থাকতে সব রকমে সাবধান থাকব অবশ্যই, এবং তোমাকে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব তার কায়দা-কানুন রপ্ত করে নিতে হবে। তবু

যদি মিঃ কোলিয়ার খুব বেশি কিছু জেনে ফেলে, তাহলে তাকে আমাদের তরুণ বন্ধুর রাজত্ব—সেই নিম্নজগতে স্থানান্তর করার প্রয়োজন হবে।'

২

স্টিফেন কোলিয়েব বলল, 'মডেস্টি'

একটু পরে সে থেমে আবার বলল, 'মডেস্টি ব্লেজ,'

স্টিফেন একা, পরণে তাব পাজামা আর ড্রেসিং গাউন। মঁতমার্ত্রের চূড়োয় প্লেস দ্যু ডেনের একটু দূরে ছোট্ট একটি ফ্ল্যাট; ফ্ল্যাটের ছোট্ট ব্যালকনিকে শরীর মেলে দিয়ে সে শুয়েছিল।

কোলিয়ের দেখতে রোগা সুতোর মতো, বয়স তিরিশ। নরম, বুদ্ধিমান মুখ,ইঁদুর রঙের চুল, শোকাকুল চোখেও কৌতুক খেলা করে। একটু মুখচোরা গোছের, কিন্তু এটাকে সে তার অঙ্গভঙ্গী এবং কথা দিয়ে ঢাকবার চেষ্টা করে। কথাও খুব নীরস, শুনে মনেহয় নিজেকেই যেন সে বিদ্রূপ করছে। চোখে একটু কম দেখে, পড়ার সময় চশমা ব্যবহার করতে হয়। চশমা পরে বা না পরে, পোশাক গায়ে দিয়ে বা না দিয়ে,কোন অবস্থাতেই কোলিয়ের নিজেকে বিশেষ আকর্ষণীয় বলে ভাবতে পারেনি। ঘুম ঘুম আচ্ছন্নতায় সে শুয়েছিল। শুয়ে ভাবছিল, মডেস্টি ব্লেজ তার মধ্যে কি দেখল!

মডেস্টির শোবার ঘরের কথা ভাবতে লাগল কোলিয়ের। এখনও বিশ্বাস করা শক্ত, গত এক হপ্তা ধরে সে ওই প্রকাণ্ড খাটে তার সঙ্গে শুয়েছে, তার অপূর্ব শরীরের যাবতীয় আনন্দ, আরামের সন্ধান পেয়েছে।

আপন মনেই কোলিয়ের বলেউঠল,'তোমার শালা বরাতভালো।'

ভালেবাসাবাসির আশ্চর্য অভিজ্ঞতা ছাড়াও ওর সঙ্গে দিনের পর দিন শুধু থাকার উত্তেজনাই কি কম! মডেস্টি তাকে প্যারিস দেখিয়েছে। সে মোটামুটি জানত, কিন্তু মডেস্টি প্যারিসকে একান্তভাবে জানে।

কাছ থেকে কোলিয়ের কম মেয়েকেই দেখেছে এবং তর্কাতীত ভাবে মডেস্টি ব্লেজ তাদের মধ্যে সবচেয়ে বিস্ময়কর। নিজের কথা ও খুব কমই বলে। তাতে যেন ওকে আরো অবাক লাগে কোলিয়ের-এর। তবু তার কখনো মনে হয় নি, ও ইচ্ছে করে এই রহস্য সৃষ্টি করছে।

কোলিয়ের জানে বৃটেন ওর দেশ, কিন্তু জন্মেছে বিদেশী পরিবারে। পয়সাওয়ালা মেয়ে এবং খুব স্বাধীন, কোনরকম বন্ধন নেই। নানা জায়গায় প্রচুর ঘুরেছে, বিচিত্র ধরণের ওর সব বন্ধু এবং পরিচিতবর্গ। ওর সঙ্গে এক জমকাল পার্টিতে গিয়েছিল সে, প্রচুর পয়সাওয়ালা এবং সংস্কৃতিসম্পন্ন এক শিল্পপতি সেই পার্টি দিয়েছিলেন ; আরেক জায়গায় নিয়ে গিয়েছিল, কোলিয়ের একলা সেই জায়গায় ঢুকতে ইতস্তত করত। শহরের আলজেবীয় পল্লী সেটা। মক্কেল একেবারে নীচতলার লোক—নীচতলা মানে ভয়ংকর সব লোক, সেখানে মেয়েদের চাহনীও কি কঠিন।

তার একঘণ্টা আগে ম্যাক্সিমে কোলিয়ের-এর সঙ্গে রাতের খাওয়া খেয়েছে মডেস্টি, গায়ে সেই পোশাক এবং গয়না ; তবু সম্পূর্ণ ভিন্ন পরিবেশে সে এতটুকু অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেনি। পুরনো বন্ধুর মতোই সে অভ্যর্থনা পেয়েছে তাদের কাছ থেকে এবং যেহেতু কোলিয়ের সঙ্গে গেছে, তারা ওকেও স্বাগত জানিয়েছে।

এ সবে খুবই কৌতূহলী হয়েছে কোলিয়ের, কিন্তু মডেস্টির আগেকার জীবন সম্বন্ধে কিছু জিজ্ঞাসাবাদ করতে তার সৌজন্যে বেধেছে। তাতে ফলও কিছু হত না, হয়তো, যা বলবার মডেস্টি তাকে নিজে থেকেই বলেছে। এর বেশি প্রশ্নের জবাব পেতে গেলে হয়তো সব কিছু নষ্ট হয়ে যাবে, কোলিয়ের তা চায় না।

মডেস্টি আপনা থেকেই তাকে যা দিয়েছে, তাতেই সে পরিতৃপ্ত। এ-ও সে মনে মনে জানে যে, সময় এলে এ সবের সমাপ্তি হবে। ও-ই শেষ করে দেবে, শান্তভাবে, তাকে কোনরকম আঘাত না দিয়ে। ততক্ষণ পর্যন্ত এই স্বপ্নিল জগতে থাকতে পেয়ে সে খুশি।

'মডেস্টি ব্লেজ,… 'কোলিয়ের আবার বলল, খুব নরম গলায়। নিজের এই আত্মতৃপ্তিতে নিজেই সে হাসল। তারপর ভাবল এবার ফ্ল্যাটের আলো জ্বেলে দেওয়া যাক, একটা ড্রিংক নেওয়া যাক বরং।

দরজায় চাবি ঘোরানোর আলতো আওয়াজ হল, স্টিফেন খাড়া হয়ে উঠল। দরজা খুলল এবং বন্ধ হল। সুইচ টেপার শব্দ, বসবার ঘর আলোয় আলো হল। ব্যালকনির অন্ধকারে লুকিয়ে স্টিফেন কান খাড়া করে শব্দের অনুসরণ করতে লাগল। মেঝেয় কি যেন ধপাস করে নামানো হল, তারপর পায়ের শব্দ বাড়তি ঘরের দিকে এগিয়ে গেল। আবেকটা সুইচ টেপার শব্দ।

কোলিয়ের উঠে দাঁড়াল। বিশেষ যে সে ভয় পাচ্ছিল তা নয়, কৌতূহলী হচ্ছিল, হয়তো বা একটু বিরক্তও। বাইরে মুখচোরা কিন্তু ভেতরে কঠিন ভাব থাকে অনেক ইংরেজের, স্টিফেন সেই জাতের।

আগন্তুক গলা খাঁকারি দিল। লোকটা এবার শিস দিতে দিতে শোবার ঘর থেকে বেরিয়ে এলো। পায়ের শব্দ রান্নাঘরের দিকে গেল, আলো জ্বলল। কোলিয়ের আস্তে আস্তে ভেতরে গেল। মেঝেয় দাঁড় করানো পুরনো একটা শুওরের চামড়ার স্যুটকেস। লোকটা রান্নাঘরের বাসনপত্র টানাটানি করছিল। তারপর ফস করে একটা শব্দ হল ; স্টোভ ধরাল।

কোলিয়ের রান্নাঘরের খোলা দরজায় গিয়ে দাঁড়াল। রেফ্রিজারেটর থেকে দুটো ডিম এবং দুটো চপ নিয়ে প্যানে চড়ানো হয়েছে। মস্ত চেহারার একটা লোক পাঁউরুটি কাটছে।

কোলিয়ের পায়ের চাপে মেঝের তক্তায় মচমচ আওয়াজ হয়েছিল। মুহূর্তের জন্যে লোকটার শরীর যেন ঝাপসা হয়ে গেল। তারপর সে একেবারে স্টিফেনের মুখোমুখি দাঁড়াল। অবাক কাণ্ড!

পাঁউরুটি কাটার ছুরিটা সে এবার মাঝামাঝি বাগিয়ে ধরেছে, হাতলে তার হাত নেই।

সম্ভাব্য বিপদে কোলিয়ের-এর স্নায়ুগুলো যেন লাফিয়ে উঠল। কিন্তু আস্তে আস্তে কেটে গেল সেই মুহূর্ত, লোকটাও ঠাণ্ডা হয়ে তার হাতের ছুরিটা ঘুরিয়ে নিল। স্মিত হাসিতে সে যেন ক্ষমা প্রার্থনা করল।

বলল, 'ক্ষমা করবেন। আমার জানা ছিলনা আপনি এখানে আছেন।'

স্টিফেন পরিষ্কার গলায় জিজ্ঞেস করল, 'তুমি ইংরেজী বলতে পার!'

লোকটার চোখ যেন মিটমিট করে উঠল। তার চোখ ঘন নীল। কোলিয়ের যত প্রকাণ্ড ভেবেছিল তার চেয়েও প্রকাণ্ড তার চেহারা। সাদা সাদা চুল, মুখ দেখে মনে হয়, অনেক রোদ-বৃষ্টি সয়েছে। তার জামাকাপড়ে এমনিতে বাহুল্য নেই, কিন্তু দামী।

'কেউ কেউ একে ইংরেজী বলে ধরে না।' লোকটি বলল, কথায় তার জোর ককনি টান। 'কিন্তু লোক সাধারণত আমার কথা বুঝতে পারে।'

'তুমি ইংরেজ?' কোলিয়ের তবু সহজ হতে পারছিল না। 'কিন্তু এখানে তুমি কি করছ বাপু?'

'নাম গারভিন।' হালকাভাবে বলল সে। 'উইলি গারভিন।' গিয়ে ফের রুটি কাটতে লাগল। 'আমি একটা চপ ভাজবার চেষ্টা করছিলাম, তারপর গিয়ে শুয়ে পড়ব।'

'শুয়ে পড়বে?'

'হুম। আমি যখন ঘণ্টা টিপলাম তখন কোন সাড়াশব্দ পাইনি। আমি জানতাম না তুমি এখানে রয়েছ। জলদি কিছু মুখে দিয়ে আমি কেটে পড়ব।'

কোলিয়ের জিজ্ঞেস করল, 'তুমি ঢুকলে কী করে?'

'আমার কাছে একটা চাবি আছে।' উইলি গারভিন স্টোভের কাছে গিয়ে প্যানটা দেখে নিল।

'আমার কাছেও একটা চাবি রয়েছে।' কোলিয়ের বলল, 'আমি জানতাম না, আমরা দু'জনেই আছি।'

'না তা নেই, আমার ঘর ওইটা।' বাড়তি ঘরটার দিকে উইলি গারভিন অস্পষ্টভাবে ঘাড় নাড়ল, 'রান্নায় হাত আছে? আমি এ ব্যাপারে দিনে কানা, রাতে অন্ধ। সব পুড়িয়ে ফেলি। ভেবেছিলাম প্রিন্সেস বুঝি আছে, তাহলে সেই আমার খাবারটা করে দিতে পারত।'

'প্রিন্সেস?'

'সৌজন্যসূচক নাম।' প্রকাণ্ড লোকটা তাকিয়ে হাসল, হাসিতে বন্ধুত্বের আভাস। 'মানে মডেস্টি।'

'তুমি কি কোন আত্মীয়?' কোলিয়ের-এর বুকে হাঁফ ধরে আসছিল। এই দশাসই লোকটি মডেস্টির আত্মীয় ভাবতে তার কষ্ট হচ্ছিল, কিন্তু এক্ষেত্রে আর কি হতে পারে! 'না।' বলে উইলি গারভিন দুটো চপ প্যানে ফেলল। 'আমি ওর হয়ে কাজ করতাম, তারপর আমাকে ও একরকম পার্টনার করে নেয় নিজের, তারপর আমরা অবসর নিই, আমরা পুরনো বন্ধু।'

কোলিয়ের তবুও হতভম্ব হয়ে রইল, মডেস্টির ব্যক্তিগত ব্যাপারে বেশি নাক গলানো ঠিক নয়। সে অন্য কথা পাড়ল, 'তুমি যে এই সোজা বাড়িতে ঢুকে বললে, খাবারদাবার তৈরি করতে লেগেছ, তারপর গিয়ে শুয়ে পড়বে—তা এতে মডেস্টি কিছু মনে করবে না?'

'ঠিক, মনে করবে না।'

উইলি গারভিন কপাল কুঁচকে চপ দেখতে লাগল, বহুক্ষণ কোন কথাবার্তা নেই।

শেষে কোলিয়ের বলল 'তুমি যদি ওকে এতই চেন, কই আমাকে তো জিজ্ঞেস করছ না, আমি কে, এখানে কি করছি?'

উইলি গারভিন মৃদু বিস্ময়ে একটু তাকাল। 'তুমি যদি চোর-

ডাকাত হতে, তাহলে পাজামা ড্রেসিংগাউন পরে এখানে ঘোরাঘুরি করতে না, বন্ধু। তাছাড়া এতে আমার কোন দরকার নেই।' উইলি চপে প্রত্যাবর্তন করল।

কোলিয়ের ঠাণ্ডা হল। এই লোক কী করে মডেস্টির পুরনো বন্ধু হয়, সে বুঝে পাচ্ছিল না, তবে ওর যা সব অদ্ভুত অদ্ভুত বন্ধু—সেই কথা ভেবে তার বিশ্বাস হল।

'আমার নাম কোলিয়ের।' সে বলল, 'স্টিফেন কোলিয়ের।'

'পরিচিত হয়ে খুশি হলাম! মডেস্টি ক'টা নাগাদ ফিরবে কিছু জান?'

'মাঝরাতে সম্ভবত।' কোলিয়ের রান্নাঘরে ঢুকল, মদের বোতল বার করে খুলতে লাগল। 'সকালে একজন ফোন করেছিল, রাতের খাওয়া আজ মডেস্টি তার সঙ্গেই খাচ্ছে। রেনে ভবোয়া বলে একটা লোক।'

উইলি ঘাড় নাড়ল। 'লোকটা ওর সঙ্গে দেখা করতে চেয়েছিল।'

'তুমি তাকে চেন?'

'বারকতক দেখা হয়েছে। প্রিন্সেস-এর কাজের খাতিরে। চমৎকার লোক, এই বছর পঞ্চান্ন হবে, সিভিল সারভ্যাণ্ট।'

'ধন্যবাদ।' কোলিয়ের হাসল, উইলি গারভিনকে এবার তার ভালো লাগছে। 'মডেস্টি নিজেই আমাকে একথা বলেছে, আমার কিন্তু হিংসে হচ্ছে না।'

উইলি গারভিন ঘাড় নেড়ে সায় দিল, তখনো তার চোখ প্যানে। তারপর অসীম বিরক্তিতে মুখ তার ভরে উঠল। পাক খেয়ে খেয়ে ধোঁয়া উঠল। প্যানটা পুড়ে গেল।

'দেখলে?' উইলি তিক্ত কণ্ঠে বলল। 'হারামীদের কাণ্ড দেখলে? আমি এক মুহূর্ত চোখ সরাই নি, সরিয়েছি কি? তবু ব্যাটারা পুড়ে গেল।'

কোলিয়ের কাঁচুমাচু হয়ে বলল, 'আমি দুঃখিত. পারলে আমি

তোমায় সাহায্য করতুম, কিন্তু তুমি আমার চেয়ে দু'ধাপ ওপরে, আমি হলে এতক্ষণে গোটা প্যানকেই পুড়িয়ে ফেলতাম।'

দুটো গেলাসে পানীয় ঢেলে সে স্টোভের কাছে নিয়ে এলো। উইলি গারভিন চপ দুটোকে একটা প্লেটে ঢেলে ফেলল। দুটো ডিম ভেঙে প্যানে ঢালল। তারপর একটা গেলাস তুলে নিল।

'ধন্যবাদ মিঃ কোলিয়ের।'

'স্টিভ। চিয়ার্স।'

পাঁচ মিনিট পরে উইলি গারভিন পোড়া চপ আর ডিম নিয়ে খেতে বসল।

কোলিয়ের তার টেবিল থেকে একটু তফাতে বসেছিল। গম্ভীর ভাবে সে জিজ্ঞেস করল, 'আমি ধূমপান করলে কি তোমার খারাপ লাগবে?'

'এই একটা নাও।' উইলি সিগারেট কেস আর লাইটার টেবিলে গড়িয়ে দিল।

দুটোই একেবারে পাকা সোনার। কোলিয়ের আগেই লক্ষ্য করেছে. উইলির পরনে সার্ট ও স্ল্যাক এবং হালকা গোছের যে জ্যাকেটটা এখুনি খুলল—সবই হাতে সেলাই। জুতো জোড়াও তাই। কবজিতে রোলেক্স অয়েস্টার ক্রোনোমিটার।

কোলিয়ের একটা সিগারেট নিয়ে ধরাল; কেস এবং লাইটার ফিরিয়ে দিল। উইলি বলল, 'আমার জন্যে ঘাবড়িও না, এসব খতম হলেই আমি চলে যাব। তুমি বরং মডেস্টিকে বলো, আমি এসেছিলাম—' বলে থামল, বাতাসে গন্ধ শুঁকল তারপর হতাশ হয়ে মাথা নাড়ল। 'কষ্ট করে বলার দরকার নেই। রান্নাঘরের গন্ধেই ও টের পেয়ে যাবে। শুধু বলো, আমি শহরেই আছি। হয়তো আজ রাতে ক্লদিন-এর সঙ্গে থাকব। হয়তো—'

কোলিয়ের সবিনয়ে জিগ্যেস করল, 'আরেক জন পুরনো বন্ধু বুঝি?'

উইলি মাথা নাড়ল। 'শয্যাসঙ্গিনী।' খুব সহজভাবে বলল।

কোলিয়ের ধোঁয়া গিলল। 'উইলি, তোমার অবসর-জীব
কেমন লাগছে? অবসর যাপনের পক্ষে বয়স তো তোমার কম!'

'মজায় আছি। ইংল্যাণ্ডে একটা রেস্তোরাঁ আছে, 'দি ট্রেডমিল'
মেনেজহেব নদীর ওপরে ভারি সুন্দর জায়গা। কখনো গেলে যেও।

'যাব বৈকি! দূর থেকে কল-কব্জা নেড়ে চালাও নাকি
সেটা?'

'আমার ম্যানেজার চালায়। বছরে আমি কয়েক মাস সেখানে
যাই। স্টিভ্, তোমার পেশাটা কি?'

কোলিয়ের জবাব দিতে ইতস্তত করল না। 'আমি হচ্ছি
ধাতুবিদ, খুব বিরক্তিকর পেশা।' 'জানি না। টেকনিক্যাল তো
তবে ভেতরে ঢুকতে পারলে তত বিরক্তিকর নয় বোধহয়?' উইলি
ছুরিকাঁটা নামাল। 'বেরিলিয়াম নিয়ে কোন কাজ হচ্ছে?'

'ইয়ে......এখনি কিছু হচ্ছে না।' কোলিয়ের ম্লান হাসল
'আমি এখন ছুটিতে আছি, এসব কাজের কথা এখন নয়।'

'নিশ্চয়।' উইলি খালি প্লেট নিয়ে গিয়ে ধুল, মুছল। তা
চোখে একটু থতমত ভাব, একটু কৌতুক। যখন সে ফের একবার
ঘরে গেল, কোলিয়েব তখন রেডিওগ্রামে রেকর্ড চড়াচ্ছে।

একটা আরাম কেদারায় বসতে বসতে উইলি বলল, 'একট
ধোঁয়া টেনেই চলে যাব।'

'আমার জন্যে চলে যেও না। চাও যদি মডেস্টির জন্যে থাকতে
পার।'

উইলি অন্যমনস্কভাবে মাথা নাড়ল, বসে বসে সে ধূমপান
করে যেতে লাগল, ওদিকে ফ্যান্টাসির নরম, নিভৃত সুরে ঘর
ভরে উঠল। কোলিয়ের শেষ পানীয়টুকু গলায় ফেলে কৌচে গা
এলিয়ে দিল। দেখা যাচ্ছে, কথা বলার কিছু না থাকলে উইলি
গারভিন-এরও চুপ করে থাকার ক্ষমতা মডেস্টির মতো। কিন্তু
কয়েক মিনিট পরে উইলি উঠে ছোট্ট ব্যালকনির দিকে হাঁটতে

লাগল। সিগারেট নিবিয়ে সে কিছুক্ষণ অন্ধকারের দিয়ে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে রইল। তারপর আস্তে আস্তে পায়চারি করতে লাগল, কিন্তু তাকে অস্থির মনে হল। দু'বার অস্বস্তিতে হাতে হাত ঘষল।

'তুমি বললে, মডেস্টি ভবোয়ার সঙ্গে ডিনার করছে?' উইলির গলা রেকর্ডের সঙ্গীতের ওপর কেটে বসল। সে গলা আলাদা, তাতে আর সহজ ভাব নেই।

'তাই তো!' কোলিয়ের মৃদু বিস্ময়ে ভুরু তুলল।

'ওরা কোথায় যাচ্ছে তুমি জান?'

'যাজক বলে যাত্রীবাহী নৌকায় নদীপথে ভ্রমণ। সেইন-এর বুকে ঘোরা এবং খোলা ডেকে তাঁবুর তলায় বসে খাওয়া।'

'জানি।' উইলি গালের কাছে চুলকালো। তার চোখে চিন্তার ছায়া। 'সাড়ে এগারোটা নাগাদ ওরা যাঁত দ্য লালমা-য় আসবে, আমি ওখানে যাই বরং।'

কোলিয়ের হতভম্ব হয়ে উঠে দাঁড়াল। 'কিছু গণ্ডগোল হয়েছে?'

'হতে পারে।' উইলি নির্দ্বিধায় বলল। বলে সে কান চুলকাতে লাগল। তার সেই আগেকার সহজ, খুশি-খুশি ভাব নেই, তার বদলে কেমন যেন রুক্ষ ভাব। কোলিয়েরও ফের আড়ষ্ট হয়ে উঠল।

সে বলল, 'আমি অকারণ কৌতূহলী হতে চাই না। কিন্তু ঘণ্টাখানেক হল তুমি এখানে আছ, এখন হঠাৎ বলছ কিছু গণ্ডগোল হতে পারে। কি ধরনের গণ্ডগোল?'

'বিপদ আপদ।' উইলি গায়ে জ্যাকেট চড়াল।

'তুমি জানলে কী করে?' কোলিয়ের-এর মুখে সবিশেষ আগ্রহ। খুব সোজা প্রশ্ন। কথার পৃষ্ঠে কথা নয়।

নীল চোখ জোড়া দুর থেকে ফিরে এসে তার ওপর স্থাপিত হল। 'ঠিক জানিনা আমি।' উইলি একটু ইতস্তত করল, তারপর সরাসরি বলল, 'এর কোন মানে নেই। তবে আমার কান চুলকোচ্ছে।' বলে ঘুরে দাঁড়াল। তার ভাবভঙ্গী দেখে মনে হচ্ছিল

'সে জানে একথায় সবাই হাসবে, অবিশ্বাস্য ঠেকবে। কিন্তু তাতেও যেন তার গ্রাহ্য নেই।

'দাঁড়াও।' কোলিয়ের তাড়াতাড়ি বলে উঠল। 'তিন মিনিটে আসছি।'

উইলি দাঁড়িয়ে পড়ল। 'তুমি আসতে চাও?'

'হ্যাঁ।' কোলিয়ের তার ড্রেসিং গাউন খুলতে খুলতে শোবার ঘরে ঢুকল। উইলি তার পেছন পেছন এলো। একটা শার্ট আর প্যান্ট টেনে নিয়ে কোলিয়ের বলল, 'আগেও এইরকম হয়েছে নাকি—তোমার এই কান চুলকানো?'

'অনেকবার।'

'তোমার কাছে সেটা বিশেষ অর্থবহ? মানে এক ধরণের হুঁশিয়ারী?'

'হ্যাঁ।' উইলি যেন অধীর হয়ে উঠল। 'হাস আর যাই কর, আমি কিছু মনে করব না, কিন্তু একটু তাড়াতাড়ি কর।'

'আমি হাসছি না। আমার আগ্রহ হচ্ছে। শতকরা কতটা ফলে?'

'অ্যাঁ?'

'এই যে হুঁশিয়ারী তুমি পাও, তারপর কি কোন না কোন বিপদ আপদ দেখ? না অনেক সময় সেগুলো মিথ্যে হয়ে দাঁড়ায়?'

উইলি ধীরে বলল, 'তুমি অদ্ভুত ধরণের ধাতুবিদ, তাই না?

'ওকথায় দরকার নেই।' কোলিয়ের এর পাতলা মুখ একাগ্র হয়ে উঠল, শিকারী তার শিকারে যেমন একাগ্রচিত্ত। 'এই হুঁসিয়ারী কি পরে কখনো মিথ্যা বলে প্রমাণিত হয়েছে?'

'আমার তো তেমন মনে পড়ে না।'

'বেশ।' কোলিয়ের সোজা কথা পাড়ল। 'এবার উলটো দিকটা দেখা যাক—কান চুলকোয় নি এবং তুমি বিপদে পড়েছো এমন ঘটনা কখনো ঘটেছে?'

'হুম? হ্যাঁ, প্রায়ই।' প্রশ্নে আর উইলির মন নেই। তার মন এখন অন্যত্র।

কোলিয়ের জুতো গলিয়ে উঠে দাঁড়াল। তার কালো চোখে গভীর আগ্রহ, উইলি গারভিনকে সে ভালো করে দেখতে লাগল।

'ঝামেলা বিপদ আপদ তুমি খুব বুঝতে পার, না উইলি?'

'একটু একটু।'

'যখন মন-মেজাজ ঠাণ্ডা থাকে, কিছুই হয়তো আশংকা করছ না, সেই সময় কি তুমি ওই হুঁশিয়ারী পাও, না যখন হয়তো খুব ভাবছ কিছু একটা হবে, তখন পাও?'

আস্তে আস্তে উইলির পূর্ণ দৃষ্টি কোলিয়ের-এর মুখে স্থাপিত হল। বিহ্বল কিন্তু বেশ ক্রুদ্ধ চাহনি।

'তাতে কি আসে যায়?' তার গলা অধীর। 'পঁত দ্যু লালমার মডেস্টির জন্যে আমাকে অপেক্ষা করতে হবে। আমি এক্ষুণি যাচ্ছি। তুমি আসতে চাও কি না?'

দিনের উত্তাপ তখনো হাওয়ায় লেগেছিল। যাত্রীবাহী নৌকার রেস্তোরাঁ-ডেকে উজ্জ্বল আলো, মাথার ওপর প্রকাণ্ড সামিয়ানা খাটানো। তার তলায় গরম তত লাগছে না, বেশ মনোরম পরিবেশ।

ওয়েটার দু' গেলাসে কগন্যাক ঢালল, ফরাসী গুপ্তচর বাহিনী দোজ্জিয়েম ব্যুরোর প্রধান রনে ভবোয়া দেখল, তারপর দ্রুত দৃষ্টি ফেরাল। তার টেবিলের উলটো দিকে যে মেয়েটি বসেছিল, তার মুখের একটা পাশ এখন দেখা যাচ্ছে।

ভবোয়া-র সুখী দাম্পত্যজীবন, একটি মেয়ে। সামনে বসা বর্তমান সঙ্গিনীটির চেয়ে সেই মেয়ে হয়তো বছর দু'তিনের ছোট হবে। তবু মনে মনে সে উৎফুল্ল না হয়ে পারছিল না। এই তরুণীর সঘন গহন সৌন্দর্যে মেয়ে-পুরুষ কেউ চোখ ফেরাতে পারে না। ভবোয়া এহেন মেয়ের সঙ্গে আছে, লোকে তাকেও ঈর্ষা করছে।

তার কালো ঝকঝকে চুল গোল করে পাকিয়ে ওপরে তোলা, মুকুটের মতো দেখাচ্ছে। চোখে মাঝরাতের নীলিমা, মুখ রোদে নরম, তামাটে। লম্বা গলায় কি শ্রী, সৌষ্ঠব! গায়ে ঘটি হাতা সাদা সিল্কের ব্লাউজ, ঘন নীল ভেলভেটের স্কার্ট পরনে। স্কার্ট-এর রঙে মেলানো একটা ঢিলে জ্যাকেট চেয়ারের পিঠে ঝুলছে। মেয়েদের তুলনায় তার কাঁধ একটু চওড়া—কোমর সরু। পা যেমন লম্বা তেমনি সুন্দর। দীর্ঘ পদপাতে উরুতে পর্যন্ত দোলা লাগে।

ভবোয়ার বন্ধু এবং ইংল্যাণ্ডে একই স্থলাভিষিক্ত স্যার জেরাল্ড টারাণ্ট। তিনি বলেছিলেন, 'রনে, এই মেয়ের সঙ্গে দু'দণ্ড থেকে শান্তি পাবে। শুনতে হয়ত অবিশ্বাস্য মনে হচ্ছে, কিন্তু সত্যি। অস্থিরতা নেই, উত্তেজনা নেই। তোমাকে অসাধারণ শান্তি ও স্বস্তির অনুভূতি দেবে।' তারপর একটু শুকনো গলায় যোগ করেছিলেন, 'তবে মনে রেখো, এই ভাব এবং প্রতিক্রিয়া হয়তো শত্রুপক্ষের ওপরেও একইভাবে কার্যকরী হতে পারে।'

ভবোয়ার খুব ধাঁধা লাগছিল ; সারা সন্ধ্যে ধরে মন্ডেস্থি ব্লেজ-এর তেমন সাংঘাতিক শক্তির কথা সে কিছু টের পেল না, তবে এটা ভালো করেই বুঝতে পারছিল, টারাণ্ট-এর শেষ কথা কার্যক্ষেত্রে অক্ষরে অক্ষরে সত্যি হবে। ভবোয়ার মনে হল, টারাণ্ট-এর প্রথম কথাও সত্যি। তাকে ঘিরে বাস্তবিক এখন এক উষ্ণ শান্তি বিরাজ করছে।

মডেস্টি মুখ ফেরাল, একটু হাসল, তারপর কগন্যাক-এর গেলাস ভবোয়ার দিকে তুলল। ভবোয়াও তুলল।

ভবোয়া বলল, 'অতিথি সৎকারে আমি পটু নয়। তোমাকে আমার একটা সিগারেট দেওয়া উচিত ছিল। আমার নিজেরও খেতে ভালো লাগত। যখন খুব মেজাজে থাকি, তখন মাঝে মধ্যে আমি একটা করে সিগারেট খাই।'

কৌতুকে মডেস্টির চোখ চকচক করে উঠল। 'স্যর জেরাল্ডও ওই ধরণের কিছু বলতে চেষ্টা করেন, কিন্তু ফরাসীদের প্রতিভা তো

ওঁর নেই, ফলে শেষ পর্যন্ত বলতে গিয়ে ওঁর মুখ লাল হয়ে ওঠে।' চেয়ারে রাখা হাত-ব্যাগের দিকে সে হাত বাড়াল। 'আমার কাছে কয়েকটা গুলাশ্ আছে, যদি আপনার চলে?'

'বহুৎ খুব', ভবোয়া বলল। 'আর আমাদের ভালোমানুষ স্যার জেরাল্ড সম্বন্ধে এই টুকিটাকি আলোকপাত করার জন্যে ধন্যবাদ। বুড়ো শেয়ালের যে সামান্য দোষত্রুটি আছে এ-জেনে আমি সবিশেষ আনন্দিত।'

সিগারেটের ব্যাপারে ভবোয়া একটু ছলনার আশ্রয় নিয়েছিল। সিগারেট তার কেসে গোটাকতক রয়েছে। কিন্তু সে শুধু দেখতে চাইছিল মডেস্টির ঘোরা, তার অঙ্গচালনাটুকু দেখে সে আনন্দ পেতে চাইছিল। মডেস্টি ব্যাগ খুলল, সোনার সিগারেট কেস ও লাইটার বার করল, একটা গুলাশ্ ভবোয়াকে দিল, লাইটার বাড়িয়ে দিল—ভবোয়ার চোখ এই নড়াচড়ার ছন্দে নিবদ্ধ রইল।

'ধন্যবাদ।' মডেস্টির সিগারেট ধরিয়ে ভবোয়া নিজেরটা ধরাল, খানিকক্ষণ চুপচাপ তারা সিগারেট টানতে লাগল। শেষে ভবোয়া বলল, 'তোমার নাম ধরে যদি ডাকি তাহলে কি ধৃষ্টতা হবে, মাদামযজেল?'

'আমি সেটাই বরং পছন্দ করব, রনে।'

'ধন্যবাদ। আচ্ছা, উইলি গারভিনকে তুমি কি প্যারিসে আশা করছ? পুরনো পরিচয়টা আমি তার সঙ্গে ফের ঝালিয়ে নিতে চাই। দারুণ চরিত্রের লোক, যাই বল!'

'দারুণ বলে দারুণ! ও নিজেও জানে না।' মডেস্টি হাসল, হাসিতে যেন পুরনো স্মৃতি ছলকে উঠল। ভবোয়া ভাবতে চেষ্টা করল, অতীত রণক্ষেত্রের কোন্ স্মৃতিচিত্র এই মুহূর্তে ওর মনকে ছুঁয়ে যাচ্ছে? মডেস্টি বলে উঠল, 'আমি ঠিক জানিনা, হঠাৎ উইলি এখানে উপস্থিত হবে কি না।'

'ইংল্যাণ্ডে হয়তো তার পানশালায় রয়েছে?'

'মনে হয় না। আমি ট্যাঙ্গিয়েরর থেকে আসবার আগে ওর

একটা কার্ড পেয়েছিলাম। ও তখন টোকিওয়। লিখেছিল, সেখানে হট বাথ নিতে গেছে।'

'হট বাথ?' ভবোয়া তাকিয়ে রইল।

'জাপানী কেতা ও পছন্দ করে। মাসাজ-মেয়েরা খুব ভালো।'

'অ।' ভবোয়া যেন বুঝতে পারে—ঘাড় নাড়ল। নৌকা ভেসে চলেছে। ইলে ছ্য লা সিতে-র পূব কোন ছাড়িয়ে ঘুরে চলেছে এখন।

'তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞেস করতে চাইছিলাম', ভবোয়া বলল, 'কিন্তু হয়তো তুমি কিছু মনে করবে।'

'করব না। কি?'

ভবোয়া খুব সাবধানে বলতে লাগল, 'যখন তুমি নেটওয়ার্ক চালাতে, তখন এমন সব বিভিন্ন কাজ তুমি করেছ যা পুরোপুরি আইন-সঙ্গত নয়—'

'আমি রীতিমতো অপরাধমূলক কাজেই জড়িত ছিলাম', মডেস্টি মাঝপথে বলে উঠল, তার চোখে হাসি খেলা করছিল। 'কোন্ কারবারে আমি হাত লাগাব, সেগুলো বেছে নিতাম বটে, কিন্তু সেগুলো অবশ্যই অপরাধমূলক। বলে যান।'

'কাউকে রক্ষা করা বা মদত দেওয়ার কাজে কখনো জড়িত হয়েছ?' ভবোয়া খানিক থেমে কিন্তু-কিন্তু করে বলল।

মডেস্টি সহজেই উত্তর দিল, 'কারবার হিসেবে হই নি। ও জিনিসটা সোনার চোরাই চালানের চেয়েও খারাপ জিনিস। তবে কখনো কখনো আমাদের সাহায্য চাওয়া হয়েছে। বাঁচাতে হবে—তার জন্যে আমাদের উপযুক্ত দাম দিয়েছে। কতকগুলো বদলোক একবার লারোস-এর ক্যাসিনোগুলো নষ্ট করে দিতে চেষ্টা করেছিল, লারোস আমার কাছে এল সাহায্যের জন্যে।' সে কাঁধ ঝাঁকাল। 'আমাদের অবশ্য বেশি কিছু করতে হয়নি।'

'তবু, কত বেশি?'

'উইলি গারভিন ওদের একজন:পাণ্ডাকে তুলে নিয়ে এলো।

চোরাই চালানের জন্যে আমরা যে এম. এফ. ভি. ব্যবহার করছিলাম তাতে পুরে রাখল।'

'দুঃখিত। এম. এফ ভি. মানে?'

'মোটর ফিশিং ভেসেল। ফলে সেই মক্কেলকে তিন মাস ক্রীজার হিসেবে এক কঠিন ক্যাপ্টেনের শক্ত পাল্লায় কাজ কবতে হল। ব্যস, ওখানেই খতম।' মডেস্টি তার কগন্যাকে চুমুক দিল। 'নেটওয়ার্ক এখানে-ওখানে কিছু মদত দিয়েছিল, কিন্তু আমরা কারুর ওপর জোর খাটাই নি।'

'ও আচ্ছা।' রনে ভবোয়ার আঙুল গেলাসের চারপাশে ঘুরতে লাগল। তার মুখে চিন্তা।

'এই তো? না আর কিছু?' মডেস্টি তার মুখের দিকে সপ্রশ্নভাবে তাকাল।

'না', ভবোয়া চুপ করে রইল। তার ভাবনাকে গোছগাছ করতে লাগল। মডেস্টি কোনরকম অধীর না হয়ে অপেক্ষা করতে থাকল। শেষে ভবোয়া বলল, 'মদত দেওয়ার কারবারে সাধারণত বহু লোকের কাছ থেকে কিছু কিছু টাকা আদায় করা হয়। সবচেয়ে বড় উদাহরণ দেখ দোকানদাররা। মডেস্টি, এই কারবার কি অন্যভাবে করা যায়? তুমি কি মনে কর? ধর, বাছাই করা কিছু লোকের কাছ থেকে অনেক টাকা আদায় করা হল

'কি ভয় দেখানো হবে?'

'মৃত্যুর ভয়।'

মডেস্টি কাঁধ ঝাঁকাল। 'ওটা একবার করে পার পাওয়া যায়। যেমন অপহরণ। কিন্তু তাই নিয়ে ফলাও কারবার ফাঁদা যায় না।'

ভবোয়া সিগারেটের ছাই ঝেড়ে মাথা নাড়ল। 'আচ্ছা মনে কর, লণ্ডনে তোমার সরকারকে হুমকি দেখানো হল যে,—গৃহনির্মাণ মন্ত্রী ছ মাসের মধ্যে মারা পড়বে, যদি না একশ' হাজার পাউণ্ড পণ হিসেবে দেওয়া হয়। সেক্ষেত্রে ফল কি দাঁড়াবে?'

মডেস্টি হেসে ঘন ঘন ঘাড় নাড়তে লাগল। 'তুমি ঠাট্টা করছ।'

'বটেই তো। ধর যদি ঠাট্টা না হয়।'

মডেস্টি এবার তীক্ষ্ণ চোখে তাকাল। তার মুখে আর কৌতুকের ভাব নেই। শেষে বলল, 'তাহলে ধরে নিতে হবে, হুমকিটা এসেছে কোন ক্ষ্যাপা, ছিটগ্রস্ত লোকের কাছ থেকে। সেক্ষেত্রে পুলিশের সাহায্য নিতে হবে। অভিযোগ দায়ের করতে হবে।'

'এবং মন্ত্রীমশাই যদি সত্যি ছ' মাসের মধ্যে মারা যায়?'

'কেমন করে মরবে?'

'এক্ষেত্রে ধরা যাক, হিংস্র উপায়ে। তারপর হয়তো আরো কাউকে হুম্‌কি দেওয়া হল, হুঁশিয়ারী জারী করা হল—হয়তো কোন সরকারী চাকুরেকে। তখন কী হবে?'

'তাহলে তার উপযুক্ত মোকাবিলা করতে হবে।' মডেস্টির গলা ধীর, শান্ত, 'তুমি কি বলতে চাইছ, এরকম কিছু ঘটেছে?'

ভবোয়া স্মিত হাসল। 'আমি সমস্ত জিনিসটা কল্পনা করছি—যদি হয়। কোন পয়সাওয়ালা লোককে ব্ল্যাকমেল, সরকারকে ব্ল্যাকমেল—কোনভাবে করা যায় কি? কি বল তুমি?'

'হত্যা হল তার কিনারা হল না, হুম্‌কি দিল তার খোঁজখাঁজ করা হল না, তাহলে হতে পারে। তাছাড়া, ভয় পেয়ে যারা টাকা দেবে, তাদের কাছ থেকে টাকাটা সংগ্রহ করার এক পাকা বন্দোবস্ত হওয়া চাই। কিন্তু যেদিক থেকেই দেখ না কেন, এটা ঠিক দাঁড়ায় না। সরকারকে খোঁচাখুঁচি করে নিজের ঝঞ্ঝাট বাড়াবার দরকার কি? শুধু বড়লোকদের ধরে থাকলেই হয়।'

'পয়সাওয়ালাদের জানাতে হবে তো। যাতে তারা সঙ্গে সঙ্গে টাকা দিয়ে দেয়। সেইজন্যে তোমার সামান্য একটু হৈ-হৈ, লোক জানাজানি দরকার। আর সেটা সরকারী কর্তৃপক্ষকে জড়ালে ভালো সাড়া মিলবে।'

'সামান্য লোক জানাজনি?'

'তাতে বিশাল আতংককে এড়ানো যাবে এবং কোন কোন সরকার হয়তো পূর্ব পরিণাম দেখে যথেষ্ট ভজে গিয়ে টাকাটা দিয়ে দেবে।

ইউরোপে হয়তো তেমন সুবিধে হবে না, দু' একটা সরকার দিতে পারে যারা ডিক্টেটরী চালাচ্ছে। কিন্তু আফ্রিকার দেশগুলো থেকে ভালো আদায় হবে, বিশেষ করে নতুন রাষ্ট্রগুলো। প্রধানমন্ত্রী আমবোলা-র যদি মনে হয়, তিনি খুন হতে পারেন, তাহলে তিনি সহজেই দেশের কোষাগারে হানা দেবেন। তবে আমার মনে হয় আলাদা আলাদা ভাবে মালদার লোকেরা এর সহজ শিকার। এখানে এক তেলের বাদশা, ওখানে এক ভারতীয় লাখপতি কিংবা দক্ষিণ আমেরিকার কোন মজন্তালী ছোকরা...' ভ:বোয়া স্মিত হেসে অল্প হাত নাড়ল। 'আগে অবশ্য তাদের ভালো করে টের পাওয়াতে হবে যে, তোমার হুমকিগুলো ফাঁকা নয়। আর তার সবচেয়ে সহজ উপায়, তুমি যখন কাউকে প্রথম হুমকি দেবে সেই সঙ্গে সম্ভাব্য আর সব মক্কেলদেরও জানিয়ে দেবে। যাতে তারা নিজেরা স্বচক্ষে দেখতে পায়, টাকা যারা দেয়নি তাদের অবস্থাটা কি হয়েছে!'

মডেস্টি ভবোয়াকে লক্ষ্য করছিল, সে ঠিক বুঝে উঠতে পারছিল না। 'তাহলে তো প্রত্যেকটা দেশই ওদের পেছনে ধাওয়া করবে, যে সব দেশে ইন্টারপোল আছে তারাও। হুমকি যাদের দেওয়া হবে তাদের বাঁচাতে সবাই এগিয়ে আসবে। খুন করে তখন পার পাবার উপায় থাকবে না। আর যখন পণ কেউ দিতে চাইবে, তখন টাকাটা আদায় হবে কী ভাবে? টাকাটা নিতে যাওয়া মানেই তো কোন-না কোন ভাবে যোগাযোগ স্থাপন করা। পণের টাকা আদায় করা কিডন্যাপারদের সবচেয়ে বড় সমস্যা।'

'খুব সত্যি।' ভবোয়া তখনো হাসছিল। হাতের সিগারেট সে ছাইদানিতে গুঁজে দিল। 'সব ব্যাপারটাই অসম্ভব আজগুবী।'

মডেস্টি ধীরে বলল, 'খুঁটিনাটি খুলে সব বোধ হয় আমাকে বলেন নি। খুলে বললে অনেক অসম্ভব জিনিসও সম্ভব হতে পারে।'

ভবোয়া জোরে হেসে উঠল, তার চোখে কিন্তু ক্ষমাপ্রার্থনার আভাস। 'মডেস্টি, আমি এক অসম্ভব জিনিসের কথাই বলেছি।

ভেবেছিলাম তুমিই হয়তো প্রয়োজনীয় খুঁটিনাটি সব বের করতে পারবে।'

মডেস্টি চেয়ারে হেলান দিয়ে বসল, ভবোয়াকে দেখতে লাগল। ভুরু একটু কুঁচকে রইল। 'রনে, আমি দুঃখিত, আমার মাথা তেমন খেলছে না। আমি বুঝতে পারছি না, তুমি আমাকে কিছু বলতে চাইছ কিনা, কিংবা কিছু জিজ্ঞেস করতে চাইছ কিনা, নাকি এটা কোন কেতাদুরস্ত কল্পনার খেলা যে খেলার নিয়ম কানুন আজও আমার রপ্ত হয় নি। তবে তুমি আমাকে বেকুব বানিয়ে ছেড়েছ।'

ভবোয়া ভাবল, টারাণ্ট-এর মত আমি অত নির্দয় নিষ্ঠুর নই। অন্তত এই মেয়েটার ক্ষেত্রে তো নয়-ই। দু' দুবার মেয়েটাকে সে প্রায় মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিয়েছিল।

একটা হাত মডেস্টির হাতের ওপর রাখল ভবোয়া। বলল, 'মনে পড়েছে, একটা কথা তোমাকে বলতে চেয়েছিলাম। কাল যখন তোমাকে ফোন করি তখন এক তরুণ ইংরেজ ধরেছিল। তুমি এই যে আমার সঙ্গে রাতে খেতে এলে, সে হয়তো বিরক্ত হয়েছে।'

মডেস্টি বুঝল, তার সাহায্য করার প্রস্তাব ভবোয়া ঠিক বুঝেছে, কৃতজ্ঞতার সঙ্গে তা গৃহীত হয়েছে বটে, কিন্তু সেই সঙ্গে শান্তভাবে প্রত্যাখ্যাতও হয়েছে। সে হাসল, দেখাতে যে এই প্রত্যাখ্যানে সে দমে যায় নি। তার সেই সহজ, স্বাভাবিক হাসিতে দুষ্টুমি মাখানো ছিল।

সে বলল, 'তরুণ ইংরেজটি বিরক্ত হয়েছে বলে আমার মনে হয় না। কোন দিক থেকে অসন্তুষ্ট হবার তার কারণ নেই।'

রণে ভবোয়া হেসে উঠে হাত সরিয়ে নিল, 'এখন আমি নিশ্চিন্ত।' বলে সেইন-এর পশ্চিমপারে সে তার দৃষ্টি ফেরাল 'ওই যে এক বিদ্‌ঘুটে জিনিস, যাকে আমরা আইফেল টাওয়ার বলি। ওটাকে উড়িয়ে দেবার এক চমৎকার মতলব আমি এঁটেছি বিস্তারিত বলব নাকি?'

৩

কোলিয়ের জিজ্ঞেস করল, 'এখনো চুলকোচ্ছে?'

'অ্যাঁ? আমি জানিনা। আমার কানের কথা থামাবে? সব আমার গোলমাল হয়ে যায়।'

উইলি গারভিনের গলা রুক্ষ-রুক্ষ, তবু তাকে নিরুদ্বিগ্ন লাগছিল। লম্বা ঢালের ওপর এক দেওয়াল, সেই দেওয়ালে হেলান দিয়ে স্টিফেন কোলিয়ের-এর সঙ্গে সে দাঁড়িয়ে ছিল। পঁত দ্য লালমা থেকে সেই ঢাল নেমে গেছে সেই কো দ্য লা কঁফারেন্স বরাবর।

তাদের বাঁদিকে ঢালের ঠিক নীচে পঞ্চাশটা গাড়ি সারবন্দী দাঁড় করানো। ওরা দু'জন উইলির ভাড়া করা গাড়িতে মঁমার্তে থেকে একসঙ্গে এসেছে। গাড়িটা সিমকা, প্লেস দ্য লালমার পাশেই এখন দাঁড় করানো। দেওয়ালের কাছে ওরা প্রায় বিশ মিনিট ধরে অপেক্ষা করছে, যাত্রীবাহী নৌকাটি ফিরে আসবে সেই আশায়।

কোলিয়ের সাহস করে বলল, 'আমরা ল্যাণ্ডিং ডক-এ গেলেই তো পারি! ওখানেই তো ওরা আসবে।'

'তুমি যাও, গিয়ে যেখানে ইচ্ছে অপেক্ষা কর।' উইলি বলল, কিন্তু কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে তার চোখ ঘুরছিল। প্রত্যেক গাড়ি সে লক্ষ্য করছিল, যারাই কাছে আসছিল তাদের সে নজর করছিল।

কোলিয়ের কাঁধ ঝাঁকিয়ে যেখানে ছিল, সেখানেই দাঁড়িয়ে রইল।

একটু চুপ করে থেকে উইলি জিগ্যেস করল, 'প্রিন্সেস এখানে নামবে কী করে? নিজের গাড়ি তো ও আনেনি, গ্যারেজেই রয়েছে।'

'না। একটা ট্যাক্সি নিয়ে কোন একটা অফিসে গেল। সেখানেই ওর এই ভবোয়া লোকটার সঙ্গে দেখা করবার কথা ছিল। ওরা এখানে কী করে যে এলো আমি জানি না।'

উইলি মুখ দিয়ে ঘোঁত ঘোঁত শব্দ করল।

আরো খানিকক্ষণ চুপচাপ কাটল। শেষে কোলিয়ের সেই নিস্তব্ধতা ভাঙল। 'কান চুলকনোয় আমি আর নেই, কিন্তু তুমি অন্য কিছু বলো। তোমার মনে হয়েছিল, কোথাও কোন গোলমাল পাকাচ্ছে, তুমি মডেস্টির জন্যে উদ্বিগ্ন হচ্ছিলে। আমি তো কোথাও কোন গোলমাল দেখতে পাচ্ছি না। কেন যে মডেস্টি শুধু শুধু ..'

উইলি সংক্ষেপে তাকে নিরীক্ষণ করল। কোলিয়ের তার নীল চোখের আড়ালে কৌতুকের ছায়া ভাসতে দেখল। তারপর আবার তার দৃষ্টি সরে গেল। নির্বিশেষ নানা দৃশ্যে তার দৃষ্টি সজাগ রইল।

'মডেস্টির সঙ্গে তোমার কী করে দেখা হয়েছিল?' উইলি জিগ্যেস করল।

'হঠাৎ দেখা! কয়েক হপ্তা আগে রাতের প্লেনে আমি ওরলি এসেছিলাম।' কোলিয়ের বুঝতে পারছিল, তার গলায় কেমন যেন এক জড়তা আসছে। তাতে সে নিজেই বিরক্ত হল। 'আসলে রিসেপসন লাউঞ্জ থেকে বেরোবার সময় আমার পকেট মারা গিয়েছিল। টাকা এবং ট্রাভেলার্স চেকসুদ্ধু আমার ব্যাগ। একটা লোক আমাকে ধাক্কা দিয়েছিল, সে-ই বোধহয় নিয়েছিল। কিন্তু প্রথমটা আমি বুঝতে পারি নি। ততক্ষণে লোকটা হাওয়া হয়ে গেছে। ঠিক সেই সময় মডেস্টি অন্য একটা প্লেনে এসেছিল। বোধ হয় ও দেখতে পেয়েছিল। লোকটার পেছনে ও ধাওয়া করে।'

'লোকটাকে ধাওয়া করল?'

'হ্যাঁ। আমি অবশ্য তখন বুঝিনি। পরে আমি ওকে বলেছিলাম, এটা করা খুব ভুল হয়েছিল। কোন বিপদ আপদ হতে পারত। যাইহোক, ওর কিছু হয়নি। আমি যখন মনিব্যাগের জন্যে

খুব উতলা হয়ে পড়েছি, তখন ও এসে মণিব্যাগটা আমাকে দেয়। লোকটা বোধহয় মাঝপথে ব্যাগটা ফেলে দিয়েছিল।'

'ফেলে দিয়েছিল?' উইলি গম্ভীরভাবে প্রতিধ্বনি করল। 'খুব বরাত জোর বলতে হবে, তাই না?'

কোলিয়ের শক্ত হয়ে বলল, 'এর মধ্যে ঠাট্টাতামাশার কি আছে, আমি কিছু বুঝতে পারছি না। এবং এ-সবের সঙ্গে প্রশ্নটার যে কী সম্পর্ক তাও বুঝছি না।'

'কি প্রশ্ন?'

'আমি যেটা জিগ্যেস করলাম। মডেস্টি খামকা বিপদে পড়তে যাবে কেন?'

'হয়তো ও আরো কারুর পকেট মারা যেতে দেখবে।' উইলি নির্বিকারভাবে বলল। 'তারপর সেই গাঁটকাটার পেছনে-ও ধাওয়া করবে। তবে এবার হয়তো সেই লোকটা ফেলে দেবার আগেই মডেস্টি তাকে ধরে ফেলবে।'

কোলিয়ের রাগ হজম করল। 'আমি কিছু বুঝতে পারছি না, তুমি কি বলতে চাইছ। আমি অবশ্য কেয়ারও করি না। আরেকটা কথা জিগ্যেস করতে পারি?'

'বলে যাও।'

'তুমি বিপদের গন্ধ টের পাচ্ছ! সেই বিপদ তোমার না হয়ে মডেস্টির হবে, এটা তুমি বুঝছ কি করে?'

'জানি না।' উইলির গলায় বিন্দুমাত্র আগ্রহ নেই। 'তুমি বেরিলিয়াম-এর কথা বলছ না কেন বাপু? তাহলে আমি বুঝতে পারি। একটু ক্লান্ত হয়ে পড়ছি তোমার...'

মাঝপথে সে থেমে গেল। কোলিয়ের দেখল, ও জাহাজ ঘাটার দিকে তাকিয়ে আছে। একটা লোক সেখান থেকে উঠে এদিক পানেই আসছে। লোকটা কাছে আসতে আলোয় দেখা গেল। দেখতে ছোটখাট, মুখের চামড়া কুঁচকানো। মাথায় পশমের গোল টুপি, ছাই ছাই রঙের এক পুরনো চটকানো স্যুট

উইলি জোর নিশ্বাস টেনে আপন মনে বলে উঠল, 'সেইরকমই তো মনে হচ্ছে...' তারপর গলা তুলে বলল, 'এই যে স্যালি, চলছে কেমন?'

লোকটা যেন ঝাঁকুনি খেল, তারপর মাথা ঘোরাল, উইলি গারভিনকে দেখতে পেল। দেখার সঙ্গে সঙ্গে শশব্যস্ত ইঁদুরের মতো ছুটতে লাগল। কোলিয়েরের তার মুখে একটা দম্‌কা হাওয়া পেল, উইলি বিদ্যুদ্বেগে ছুটে গেল লোকটার পেছন পেছন। প্রচণ্ড হর্ণ বেজে উঠল। লোকটা এক ট্যাক্সির সামনে হড়কে গেল, বেঁচে গেল এক চুলের জন্যে।

উইলি নিজেকে সামলে নিল, তবু তার কাঁধের একপাশ ট্যাক্সির সঙ্গে ঘষে গেল, একটু থতমত খেয়ে সে দাঁড়িয়ে পড়ল। আরও ছুটো গাড়ি গেল, তারপর ও ফের ধাওয়া করল। কোলিয়েরের তার পেছন পেছন যাচ্ছিল, শুনল ও রাগে মুখখারাপ করে উঠল।

দুরে একটা কালো প্যানহার্ড গাড়ি দাঁড়িয়েছিল। বেঁটে লোকটা যেন তাতে ঝাঁপিয়ে পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে এঞ্জিনের গর্জন, গাড়িটা ফস্‌ করে বেরিয়ে গেল। অ্যাভেন্যু মাস্যুর দিকে ছুটে গেল।

উইলি ফিরে এলো আস্তে আস্তে।

'এসব কি হচ্ছিল কি?' কোলিয়েরের জিগ্যেস করল।

'ঠিক বলতে পারছি না।' তার রাগ পড়ে গেছে। তখনো তাকে খুব চিন্তিত দেখাচ্ছিল, কিন্তু ব্যবহার ফের আগেকার মতো সহজ স্বাভাবিক। যেন এই স্যালি লোকটা উদয় হওয়াতে তার মনের কুয়াশা কেটে গেছে।

কোলিয়েরের বলল, 'নৌকোটা ঘাটে আসছে।'

উইলি ঘাটের দিকে তাকাল। লম্বা যাত্রীবাহী নৌকা জেটিতে এসে ভিড়ছে। 'ঠিক,' বলে সে দাঁড় করানো সিমকার দিকে চট করে এগিয়ে গেল, পেছন দিকটা খুলে সে কি-সব যন্ত্রপাতি বের করল। 'চল, আমরা ওদিকটায় যাই।'

ঢালু ঘাটের দিকে নামল, কোলিয়েরের তার পিছু পিছু চলল।

দেওয়ালের দিকে মুখ, সার সার গাড়ি দাঁড়িয়ে। সেখানে ওরা গিয়ে দাঁড়াল। কিছু কিছু লোক এর মধ্যেই নামতে আরম্ভ করেছে। কেউ কেউ হেঁটে ওপর দিকে উঠছে। অন্যরা গাড়ির দিকে এগোচ্ছে। ঘাট থেকে যারা আসছিল, উইলির চোখ তাদের প্রত্যেকের মুখে কি যেন খুঁজে ফিরছিল।

'আমরা কি দেখছি ?' কোলিয়ের বলল। বলেই বুঝতে পারল তার মধ্যে উত্তেজনা ঘনিয়ে-উঠছে।

'কোনরকম সন্দেহজনক গন্ধ। ওটা আমার ওপর ছেড়ে দাও। তুমি শুধু মডেস্টিকে লক্ষ্য করে যাও, দেখতে পেলেই আমাকে বলবে।'

পাঁচ মিনিট গড়িয়ে গেল। গাড়িগুলো এক এক করে বেরিয়ে গেল, যাত্রীদের ভিড় কমে এলো।

'এই যে মডেস্টি।' কোলিয়ের বলে উঠল।

চওড়া গ্যাংওযের দিকে ও এগিয়ে আসছিল। সুসজ্জিত একটি লোকের হাতের সঙ্গে ওর হাত গলানো। লোকটি ওর পাশে পাশে আসছিল, পঞ্চাশের কাছাকাছি তার বয়স, মুখের ভাব স্থির, শান্ত, হাঁটা-চলার ভঙ্গী ঢিমে—যেন সঙ্গে প্রচুর অবসর।

কোলিয়ের নিঃশব্দে কয়েক পা পিছিয়ে এলো। দেওয়ালের আড়ালে দাঁড়াল। প্রথমটা নিজেই অবাক হয়েছিল, কেন এরকম করল। তারপর বুঝল, মনে মনে সে উইলি গারভিন আর মডেস্টি ব্লেজ-এর দেখা হওয়াটা লক্ষ্য করতে চাইছে।

মডেস্টি এবং তার সঙ্গী গ্যাংওয়ে পেরিয়ে এলো। উইলিকে সে তক্ষুণি দেখতে পেল। ওর মুখে কোন বিস্ময় ফুটল না, শুধু একটু খানিক তৃপ্তির ভাব।

ভবোয়াকে ও বলল, 'উইলি গারভিন টোকিও থেকে ফিরে এসেছে।'

'উইলি আমার', মডেস্টি দু' হাত বাড়িয়ে দিল। উইলি সেই হাত নিজের হাতে নিল, মডেস্টির আঙুল তার গালকে স্পর্শ করল, তারপর সে হাত ছেড়ে দিল। তারা কেউ কাউকে জড়িয়ে

ধরল না, উইলি মডেস্টির হাতে চুমু পর্যন্ত খেল না। তবু ওদের মধ্যে এক বিশেষ, প্রায় আনুষ্ঠানিক হৃদ্যতা প্রকাশ পাচ্ছিল। দেখতে দেখতে কোলিয়ের-এর বুকে কাঁটার মতো এক ঈর্ষা বিঁধতে লাগল।

'হ্যালো প্রিন্সেস।'

'রনে ভবোয়াকে তুমি তো জান!' ও বলল।

উইলি ঘাড় নাড়ল। তারা দু'জন করমর্দন করল।

'প্রায় চারবছর, মিঃ গারভিন', ভবোয়া খুব সুন্দর করে বলল, 'কাজের ব্যাপার ছাড়াই আপনার সঙ্গে আবার দেখা হল।'

উইলি মডেস্টির দিকে তাকিয়ে বলল, 'নিশ্চয় করে বলতে পারছি না। প্রিন্সেস, আমার তো ধারণা এখানে কোন গণ্ডগোল বাধবে।'

মডেস্টির মুখ ধীর শান্ত। উইলির বুকে ও হাত বুললো। যেন জ্যাকেট আর শার্টের তলায় ও কিছু অনুভব করতে চাইছে। একটু ভুরু তুলে বলল, 'তোমার সাজ-সরঞ্জাম তো নেই উইলি!'

'জানি।' উইলি মুখভঙ্গী করল, যেন নিজের প্রতিই ও নিজে বিরক্ত। 'আমার খুব বিরক্ত লাগছিল, তাই আমরা তাড়াতাড়ি চলে এলাম। আমার অবশ্য আগেই যন্ত্রপাতি সব পরে নেওয়া উচিৎ ছিল, কিন্তু আমাকে একরকম সব ঠাট্টার জবাব দিতে হয়েছে—' বলেই সে থেমে গেল এবং চারদিকে তাকাতে লাগল। 'কোথায় গেল সে?'

কোলিয়ের এগিয়ে এলো। 'মডেস্টি ওর কান চুলকোচ্ছিল। এটা কি ঠাট্টা?'

'যাঃ। ঠাট্টা নয় স্টিভ।' মডেস্টি তার দিকে তাকিয়ে দ্রুত হাসল, যেন হাসিতেই তাকে সম্বোধন করল তারপর ফের উইলির দিকে তাকাল।

'আমরা ওপরে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছিলাম।' উইলি বলল। 'স্যালিকে দেখলাম এখান দিয়ে আসতে।'

'স্ট্যালি!' নামটি মডেস্টি আবার উচ্চারণ করল। তার মধ্যে দিয়েই ওদের দু'জনের মধ্যে কি যেন বোঝাপড়া হয়ে গেল। ভবোয়া-ও খুব আগ্রহ নিয়ে ওদের দেখছিল। উইলি বলল, 'আমি চেপে ধরতে চাইছিলাম। কিন্তু হারামজাদা একেবারে ইঁদুরের মতো ছুটে পালাল। ব্যাটার জন্যে একটা গাড়ি দাঁড়িয়েছিল।'

'থাক্‌গে, ভেবো না।' মডেস্টি ভবোয়ার দিকে তাকাল। স্ট্যালিকে তো আপনি চেনেন?'

'না। আমার লোকেদের চেয়ে পুলিসই বোধহয় তাকে ভালো করে চেনে। কোন বিষয়ে বিশেষ হাতযশ আছে তার?'

'হ্যাঁ। তোমার গাড়ির চাবিটা দেখি, রনে।'

ভবোয়া কয়েকটা চাবি পকেট থেকে বের করে ওর হাতে দিল। ও আবার সেটা উইলিকে দিয়ে বলল, 'ওই যে ওখানে রয়েছে।'

গাড়ির দিকে ওরা সকলে হাঁটতে লাগল। জাহাজঘাটার পূব দিকে গাড়িটা দাঁড় করানো ছিল, একটাই ছিল গাড়ি। যাত্রীবাহী নৌকার শেষ লোকটিও তখন চলে গেছে। উইলি গাড়ির চারপাশ ঘুরে দেখল, ভালো করে সব কিছু লক্ষ্য করল। বাঁদিকের সামনের দরজাটা খুলল, নিজের যন্ত্রপাতি সীট এর ওপর নামাল। হুড খোলার বোতাম টিপল। তারপর বলল, 'প্রিন্সেস, যারা খেলবে না, তারা মাঠ থেকে বরং চলে যাক।'

মডেস্টি কোলিয়ের-এর দিকে ফিরল। তার গায়ে হাত দিয়ে বলল, 'রনের সঙ্গে তুমি ওই ওপরটায় গিয়ে একটু দাঁড়াবে?'

কোলিয়ের জোরে জোরে মাথা নেড়ে বলল, 'না। মাথামুণ্ডু কি যে হচ্ছে আমি কিছু বুঝতে পারছি না, কিন্তু এখানে দাঁড়িয়ে আমি সব দেখতে চাই।'

রনে ভবোয়া গলা খাঁকারি দিল। 'কি হচ্ছে, সে-সম্বন্ধে আমার কিছু কিছু ধারণা আছে, মডেস্টি। এখানে থাকার ব্যাপারে আমি কিন্তু আমার এই বন্ধুকে সমর্থন করছি।' একটু কিন্তু কিন্তু করে সে বলল। 'তুমি কি আমাকে এ-ব্যাপারে বিশেষজ্ঞ বলবে?'

'ধন্যবাদ রনে, আমাদের একজন আছে।' বলে মডেস্টি সামনের বাম্পারের কাছে গিয়ে দাঁড়াল; উইলির সঙ্গে যোগ দিল। সে তখন হাঁটুগেড়ে পাশের দিককার ক্যাচটা খুলছিল। হুড একটু উঠল। নিজে উঠে দাঁড়িয়ে, দুটো হাতই হুডের ওপর রেখে বলল, 'ঠিক আছে, প্রিন্সেস।'

মডেস্টি এবার হাঁটু গেড়ে সামনের দিকের ক্যাচটা হাত গলিয়ে খুলে ফেলল। উইলির দিকে ঘাড় নাড়তে সে হুডটা আরেকটু ওঠাল। মডেস্টি খুব সাবধানে তলায় হাত চালাল।

'তার।' মডেস্টি জানাল।

'স্যালি সবসময় দু'দিক থেকে ফাঁদ পেতে রাখে।'

আর কিছু না বলে মডেস্টি এবার উইলির জায়গা নিল। হুডটা ধরে রইল, যাতে সেটা না উঠে যায়। উইলি গায়ের জ্যাকেট খুলে ফেলল, বুক পকেট থেকে একটা পেন্সিল টর্চ বের করল। যন্ত্রপাতির থলি থেকে একজোড়া পাইলার বেছে নিল।

কোলিয়ের দু'পা দূরে দাঁড়িয়ে সব দেখে যাচ্ছিল। তার চোখে অবিশ্বাস, মনে সন্দেহ। একটু পরে বুঝল, তার পাশের লোকটি কথা বলছে। 'আমার নাম ভবোয়া। রনে ভবোয়া। এই সব নিয়ে ব্যস্ত থাকায় মডেস্টি বোধহয় আমাদের আলাপ করিয়ে দিতে ভুলে গেছে।'

'ওহ্। কোলিয়ের। স্টিফেন কোলিয়ের।' গাড়ি থেকে চোখ ফিরিয়ে সে ভবোয়ার নির্বিকার মুখের দিকে চট্ করে একবার তাকিয়ে নিল। 'ওরা যা করছে বলে আমি ভাবছি, তা কি সত্যিই করছে?'

'হ্যাঁ, মিঃ কোলিয়ের। সম্ভবত আমরা যে-কোন মুহূর্তে উড়ে যেতে পারি, তবে হয়তো না-ও হতে পারে। আপনি ভাববেন না যে, আমি এখানে শুধু শুধু দাঁড়িয়ে আছি। ওদের দু'জনের কাজ করার নমুনা দেখে আমি অবাক হচ্ছি, তাতে ভয় আমার আরও বেড়ে যাচ্ছে।'

কোলিয়ের ফের গাড়ির দিকে তাকাল। সামান্য তোলা হুডের

ফাঁক দিয়ে উইলি টর্চের আলো ফেলছে। আরেক হাতে পাইলার ধরা। কোলিয়ের-এর কাছে সমস্ত দৃশ্যটা অকস্মাৎ অবাস্তব ঠেকল। যেন সে স্বপ্ন দেখছে আর স্বপ্ন দেখছে বলেই তার মনে ভয়ের বোধ জাগছে না।

'কাজ করার নমুনা?' কোলিয়ের কথাটা ভাসা-ভাসা ভাবে ফের উচ্চারণ করল। 'আমি ঠিক বুঝতে পারছি না।'

ভবোয়া সবিনয়ে জবাব দিল, 'বুঝতেই হবে তার কোন মানে নেই। আমরা ধরে নিন এক অলৌকিক জিনিস দেখছি। দু'টি লোক এক জটিল কাজে মেতে আছে অথচ মুখে কোন কথা নেই। অবশ্য এটা খুবই এক সামান্য দৃষ্টান্ত। আরো সক্রিয়ভাবে কোন কাজে ওদের যুক্ত হতে দেখলে একদম চমৎকৃত হতে হবে, কিন্তু ..?'

কোলিয়ের-এর কাছে এসব কথার কোন অর্থ বোধগম্য হল না। এক ডজন অসম্পূর্ণ প্রশ্ন তার মাথায় ভীড় করে এলো কিন্তু একটি কথাও সে বলল না। মুহূর্তের জন্যে তার মনে হল সে আগন্তুক, একদম সব কিছুর বাইরে। ভাবতেই তার ভেতরটা জ্বালা করে উঠল।

উইলির হাত সচকিত হল, পাইলার দিয়ে তার কাটার মৃদু ক্যাঁচ শব্দ বেরিয়ে এলো হুডের তলা থেকে। মডেস্টি হুডটাকে আরো কয়েক ইঞ্চি তুলল। টর্চ ফেলে উইলি ভেতরটা ভালো করে দেখে নিল, তারপর সোজা হয়ে দাঁড়াল। মডেস্টি হুডের সবটা খুলে ফেলল, ফেলেই পেছন ফিরে যন্ত্রপাতিগুলো নিয়ে এলো।

উইলি এবার মাডগার্ডের কাছে দাঁড়িয়ে। মডেস্টি যন্ত্রপাতির ব্যাগ খুলে ধরল। উইলি একটা রেঞ্চ তুলে নিল, ব্যাটারির মুখের কাছে একটা নাট খুলতে লাগল। চেসিস-এর ওপর ঝুঁকে পড়ে সে পাকা দু'মিনিট ব্যস্ত রইল। এর মধ্যে মডেস্টি দু'বার তার হাতে পাইলার দিল আবার ফিরিয়ে নিল।

অবশেষে উইলি সোজা হয়ে দাঁড়াল। তার হাতে চ্যাপ্টা একটা কৌটো, চুরুটের বাক্সের চেয়ে একটু বড়। বাক্সটার দু'দিকে একটা

করে ছোট গর্ত। সেই গর্ত দুটো থেকে বেরিয়ে আছে সিলিণ্ডারের মুখ। খুব সাবধানে উইলি সিলিণ্ডার দুটো এক এক করে মডেস্টির হাতে দিল। বাক্সের আষ্টেপৃষ্ঠে জড়ানো তারটা কেটে ফেলল ঢাকনাটা খুলল, তবে যেন নিশ্চিন্ত হল।

মুখে বলল, 'পি. ই.।' তারপর বাক্সটা গাড়ির সামনের সিটে ছুঁড়ে ফেলে দিল। মডেস্টির হাত থেকে বিস্ফোরক ডিটোনেটর দুটো নিয়ে ঘাটের কাছে গেল। সেখান থেকে ছুঁড়ে ফেলে দিল নদীর জলে। একটা ন্যাকড়ায় হাত মুছতে মুছতে মডেস্টি ভবোয়া আর কোলিয়ের-এর কাছে গিয়ে দাঁড়াল।

ভবোয়া ধীরভাবে জিগ্যেস করল, 'কি ছিল ওটা মডেস্টি?'

'পি. ই.—প্লাসটিক বিস্ফোরক। দু'রকমের দুটো ডিটোনেটর একটা ব্যাটারিতে চলে, আরেকটা হুডের সঙ্গে তার লাগিয়ে স্যালি সবসময় খুব হুঁশিয়ার।'

'কি মনে হয়, এতসব কাণ্ড তোমার হত্যার জন্যে না আমার?'

'তোমার রনে, তুমি এখনো কাজেকর্মে আছ।'

'কি কাজকর্ম? কোলিয়ের জিগ্যেস করল, কোলিয়ের চায় নি তবু তার গলা খুব চড়া শোনাল।

ভবোয়া এক করুণ ভঙ্গী করল। ভাসাভাসা ভাবে বলল 'কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আমার কিছু যোগাযোগ আছে কিনা।' তারপর মডেস্টিকে বলল, 'বিশ্বাস কর, আমার সঙ্গে পাছে তুমিও খুন হও সেই ভয়ে আমি সাদা হয়ে গিয়েছিলাম।'

'খুব ভালো হয়েছে উইলি গারভিন এসে পড়েছিল।' মডেস্টি একটু গম্ভীর হয়ে বলল। কোলিয়ের বলল, 'ও জানত।' তার গলায় ভয় এবং উত্তেজনা মেশানো। 'কিছু যে একটা ঘটতে যাচ্ছে ও তা সত্যিই জানত।'

মডেস্টি তার দিকে ছদ্ম বিস্ময়ে তাকাল, 'মনে হচ্ছে এতে তুমি খুব উত্তেজিত হয়েছ, ডার্লিং। ঘাটের চারধারে আমি যে ছিন্ন ভিন্ন হয়ে পড়ে থাকতাম, সেটা জেনেও কি তোমার আগ্রহ হচ্ছে?'

'হা ভগবান, না। আমি দুঃখিত।' কোলিয়ের তার পাতলা মুখের ওপর হাত বুললো। হঠাৎ যেন মুখের চামড়া কিরকম ঠাণ্ডা স্যাঁতসেঁতে হয়ে উঠেছে এবং ভেতর ভেতর সে কাঁপছে। 'আমার এখনো সব ঝাপসা লাগছে। এসব কি আমি কিছুই বুঝতে পারছিনা, মডেস্টি।'

'পরে স্টিভ', মডেস্টির চোখ তখন তাকে ছাড়িয়ে অন্য কি দেখছিল, উইলি ঘাটের দিক থেকে ফিরে এলো। তাকে দেখে কোলিয়ের যেন ভীষণ ধাক্কা খেল। উইলি গারভিন-এর ভাবভঙ্গী খুব শান্ত স্বাভাবিক। কিন্তু তার তামাটে মুখ রাগে কঠিন এবং তার নীল চোখ এত ঠাণ্ডা যে এখুনি যেন ফোসকার মতো ফেটে পড়বে। নীরবে সে তার জ্যাকেট কুড়িয়ে নিল।

ভবোয়া বলল, 'স্যালি দেখতে কেমন, কোথাকার লোক জানতে পারলে ভালো হত।'

মডেস্টি বলল, 'বেঁটেখাট দেখতে, আলজিরিয়ার লোক, প্রায় পাচফুট তিন ইঞ্চি, গোল মাথা, মুখের চামড়ায় অনেক ভাঁজ, চল্লিশের কাছাকাছি।'

ভবোয়া উইলির দিকে তাকাল। 'জামাকাপড় কি পরেছিল, মিঃ গারভিন ?

'যে জামাকাপড়ে তাকে গোর দেবে ওরা।' উইলি খুব বিমর্ষভাবে বলল। বলে জ্যাকেটটা ঠিক জায়গায় বসাল। 'প্রিন্সেস, আমি যোগাযোগ রাখব।' ঘুরে দাঁড়াল। মডেস্টি এবং ভবোয়া দ্রুত দৃষ্টি বিনিময় করল, মডেস্টি কি যেন জানতে চাইছে, ভবোয়া এখানে একটু মাথা কাত করল।

'উইলি!' মডেস্টি ডাকল। উইলি থেমে পেছন ফিরে তাকাল। 'ছেড়ে দাও, উইলি সোনা।'

'ছেড়ে দেব ? তোমার উপর প্ল্যাস্টিক বোমা ফাটাতে চেয়েছিল প্রিন্সেস, আমি ওকে ছেড়ে দিতে পারি না।'

'ওটা রনেকে ঘায়েল করবে বলে।'

• 'প্ল্যাস্টিক বোমা অত বাছ বিচার করে না।'

'ছেড়ে দাও উইলি।' মডেস্টির গলা তীক্ষ্ণ হয়ে উঠল। কোলিয়ের যেন আরো ঘাবড়ে গেল। বোমাটাকে অকেজো করার সময় মনে হয়েছিল উইলি গারভিন-ই বুঝি হর্তাকর্তা। কিন্তু এখন পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে, দু'জনের মধ্যে মডেস্টির আধিপত্যই বেশি।

উইলি গারভিন স্থির, চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল। বিরক্ত হল না, গজগজ করল না, শুধু একটু যেন ব্যথিত ভাব। মডেস্টি এগিয়ে গিয়ে তার কাঁধে হাত দিল। আস্তে আস্তে কি যেন বলতে লাগল, সে ভাষা না ইংরেজী না ফরাসী। কোলিয়ের-এর মনে হল, খুব সম্ভব আরবী ভাষা। গলার স্বরে বুঝিয়ে বলার, একটু তোয়াজ করার ভাব। উইলিব মুখের মেঘ একটু যেন কাটল। মৃদু হেসে মডেস্টি কি যেন বলল, উইলি সব ভুলে হেসে উইল।

কোলিয়ের এবং ভবোয়া দাঁড়িয়ে সব লক্ষ্য করে যাচ্ছিল। মডেস্টি নিজের একখানা হাত উইলির হাতে গলিয়ে তাদের কাছে এসে দাঁড়াল। 'আমরা সবাই একসঙ্গে ফ্ল্যাটে ফিরছি, তারপর একটু পানাহার হচ্ছে।' ও বলল, 'তাছাড়া উইলিকে তার ব্যাগও নিতে হবে।'

কোলিয়ের বলল, 'তোমরা যদি ওই বিস্ফোরক বাক্স সঙ্গে নাও তাহলে আমি হেঁটেই যাব।'

মডেস্টি হেসে উঠল। 'ওতে আর বিপদ নেই। যাবার পথে আমরা একটা ফোন করব। রনে এ-জিনিসটাকে বরং পুলিসের হাতে তুলে দিতে পারে। ওরাই স্যালির খোঁজ করুক।'

উইলি বলল, 'সিট্রনটাকেও এখানে রেখে যাওয়া ভালো। পুলিস তল্লাসী চালিয়ে দেখুক। স্যালি হয়তো কিছু সূত্র রেখে যেতে পারে।'

'গাড়িটা রেখে যাওয়াই ভালো। ভবোয়া রাজী হল। 'আপনার গাড়ি আছে নাকি?'

'সিমকা আছে, ওই ওপরে।'

মডেস্টি বলল, 'স্টিভ তুমি একটু উইলির সঙ্গে যাও তো! আমরা এক্ষুনি আসছি।'

কোলিয়ের প্রথমটা ইতস্তত করল, তারপর উইলির সঙ্গে ঘাটের পথে হাঁটতে শুরু করল।

মডেস্টি ভবোয়ার দিকে তাকাল, 'স্যালি তো নিমিত্তমাত্র। আসলে কে তোমার পিছু গিয়েছে বল তো রনে?'

'বন্ধু, আমি সত্যি জানি না।'

'এই কি প্রথম আক্রমণ?'

'ইদানিংকালের মধ্যে প্রথম।'

'কিন্তু তুমি তো অবাক হও নি।'

স্মিত হাসি। 'অনেকদিন তো বাঁচলাম; সহজে আজকাল আর অবাক হই না।'

মডেস্টির চোখে চিন্তার ছায়া। 'তোমার জন্যে আমার ভাবনা হচ্ছে।'

ভবোয়া চোখ সরিয়ে নিল। কি সরলভাবে বলা! ভবোয়া অভিভূত হল কিন্তু বাইরে দেখাতে চাইল না। শুধু বলল, 'তুমি খুব ভালো। আরেকটু ভালো হও। দয়া করে এই ব্যাপারটা ভুলে যাও মডেস্টি।'

'খানিক আগে তুমি যে এক অদ্ভুত আজগুবী খেলা খেলছিলে তার সঙ্গে কিন্তু এই ঘটনা খুব মিলে যায়, জান?'

'ও, সেইটা!' ভবোয়া নিজের হাত অকারণ মেলে ধরল। 'ওটা খেলা আমার একদম ভুল হয়েছিল। পার তো ভুলে যেও।

মডেস্টি চুপচাপ কিছুটা ভবোয়াকে দেখল, শেষে মুখ টিপে হেসে বলল, 'ঠিক আছে, রনে, সরকারীভাবে আমার সঙ্গে সম্পর্ক রাখা তোমার পক্ষে হয়তো একটু অসুবিধের। তোমাকে আর আমি বিব্রত করব না।'

ভবোয়া প্রতিবাদ করতে চাইছিল মডেস্টি তাকে ভুল বুঝছে, কিন্তু ভুল বুঝতে দেওয়াই ভালো। মডেস্টি ভুল করুক। ভবোয়া

গাড়ি থেকে প্লাসটিকের বিস্ফোরক বাক্সটা তুলে নিল, দরজা আটকে দিল। 'তোমার বন্ধু কোলিয়ের ছেলেটি বেশ ভালো।'

'তবে এখন খুব ঘাবড়ে আছে। আমার সম্বন্ধে বেশি কিছু তো জানে না।'

'এরপর তোমাকে সব বলতে হবে বুঝি?'

'কেন?' অত্যন্ত মেয়েলি একরকম দুষ্টু হাসিতে মডেস্টির মুখ উদ্‌ভাসিত হয়ে উঠল। 'আমার যতটুকু জানে তাতেই কি ওর সন্তুষ্ট থাকা উচিত না?'

ভবোয়া হেসে উঠে মডেস্টির হাত ধরল, তারপর ওরা ঘাটের পাশ দিয়ে ওপর পানে উঠতে লাগল।

৪

পুলিস স্টেশনে ভবোয়া অনেকক্ষণ রইল, এতক্ষণ সে থাকতে চায় নি। তখন রাত দেড়টার কাছাকাছি। উইলির সিমকা অন্ধকার রাস্তা ভেদ করে চলল, সেই রাস্তা মঁতমাত্রের চূড়ায় গিয়ে মিশেছে। ভবোয়া বসেছে তার পাশে, মডেস্টি আর কোলিয়ের পেছনে।

ভবোয়া ঘাড় ঘুরিয়ে জিগ্যেস করল, 'তুমি ঠিক বলছ; রাত হয়ে গেছে না তোমার এখানে আসার পক্ষে?'

'তোমার পক্ষে যদি বেশি রাত না হয়! উইলি, রনেকে পরে বাড়ি পৌঁছে দেবে তো?'

'নিশ্চয় প্রিন্সেস।'

কোলিয়ের বহুক্ষণ কথা বলেনি। মনে মনে সে বহু প্রশ্নের জবাব খুঁজছিল। রনে ভবোয়া কে? মডেস্টি ব্লেজ-ই বা আসলে কি! আর উইলি গারভিন-এর সঙ্গে তার কি ধরণের সম্পর্ক এটা সে কিছুতে বুঝে পেল না।

ফ্ল্যাটে উইলির সেই অদ্ভুত উপসর্গের কথা তার মনে পড়ল। এই

গাড়ি থেকে প্লাসটিকের বিস্ফোরক বাক্সটা ...তারপর আটকে দিল। 'তোমার বন্ধু কোলিয়ের ছেলেটি ...া ভারি

'তবে এখন খুব ঘাবড়ে আছে। আমার সম্বন্ধে ...লল, যেন জানে না।'

'এরপর তোমাকে সব বলতে হবে বুঝি?' ...লিয়েব বুঝতে

'কেন?' অত্যন্ত মেয়েলি একরকম দুষ্টু হাসি...ছে। গাড়িটা উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। 'আমার যতটুকু জানলেল, 'এত রাতে সন্তুষ্ট থাকা উচিত না?' ...ম ভুল পথে চলেছ,

ভবোয়া হেসে উঠে মডেস্টির হাত ধরল.'

দিয়ে ওপর পানে উঠতে লাগল। ...নি। যে গাড়িটা পিছু ...রেছে। আমি নিশ্চয় করে ...নহার্ড।' আবার সে আয়নায়

৪

...র। কয়েক ঘণ্টায় দু' দুবার, একটু ..., ওরা বোধহয় তোমাকে বিদায় দিতে

পুলিস স্টেশনে ভরে।'

চায় নি। তখন রা... জানলা দিয়ে দেখছিল। বলল, 'উইলি, রাস্তা ভেদ করে ...াও। আমরা যে বুঝতে পেরেছি, ওরা যেন ভবোয়া বসে...

ভ...আছে। কিন্তু আমরা কোন্ খেলা খেলব, প্রিন্সেস? তোমার সঙ্গে কিছু অস্ত্র আছে?'

'সন্ধ্যেটা। এইরকম দাঁড়াবে তা তো জানতুম না, শুধু কঙ্গো আছে।'

কোলিয়ের চেয়ে দেখলো, ঘণ্টার মতো দেখতে হাত-ব্যাগে মডেস্টির হাত আঁট হয়ে বসল, তারপর চাপ দিতেই কাঠের পালিশ করা মুখ দুটো খুলে এলো।

উইলি বলল, 'কি দুঃখ আমি সঙ্গে ছোরা আনি নি।' বলে সে আরেকটা বাঁক নিল। একহাতে যন্ত্রপাতির থলেটা হাতড়াতে লাগল। ভবোয়া আর তার মাঝখানে থলেটা ছিল। 'যদিও এতে কয়েকটা সুন্দর রেঞ্চ জাতীয় জিনিস আছে।'

কোলিয়ের-এর আবার মনে হল, স্বপ্নের মতো অবাস্তবতা তাকে ঘিরে নামছে, নামছে। ভবোয়া পেছন পানে দেখছিল, তার মুখ আঁট, মুখে একটু যেন ক্লান্তি। খুব আস্তে আস্তে সে বলল, 'আমার মনে হয়, শহরের ভেতর দিয়ে আমরা গেলে পারি। এদিকটা আক্রমণের পক্ষে অস্বস্তিকরভাবে উপযুক্ত।'

'না।' মডেস্টিব গলা ঠাণ্ডা। 'ওদের যদি আমরা এখন হারাই তাহলে ওরা কাল আবার চেষ্টা করবে। কিংবা পরের হপ্তায়। আমি দুঃখিত রনে, এ-ব্যাপারের এখানেই নিষ্পত্তি করতে হবে।'

'মডেস্টি, আমি আর তেমন মূল্যবান সামগ্রী নই, সে-বয়স আমার পেরিয়ে গেছে। তাছাড়া মিঃ কোলিয়ের-ও বোধহয় এসবে অভিজ্ঞ নন। ওদের গাড়িতে কমসে কম চার জন আছে, ছ'জনও হতে পারে।'

'হ্যাঁ। উইলি, ওদের সঙ্গে কিরকম যন্ত্রপাতি আছে?'

'বেশিরভাগ ছুরি, মুগুর হবে মনে হচ্ছে। এ-তল্লাটে হৈ-হৈ হাঙ্গামা ওরা চাইবে না।'

'আগ্নেয়াস্ত্র?'

'গাড়িসুদ্ধু সকলের নেই। এই তামাশার আয়োজন যে খুব তাড়াতাড়ি করতে হয়েছে!'

'ঠিক আছে। ক্লদিনের ওখানে চল। গলি এবং উঠোন।'

কোলিয়ের আয়নায় দেখল, উইলি গারভিনের মুখে হাসি ছড়িয়ে পড়ছে। 'উঠোন! পাকা কাজ প্রিন্সেস। আমি তো ক্লদিনের ওখানে থাকব এমনিতেই ভাবছিলুম।'

সিম্‌কা বেগে সামনের দিকে এগলো, মোড় নিল, তারপর ঢালু একটা রাস্তা ধরে ছুটে চলল। উইলির হাত গীয়ারে, ডান দিকে ঘোড়াল, আবার ডান দিকে, গাড়ি সোঁ-সোঁ করে যেন ওপর পানে উঠল।

'আমিও কি একটা রেঞ্চ পেতে পারি?' কোলিয়ের সবিনয়ে জিগ্যেস করল। হঠাৎ তার ভয় করল, কিন্তু ভয় যে পেয়েছে সেটা দেখাতে তার যেন আরো ভয় করল।

'তোমার দরকার করবে না। আর আমাদের পায়ে-পায়ে ঘুরো না যেন।' মডেস্টি উইলিকে কি বলতে ঝুঁকে পড়ল। 'আমি এদের ভেতরে ঢুকিয়ে নেব, তুমি ওদের ঠেসে ধরো। ক্লুদিনের ফ্ল্যাটের চাবি আছে তোমার কাছে?'

'না। তবে ও দরজায় শুধু চাবি দেয়। দুটো খিল আছে, লাগায় না।'

'ঠিক।' মডেস্টি পেছনের গাড়ির আলো দেখল। 'আমার তিরিশ সেকেণ্ড দরকার।'

উইলি মাথা নেড়ে সমান বেগে গাড়ি চালাতে লাগল। পেছনের গাড়িটা এবার আর শুধু ধাওয়া করছে না, ওদের ধরতে আসছে। কোন্ দিক কি বৃত্তান্ত কোলিয়েরের সব যেন গুলিয়ে ফেলছিল। রাস্তার ওপর চওড়া চওড়া সিঁড়ি, বাঁদিকে গেছে, একই মোড় দিয়ে গাড়ি দু'দুবার গেল, তখন কোলিয়েরের বুঝল অল্প জায়গার মধ্যে উইলি কায়দা করার চেষ্টা করছে, টেক্কাও দিচ্ছে ওদের।

'দেখো, ওরা ফসকে না যায় যেন।' মডেস্টি বলল। নীচু হয়ে ও পেছন পানে দেখছিল। 'ঠিক আছে, ওরা দেখতে পেয়েছে। উইলি রু ফুট্রিয়ে দিয়ে বেরিয়ে ক্লুদিনের ওখানে গিয়ে পড়।'

ভবোয়া ঘুরে বসল। তার মুখের সেই টেপা, আঁটভাব কোথায় চলে গেছে। বেশ খুশি খুশি গলায় সে বলল, 'আমাদের এ-অবস্থায় দেখে টারান্ট কিন্তু যথেষ্ট ঈর্ষা বোধ করত। আচ্ছা, আমরা এখন কী করব না করব, কিছু বলবে?'

মডেস্টি কোন দিকে না তাকিয়ে বলল, 'হ্যাঁ। স্টিভ, তুমিও মন দিয়ে শোন। আমরা যেখানে থামব, সেটা এক পুরনো সরু গলি, ছাদের ওপর সব ফ্ল্যাট, রাস্তায় একখানি করে ফুটপাথ। উইলি দেওয়াল ঘেঁসে গাড়ি দাঁড় করাবে। রনে দরজা খুলবে, প্রায় দশ গজের মতো এক খিলেন দেওয়া প্যাসেজ পাবে, সেটা গিয়ে পড়েছে এক উঠোনে। ঠিক আছে?'

কোলিয়ের মাথা নাড়ল, 'এ-পর্যন্ত।'

'আমরা চটপট নেমে যাব। রনে প্রথম, তারপর আমি, তারপর তুমি। প্যাসেজের মাঝামাঝি ডানদিকে একটা দরজা আছে। সদর দরজা। আমি সেটা খুলব। কতকগুলো সিঁড়ি উঠলে ছোট একটা হলের মতো পাওয়া যাবে। স্টিভ, তুমি আমার পেছনে আসবে, খুব তাড়াতাড়ি। রনে, তুমি ভেতর থেকে দরজার দুটো খিল এঁটে দেবে। তারপর আমাদের সঙ্গে সঙ্গে আসবে।'

'শুনলাম। আর উইলি?'

'ওর জন্যে চিন্তা করো না। ক্লদিন আবার ভয় পেয়ে চ্যাঁচামেচি জুড়ে না দেয়—আমাকে সেটা দেখতে হবে। রনে, তুমি গিয়ে তোমার লোকজনদের ফোন করবে। তবে দয়া করে পুলিশকে করো না, ওতে আমি জড়াতে চাই না।'

ভবোয়া বলল, 'আমার লোকজনদের এখানে আসতে আসতে বিশ মিনিট লেগে যাবে।'

'তাতে কিছু যাবে আসবে না। তার অনেক আগেই এসব শেষ হবে। তবে রনে, কোনরকম গোলমাল না হয়, দেখো।'

'আমিও তাই চাই।'

'উত্তম। তাহলে এই পর্যন্ত।'

কোলিয়ের যেন খানিকটা জেদ করে বলল, 'আমরা ওই মেয়েটির ফ্ল্যাটে যাবার পর, আমি কি করব?'

'কিছু না স্টিভ, এসব ঠিক তোমার কর্ম নয়।'

'তবে কি তোমার কর্ম?'

'হ্যাঁ।' মডেস্টি সংক্ষেপে জানাল। 'আচ্ছা, আমরা এবার তৈরী হব।'

গাড়িটা বোঁ করে বাঁদিকে ঘুরল, তারপর ঝাঁপিয়ে পড়ল একটা সরু অসমান গলির ভেতর—সেখানে অন্ধকার অন্ধকার বাড়ি, এদিকে ওদিকে ছড়ানো ছেটানো কয়েকটা দোকান। গাড়ি ফুটপাথের ওপর উঠে পড়ল, ব্রেক বা টায়ারের এতটুকু শব্দ না করে দ্রুত থেমে গেল। ভবোয়া যেখানে বসেছিল, সে দিকটা মোটামুটি সমান, গাড়ি

থেকে ইঞ্চি খানেক দূরে দেওয়াল, তাতে খিলেন দেওয়া সরু প্রবেশ-পথ।

ভবোয়া সজোরে গাড়ির দরজা খুলল এবং মুহূর্তে অদৃশ্য হল পেছনের সীটে দ্রুত একটু নড়াচড়ার আভাস পাওয়া গেল, তারপর মডেস্টিও চলে গেল।

'চটপট!' উইলি বলল। কোলিয়ের নড়বড় করতে করতে মডেস্টির পিছু নিল। তার বুকের ভেতর ধড়ফড় করছে। ঢাকা প্যাসেজের প্রায় শেষ প্রান্তে একটা লোহার গেট, লতাপাতা কাটা গেটটা খিলেনের সমান উঁচু এবং খোলা। তার ওপরে উঠোনের মতো কি দেখা যাচ্ছে—এবং প্রান্তে পরিত্যক্ত একটা ফোয়ারা উঠোনে কিছু আলো ছিল বটে কিন্তু কোলিয়ের দেখতে পেল না সেই আলো কোথা থেকে আসছে।

প্যাসেজের মাঝামাঝি, ডানদিক পানে সদর দরজা। মডেস্টি বেল টিপল, উরু পর্যন্ত নিজের স্কার্ট গোটাল এবং একটা পা তুলল। এতক্ষণে কোলিয়ের দেখল, মডেস্টি গাড়িতে জুতো খুলে এসেছে। মোজা পরা পা দিয়ে ও দরজায় জোরে লাথি কষাল, তালার ছাপের ঠিক ওপরে। কি যেন একটা ছিটকে পড়ল এবং দরজাটা কেঁপে কেঁপে খুলতে লাগল। মডেস্টি ধাক্কা মেরে সেটাকে হাট করে খুলে দিল, তারপর ভেতরে অদৃশ্য হয়ে গেল।

কোলিয়ের হতভম্ব হয়ে ভাবল, 'কি কাণ্ড, খালি পায়েই...!' ঠিক তক্ষুনি ভবোয়ার হাত তার কাঁধ চেপে ধরল, কি ভীষণ জোর সেই হাতে! তাকে যেন ধাক্কা দিয়ে ভেতরে ঢুকিয়ে দিল। কানের কাছে ফিসফিস করে বলল 'কৌশল, মিঃ কোলিয়ের, শুধু কৌশল। কিন্তু আমাদের ওপর যা-যা নির্দেশ আছে, এখন তাতেই মন দেওয়া যাক।'

ল্যাণ্ডিং-এর ওপরে কম পাওয়ারের একটা বালব জ্বলছে। মডেস্টির পেছন পেছন কোলিয়ের সিঁড়িতে উঠতে লাগল। শুনতে পেল নীচে দরজা বন্ধ হল, তাতে খিল তুলে দেওয়া হল। ওপরে

একটা দরজা খুলল, হঠাৎ একফালি আলো ঠিকরে এসে পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে মডেস্টির গলা শোনা গেল, 'ভয় পেও না, ক্লদিন। আমি মডেস্টি। পরে সব বলছি। এখন খুব তাড়া আছে।'

কোলিয়ের একটা বসবার ঘরে ঢুকল, ঘরটা ছোট। তার পায়ে পায়ে ঢুকল ভবোয়া। ঘরের সাজসজ্জা কোলিয়েরকে অবাক করল। কি রকম এক তাজা ভাব; সুরুচিসম্পন্ন এবং সেই সঙ্গে অতিমাত্রায় আধুনিক। শোওয়ার ঘরের দরজা খোলা, আরেকটা বন্ধ। সেটা বোধহয় ঘুরে বাথরুম আর রান্নাঘরে গেছে।

চব্বিশ পঁচিশ বছরের একটি মেয়ে দাঁড়িয়ে নিজের গায়ে ড্রেসিং গাউন জড়াবার চেষ্টা করছে, মেয়েটির লাল চুল ছোট্ট গোল মুখ। কোলিয়ের চোখ পড়ল, ড্রেসিং গাউন-এর তলায় মেয়েটি হালকা সবুজ এক দামী রাত্রিবাস পরে রয়েছে। স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে কাঁচা ঘুম ভেঙে তাকে উঠতে হয়েছে। চোখমুখে একটু থতমত ভাব বটে, কিন্তু ভয়ের ছাপ নেই। কোলিয়ের এবং ভবোয়াকে এক পলক দেখে নিয়ে সে মডেস্টির দিকে তাকাল। মডেস্টি তখন উঠোনের দিকে একটা জানলা খোলবার চেষ্টা করছিল।

মেয়েটি বলল, 'ইয়ুজ বাগা? তু এসুল মদেস্তি?'

একটু ফরাসী ভাষা কোলিয়েব-এর আয়ত্তে ছিল। 'মারপিট নাকি? তুমি কি একা?' পরিষ্কার বোঝা গেল. মেয়েটি তাকে আর ভবোয়াকে ধর্তব্যের মধ্যে আনছে না।

মডেস্টিও ফরাসীতে জবাব দিল। 'না, উইলি গারভিন নীচে রয়েছে। ক্লদিন, আলো সব নিভিয়ে দাও।'

মেয়েটি তাড়াতাড়ি গিয়ে আলো নিবিয়ে দিল। মডেস্টি ততক্ষণ জানলা খুলে ফেলেছে। কোলিয়ের একবার ভবোয়ার দিকে চাইল। টেলিফোনের কাছে গুঁড়িসুড়ি মেরে বসে সে ডায়াল করছে। জানলা দিয়ে যেটুকু চাঁদের আলো আসছিল, তাতেই সে নম্বরগুলো দেখে দেখে ঘোরাচ্ছিল। কোলিয়ের মডেস্টির দিকে তাকাতে গিয়ে দেখল. ততক্ষণে সে অদৃশ্য হয়েছে।

কোলিয়ের-এর বুক কেঁপে উঠল, তাড়াতড়ি ছুটে গেল জানলার কাছে। জানলা থেকে তলার উঠোন প্রায় কুড়ি ফুট। আর জানলার তলা থেকে ঝুলে নামলে তেরো ফুট। কোলিয়ের মুখ বাড়িয়ে দেখল, মংেস্টি উঠোন পেরিয়ে কয়েকটা আখরোট গাছের দিকে দ্রুত ছুটে যাচ্ছে। গাছগুলো ফোয়ারার ধারে ধারে। কোলিয়ের এখন বুঝল, উঠোনটা চারপাশ থেকে একদম ঘেরা, ঢোকবার রাস্তা বলতে ওই খিলেন-দেওয়া প্যাসেজ। দু'পাশে উঁচু উঁচু পাঁচিল; একটাতে পড়েছে এক ইস্কুলের সামনের দিক, আরেকটাতে রুটির কারখানার পেছনের অংশ। উঠোনের আর দুটো পাশে রয়েছে ফ্ল্যাটবাড়ির পেছনের দিক। তাতে কোন আলো দেখা যাচ্ছে না।

ঠিক সেইসময় রাস্তায়, বাড়ির সামনে ঘ্যাঁচ করে গাড়ি থামার আওয়াজ পাওয়া গেল। কোলিয়ের লাফিয়ে উঠল, সারা সন্ধ্যেটা বিস্ময়ের পর বিস্ময় গেছে, ধাক্কার পর ধাক্কা। তবু এখনো বোধ-বুদ্ধি কিছু তার অবশিষ্ট রয়েছে, তাই কোলিয়ের বুঝল, এর মধ্যে কেটেছে মাত্র তিরিশ সেকেণ্ড।

ভরোয়া তখন আস্তে আস্তে ফোনে বলছিল, 'হ্যাঁ, ভ্যান সমেত।' তারপর লাল চুলের সেই মেয়েটিকে জিগ্যেস করল, 'মাদাময়াজেল, আপনার বাড়ির ঠিকানাটা কি?'

সিমকার পেছন দিককার আসনে উইলি গারভিন গুটিসুটি মেরে বসেছিল। বড় প্যানহার্ডটা থামল, তার থেকে পাঁচজন লোক বেরিয়ে এলো। উইলি সব লক্ষ্য করছিল। ড্রাইভার গাড়িটাকে ফুটপাতে তোলার চেষ্টা করছিল, যাতে সরু রাস্তাটুকু খালি থাকে।

প্যানহার্ডের দরজা সশব্দে খুলল, প্রথমে একজন বেরিয়ে প্রায় গুঁড়ি মেরে প্যাসেজের দরজা দিয়ে ভেতরে ঢুকে গেল। তারপর আরো চারজন। তাদের দ্রুত নিশ্বাস-প্রশ্বাসের আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছিল। পনেরো সেকেণ্ড পরে ড্রাইভারটা বেরিয়ে এসে সিমকার সামনের সীটে ওঠবার চেষ্টা করল। উইলি হাঁটু গেড়ে উঠে স্প্যানার

দিয়ে লোকটার মাথায় জোরে এক ঘা কষিয়ে দিল।' যেখান দিয়ে মারল, সেখানে সে রুমাল জড়িয়ে নিয়েছিল।

লোকটা গড়িয়ে পড়ে গেল। উইলি তার মাথার ওপর দিয়ে ডিঙিয়ে নেমে প্যাসেজে ঢুকল। তার এক হাতে ছুটো স্প্যানার, অন্য হাতে আঠারো ইঞ্চি মতো লম্বা এক সরু রড—টমি-বার। ড্রাইভারটার কাছে ছিল।

খোলা জানলা থেকে কোলিয়ের নীচের উঠোন পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছিল। ভীষণ এক আতংক ক্রমশঃ চেপে ধরছিল তাকে। বিশ্বাস অবিশ্বাসের সেই দোলাময় অবস্থা তখন তার কেটেছে, সে স্পষ্ট জানছিল নীচের উঠোনে এবার হিংস্র মার-দাঙ্গা, হয়তো বা মৃত্যু আশ্রয় করবে।

পাঁচজন নানাভাবে ছড়িয়ে লড়াইয়ের ভঙ্গীতে এগিয়ে আসছে। আধা আলোয় ছায়া ছায়া পাঁচটা শরীর। কোলিয়ের-এর বুকে নিশ্বাস আটকে গেল। পাঁচজন! তার গা গুলোচ্ছে।

ভবোয়া তার ঘাড়ের কাছে ফিসফিস করে বলল, 'ওই লোকটার হাতে বন্দুক বোধহয়। বলা খুব কঠিন, তবে—' বলতে বলতে থেমে গেল সে। মডেস্টি ফোয়ারার পেছন থেকে উঠে দাঁড়িয়ে আখরোট গাছের আড়ালে ছুটে যাচ্ছে।

যে লোকটা উঠোনের মাঝামাঝি ছিল, হাত তুলে সে কি ইশারা করল। তারপর ফোয়ারার দিকে এগলো। বাকী চারজন জোড়ায় জোড়ায় দু'দিক থেকে গোল হয়ে ভাগে ভাগে এগলো।

কোলিয়ের কাঁপছিল, রাগে কি ভয়ে কে জানে! লোকটা যখন ইশারা করল তখন সে তার হাতে বন্দুক দেখেছিল, অন্যদের হাতেও ইস্পাতের চকচকে ফলা দেখতে পেয়েছিল।

'ওরা ওকে মেরে ফেলবে,' খসখসে গলায় ফিসফিস করে উঠল সে। 'ভবোয়া, আমি নীচে চললাম।'

ভবোয়া নরম, চাপা গলায় বলল, 'শান্ত হোন মিঃ কোলিয়ের। এখান থেকে নীচে পড়া চারটিখানি কথা নয়, অভ্যেস না থাকলে

মুশকিল। পড়ে আপনার পা ভাঙতে পারে। তাছাড়া মডেস্টির পরিষ্কার নির্দেশ আছে—আহা।'

সেই বন্দুকধরা লোকটির মাথা হঠা- ঠিকরে গেল, উল্টে পড়ল সামনের দিকে। তাব শরীরটা ফোয়ারার ধারে ছিট্কে পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে শ্যাওলা ধবা, খোয়া বাঁধানো ফোয়ারার গোল জায়গাটায় ঠং করে একটা ধাতব শব্দ হল।

কোলিয়ের চাপা গলায় বলে উঠল 'কি সর্বনাশ! কে করল এ কাজ?'

'উইলি। স্প্যানার ছুঁড়েছিল। এ ব্যাপারে ও তুখড়। তবে সাধারণ ভাবে ছুরি ছোড়ায় ও হচ্ছে ওস্তাদ।'

'সাধারণভাবে' তা সাধারণভাবে মডেস্টির বিশেষ হাতযশ কিসে?'

'শুনেছি, রিভলভার চালানোয় ও হচ্ছে ওস্তাদ। তবে পছন্দ ওর কঙ্গো—হাত ব্যাগের সঙ্গে আছে ছোট্ট এক কাঠের জিনিস।'

বাকি চারজন লোক তখন দাঁড়িয়ে পড়েছে। তাদের মধ্যে অনিশ্চিত ভাব। আখরোট গাছ থেকে শুরু করে পেছনের ফটক পর্যন্ত তারা চেয়ে দেখছে। উইলি গারভিনকে এবাব দেখা গেল, সে এগিয়ে এসে দাঁড়াল, ঠিক তক্ষুণি গাছের আড়াল থেকে মডেস্টিও বেরিয়ে এলো।

মডেস্টি তার স্কার্ট খুলে ফেলেছে। কোলিয়েব দেখে তো থ। বাঁ হাতে সেই স্কার্ট ঝুলছে। হাঁটার সঙ্গে সঙ্গে তার মোজা আঁটা লম্বা লম্বা পায়ে আলো পিছলে গেল।

ভবোয়া বলল, 'ও, তাহলে বন্দুক ওদের কাছে একটাই ছিল। এবার আসল খেলা শুরু।'

কোলিয়ের দেখতে পেল, উঠোনে ছায়া-ছায়া শরীরগুলো ত্রিমুখী হয়ে উঠেছে। মডেস্টির মুখোমুখি দু'জন লোক, উইলি এবং আর দু'জন। ক্লদিন এইসময় তার কানের কাছে চুপিচুপি, থেমে থেমে ইংরেজীতেই বলল 'আপনি কি জানেন উইলি সঙ্গে ব্যাগট্যাগ কিছু এনেছে কিনা?'

জবাব দিল ভবোয়া। 'মনে হয় না, মাদামোয়াজেল। এতে একেবারে অপ্রত্যাশিত কিনা।'

'যাকগে। একটা পাজামা দেখছি। আর ওর স্নানের ব্যবস্থা করে রাখি। এসে গরমে একেবারে অস্থির হয়ে যাবে।'

'হুঁ, তা হবে। দয়া করে আলো কিন্তু জ্বালবেন না, মাদামোয়াজেল।'

ভবোয়া কথা বলে যাচ্ছিল কিন্তু উঠোন থেকে চোখ সরায় নি। কোলিয়ের দরজা খোলার আওয়াজ পেল, তারপর কলে জল পড়ার শব্দ।

নীচে তখন অশুভ অথচ অদ্ভুত সুন্দর এক নাচের অনুষ্ঠান চলেছে। ছ'জন মানুষ সরছে, ফিরছে, কাটাচ্ছে। ছুরির ফলা ঝল্‌সে উঠছে, শরীরগুলো কৌশলে পাক খেয়ে চলেছে।

মডেস্টি তার স্কার্ট বাঁ হাতের কবজিতে জড়িয়ে নিয়েছিল, আক্রমণ প্রতিহত করার জন্যে। ডান হাত মুঠো করা, মুঠোর ভেতর খুব সম্ভব সেই কঙ্গো। উইলির ডান হাতে একটা স্প্যানার, জ্যাকেটটা ফেলে দিয়েছে।

ভবোয়া ফোঁস করে নিশ্বাস ফেলে বলল, 'ওদের একজনের ছুরি সম্বন্ধে হুঁশিয়ার থাকা দরকার। বড় সময়সাপেক্ষ খেলা, বুঝলেন। আক্রমণ করতে বা আটকাতে বোকার মতো শুধু শুধু তেড়ে যাওয়া মানেই কিন্তু তৎক্ষণাৎ পরাজয়কে বরণ করা—'

'হে ভগবান!' কোলিয়ের যেন কেঁপে উঠল। 'আমাকে নীচে যেতেই হবে।'

'আপনার তাহলে এসব অভিজ্ঞতা কিছু আছে বোধহয়?'

কোলিয়ের চাপা আক্রোশে ফিসফিস করে উঠল, 'না। স্কুলে থাকতে বক্সিং করেছিলাম। সুবিধে করতে পারিনি। এবং মোটে পছন্দ করতাম না।' কোলিয়ের তলাকার দৃশ্য থেকে চোখ সরিয়ে নিয়ে দরজার দিকে এগুলো।

'মডেস্টি কিন্তু রেগে যাবে।' ভবোয়া বলল।

মুর্শা 'কিংবা মরবে। আমাকে নীচে যেতে হবেই।'

কোলিয়ের দরজা খুলে সিঁড়ি বেয়ে নামতে লাগল, বড় কম আলো। সদর দরজায় ছিটকিনি খুলে প্যাসেজ দিয়ে উঠোনের দিকে ছুটে গেল। লতাপাতা কাটা সেই লোহার গেট এখন বন্ধ, তার রাস্তা রুখে রয়েছে। গেট ধরে সে ঝাঁকাল, তারপর চোখ পড়ল বাইরে থেকে সেটা আটকানো।

কোলিয়ের হাত বাড়িয়ে সেটাকে খুলবার চেষ্টা করল প্রাণপণে। চোখে ঝাপসা দেখতে লাগল, তারপর পরিশ্রান্ত হয়ে ছেড়ে দিল। নিজেকে ধিক্কার দিল বটে, সেইসঙ্গে এই ব্যর্থতার জন্যে মনে মনে একরকম স্বস্তিও পেল।

গরাদের ফাঁকে সে চোখ রাখল। বিশ্বাস করা কঠিন কিন্তু উঠোনের দৃশ্যে তখনও অদলবদল তেমন হয়নি। চাঁদের এবং দীপালোকের মিলিত আলোয় দু'টি লোকের নীরব-নিঃশব্দ অদ্ভুত ব্যালে নাচের অনুষ্ঠান তখনও হয়ে চলেছে। ভবোয়া বলেছিল, বড় সময় সাপেক্ষ খেলা!

উঠোনের একেবারে শেষ প্রান্তে মডেস্তি—কোলিয়ের-এর দিকে পেছন ফেরা। দুটো লোক তাকে বিশ্রীভাবে কোণঠাসা করতে ঘিরে এগিয়ে আসছে। উইলি ফোয়ারার কাছে, তার আক্রমণকারীরা তার আর ফোয়ারার নীচু পাঁচিলের মাঝামাঝি। আচমকা মডেস্তি ঘুরেই এক লম্বা লাফ দিল। ফোয়ারার গর্তে জল ছিল না, নীচু পাঁচিলের এপাশে এসেই সে জোরে পা চালাল—উইলিকে যে-লোকটা আক্রমণ করছিল তার দিকে। পা প্রচণ্ডভাবে গিয়ে লাগল লোকটার মাথার পাশে। লোকটা তার সঙ্গীর ঘাড়ে পড়ল, তারপর ছিটকে গিয়ে পড়ল মাটিতে।

মডেস্তি লাথি মেরে দরজা খুলেছিল, সেই কথা মনে করে কোলিয়ের ভাবল, এ লোকটারও লাথি মেরে ঘাড় মটকে দিল কিনা। কিন্তু এসব দাঁড়িয়ে চিন্তা করবার সময় এখন কম। মডেস্তি বেড়ালের মতো এগোচ্ছে, মাটিতে দু'হাত আলতো করে রেখে পায়ের

দু'পাতায় ভর করে। উইলি আগেই ঢুকে গেছে, ইস্পাতে ইস্পাতে ঠোকাঠুকির তীক্ষ্ণ আওয়াজ হল. উইলির হাত চলল, কুড়ুলের মতো গিয়ে পড়ল সেই হাত, মুহূর্তে দ্বিতীয় লোকটা কুণ্ডলী পাকিয়ে মাটিতে পড়ে গেল।

পড়ে যাওয়া একটা ছুরি তুলে নিল উইলি। বারো ইঞ্চি লম্বা বেশ ভালো ছুরি। মডেস্টি কিন্তু অন্য ছুরিটা তুলে নেয় নি। কোলিয়ের একটু অবাক হল। স্কার্ট আর কঙ্গোর চেয়ে ছুরিটা থাকলে নিশ্চয়ই বেশি কাজ দিত ?

বাকি দুজন লোক তখন ফোয়ারার ওপার দিয়ে জোর ছুটছিল। একজন যাচ্ছিল গেটের দিকে, কিন্তু উইলি দ্রুত গিয়ে তাকে পাকড়াও করল। দ্বিতীয় লোকটার ওপর কোলিয়ের-এর চোখ পড়ল। মডেস্টি যখন সেই লোকটাকে লাথি মেরে শুইয়ে দিয়েছিল, এই লোকটা তখন রাগে ফুঁসে উঠেছিল। এখন সে সোজা মডেস্টির দিকে ছুটে আসছিল, ভয়ংকরভাবে ছুরি চালাতে চালাতে।

মডেস্টি পিছিয়ে গেল, এপাশে ওপাশে কাটাল, কখনো স্কার্টসুদ্ধ বাঁহাত চালিয়ে তেড়ে আসা লোকটার হিংস্র আক্রমণ রুখল। ওরা এখন কোলিয়ের-এর কাছাকাছি, লোকটাকে সে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে। চওড়া কাঁধ, সরু কোমর। হালকা জ্যাকেটের তলায় লেস দেওয়া ফুল তোলা সার্ট, লম্বা লম্বা চুল, সোনালী রং করা, তাতে আবার ঢেউ খেলানো। মুখটি এমনিতে নরম মসৃণ, কিন্তু এই মুহূর্তে মেয়েলি ধাঁচের আক্রোশে বিকৃত হয়ে উঠেছে। লিপস্টিক মেখেছে, চোখে মাস্কারা।

লোকটা যে-ভাবে লড়ছে তাতে কিন্তু এতটুকু মেয়েলি ভাব নেই। যেমন শক্তি, তেমনি ভীষণ চটপটে।

কোলিয়ের-এর হাতে লাগছিল, এত শক্ত করে সে গরাদ ধরে ছিল। ভয়ে পাথর হয়ে যাওয়ার কথা সে আগে শুনেছিল, এখন বুঝল সেটা কি! বিকৃতকাম লোকটার ভেতর থেকে যেন

হত্যার ঘৃণা ঠিকরে বেরুচ্ছিল। এত নগ্ন হিংস্রতা কোলিয়ের আগে কখনো দেখেনি। তবু মডেস্টির যেন কিছুমাত্র ভ্রূক্ষেপ নেই। তার অঙ্গচালনা দ্রুত, মসৃণ এবং সুনিয়ন্ত্রিত। মুখে তার আশ্চর্য প্রগাঢ় অভিনিবেশ।

হঠাৎ হাতের জড়ানো স্কার্ট খুলে ফেলে মডেস্টি সেটা দিয়ে এক ঝাপটা মারল রক্তমাখা লোকটার মুখে। লোকটার মাথা পেছন পানে ছিটকে গেল, ঠিক সেই মুহূর্তে মডেস্টি নিখুঁতভাবে এক পা বাড়িয়ে দাঁড়াল এবং তফাত থেকেই আর এক পায়ে বিদ্যুদ্বেগে লোকটার পেট লক্ষ্য করে লাথি চালাল। লোকটা এক চাপা চিৎকার করে দু'পা পিছিয়ে গেল।

মডেস্টি এগিয়ে গিয়ে কঙ্গো বসাল। একবার হাতে, যে-হাতে ছুরি ধরা ছিল, আরেকবার মাথায়। ওপর থেকে মনে হল এমন জোর ঘা কিছু নয়, তবু পয়লা আঘাতে লোকটার হাতের ছুরি উড়ে বেরিয়ে গেল, দ্বিতীয় আঘাতে তার শরীরটা দুমড়ে মাটিতে পড়ল এবং অবশ হয়ে গেল।

কোলিয়ের দম বন্ধ করে ছিল, ছাড়ল। নিঃশ্বাস এতক্ষণ চেপে রেখে ছিল যে তার মাথা যেন ঘুরে উঠল। উইলির ওপর চোখ পড়ল। প্রথমে সে ভেবেছিল আক্রমণকারীদের শেষ লোকটা হয়তো কোনরকমে চম্পট দিয়েছে কিন্তু দেখতে পেল লোকটা আকাশের দিকে মুখ করে মাটিতে নিস্পন্দ হ'য়ে পড়ে আছে। তার বুকে একটা বড় ছুরির বাঁট গজিয়ে গেছে।

'হারামজাদা ছুরি ছুঁড়ে মারতে গিয়েছিল, প্রিন্সেস।' উইলির গলায় রাগ এবং ঘৃণা। 'তাই আমাকেই আগে খতম করতে হল।'

'কিছু করার নেই। বেশি বাঁচিয়ে করতে গেলে তুমিই বাঁচতে না।' মডেস্টি কপাল থেকে চুল সরাল। 'এদের কাউকে তুমি চেন উইলি?'

ওরা দু'জনেই খুব নীচু গলায় কথা বলছিল। কোলিয়ের যে আছে তা ওরা টের পায় নি। 'না', উইলি যেন একটু হতবুদ্ধি।

'এরা নতুন চিড়িয়া।' মডেস্টি যে-লোকটাকে কুপোকাত করেছিল, তার কাছে গিয়ে দাঁড়াল। পা দিয়ে সেই অসাড় শরীরটাকে চিৎ করে দিল। আলোয় সেই রঙ করা মেয়েলী মুখ স্পষ্ট ধরা পড়ল।

'কি কাণ্ড! এ যে দেখছি একটা সমকামী! এরা যখন নোংরা হয় তখন যা জঘন্য হতে পারে!' 'হ্যাঁ। এ বোধহয় ওই লোকটার পুরুষ-বান্ধবী, যাকে আমি ড্রপকিকে কাত করেছি। উইলি, দেখে এস তো লোকটা বেঁচে আছে কিনা। আর যার কাছে বন্দুক ছিল তাকেও একবার পরখ করে দেখো।'

'নিশ্চয়।' মাটির দিকে নজর করে মডেস্টির শিকারকে আরেকবার দেখল উইলি তারপর যেতে যেতে হঠাৎ হাসল। 'ওই মক্কেলকে যেখানে তুমি আক্কেল দিয়েছ, তাতে বেশিক্ষণ কষ্ট পেতে হবে না।'

মডেস্টি হাসল, হাসি নয় ফিসফিস শব্দ। তারপর হঠাৎ ওর মুখ শক্ত হয়ে গেল। কোলিয়েরকে দেখেছে, সোজা তাকিয়ে আছে তার দিকে।

'স্টিভ! তুমি এখানে মরতে কি করছ?'

'আমি নেমে এলাম।' কোলিয়ের-এর গলা কেঁপে উঠল, তাতে সে যেন আরো লজ্জা পেল। 'শুধু দাঁড়িয়ে দেখতে আমি পারলাম না। কিছু হয়তো সাহায্য করতে পারতাম, অন্তত বাধাও দিতে পারতাম ওদের।'

'না কি আমাদের! তোমার কথা চিন্তা করতে গিয়ে তুমি হয়তো আমাদেরও মেরে ফেলতে!'

'ঠিক আছে। আমার খুব শিক্ষা হয়েছে।'

মডেস্টির চোখ রাগে জ্বলজ্বল করতে লাগল, ও আরো কি যেন বলতে যাচ্ছিল, তখন রনে ভবোয়া ওপরের জানলা থেকে আস্তে করে ডাকল। কোলিয়ের তাকে দেখতে পাচ্ছিল না। ভবোয়া ফরাসীতে বলল, এত তাড়াতাড়ি বলল কোলিয়ের-এর বোঝার সাধ্য রইল না। মডেস্টি ধীরে ধীরে শান্ত হয়ে এলো, মুখের রাগ পড়ল। 'এই যে রনে, তুমি এবার নীচে নেমে আসবে না কি?'

'আসছি।'

মডেস্টি কোলিয়ের-এর দিকে এগিয়ে গেল। গরাদের ফাঁক দিয়ে তার দিকে তাকিয়ে বলল, 'বোকামি কোর না, স্টিভ! তুমি যদি কোন নতুন ধাতুটাতু মেশানোর কাজে ব্যস্ত থাকতে, কিংবা ধাতুবিদদের অন্য কোনো কাজে, আর আমাকে বলতে সেখান থেকে সরে যেতে, তাহলে আমি কিছু অপমানিত বোধ করতুম না।'

'সেটা আলাদা ব্যাপার।'

'না।' উঠোনের ছোটখাট রণাঙ্গনের দিকে হাত নেড়ে মডেস্টি বলল, 'এখানে কোন চালাকি নেই। এটা এমনই এক জিনিস যা কেবল আমি আর উইলি জানি।'

'হ্যাঁ, আমি তা দেখেছি ... শুধু একটু তফাত আছে।'

উইলি ঘুরে এলো। হাতে পার পিস্তল, ফোয়ারার ভেতর থেকে কুড়িয়ে এনেছে। ৯ এম-এম'এর একটা লুগার।

'এর দেখার জায়গাটা আমার এখনো পছন্দ হয় না।' উইলি জানাল, 'পেছন দিকেও সরু ভি-মাক জায়গা আর সামনের দিকেও যবের দানার মতো একরত্তি ভি-র মধ্যে দিয়ে দেখতে হয়, দুটো ঠিক খাপ খায় না। তবে এর সঙ্গে যদি মাউজার-এর সামনেটা লাগিয়ে নিতে পারা যায়, তাহলে খাসা জিনিস দাঁড়ায়।'

উইলি মডেস্টির হাতে বন্দুকটা দিল। মডেস্টি জিগ্যেস করল, 'ফোয়ারার ধারে ওই তিনজনের খবর কী?'

'একজনের জ্ঞান ফিরছে, তবে আরো মিনিট দশেক লাগবে।' উইলি ফটকটা হাঁ করে খুলে দিল। 'আহা এই ফুলকুমারীর কিন্তু আরেকটি ছেলে-বন্ধু লাগবে। পুরনো বন্ধুর ঘাড় একেবারে মটকে গেছে।'

কেমন যেন এক হিংস্র আনন্দ হল কোলিয়ের-এর। তাতে নিজেই সে একটু আশ্চর্য হল। মডেস্টি এবং উইলি দু'জনেই একটা করে লোক মেরেছে। জেনে তার অপ্রবৃত্তি হবার কথা। কিন্তু তার মনে পড়ল, পাঁচটা লোক মডেস্টিকে উঠোনের অন্ধকারে তাড়া

করে বেড়াচ্ছিল, তাড়া করছিল লম্বা-লম্বা ছুরি এবং একটা বন্দুক হাতে। ভাবতে চেষ্টা করল সেই ধারালো ফলা এবং নরম শিসে যদি মণ্ডেস্টির শরীরে ঢুকত…

'তাহলে ছুটো মরেছে, ব্যাটারা নিজেদের মৃত্যু নিজেরাই ডেকে এনেছে!

রনে ভবোয়া ক্লদিন-এর সদর দরজা দিয়ে প্যাসেজের কাছে এগিয়ে এলো। বলল, 'একটা ভ্যান আর একটা গাড়ি এখুনি এসে পড়বে।'

'রনে, ইতিমধ্যে বোধহয় আমাদের চলে যাওয়া ভালো।' মণ্ডেস্টি তাকে লুগার-টা দিল। 'তুমি একটু দেখবে, যেন আমরা কিছুতে জড়িয়ে না পড়ি।'

'আমার নিজের দিক থেকে ঠিক আছে।' ভবোয়া উইলিয়ামের দিকে তাকাল। 'কিন্তু এই লোকগুলোকে তো প্রশ্নোত্তর করা হবে, ওরা তখন তোমাদের কথা বলে দিতে পারে। ওরা তোমাদের চেনে?'

'বলা মুশকিল। আমরা ওদের চিনি না।'

'আচ্ছা…তাহলে আমার মন্ত্রীকে যদি রিপোর্ট করতে হয়, আমি এইটুকু শুধু বলব—আমাকে যখন আক্রমণ করা হয় সঙ্গে তখন আমার নিজের দু'জন লোক ছিল, একজন পুরুষ, একজন মহিলা আমরা নিজেরাই কোনরকমে তাদের নিরস্ত্র করি এবং ধরে ফেলি।

'তাদের দু'জনকে আপনি একদম মুছে ফেলেছেন।' উইলি খুশি-খুশি গলায় বলল। 'রনে, ভবিষ্যতে আপনাকে আরেকটু হিসেব করে চলতে হবে।'

'মোটেই না। খুন জখম যারা করে তাদের সম্পর্কে আমার মন্ত্রীমশাইয়ের ধারণা পুরনো ধরণের। সমাজের দোষে তারা যে মানুষ খুন করে, এ তিনি বিশ্বাস করেন না।'

উইলি হেসে গাড়িতে গেল এবং ড্রাইভারটাকে বয়ে নিয়ে ফিরে এলো। তখনো তার জ্ঞান ফেরেনি। ভবোয়ার পায়ের কাছে

লোকটাকে ফেলে দিয়ে সে বলল, 'এর কিচ্ছু মনে পড়বে না। বেচারা শুরুই করতে পারেনি।'

মডেস্টি ওর স্কার্ট পরে নিয়েছিল। তাতে ডজনখানেক ছেঁদা। ক্লদিন এসে দাঁড়াল, গায়ে ড্রেসিং গাউন জড়িয়ে।

'শেষ হল?' চুপি চুপি জিগ্যেস করল সে।

মডেস্টি ইংরেজীতে জবাব দিল। 'হ্যাঁ, শেষ হয়েছে। আর তোমাকে ধন্যবাদ ক্লদিন। উইলি কাল তোমার দরজার তালাটা ঠিক করে দেবে।'

'কারুর কিছু লাগেটাগে নি তো?'

'লেগেছে অন্যদের।' উইলি ক্লদিনের কাঁধে হাত রাখল। মডেস্টির দিকে তাকিয়ে বলল, 'রাত্তিরটা এরপর শান্তিতে কাটবে? তোমার কি মনে হয়, প্রিন্সেস?'

'মনে তো হয়।' একটু দ্রুত হাসি, 'তবে ক্লদিনের জন্যে নয়, বোধহয়। যাও, উইলি, আমি তোমায় কাল ফোন করব।'

ভবোয়া বলল, 'মাদামোয়াজেল ক্লদিন তোমার স্নানের গরম জল তৈরী রেখেছেন। তারপরেও তুমি কষ্ট করে টোকিও যাও, এতে আমি খুব অবাক হয়েছি, উইলি।'

'হ্যাঁ', উইলি ধীরে ক্লদিনের পিঠে হাত বুললো। 'সেখানকার মেয়েরা চান সেরে বেরুনোর সময়টুকু দেয় এই যা! তবে সেটা যে কিছু এমন ভালো, তা বলতে পারি না।'

তারা দুজন ভেতরে গেল, দরজা বন্ধ করল। ভবোয়া মডেস্টিকে বলল, 'যাঃ, ওকে তো আমার ধন্যবাদ দেওয়াও হল না।'

'তার দরকার করে না। তোমার সঙ্গে আজ রাতে যে আমরা ছিলাম, তাতেই আমি আনন্দিত।'

ভবোয়া গম্ভীর হয়ে বলল, 'আমিও। ছোটখাট ব্যাপার তো নয় এটা।' বলে সে উঠোনের দিকে ইঙ্গিত করল। 'ছ'টা লোক।'

'তুমি বোধহয় খুব দুশ্চিন্তায় পড়েছিলে! আমি দুঃখিত, রনে।'

'কিচ্ছু দুশ্চিন্তা নয়।' কোলিয়ের বলল। 'উনি তোফা উপভোগ করছিলেন।'

ভবোয়ার মুখ আঁট হয়ে বসে গেল। একটুর জন্যে মনে হল, সে হয়তো খুব বেগে উঠে কথা বলবে। কিন্তু ঠাণ্ডা হয়ে গেল, একটু খেদের সঙ্গে বলল, 'মডেস্টি, উপভোগ করেছি, একথা আমি মানব না। তবে আমাদের তরুণ বন্ধু একেবারে ভুল বলেন নি। গভীর আগ্রহ নিয়ে আমি দেখছিলাম। দুটো দলের কায়দা-কৌশল, সাঁড়াশি আক্রমণ—একেবারে চমৎকার। আর শেষ বেশ তোমার পায়ের ধাক্কা! সুন্দর হয়েছিল কিন্তু।'

'হতেই হবে, ছুরির বিরুদ্ধে লড়া তো! তা না হলে তুমি গেছ!' মডেস্টি যেন একটু অন্যমনস্ক ভাবে বলল, কিন্তু গলা ওর গম্ভীর, 'যে-পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা যায়, এর গোপন রহস্য সেই পায়েই। মনে আছে, উইলি আমাকে মাসের পর মাস করিয়ে করিয়ে তবে ঠিক করাতে পেরেছিল···', বলতে বলতে ও থেমে গেল, কোলিয়ের-এর দিকে একবার চট্ করে চেয়ে নিয়ে ফের বলল, 'রনে, আমরা যাই। তোমার লোকজন যে-কোন মুহূর্তে এসে পড়বে। নৌকা ভ্রমণ এবং ডিনারের জন্যে তোমাকে ধন্যবাদ।'

'শুভরাত্রি, মডেস্টি।' ভবোয়া ওর হাতে চুমু খেতে মাথা নোয়াল।

'শুভরাত্রি, রনে। তেমন কিছু যদি জানতে পার আমাকে ফোন করে জানিও।'

ভবোয়া হেসে সম্মতিসূচক ঘাড় নাড়ল। মডেস্টি কোলিয়ের-এর একখানা হাত নিজের হাতে নিয়ে গাড়ির দিকে হাঁটতে লাগল। সামনের সীটে স্টিয়ারিং-এ বসল, বসবার সময় লম্বা ছুরির ফলা দেখা গেল তার স্কার্ট-এ; পা থেকে পেছন পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে। কোলিয়ের উঠে দরজা বন্ধ করল। ঢালু রাস্তায় গাড়িটাকে ও এমনি গড়াতে দিল, যাতে স্টার্ট দেবার সময় বিশেষ শব্দ না হয়।

কোলিয়ের বলল, 'ওঁর কিছু হবেটবে না তো?'

মডেস্টি ক্লাচ দিল, এঞ্জিন গর্জন করে উঠল। 'না। ওর কাছে

বন্দুক আছে। চারজন অচৈতন্য আর দুজন মরা লোককে খানিকক্ষণ পাহারা দিতে হবে। আর, ও হচ্ছে রনে ভবোয়া।'

'এই শেষ কথাটার মানে কী?'

'মানে এই যে, ওর জন্যে তোমাকে চিন্তা করতে হবে না। ওই তো ওরা আসছে।' একটা গাড়ি, পেছনে একটা ভ্যান তাদের পাশ দিয়ে ছুটে বেরিয়ে গেল। 'আমি ওঁর জন্যে তত চিন্তিত হইনি।' কোলিয়ের বলল। 'তোমার জন্যে চিন্তিত হচ্ছি।'

'হয়ো না, ডার্লিং। অকারণ সময় নষ্ট।'

'তাই বুঝি? তুমি উড়ে বেরিয়ে যেতে, গুলি কিংবা ছুরি খেতে পারতে। সব এই কয়েক ঘণ্টার ভেতরে।'

'যাই নি তো। ভুলে যাও, স্টিভ।'

'না। আমি তোমার কথা জানতে চাই এবং উইলি গারভিন সম্বন্ধে। ওই লোকগুলো, যারা গাড়িতে বোমা রাখছিল, তোমার রক্তস্নানয় বন্ধুর পেছনে ছুরি বন্দুক নিয়ে তেড়ে এসেছিল, জানতে চাই তাদের কথা।' কোলিয়েরে-এর পাগলে শরীর টান-টান হয়ে উঠল। 'কোত্থেকে যে আরম্ভ করব ছাই, কোন প্রশ্ন দিয়ে তা জানি না তবে কোথাও আরম্ভ করতে হবে। আজ রাত্রিরেই। আমি জানতে চাই।'

কিন্তু আধঘণ্টা পরে কোলিয়ের যখন অধীর হয়ে বিছানায় অপেক্ষা করছিল, তখন মডেস্টি মুখ হাত ধুয়ে পরিষ্কার হয়ে বাথরুম থেকে জ্বলজ্বল করতে করতে এলো, কাঁধের পাশ দিয়ে তার এলো চুল ঝুলছে, কোমর-বুকে শুধু একটা তোয়ালে জড়ানো. কোলিয়েরে-এর পরণেও শুধু পাজামা, কারণ বাইরে তখনো গরম ছিল। তার মুখের সিগারেটটা নিয়ে মডেস্টি ছাইদানিতে গুঁজে দিল, কোলিয়ের যেই কথা বলতে যাবে, ও তার ওপর ঝুঁকে পড়ল, তোয়ালে খসে পড়ল গা থেকে এবং ওর ঠোঁট দিয়ে কোলিয়েরে-এর মুখ বন্ধ করে দিল।

তারপর এতক্ষণের এত উত্তেজনা শিহরণ হঠাৎ কোলিয়ের এর

ভেতরে প্রচণ্ডভাবে ফেটে পড়ল। মডেস্টিকে সে ক্ষিপ্তভাবে টানল নিজের কাছে। মডেস্টি বাধা দিতে চাইল, ছটফট করতে লাগল।

মডেস্টি কি পারে না পারে কোলিয়েব তাব একটুখানি চাক্ষুষ করেছিল। ইচ্ছে করলেই যে ও তাকে হারাতে পারে এটা সে বুঝতে পারছিল। কিন্তু মডেস্টি শুধু একটু জোর খাটাচ্ছিল, তার ক্ষিপ্রগতি, কৌশল কিছুই দেখাচ্ছিল না, আর তার চোখে কিরকম যেন এক চ্যালেঞ্জের হাসি চকচক করছিল।

কোলিয়েব-এর জেদ বেড়ে গেল, তার সবটুকু লিকলিকে শক্তি দিয়ে সে লড়াই চালাতে লাগল। সাধারণ মেয়েমানুষেব তুলনায় মডেস্টির শক্তি অনেক বেশি কিন্তু কোলিয়েব-এব ওজন ওব চেয়ে পঁচিশ পাউণ্ডেরও বেশি, এবং তার ওই শীর্ণ শরীরেব তলায় একটি জোবদাব মন আছে।

দীর্ঘ লড়াইয়েব পব মডেস্টি হাল ছেড়ে দিল, হাঁপিয়ে শুয়ে পড়ল। কোলিয়ের বুঝতে পাবল, তাকে এই জয় পাইয়ে দেওয়া হল, তবু একথা সে মনে মনে মানতে চাইল না। ও অসহায, পরিশ্রান্ত, পরাজিত, এই মিথ্যেকেই সে বিশ্বাস করল, অথচ তখনও মনে জাগছিল এ সবই মিথ্যে এবং সেটা মডেস্টিই তার জন্যে তৈরি করেছে।

মডেস্টি তাব পাশে শুয়ে রইল, কোলিয়েব ওব হাত শক্ত করে চেপে ধরে ঠোঁটে, গলায, শরীরে চুমু খেতে লাগল। অল্প একটু নড়াচড়া করল ও, কোনরকম বাধা দিতে পারল না বা দেবার চেষ্টা করল না।

সবটুকু কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করাব পর কোলিয়ের নিজেকে ওব সঙ্গে মিশিয়ে দিল। আবেগ ও উচ্ছ্বাসের প্রবল ঢেউয়ে ভাসতে ভাসতে, উত্তাল আনন্দে ডুবে যেতে লাগল।

অবশেষে শান্তি; কোলিয়ের ভালো করে টেরই পেল না, মডেস্টি কখন তার গায়ে চাদর টেনে দিল, তাকে নিজের হাতের উষ্ণতায় টেনে নিল। কোলিয়ের দ্রুত, অসহায়ভাবে ঘুমের অন্ধকার কোলে ঢলে পড়ল।

৫

সকাল তখন ন'টা, কোলিয়ের ঘুম থেকে উঠল। জানলার পাখি দিয়ে উজ্জ্বল রোদ গলে এসে পড়ছিল ঘরে। মডেস্টি তার মাথার কাছে দাঁড়িয়েছিল। সাদা সিফনের বেল্লাজে পরণে, মাথার চুল আলগা করে বাঁধা, হাতে একটা গেলাস ধরা।

'মশাই, আপনার ফলের রস।'

কোলিয়ের উঠে বসে গেলাসটা নিল। গত রাতের শত শত স্মৃতি ভেসে এলো তার মনে।

'তোমার একটা চিঠি আছে', মডেস্টি বলল। 'লণ্ডন থেকে ফরোয়ার্ড করে দিয়েছে, তারপর যে-হোটেলে তুমি ছিলে, সেখান থেকে। আনব সেটা এখন?'

'পরে দেখব।'

ঘাড় নেড়ে মডেস্টি খাটের এক ধারে বসল। কোলিয়ের খানিকটা ফলের রস খেয়ে বলতে লাগল। তার গলায় বিদ্বেষ ছিল না। 'কাল রাতে আমার অহমিকা-বর্ধক অনুষ্ঠানের জন্যে ধন্যবাদ। আমার খুব দরকার ছিল। খুব চালাকি করে ছিলে যা হোক।'

'চালাকি? অমন করে বলো না স্টিভ।'

'অসম্ভব। তাহলে বলা যাক, উদারতা দেখিয়েছিলে।'

'না, তাও নয়।'

'একথা বলতে চেয়ো না যে, তোমার প্রয়োজনও আমার মতোই ছিল। তোমার অহংকারে তো কোন ঘা লাগেনি, তাকে সারিয়ে সুরিয়ে খাড়া করার ব্যাপার ছিল না।'

'কখনো সখনো আমার অহংকারেও হয়তো আঘাত লাগা দরকার।'

'কী বলতে চাইছ ?'

মডেস্টি বিছানায় হাত বুলালো। 'এক এইতেই আমি নিজেকে হারতে দিতে পারি। হারা মধ্যে মাঝে ভালো।'

কোলিয়ের কথাটা ভেবে দেখল। সে এখন পরিপূর্ণ জাগ্রত। মাথা পরিষ্কার। বলল, 'কাল রাতে উঠোনে তোমার পক্ষে হারা সম্ভব ছিল না।'

'তাই তো আমি বলতে চাই।'

কোলিয়ের ফলের রস শেষ করে গেলাস নামিয়ে রাখল। মডেস্টি তাকে একটা সিগারেট দিল, নিজেও ধরাল। কোলিয়ের তার একটা হাত আস্তে করে ওর পায়ের ওপর রাখল, বলল, 'আমি কিছু নষ্ট করে দিতে চাই না। কিন্তু মডেস্টি, তোমার কথা আমি জানতে চাই!'

'জানা কি খুব জরুরী ?'

'হ্যাঁ। রহস্য আমাকে উদ্বিগ্ন করে। তুমি কে ?'

মডেস্টি চুলে হাত চালাল, মুখ বেঁকাল। 'স্টিভ, আমি জানি না। বলকানের কোথাও আমি ছিলাম এক উদ্বাস্তু। তখন আমি খুব ছোট ছিলাম। আমি একা থাকতাম, যুদ্ধের আঁচ থেকে আমাকে পালিয়ে বেড়াতে হত। তারপর মধ্য-প্রাচ্যের উদ্বাস্তু। বেদুইন শিবিরে শিবিরে কাটিয়েছি। তারপর কত জায়গায় ঘুরে বেড়িয়েছি। বেশি বলে কি হবে।'

'সেগুলোই তো দরকার।' শূন্য দৃষ্টি মেলে সে ওর দিকে তাকিয়ে রইল। মনে হল, মডেস্টি তার সঙ্গে পরিহাস করছে।

'না, সে অনেক কথা। আমার বয়স যখন আঠারো আমি তখন ট্যাঞ্জিয়ের-এ গ্যাং চালাচ্ছি। ছোটখাট অবশ্য। পরে পৃথিবী জুড়ে এক দল গড়ে তুলি, নাম হয় 'দি নেট ওয়ার্ক'। বড়লোক হয়ে যাই, তারপর এসব থেকে ছুটি নিই।'

কোলিয়ের অপেক্ষা করে রইল, কিন্তু মনে হল মডেস্টি তার কথা শেষ করেছে।

'অনেক কিছু বাদ গেল', কোলিয়ের বলল।

উল্লেখযোগ্য কিছু যায় নি। আমি তোমাকে চুলচেরা হিসেব দিতে পারব না স্টিভ।'

'বেশ। উইলি গারভিন কে?'

'আমার বয়স যখন কুড়ি তখন ওর দেখা পাই। একেবারে রাস্তা থেকে উঠে এসেছিল ও। পরে আমার ডান হাত হয়। আমরা একসঙ্গে অবসর নিই।'

কোলিয়ের সিগারেট টেনে চলল। এসব কথায় সে মর্মাহত হয়নি, বরঞ্চ প্রবল আকর্ষণ অনুভব করছিল।

মডেস্টির মুখের ভাব লক্ষ্য করতে করতে সে বলল, 'এখন উইলি গারভিন তোমার কে?'

'ডার্লিং, একথা জিগ্যেস করবার তোমার কোন অধিকার নেই, তবে জবাব দিতে আমার বাধাও নেই। ও আমার পুরনো বন্ধু।'

'সে-ও তাই বলছিল। কাল রাতে যে-ভাবে ঘরে ঢুকে পড়ল তাতে খুবই ঘনিষ্ঠ বলতে হবে।'

'আগে ওর বেল বাজানো উচিত ছিল। আমার সঙ্গে কেউ আছে কিনা জেনে নিতে পারত।'

'হ্যাঁ, তা বাজিয়েছিল। আমি সাড়া দিই নি। তারপর ও সটান ভেতরে ঢুকে পড়ে রান্না আরম্ভ করে দিল। যেন এটা ওর নিজের বাড়ি, নিজের জায়গা।'

'ওরই তো!'

'কী?' কোলিয়ের খাড়া হয়ে বসল, তাব চোয়াল ঝুলে পড়ল।

'আমাদের কিছু কিছু আশ্রয় এখানে ওখানে আছে—ইতালী, অস্ট্রিয়া, স্পেন—বেশ কয়েক জায়গায়। যখন যেমন প্রয়োজন হয়, আমরা দু'জনেই সেগুলো ব্যবহার করি। কিন্তু এটা উইলি নিজে কিনেছে।'

'এ রাম! প্রথমটা আমি খুব যাচ্ছেতাই ব্যবহার করেছি ওর সঙ্গে

মন্টেস্টি হাসল, 'ও কিছু মনে করবে না।'

একটু পরে কোলিয়ের বলল, 'কাল রাতে গাড়িতে যে ফাঁদ পাতা হয়েছিল তার সবকিছু তদারক করছিল উইলি। কিন্তু প্যানহার্ড-ভরতি গুণ্ডাগুলো যখন আমাদের তাড়া করল, তখন ও তোমায় জিগ্যেস করেছিল, কীভাবে ওদের মোকাবিলা করতে হবে? তোমাদের মধ্যে কর্তা কে?'

'এখন আর কেউ না। আগে তো ও আমার সঙ্গে কাজ করেছে। তাই এখনো কোন এঁটুলি গা-ছাড়া করার প্রশ্ন উঠলে ও আমার দিকে তাকিয়ে থাকে। যদি আমরা একসঙ্গে থাকি অবশ্য। আর একলা থাকলে ও নিজের মতো করে, আমি আমার মতো।'

'হ্যাঁ, ওর আত্মপ্রত্যয় আমি লক্ষ্য করেছি।' কোলিয়ের একটু শুকনো হাসি হাসল, তারপর ধীরে আরেকটি কথা যোগ করল। 'তুমি কি ওকে ভালবাস?'

'কি একখানা প্রশ্ন: ভালবাসার সংজ্ঞা কি, বলবে?'

কোলিয়ের খুব অধৈর্য ভাব করল। 'তুমি জান আমি কি বলতে চাইছি।'

'না, জানি না। তুমি যদি বলতে চাও আমরা একসঙ্গে শুই কিনা, তার জবাব হচ্ছে.না। তার চেয়েও জোরাল বন্ধন আমাদের মধ্যে আছে। আমরা একসঙ্গে কাজ করেছি, একসঙ্গে লড়াই করেছি, দু'জনে দু'জনের প্রাণ বাঁচিয়েছি। শুনে যদি বস্তাপচা গল্প মনে কর, আমি দুঃখিত। কিন্তু এটাই সাদা সত্যি। একসঙ্গে আমরা নরক অভিজ্ঞতা ভোগ করেছি, আমরা আহত হয়েছি, দু'জনে দু'জনের সেবা করেছি, আমরা একসঙ্গে জিতেছি, সব করেছি, সব পেয়েছি শুধু এটি ছাড়া।' এই বলে মন্টেস্টি বিছানায় তার একখানা হাত রাখল।

'এই একটিই বা বাদ কেন?'

'হয়তো আমরা জানি এ করলে বাকি সব বদলে যাবে। আসলে স্টিভ, এ প্রশ্ন কখনো ওঠে নি। জানি উইলি একে কি বলবে… !'

'মুক্তি, স্বাধীনতা ?'

মডেস্টি হেসে উঠল। 'বোধহয় তাই।'

'আচ্ছা ও তোমাকে ভালবাসে ?'

'আবার সেই কথা! আমাকে ওর প্রয়োজন। আমি ওর রক্ষাকবচ।'

'প্রিন্সেস। তাই বলেই তো ডাকে তোমাকে। আমি বলব ও তোমাকে পুজো করে।'

মডেস্টি মাথা নাড়াল। 'আমার আগাপাশতলা ও জানে, ভুলগুলো সুদ্ধু। সুতরাং পুজো করার কথা ওঠে না।'

'তবু মনে হয়, আমি ঠিকই বলেছি।'

ও কাঁধ ঝাকাল। 'যা-ই ভাবুক, সেটুকুতে ও খুশি। সেটা কি আমি নষ্ট করব ? উইলি অন্যরকম কিছু ভাবুক আমি তা চাই না।'

কোলিয়েব নিজের সিগারেট নিবলো, ছাইদানিটা মডেস্টির সামনে তুলে ধরল যাতে সে-ও নিতে পারে। অত্যন্ত অসম্পূর্ণ ছবি পাওয়া যাচ্ছে, তাতে কৌতূহল আরো বাড়ছে. অথচ মডেস্টি তার প্রশ্নের সোজাসুজি জবাব-ই দিচ্ছে। এটুকু সে ধীরে ধীরে উপলব্ধি করতে পারছিল ইতিহাসটা অতি প্রকাণ্ড। খুব সহজে কিংবা তাড়াতাড়ি সবকিছু বুঝে ফেলা যাবে না। তাছাড়া ছবিতে দরকারী বহু খুঁটিনাটি জিনিস বাদ পড়ে যাচ্ছে।

শেষে জিগ্যেস করল, 'ক্লদিন কে ? সে দেখল মার দাঙ্গা হচ্ছে আর উইলির জন্যে সে কিনা নির্বিবাদে জল গরম করতে লাগল !'

'হ্যাঁ। ও মেয়ে খুব ভেবেচিন্তে কাজ করে। আমার সঙ্গে কাজ করেছে, প্যাকেট প্যাকেট হীরে বয়ে নিয়ে গেছে একসময়। চোরাই চালান। ক্লদিন-এর বয়স যখন বাইশ, তখন তাকে দিব্যি পনেরো বছরের স্কুলের মেয়ে চালানো যেত। তার খুব মাথা ঠাণ্ডা মেয়ে—।'

'উইলি রাত্রে তার সঙ্গেই থেকে গেল ?'

'ওখানে উইলির জন্যে দরজা সবসময় খোলা। আসতেও বাধা নেই, যেতেও বাধা নেই।'

'তুমি এতে কিছু মনে কর না?'

'কি আশ্চর্য! না, আমার কোন অধিকার নেই। আমাকে কি তুমি খুব অধিকার ফলাবার লোক বলে মনে কর?'

'না বললেই ভালো।' কোলিয়ের স্বীকার করল। 'আচ্ছা, কদিনও কি অবসর নিয়েছে?'

'অপরাধমূলক কাজ থেকে? হ্যাঁ। ওকে বুটিকের এক দোকান করে দিয়েছি। নিজেই জামাকাপড়ের ডিজাইন করে, হাতের কাজ ওর খুব ভালো।'

'তাহলে বাকি রইল এক রনে ভবোয়া। সে কে?'

'সেকথা আমি বলতে পারব না, স্টিভ।'

'কাল রাতে দু-দুবার তার প্রাণনাশের চেষ্টা হয়েছে এবং তার মে পরিষ্কার দেখা গেল পুলিসের ওপর যথেষ্ট হাত রয়েছে। 'নিজের লোক' না কি বললে যেন, তাদের ওপরও সমান হাত রয়েছে। সুতরাং সে যে একটা কেউকেটা লোক, এটা বুঝতে খুব বুদ্ধির দরকার করে না, আর সে আছেও আইনের আওতায়। তা তার ইয়ে-দের সঙ্গে বন্ধুত্ব কী করে হল—?' কোলিয়ের কিন্তু-কিন্তু করতে লাগল বলতে গিয়ে।

'প্রাক্তন অপরাধীদের সঙ্গে তো?' মডেস্টি নিজেই কথা যুগিয়ে দিল। 'অত কুণ্ঠিত হবার কিছু নেই, স্টিভ। 'দি নেটওয়ার্ক'-এর আমলে কোন একটা কাজে, বিশেষ ক্ষেত্রে রনে ভবোয়ার দরকার পড়েছিল। তখন মাঝে মধ্যে তার সঙ্গে যোগাযোগ করতে হত। তাছাড়া মাসকতক আগে আমরা একটা কাজে জড়িয়ে পড়েছিলাম, তখন ও আমাদের সাহায্য করে।'

'কাজ? তোমরা তো শুনলাম অবসর নিয়েছ!'

'এটা অন্য জিনিস।' মডেস্টি হাসল, কাঁধ নাড়া দিল। 'গতরে শুঁয়োপোকা গজিয়ে যাচ্ছিল। আমি আর উইলি ভেবে দেখলাম, একেবারে চুপচাপ শান্ত জীবন তেমন ভালো নয়। মাঝে মাঝে নড়াচড়া করা দরকার।'

• 'কাল রাত্তিরের মতো?'

'সবসময় অত অমার্জিত জিনিস নয়।'

'কাল রাতে তুমি তো বেশ উপভোগ করছিলে!'

'উপভোগ? জানি না। উপভোগের কথা ভেবে আমরা যাইনি। পাহাড়ে ওঠা কি সবসময় লোক'উপভোগ করে? মানে পাহাড়ে ওঠার আসল কষ্টটা? বরফে অসাড় হয়ে যাচ্ছে হাত-পা, পেশি কনকন করছে, আরও কত ঝুঁকি নিয়ে নিয়ে ওঠার দীর্ঘ কষ্টভোগ?'

'সেকথা ভেবে দেখে নি। তবে তারা বোধহয় পরে আনন্দ পায়, সাফল্যের পরে। এটা তাদের কাছে একরকম মুক্তি। কিন্তু সে তো গেল পাহাড়ে ওঠার কথা। এটা তো আলাদা।'

'খুব আলাদা নয়। আমি অবশ্য পাহাড়ে উঠে উঠে এত বড়টা হইনি। আমি যা জানি তাই আমি শুধু করতে পারি।'

'হ্যাঁ।' বলে কোলিয়ের একটু ইতস্তত করল, তারপর হঠাৎ বেয়াড়াভাবে বলে বসল, 'কাল রাতে তুমি একজনকে খুন করেছ, উইলিও তাই।'

'তাতে বিচলিত হওয়া উচিত বলে তুমি মনে কর?' মভেস্টি এতটুকু রাগল না বা নিজের পক্ষ নিল না। কোলিয়ের সেই ভয় করেছিল। তার গলা শান্ত অথচ গম্ভীর, 'ওই লোকগুলো রনেক মারতে চাইছিল। তারপর তারা আমাকে, উইলিকেও মারতে চায়। তিনজনের বিরুদ্ধে একা লড়াই করার বিপদটা বুঝতে পার? হাত গুটিয়ে বসে থাকা যায়? অতএব এই ধরণের গোলযোগে একজনকে চিরতরে নাবিয়ে দেওয়াই যুক্তিযুক্ত। তবু তো চারজনকে আমরা বাঁচিয়ে রেখেছিলাম। আমাকে দিয়ে শক্ত কথা বলিও না, স্টিভ!'

লোকটার হাতে ছুরি, তার লম্বা ফলা, মুখোমুখি মভেস্টি দাঁড়িয়ে, চকিতে ওর পা ঠিকরে উঠল। কোলিয়ের-এর মনে পড়ল, ছুরিটা ওর উরুর ইঞ্চিখানেক দূরে ঝলসে উঠেছিল, মহাধমনীর কাছাকাছি। সময়ের যদি একটু এধার-ওধার হত···

কোলিয়ের ভেতরে ভেতরে শিউরে উঠল।

মডেস্টি বলল, 'আমাকে বা আমার কোন বন্ধুকে কেউ যদি খুন করতে চেষ্টা না করে তাহলে আমি কাউকে মারি না।'

কোলিয়ের খুব অসহায়ভাবে ওর দিকে তাকিয়ে রইল। শেষে বলল, 'এটা খুব যুক্তিযুক্ত ব্যবস্থা বলে মনে হচ্ছে। তা কাল রাতে কি তুমি অস্ত্র-সংবরণ করার চেষ্টা করেছিলে?'

'অবশ্যই। বেশি লোক মরলে অনেকেই মুশকিলে ফেলা হত। তাছাড়া, কাউকে কাউকে জেরা করার জন্যেও বাঁচিয়ে রাখার দরকার ছিল।'

'কি কাণ্ড!' কোলিয়ের ক্ষীণ গলায় বলল। বালিশে হেলান দিয়ে সে চুপচাপ বসে ছিল। অনেকক্ষণ মডেস্টির দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে বলল, 'দেখি তোমার পা-টা!'

মডেস্টি যেন হকচকিয়ে গেল। 'কোন্‌টা?'

'কোন একটা।'

মডেস্টি বাঁ পা খানা ডান হাঁটুর ওপর তুলল। পা থেকে সিফন খসে গেল। কোলিয়ের দু'হাতে তুলে নিল সেই পা। চওড়া পা, সুন্দর গড়ন, কিন্তু তলাটা কেমন চামড়া চামড়া।

'এর থেকে দু'একটা জিনিস বোঝা যাচ্ছে', কোলিয়ের বলল, পা তখনো তার হাতে ধরা। 'লাথি মেরে দরজা খোলা, জানলা থেকে লাফিয়ে পড়া—। তা কী করে এ-অবস্থা হল?'

'সতেরো বছর বয়স পর্যন্ত আমার জুতো কেনবার ক্ষমতা ছিল না। তার মধ্যে আমি দীর্ঘ পথ হেঁটেছি।' মডেস্টি আবার হাসতে লাগল।

কোলিয়ের ভুরু কুঁচকে রইল। হঠাৎ যেন তার কি মনে পড়ে গেছে। সে বলল, 'কাল রাতে সেই হতচ্ছাড়া গেটটার কাছে আমি দাঁড়িয়ে ছিলাম। তুমি আমাকে দেখতে পেয়ে খুব চটে গেলে। তখন ভবোয়া ফরাসীতে কি যেন বলল তোমায়। তাড়াতাড়িতে আমি বুঝতে পারি নি। কী বলেছিল সে?'

• 'তুমি সাহায্য করছ, তোমার ওপর রাগ না করতে বলেছে।'

'ব্যস্ এই ?'

'বলেছিল, তোমাকে বাধ্য হয়ে এ কাজ করতে হয়েছে, কারণ…' মডেস্টি ইতস্তত করল। 'কারণ তুমি ভয় পেয়েছিলে।'

কোলিয়ের কয়েক সেকেণ্ড ওর দিকে তাকিয়ে রইল। 'পেয়েছিলাম', খুব নরম গলায় বলল, তার মনে পড়ে গেল। 'ভয়ে জ্ঞান হারিয়েছিলাম। কি বিচ্ছিরি। আমার মনে হচ্ছিল, ওই ছুরি বুঝি আমার পাঁজরের ভেতর ঢুকে যাচ্ছে।' অভিব্যক্তিতে মুখ তার বিকৃত হয়ে উঠল।

'মডেস্টি, আমি খুব দুঃখিত।' 'দুঃখিত ?' পা সরিয়ে মডেস্টি বিছানার ওপর হাঁটু মুড়ে বসল। দু'হাতে কোলিয়ের-এর মুখ তুলে ধরল। 'কিন্তু তুমি তো নীচে নেমে এসেছিলে, স্টিভ। ব্লেন সেই কথাই বলতে চেয়েছিল।'

'হাঁটু কাঁপছে, পেট খামচাচ্ছে, তবু বীরপুরুষ আমাদের সমরাঙ্গনে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। এই ব্যাপার তো ?' কোলিয়ের নিজেকে বিদ্রূপ করল, কিন্তু তার কথার মধ্যে একটুক তিক্ততা ছিল না। মডেস্টির চোখে কি সব যেন ভরসা, তার বুকের ভেতরটা হালকা করে দিল।

উত্তরে মডেস্টি বলল, 'একটকাহ কিছু গযতো' চালে একটা ভুল হয়েছিল ঠিকই, কিন্তু তুমি সজ্ঞানে আমার কথা শুনে যাস করেছ, তা তো আর আশা করা যায় না। তবে এসব তোমার কর্ম নয়।' ও তাকে খুঁটিয়ে দেখল। দৃষ্টিতে ওর সামান্য কৌতুহল খেলা করে গেল। কোলিয়ের-এর মনে হল, ও বুঝি তাকে কিছু জিজ্ঞেস করতে চাইছে। কিন্তু করল না, তার বদলে তুষ্ট হাসিতে ওর মুখ ভরে উঠল।

'এস, ধাতুবিদ এস।' ও বলল, 'আমাকে ভালবাস।'

কোলিয়ের-এর রক্তে জোয়ার লাগল। 'লড়াই করতে হবে তো ?'

'না, এবার আর নয়।'

কোলিয়ের ওর নেগ্লীজের ফাঁস খুলল, দূরে টান মেরে ফেলে দিল সেটাকে। মডেস্টি বিছানার ওপর তেমনি করে হাঁটু মুড়ে বসে রইল। কোলিয়ের বলল, 'তুমি দারুণ পার্থিব ধরনের লোক কিন্তু, তাই না?'

'পার্থিব কথাটার মানে আমাকে বুঝিয়ে দাও।'

'রাখ তোমার মানে! আমি বলতে চাই, তুমি ভালবাসা বাসি খুব পছন্দ কর।'

'সেটা কি খারাপ? অন্যায়?'

'যদি তোমার পাত্র-নির্বাচন ঠিক-ঠিক হয়।'

'ও বিষয়ে আমি খুব ঠিক, মিঃ কোলিয়ের।'

'শুনে আনন্দ হল মিস ব্লেজ।'

বলে কোলিয়ের ওর দিকে হাত বাড়াতে যাচ্ছিল, এই সময় ফোন বাজল। কোলিয়ের গজগজ করতে লাগল, মডেস্টি হেসে একটু গড়িয়ে গিয়ে বিছানার পাশের টেবিল থেকে ফোনটা নিল।

'রনে! কেমন আছ? না, আমাদের ব্রেকফাস্টে তুমি কোন ব্যাঘাত ঘটাচ্ছ না।' কোলিয়ের-এর দিকে দুষ্টু-দুষ্টুভাবে চোখ টিপল। 'বন্ধুদের কাছ থেকে কিছু জানতে পারলে?' ভবোয়া একটানা কি যেন বলে গেল, মডেস্টি শুনতে লাগল ভুরু কুঁচকে। 'ও। দুঃখের কথা। যাক, তুমি নিজে সাবধানে থেকো। ফের হয়তো ওরা চেষ্টা করতে পারে।' একটু চুপচাপ, ভবোয়া কথা বলে চলল, তারপর আবার, 'না, বোধহয় না। আজ সন্ধ্যেয় আমি লণ্ডন যাচ্ছি।' বাকি কথাবার্তা আর কোলিয়ের-এর কানে ঢুকল না। মডেস্টি রিসিভার নামিয়ে রাখল, সে ওর দিকে তাকিয়ে রইল। মডেস্টি শূন্যে দৃষ্টি মেলে ভাবতে ভাবতে বলল, 'এ-কাজের জন্যে ওদের ভাড়া করা হয়েছিল। আগাম হিসেবে পনেরো হাজার ফ্রাংক, কাজ খতম হলে আরো পনেরো হাজার। ফোনে প্রথম যোগাযোগ, মাথায় দস্তানা পরা একটা লোক রাতে গাড়িতে প্রথম

কিস্তি পৌঁছে দেয়। তার চেহারার কোন বিবরণ পাওয়া যায় নি। নাম পাওয়া যায় নি। রনে তার পাত্তা করতে পারে নি।'

কোলিয়ের এসব শুনছিল না। সে বলল, 'আজ রাতে তুমি চলে যাচ্ছ?'

'হ্যাঁ, একটা ব্যাপার আছে, আমাকেই দেখতে হবে। ব্রেকফাস্টের সময় তোমাকে আমি বলতাম।'

'তোমার সঙ্গে আমি আসতে পারি?'

মডেস্টি মাথা নাড়ল। 'না, ডার্লিং, কদ্দিন লাগবে তা তো জানি না।'

কোলিয়ের শোবার ঘরের চারপাশ দেখল, তারপর মডেস্টিকে। 'তাহলে এই সবের শেষ, বলতে চাও?'

'তা কেন?' ফোনটা ও নামিয়ে রাখল। 'এই ভালো।'

'আমি শুধু এখনকার কথা বলছি না।'

মডেস্টি আস্তে আস্তে বলল, 'চিরকাল এ তো থাকবার নয়, স্টিভ। তুমি তো জান। আমার কত কিছু করার আছে।' হাত বাড়িয়ে একটা আঙুল ও কোলিয়ের-এর গালে বুলোতে লাগল 'তোমার ধাতুবিদ্যাও তো চিরকাল অপেক্ষা করে থাকবেনা। থাকবে?'

কোলিয়ের দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে অন্যদিকে তাকাল, 'মডেস্টি···আমি ধাতুবিদ নই।'

'জানি। উইলি আমাকে বলেছে।'

কোলিয়ের কপালে হাত চালাল। 'কি সর্বনাশ! আমাকে ধরে ফেলেছে তাহলে? কিন্তু ধরল কিসে?'

'ও অনেক কিছু বুঝতে পারে।'

'ওহ্!' কোলিয়ের ভুরু পাকিয়ে রইল, তারপর ঘাড় ঝাঁকাল। 'দুঃখের কথা। তবু ও আমাকে যখন ইচ্ছে ওর পানশালায় যেতে বলেছে।' সপ্রশ্নভাবে সে একটা ভুরু তুলল। 'তবে?'

'তবে কি?'

'আমি কি তুমি আমাকে জিগ্যেস করবে না?'

'তোমার সম্বন্ধে যতখানি জানা দরকার তা আমি জানি, স্টিভ। আমার নিজের বোঝবার ক্ষমতাও খারাপ নয়। তুমি কি কর না কর সেটা তোমার ব্যাপার।'

'এবং তোমার তুলনায় সেটা একঘেয়ে।'

'তাহলে যা একঘেয়ে নয়, সেরকম কিছু ভাবা যাক বরং। চাঁদে অভিযান ?'

কোলিয়ের যেন একটু থতমত খেল, তারপর বিছানার চাদরটা চাপড়াল, 'তার চেয়ে আমাদের নায়ক বরং এখানেই থাকবে।'

'আমিও তো তাই বলছিলাম।'

'কিন্তু এই চন্দ্র অভিযানটি কী ?'

মডেস্টি বিছানায় সোজা হয়ে বসল, কোলিয়ের-এর দিকে সস্নেহে তাকাল, তবু তার চোখে কৌতুক খেলা করছিল, 'তুমি ভদ্র পরিবেশে সব সময় মেলা মেশা করেছ। কাছে এস, আমি তোমায় দেখিয়ে দিচ্ছি।'

৬

সেফ সযত্নে পুতুলটার ভুরুর লাইন আঁকা শেষ করল। পাতলা ব্রুশটা নামিয়ে রেখে গোলগাল লোকটার দিকে তাকাল। তার গায়ের চামড়া জলপাই রঙের, পরেছে একটা ঢলঢলে ডেনিম ট্রাউজার্স এবং কোঁচকানো নীল শার্ট।

সেফ বলল, 'মিঃ গারসিয়া, আমি আপনাকে অভিনন্দন জানাতে চাই। কাল রাতে একদম নিখুঁত কাজ হয়েছে। আমি অত্যন্ত খুশি হয়েছি।' \

গারসিয়ার ঠোঁটের কোণে একটা দেশলাইয়ের কাঠি ঝুলছিল, সব সময় ঝোলে। সেটাকে সে আরেক কোণে ঠেলে পাঠাল, বলল, 'ধন্যবাদ, সেনর।' 'আপনি এবং আপনার দোস্তরা শীগ্গিরই

আমাদের নতুন কর্মস্থলে যাবেন।' সেফ দুটো লম্বা বেঞ্চির মাঝখান দিয়ে ধীরে ধীরে হেঁটে বেড়াতে লাগল। 'আমরা দিন দশেক বাদে সেখানে যাব। আপনার সব বন্দোবস্ত করা হয়ে গেছে।'

'আচ্ছা, সেনর।' গারসিয়ার তেমন আগ্রহ দেখা গেল না। তার ঘন কালো চোখের দৃষ্টি সব সময় যেন দূরে দূরে থাকে, মন যেন তার অন্য কোথাও রয়েছে। কিন্তু সেফ ঠিকই জানে, যা ওকে বলা হয়েছে তা ওর মনে গেঁথে গেছে।

'আপাততঃ এই, মিঃ গারসিয়া। আপনি এখন আপনার বন্ধুদের কাছে ফিরে যেতে পারেন।'

'ধন্যবাদ সেনর।' অস্পষ্টভাবে বলে গারসিয়া ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। তার পায়ের চটি ফসফস করছে।

রেজিনা একটা পুতুলে নতুন করে সুতো ভরছিল ; ছোট্ট একটা মেয়ে অথচ কামুক কামুক পরীর মতো তার মুখ। চোখ তুলে সে বলল 'গারসিয়া লোকটি চমৎকার সেফি। আমাদের এই পুতুল খেলার অনুষ্ঠানে ওকে আমরা ডাকি না কেন?'

'এসব ওর ভালো লাগবে বলে আমার মনে হয় না।' সেফ রঙের বুরুশ ফের হাতে নিল। 'মিঃ গারসিয়া শুধু নিজের কাজেই মনপ্রাণ উজার করে দিতে পারে।'

রেজিনা সখেদে মাথা নাড়ল, পুতুলের পায়ে সুতো পরাল। সাধারণত পুতুলের পায়ে এবং হাঁটুতে সুতো পরাবার দরকার করেনা কিন্তু এই পরী মেয়েটির খুব বেশি গতি ও ছন্দ প্রয়োজন।

সেফ তার নতুন রঙ করা পুতুলটি টাঙিয়ে রাখল, সেই সময় বোকার ঘরে ঢুকল। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে সে বলল, 'যাক, কাজ হয়েছে।'

'কাজ নিশ্চয়ই হয়েছে ডঃ বোকার।' সেফ খুশি হয়ে আঙুল মটকাল। 'আমার তো ধারণা কাল রাতের শিকার আমার ইদানিংকালের সবচেয়ে বড় সাফল্য।'

'আদায়ের দিক থেকে যদিও সবচেয়ে বেশি নয়।'

'পঞ্চাশ হাজার স্বর্ণমুদ্রা কম কিছু নয় ? তার দাম অন্তত পক্ষে দেড়শ হাজার স্টার্লিং-এর ওপর।'

'কিন্তু ওজন!' বোকার রুমাল দিয়ে ঘাড় মুছল। 'আধ টনের বেশি।'

'ওজনটা কমিয়ে ফেলতে আমি পাওয়ার সাপ্লাই করেছি।' হাড়ে হাড়ে মটমটে আওয়াজ তুলে সেফ একটা বেঞ্চির কাছে গেল। যাতে নানারকম যন্ত্রপাতির অংশ ছড়ানো। 'আমি আবারও বলছি, কাজ যথেষ্ট ভালো হয়েছে।'

রেজিনা বলল, 'হ্যা, তুমি কত মাথা খাটিয়ে করেছিলে সেফি। ডাঃ বোকার কেন যে অনুযোগ করছেন, আমি বুঝতে পারছি না।'

'আমি অনুযোগ করছি না, রেজিনা,' বোকার নিজেকে সামলে বলল। 'কিন্তু অপারেশন যত এইসব কৃত্রিম যন্ত্রনির্ভর হবে, তত গণ্ডগোল বাধবে। এক প্যাকেট দামী পাথর কিংবা মাদক দ্রব্য থেকে হয়তো আমরা ওই একই মাল খিঁচতে পারতাম।'

'একই সঙ্গে শিল্পীজনোচিত এবং বাণিজ্যিক হওয়া চাই, ডাঃ বোকার।' তাকে থামিয়ে সেফ বলে উঠল। তার মুখ একটু ফাঁক, একটু ছড়ানো—যেন ভেংচি কাটছে, তবু সেটাকে একরকম হাসি বলেও চালিয়ে দেওয়া যায়। 'তাছাড়া যে ওজন নিয়ে তোমার আপত্তি, তাতে একটা সুবিধেও আছে। আমরা কোন পন্থায় কাজ করি কর্তৃপক্ষকে সে বিষয়ে ধোঁকা দেওয়া যায়। এটা একটা মস্ত বড় জিনিস, তুমি বোধহয় স্বীকার করবে?'

বোকার গাল ঘসল তারপর অনিচ্ছাসত্ত্বেও ঘাড় নাড়ল। 'এটা একটা কথা হতে পারে। কিন্তু এক কৌশল পরপর খাটালে বুদ্ধির কাজ হবে না।'

রেজিনার সুতো পরানো একটা পুতুল হাতে তুলে নিয়ে সেফ বলল, 'আমার বিন্দুমাত্র ইচ্ছেও সেরকম নেই। কর্তৃপক্ষ ধাঁধার মধ্যে থাকলে এই বিশেষ অপারেশন বেশিদিন চালানো সম্ভব হবে।

আরো পনেরো মাস আমরা চালাতে পারব আশা করি। বিপদ বোঝার আগেই আমাদের থামতে হবে।'

'ভালো। তার মধ্যেই আমরা যথেষ্ট গুছিয়ে নিতে পারব।'

'তুমি আবারও ভুল করছ, ডাঃ বোকার। এই ধরণের উদ্যোগ আমরা নিশ্চয়ই বন্ধ করব। কিন্তু এইরকম শিল্পীজনোচিত এবং লাভজনক—সম্পূর্ণ আলাদা এক উপায় আমি ঠিক বার করব।'

'সেফির কাছে কাজই সব।' রেজিনা গর্বে অনুরাগে গদগদ হল।

বোকার জিগোস করল, 'আলাদা উপায় করবে লুসিফারকে কাজে লাগিয়ে?' 'সন্দেহ আছে, নতুন অপারেশনে লুসিফারকে কাজে লাগানো মানে জিনিসটা একইরকম হয়ে যাবে। আমার মনে হয়, ওকে বিদায় নিতে হবে।' সেফ থামল, বোকারের দিকে তাকিয়ে ফের বলতে লাগল, 'কিন্তু ডাঃ বোকার, তুমি কিছু চিন্তা করো না। তোমার বিশেষ কর্মদক্ষতার জন্যে তোমাকে ঠিকই কাজে লাগানো হবে এবং সেই সঙ্গে অবশ্য মিঃ উইসকেও।'

'ধর আমি যদি বলি, আমার যথেষ্ট হয়েছে?' হঠাৎ বলে ফেলেই বোকার-এর মনস্তাপ হল।

সেফ আস্তে আস্তে ঘাড় নাড়ল।

'তুমি ইস্তফা দেবে আর আমাকে সেটা মঞ্জুর করতে হবে, একথা আমি ভাবতেই পারি না।' গম্ভীর সৌজন্যে বলল সেফ।

রাত হয়েছে, মস্ত লাউঞ্জের এক কৌচে সেফ বসেছিল। পাশে রেজিনা। স্তূপীকৃত বিদেশী কাগজের বিজ্ঞাপন কলমগুলো দেখছিল সে।

বোকার খুব অস্বস্তির সঙ্গে হেঁটে বেড়াচ্ছিল। ভগবানের কাছে সে প্রার্থনা করেছিল যেন এর মধ্যে কখনো না জড়িয়ে পড়ে কিন্তু এখন পিছানো মুশকিল, বড্ড দেরি হয়ে গেছে।

সেফ বলেছে, আরো পনেরো মিনিট। হতে পারে। লুসিফারকে যদি কোনরকমে, যে কোন অবস্থায় ধরে রাখা যায়। দিনকতক আগে বোকার একটা চিঠি পাঠিয়েছিল, সেই কথা সে ভাবল।

লুসিফার-এর সহায়তা তার দরকার ছিল. ভীষণ আশা করেছিল, অত্যন্ত ভেবে চিন্তে, সাবধানে লেখা সেই চিঠি থেকে তা পাওয়া যাবে।

রেজিনা বলল, 'সেফি, এই যে একজনের জবাব পাওয়া গেছে, লণ্ডন টাইমস-এ। আমাদের এক মক্কেল নির্দেশ পেতে চায়।'

'রেফারেন্স নম্বরটা কী, রেজিনা ?'

রেজিনা ছোট অক্ষরে ছাপার ভেতর চোখ ঢুকিয়ে দিল। '৫০৭১।'

সেফ রেজিস্টারী খাতাটা নিয়ে পাতা ওল্টাতে লাগল। তারপর বলল, 'কলকাতার মিঃ জাফর। বেশ পয়সাওয়ালা ব্যাংকার. ওর দু'শ হাজার ডলার আমরা ধার্য করেছি। এখানে কি আমরা হেরোয়িন-এর কথা বলব ? এসব জায়গায় ও জিনিস সহজে মিলবে।'

'তুমি যা ভালো মনে কর, সেফি।'

'খুব ভালো। তাহলে মিঃ উইস-এর সঙ্গে বন্দোবস্ত কর রেজিনা, যাতে প্রাথমিক নির্দেশ পাঠানো যায়। তিন নম্বর মার্কা দেওয়া আমাদের এক পাত্র তৈরি রয়েছে দেখছি ; কলকাতার আড়ত থেকে সেটা সংগ্রহ করে নিতে হবে।'

সেফ বোকার-এর দিকে তাকাল। 'তোমার অনুমান ঠিক হয়েছিল দেখা যাচ্ছে। মিঃ জাফর দেনেওয়ালা লোক।'

'হ্যাঁ। কাগজপত্রে দেখা যাচ্ছে লোকটার ভয়-রোগ প্রবল।'

'ও। কাজে লাগানো যায় এমন মানসিক দুর্বলতা।' সেফ তার পকেট ডায়েরী দেখল। 'আজ থেকে পাঁচ হপ্তার মধ্যে আমরা মোটামুটি একটা দিন ঠিক করতে পারি—যখন এই 'শিকার'টি সংগ্রহ করা যেতে পারে। দামী পাথর-টাথর হলে আগেই নেওয়া যেত কিন্তু হেরোয়িন যখন, মিঃ জাফরকে তখন হাতে যথেষ্ট সময় দেওয়া দরকার। অবশ্যই আমাদের নতুন কর্মস্থল থেকে এই 'শিকার' সংগ্রহ করা হবে।'

• রেজিনা শান্তভাবে কথাগুলো খাতায় টুকে যাচ্ছিল। এইসময় দরজা খুলল, জ্যাক উইস ঢুকল। তার কপাল কুঁচকে রয়েছে, একটু একটু ঘামছে।

সে বলল, 'প্যারিসের কারবারে গুনচট। সেইজন্যে কাগজে এ-সম্বন্ধে কিচ্ছু নেই।'

'প্যারিসের কারবার।' সেফ ডায়েরী সরিয়ে রেখে উঠে দাঁড়াল।

'রনে ভবোয়া।' উইস নিজেই পানীয় ঢ়ালল এবং নিদারুণ লোভীর মতো গিলে ফেলল। 'ওর সময় আগেই হয়ে গেছে। লুসিফার-এর বাছাই, মাস খানেক আগেই ওর গত হওয়ার কথা। কিন্তু যায় নি।'

উইস বিষণ্ণভাবে মাথা নাড়ল। 'ভবোয়াকে বাগানো এক দারুণ ব্যাপার। আমরা দাবী পেশ করেছিলাম, ফরাসী সরকার দেবে না ঠিকই—আমরা আশাও করিনি। ভবোয়া যদি আপনা থেকে দিয়ে ফেলত তাহলে বহু লোকেরই কোমর ভেঙে যেত।'

'তোমার দুঃখ আমি বুঝতে পারছি, মিঃ উইস।' সেফ গলা তুলে একরকম ভাবে বলে চলল। 'তবে মাঝে মাঝে লুসিফার-এর যে ভুলচুক হয়, সেগুলো ঠিকঠাক করা তো তোমার দায়িত্ব। ভবোয়াকে যাদের মারবার কথা, তারা পারেনি—এই কথাই কি তুমি বলতে চাইছ?'

উইস শোকাতুর মুখ করে বলল, 'তাদের কব্জা করেছে। সব খবর আমি জানিনা, তবে ওখানে আমার যে লোক আছে তার কাছে কোনরকমে খবর পৌঁছেছে।'

'তারপর?'

'এক রাত্তিরে ওরা দু'বার চেষ্টা করেছিল। দু'বারই একটি পুরুষ ও একটি মেয়ে এগিয়ে এসে রক্ষা করে। দ্বিতীয়বার লড়াই বাধে, আমাদের ছ'জন লোক তাতে কুপোকাৎ হয়। দু'জন খুন হয়েছে, বাকিরা আধমরা।'

'একটি পুরুষ ও একটি মেয়ের হাতে? মিঃ উইস, হয় তুমি ঠাট্টা করছ, নয়তো এ কাজের উপযুক্ত লোক তুমি বাছাই করতে পারনি।'

বোকার ভেবেছিল, উইস হয়তো এতে একটু কাবু হবে এবং নিজের সাফাই গাইবে। কিন্তু সে গোঁ ধরে রইল, 'আমি লোক খুব ভালো চিনি, আমার মতো তুমি পারবে না সেফ। এরা সত্যিকারের কড়া মাল। কিন্তু সেই লোকটা আর মেয়েছেলেটা... আমাকে যে-খবর দিয়েছে সে বলল, ওরা হচ্ছে মর্সেস্টি ব্রেজ এবং ডহলি গারভিন।'

সেফ একটু ভুরু কুচকলো। 'মনে হচ্ছে, এই নাম দুটোকে তুমি কিছু গুরুত্ব দিতে চাইছ।'

'তা দিচ্ছি।' উইস আরো খানিকটা পানীয় ঢালল। 'দেখ সেফ, কিছু মনে করো না। এ খেলায় তুমি নতুন। কাকে কি দর দিতে হয় জান না। মর্সেস্টি ব্রেজ সম্বন্ধে দু'চার কথা বলি, শোন।'

উইস মিনিট পাঁচেক ধরে বলে গেল। সেফ কোনরকম বাধা না দিয়ে শুনতে লাগল আর আস্তে আস্তে পায়চারি করতে লাগল।

শেষে বলল, 'মিঃ উইস, তোমাকে ধন্যবাদ। কোন জিনিস নিয়ে বাড়াবাড়ি করা তোমার ধাতে নেই, অতএব তুমি যা বললে আমি তাই মেনে নিচ্ছি। এখন বুঝছি, এদের দুর্ভাগ্যজনক ব্যর্থতার পেছনে অন্য কারণও রয়েছে।'

হ্যাঁ। এমন মর্সেস্টি ব্রেজ আর গারভিন-এর অধেক কথাই তো তোমাকে বলিনি।'

সেফ তার দস্তুর হাসি হাসল। 'যা বল, মিঃ উইস। শুধু সম্প্রতি আমি আবিষ্কার করেছি যে, অপরাধ বিষয়ে আমার অগাধ প্রতিভা। আমি এদিকে হয় তো নতুন, তবে সেটাই বোধহয় আমার সাফল্যের গোপন রহস্য। আমি পুরনো রাস্তা মাড়াই না।'

'সেফি ভীষণ মৌলিক', গর্বে রেজিনার গলা কেঁপে উঠল। 'সত্যিকারের মৌলিক। সেফি, আমাদের প্রচেষ্টার কথা মনে আছে?

একেবারে প্রথম, সেই মিউজিক্ হল যখন উঠে গেল, আমরা কোন-রকম কাজকর্ম যখন পাচ্ছিলাম না— ?'

'এটা স্মৃতিচারণের সময় নয়, রেজিনা।' ধীরে মাথা নেড়ে সেফি মাঝপথে বলে উঠল। 'তুমি আমার মৌলিকত্বের কথা বলছিলে। কিন্তু এক্ষেত্রে আমি মিঃ উইস-এর কথা শুনতে চাই। কেননা, নীচের মহল সম্পর্কে আমার তেমন অভিজ্ঞতা নেই। তাই, ওর মতামত আমার নেওয়া দরকার। এই ভবঘুরে লোকটার ব্যাপারে অবিলম্বে কি ব্যবস্থা নেওয়া উচিত, ও বলে দেবে।' উইস এর দিকে সে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকাল।

উইস সরাসরি জানাল, 'ছেড়ে দিতে হবে। গ্রেজ আর গারভিন যদি ওকে আগলে রাখে তাহলে তার আশা ছেড়ে দেওয়াই ভালো। ওরা বড় বদ্।'

'তার মানে দাঁড়ায়, আমরা হুমকি দিলাম কিন্তু কাজ কিছু করতে পারলাম না।' সেফ-এর গলা ভীষণ গম্ভীর শোনাল।

উইস বলল, 'একজনকে আমরা ছাড়তে পারি বইকি। বিশেষত সরাসরি খুন করা। স্বাভাবিক মৃত্যু দিয়ে আমরা এখনো সবার চোখে ধুলো দিয়ে চলেছি। এই কারবার শুরু করার পর থেকে একশ বিশটারও বেশি স্বাভাবিক মৃত্যু হয়েছে, ঠিক তো? আমাদের তরুণ বন্ধু লুসিফার যে-সব ভুল করেছে তার মধ্যে অন্তত ষোলোটা হত্যাকাণ্ড আমি ব্যবস্থা করেছি। তাছাড়া অন্য লিস্টের আরো তিন মক্কেলকে, যাদের আমরা ভেবেছিলাম উপুড়হস্ত করবে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত করেনি। ঠিক?'

বোকার বলল, 'এখন আমরা আরো কড়া ধরনের মক্কেলকে চেষ্টা করছি। তার মানে জ্যাক, তোমার কাজ আরও বেড়েছে।'

এর উত্তরে সেফ বলল, 'মোটেও না। পূর্বদৃষ্টান্ত দেখে কড়া মক্কেলরা নরম হবে, ডাঃ বোকার। কিন্তু দয়া করে অন্য কথায় যেও না। মিঃ উইস মনে করছে, এই যে একটা ব্যাপারে সুবিধে হল না, সেটা আমরা বরদাস্ত করতে পারব। তাতে আমাদের বস্তুগত কোন ক্ষতি হবে না। এটা কি তুমি স্বীকার কর?'

বোকার কাঁধ ঝাঁকাল। 'সামান্য হলেও কিছু না কিছু ফলাফল হতে বাধ্য। হয়তো খুবই সামান্য। তবে ব্রেজ আর গারভিন যদি সত্যি সত্যি বিপজ্জনক লোক হয়, তাহলে তার চেয়ে এই ভালো। শুধু শুধু ঝামেলা পাকানোর দরকার নেই।'

উইস বলল, 'তাহলেই হবে।'

সেফ ঘরটা একবার হেঁটে এলো তারপর দাঁড়িয়ে বাইরে উত্তর সাগরের দিকে তাকিয়ে রইল। শেষে বলল, 'অতি উত্তম।'

জ্যাক উইস ঠাণ্ডা হল, গলায় সবটা পানীয় ঢেলে ফেলল। 'আমাদের বিস্ময়কর বালক প্রতিভার স্বাভাবিক কাজ আরও বেশি দরকার।' বোকার-এর দিকে তাকিয়ে সে কথাটা বলল। 'যদি ও পুরোপুরি ঠিকঠাক, নিভুর্ল হতে পারত তাহলে আমার শুধু সেই সব মক্কেলকে নিয়ে মাথা ঘামালেই চলত, যারা মালকড়ি দিচ্ছে না। খাসা হত তাহলে।'

'পুরোপুরি তুমি কখনো পাবে না।' বোকার তীক্ষ্ণ জবাব দিল। 'যা আমরা পাচ্ছি সেটাই যে কত অদ্ভুত ব্যাপার, সেটা বুঝতে পাচ্ছ না?'

'যাই হোক, আমরা বাড়াতে চেষ্টা করব, ডাঃ বোকার।' দেওয়ালে টাঙানো এক মস্ত বড় ছবি। সেফ গিয়ে সেটাকে একপাশে সরাল। সেখান থেকে বেরুলো এক টেলিভিসনের পর্দা। 'আমাদের তরুণ বন্ধুর যাবতীয় প্রতিভার সেরা জিনিসটুকু পেতে হবে।'

সেফ টেলিভিসনের সুইচ টিপল। একটু পরে পর্দাটা দপ্ দপ্ করে উঠল, এবং একটা ছবি ফুটে উঠল। লুসিফারের শোবার ঘর। ওপর থেকে কোনাকুনি শটটা নেওয়া।

ঘরটা বড়, খুব সাজানো-গোছানো। কিন্তু শুধু সাদা-কালোয়। সিলিং-এর সঙ্গে লাগানো প্রকাণ্ড এক কালো আয়না—সোজাসুজি বিছানার ওপর ফিটকরা। খাটের ছত্রী, পা সব সাদা কিন্তু বিছানার ঢাকা কালো। পুরু কার্পেটে অস্বস্তিকর ছোট ছোট সাদা-কালো চৌখুপ্পি, অথচ ঠিক চৌখুপ্পিও বলা যায় না। বড় বড় দুটো নোংরা ছবি

ঝুলছে, সেগুলোও ঠিক চৌকোণা নয়। সমস্ত ঘরটাতেই কিরকম এক অস্বাভাবিক রুচিবিকৃতির ছাপ।

দেওয়ালে স্থূলরুচির প্যানেল, তার গায়ে বেয়াড়া সব মূর্তি বসানো—প্যানেলের আড়ালে লুকনো রয়েছে ক্যামেরা।

লুসিফার জানলা থেকে সরে এসে বিছানায় শুলো। মাথার ওপর কালো আয়নাটার দিকে তাকিয়ে রইল। পরনে তার শুধু লাল সার্ট। আয়নায় তার গোটা শরীরটা দেখতে পাওয়া যাচ্ছিল।

তার কুঁচকনো ঠোটের ফাঁকে এক সমর্পিত হাসি ফুটে উঠল। তার বশংবদ যে-সব জীব রয়েছে নীচতলায়—তাদের কথা মনে পড়ল। ওরা তারই, তবু কখনো ওরা তার সঙ্গী-সাথী হতে পারবে না। উষার সন্তান চিরকালই একা।

তাকে এবার নিম্ন জগতে নেমে যেতে হবে। এটাও তার সমস্ত কাজ ও দায়িত্বের অঙ্গ। নিজের গড়া নিয়ম অনুযায়ী গোটা বাস্তবের সব কিছু দেখা, তত্ত্বাবধান করা তার দরকার। অহংকার বস্তুটি তারই সৃষ্টি, সেই এবে সময়ের যাত্রা শুরু হবার আগে হয়েছিল, তাই সে বিন্দুমাত্র ভীত হল না।

লুসিফার চোখ বুজল; তবু সে নিজেকে ওপরের আয়নায় দেখতে পাচ্ছিল। এরপর আস্তে আস্তে ছবিটা বদলে গেল। তার গায়ের চামড়া কালো হয়ে এলো, চকচক করতে লাগল, শরীরটা বড় হতে হতে সমস্ত আয়নাটা ভরে ফেলল। তার মুখ লম্বা হয়ে ঝুলে পড়ল, ওপরের ঠোট থেকে লম্বা লম্বা দাত গজিয়ে চিবুক অব্দি নেমে এলো। চোখ দুটি দীর্ঘ হলদ নদী হয়ে গেল, তাতে মণি রইল না। হাতে পুরু লোম, আঙুল বাঁকানো, লম্বা নখর। ভুরুর ওপরে কুচকুচে কালো কপালের দুইপাশে ছোট ছোট শিং বেরুলো।

ধুলো এবং বারিধারায় মেশানো তার এই রাজত্ব, তারই ওপর দিয়ে ভাসতে ভাসতে লুসিফার হঠাৎ একসময় মিলিয়ে গেল। তিরতিরে স্বচ্ছতায় কাঁপতে কাঁপতে বস্তুহীন এক অশরীরী সত্তায় পরিণত হল সে। তারপর বিশ্বজগৎ আর রইল না।

চারপাশ দিয়ে আগুন গর্জে এলো, লুসিফার নিম্নজগতে প্রবেশ করল। সেখানে তারই তৈরি শৃঙ্খলিত কঙ্কালেরা খটখট করে এদিক-ওদিক নড়াচড়া করতে লাগল। যাবার সময় আগুনের সেই অনন্ত গহ্বর থেকে বড়রা তাকে প্রণিপাত করল। অ্যাসমোদিয়ুস তার নিজের প্রকৃত জায়গায় বরাবরের মতো ফিরে আসতে পেরে নিশ্চই খুশি হবে, ভাবল লুসিফার। আবার তার সঙ্গী-সাথীদের সঙ্গ, অসুরদের সাহচর্য পাবে। কিন্তু এখনো তার পরিত্রাণ নেই।

লুসিফার তীরের মতো ছুটে চলল প্রজ্জ্বলন্ত সমুদ্র, অগ্নিদগ্ধ পাহাড় এবং ফুটন্ত সমতলভূমির ওপর দিয়ে। যেতে যেতে লক্ষ নিরাত্মার ক্রন্দন আর দীর্ঘ, তীক্ষ্ণ কানে এসে পৌঁছুলো। নিজের প্রতি সে কোনরকম মমত্ব, করুণা অনুভব করল না, নিচতলায় যারা পড়ে ছটফট করছে তাদের জন্যেও না। নিজের রাজ্যে রাজত্ব করাই সে বেছে নিয়েছে।

জ্যাক উইস পর্দার আরো কাছে গিয়ে দাঁড়াল, বিছানায় পড়ে থাকা স্থির, অদ্ভুত মূর্তিটাকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে লক্ষ্য করতে লাগল।

'কি করছে ও?' উইস গলা নামিয়ে বলল। 'ঘুমুচ্ছে বলে তো মনে হচ্ছে না।'

'নরকে বিচরণ করছে', বোকার সিগারেট ধরিয়ে বলল। 'যেখানকার আগুনে কীট মরে না এবং আগুনও কখনো নেবে না।'

জ্যাক উইস সন্দেহের দৃষ্টিতে তাকাল, 'কী কীট?'

সেফ বলল, 'মিঃ উইস, আমার মনে হয় পারলৌকিক তত্ত্ব তোমার বিষয় নয়। আমাদের তরুণ বন্ধুটি বর্তমানে এই ভ্রমের মধ্যে আছে যে, নিম্নজগত পরিদর্শনে গেছে সে। আর ওপরের জগতে হল তার রাজত্ব।'

'ডাক্তার, একথা সত্যি?' উইস বোকার-এর দিকে তাকাল।

'হ্যাঁ। এই সফরের কথা সে আমাকে বলেছিল। আমরাও মাঝে মাঝে ওর সঙ্গে নীচে নামি। শুধু দেখতে।'

'আমরা নামি?'

'ও তাই মনে করে।'

'কি কাণ্ড...।' জ্যাক উইস মাথা ঝাঁকাল, পর্দার দিকে খামকা তাকিয়ে রইল, তারপর নিজের ফুলো ফুলো গালে হাত বুলোতে লাগল। 'কি রকম যেন গা শিরশিরে ব্যাপার, তাই না? আচ্ছা, কি দেখে বল দেখি?'

'ডিজনের তৈরী 'ফ্যান্টাসিয়া'র নরকের দৃশ্য দেখে।'

'ওহো। ছবিটা আমি দেখেছিলাম। উইস খুশি-খুশি ভাবে বলল। 'একেবারে ভুতুড়ে ব্যাপার। প্রকাণ্ড এক শয়তান গাদা গাদা লোককে ধরে আগ্নেয়গিরির মতো কি একটা জিনিসের মধ্যে ছুঁড়ে ছুঁড়ে ফেলছে আর লোকগুলো চেঁচিয়ে চলেছে।'

সেফ টেলিভিসন-এর সুইচ টিপে বন্ধ করে দিল। বোকারকে জিগ্যেস করল, 'আচ্ছা ওর এই ভুল ধারণা আর সাইকিক ক্ষমতার সমতা ঠিক থাকছে তো? মানে মৃত্যু বিষয়ে ভবিষ্যদ্বাণী করতে পারার শক্তি ঠিক রয়েছে কি-না, সে-বিষয়ে তুমি কি নিশ্চিত?'

'হ্যাঁ, সেটা প্রমাণ হয়ে গেছে।'

'কিন্তু সেই ভ্রান্তি তো কমে যাচ্ছে।'

'না। কিছু হয়তো জোরদারই হচ্ছে।'

'তাহলে এই যে ওর ভবিষ্যদ্বাণীর কিছু কিছু গোলমাল হচ্ছে, সে-বিষয়ে তুমি কি বলবে?'

'এর মধ্যে আরো অনেক কিছু আছে।' বোকার বলল। সে যেন ক্রমশঃ খেই হারাচ্ছিল এবং তার দরুণ উদ্বিগ্ন হয়ে খানিকটা অধীরভাবেই বলতে লাগল, 'আমি তো তোমাকে বলেছি। সাইকিক বা অতীন্দ্রিয় ব্যাপারে আমার অভিজ্ঞতা নেই। কখন যে ও ঠিক ঠিক মতো কাজ করে যাবে তা আমার জানা নেই। ঘোরে থাকলে, ঘুমুলে, না জ্ঞান টনটনে থাকলে—কিছুই বলতে পারব না। এমন কি মনঃসমীক্ষাও যথাযথ বিজ্ঞান নয় সেফ। এর অনেক কিছু এখনো অন্ধকারে রয়েছে। আর সাইকিক ব্যাপার তো আরও অন্ধকার!'

'তাহলে ওর একটা মেয়েছেলের দরকার।' জ্যাক উইস পরামর্শ ল।

সেফ সবিনয়ে জানাল, 'মিঃ উইস, আমার মনে হয় তুমি যে-বষয়ে দক্ষ এবং কুশলী, তাতেই মাথা ঘামালে ভালো।'

রেজিনা তার হাত কোলের ওপর ভাঁজ করল। মাথাটা একদিকে াত করে বলল, 'সেফি, ও ঠিক বলতেও পারে। লুসিফার খুব ন্দর ছেলে। সম্পূর্ণ মাথা ঠাণ্ডা করে যদি সে ভালো কাজ করতে ারে, আমরা অবশ্য জানিনা কি সে করবে, তবে তাতে যদি রে...'

রেজিনা একটু লাজুক-লাজুক ভাব করল এবং গালে তার গোলাপী াভা ফুটল।

সেফ বোকার-এর দিকে সপ্রশ্নভাবে তাকাল। বোকার বলল, ওর অসুখের যা ইতিহাস, তাতে এধরণের পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতে াওয়া বিপজ্জনক হয়ে দাঁড়াতে পারে। মানে, মেয়েটির পক্ষে বপজ্জনক হতে পারে।'

'কিন্তু অন্যরকমও তো হতে পারে?'

'হতে পারে।' বোকার ভাবতে লাগল। মনে মনে নানা জনিস তোলা-পাড়া করতে লাগল। তখনকার মতো দুশ্চিন্তার দ্বেগ ভুলে গেল। 'সেটা তাহলে ওর চিত্তভ্রান্তির যা যা লক্ষণ 'ার মধ্যেই সম্ভব করে তুলতে হবে।' কথাগুলো বোকার যেন নজকেই শুনিয়ে বলল, অন্যদের নয়। 'আর সেটা ব্যবস্থা করতে বে উপযুক্ত কোন মেয়েকে দিয়ে ..তাও নির্ভর করবে লুসিফার খানি সহযোগিতা করছে তার ওপর। অবচেতনভাবে তাকে নজে চাইতে হবে এসব।'

'কথাটা মনে রেখো, ডাঃ বোকার।' সেফ জানাল। 'আর তিমধ্যে অতীন্দ্রিয় দিকটার জন্যে বিশেষজ্ঞের মতামত জেনে নিও। সটাই হবে পয়লা পদক্ষেপ।'

বোকার মাথা নাড়ল। 'স্টিফেন কোলিয়েরকে আমি লিখেছি।

অনেক কথা জানিয়েছি, যাতে এ বিষয়ে তার যথেষ্ট কৌতূহল হয়। তারপর দেখা যাক্, বরাত। মনে তো হয় যে কোনদিন জবাব এসে যাবে।'

৭

'তুমি নিজেই এই ক্ষ্যাপামিকে প্রশ্রয় দিচ্ছ নিশ্চয়ই?' টারান্ট বলল। কেন্ট-এর এক মস্ত মাঠ। গাড়ি থেকে একটা কম্বল এনে পেতে মণ্টেস্টির পাশে সে বসছিল। চোখ ছোট করে রোদ্দুরের দিকে তাকিয়ে দেখছিল। আকাশের গা দিয়ে 'র‍্যাপাইড' তখন গোঁ-গোঁ শব্দে পশ্চিম দিকে উঠে চলছিল।

উড়োজাহাজ থেকে প্রথম যে-সব বিন্দু-বিন্দু কালো ফোটা ঝরে পড়ল, টারান্ট তা দেখতে পেল না। সে গুণে দেখল, তিনটে কিন্তু দ্বিতীয় ও তৃতীয়টা যেই প্রথমটাকে ছাড়িয়ে গেল, তখন সে প্রথম দেখতে পেল সবসুদ্ধ চারটে রয়েছে। তারা ডিগবাজি খেল, কাছাকাছি এলো, হাতে হাত জড়িয়ে শরীর চিতিয়ে শেষে আকাশের পড়ন্ত তারার মতো হয়ে গেল।

'এটা ক্ষ্যাপামি নয়', মণ্টেস্টি বলল। 'বাগবি লীগ খেলার চেয়ে কত ভালো। এতে অনেক বেশি স্ফূর্তি।'

তারপর সেই চেহারাগুলো ছিট্‌কে সরে গেল, ঈগলের ডানা বিস্তার করল, আলাদা আলাদাভাবে গোঁত খেয়ে নেমে এলো। ২৫০০ ফিট প্যারাসুটের সাদা, গোলাপী তেকোণা পটিতে ফুল ফুটতে লাগল।

'তুমি এসব বহু করেছ, না?' টারান্ট জিগ্যেস করল।

'প্রচুর। বেশির ভাগ ফ্রান্সে। কোনসময় এসব কাজে লাগবে আমরা ভাবতাম।'

'কাজে।'

'নেটওয়ার্কের কাজে। রাতে খুব ছোট একটা নিশানায় টিপ করে পড়তে পারার অভ্যেস করে রাখা ভালো বলে মনে হয়েছিল। কিন্তু কাজে লাগাবার সুযোগ আমরা পাইনি।'

ওর গলার খেদ লক্ষ করে টারান্ট মৃদু হাসল। তাদের পেছনে গাড়ি রাখার জায়গা। সেখানে দাঁড়িয়ে মস্ত খোলা রোল্‌স। এতেই তারা এসেছে। মডেস্টির গৃহ-পরিচারক এবং গাড়ির চালক ওয়েং ইন্দোচায়নার ছেলে। রেফ্রিজারেটর থেকে সে তখন পিকনিক বাস্কেট নামাচ্ছিল।

মডেস্টি ব্লেজ চিত হয়ে শুয়েছিল। চোখে তার একটা হাত চাপা। হাল্‌কা নীল রঙের হাতকাটা গরমের পোশাক পরেছিল স, এবং চ্যাপটা জুতো। সোয়েডের নীল একটা হাত-ব্যাগ তার পাশে দাঁড করিয়ে রাখা। ওর লম্বা পায়ের ওপর টারান্টের চোখ পড়ল। মডেস্টি সেটা দেখতে পেয়ে মৃদু হাসতে লাগল। আগে হলে টারান্ট বিব্রত হত, লজ্জায় রাঙা হত তার মুখ। কিন্তু এখন নয়। সে-ও হেসে নিজের ঘন সাদা চুলে হাত চালাল। 'বয়সের একটা সুবিধে আছে। তোমাকে দেখলে আমার ভালো লাগে, আর যথেষ্ট বয়স হয়েছে তো! সুতরাং কিছু কিছু নির্দোষ প্রশ্রয়ও আমি পেতে পারি।'

মডেস্টি সায় দিয়ে ঘাড় নাড়ল। 'আগের চেয়ে তুমি চালাক হচ্ছ, কিংবা খারাপ। তা তোমাকে কি আমরা আজ জরুরী কাজ থেকে টেনে নিয়ে এলাম নাকি?'

'হ্যাঁ, অনেক কাজ ছিল। কিন্তু এখন বিবেক আমার পরিষ্কার। তুমি আমাকে চাঙা করে তুলছ, আমি ফিরে যাব সতেজ, সজীব হয়ে।'

কণ্ট্রোলের তাঁবু থেকে লাউডস্পীকার কোঁ-কোঁ করে উঠল। টারান্ট আকাশের দিকে তাকাল। দুটো ডুবুরি উড়োজাহাজ এ-ওকে ছাড়াবার চেষ্টা করছে, তারপর তারা সটান নীচে পড়তে লাগল। তাদের পেছনে ধোঁয়ার ফিতে। প্যারাস্যুট খুলে পড়ল, মাঠের মাঝখানে একটা সাদা গোল নিশানা।

মডেস্টি ব্লেজ বলল, 'সরকারী মহলের বাছা বাছা লোকেদের শাসানো হচ্ছে। বাঘা বাঘা ব্যবসাদারদেরও তাই। হয় তোমার টাকা, নয় তোমার জীবন। এটা এক অদ্ভুত, অসম্ভব ব্যাপার—আচ্ছা এ সম্পর্কে তুমি কি জান, স্যার জেরাল্ড?'

টারান্ট-এর কপাল কুঁচকে এলো। একটা ঘাস ছিঁড়ল সে, যত্ন করে সেটাকে পরিষ্কার করতে লাগল। 'তেমন কিছু নয়। বুল্টার-এর দপ্তর ওইরকম একটা চিঠি পেয়েছে।'

'বিস্তারিত তুমি জানতে পার নিশ্চয়ই?'

'হয়তো।' অনিচ্ছাভরে বলল টারান্ট।

'তোমার তেমন আগ্রহ নেই মনে হচ্ছে।'

'কারণ আমি ভয় পাচ্ছি।' টারান্ট ধীরে বলল। 'আমার কেমন যেন ধারণা, এই ব্যাপারে তোমাকে আর উইলিকে আমি ভেড়াতে চেষ্টা করব। একেবারে হুবহু সেই ধরণের ব্যাপার এটা। সেইজন্যে আমি জানতে চাই না।' একটু ইতস্তত করে ফের বলল, 'গতবার তোমাকে যখন কাজে লাগিয়েছিলাম মডেস্টি, তখন তোমার কী হয়েছিল আমার তা মনে আছে।'

'আমি এখনো বেঁচে আছি। কয়েক মাস বয়স বেড়েছে এই যা, নইলে সেই আমিই তো।' সস্নেহ ঠাট্টার ইঙ্গিত ওর গলায় বেজে উঠল। 'দরকার হলে তুমি আবার আমাকে কাজে লাগাবে, এ-ও তুমি জান।'

টারান্ট দীর্ঘশ্বাস ফেলল, 'জানি। তাই জন্যে আমি এ ব্যাপারে কিছু না জেনে থাকাই শ্রেয় মনে করি। তোমার যে ঠিক নজরে পড়েছে, এতে আমি অবাক হচ্ছি। খবরের কাগজে দু'একটা টুকরো-টাকরা খবর বেরিয়েছিল বটে, কিন্তু তাই নিয়ে পরে আর কিছু লেখালেখি হয়নি। এমন কি আমেরিকান কাগজে এ-সম্পর্কিত চাঞ্চল্যকর খবরটিও মাঠে মারা যায়। পাঠকদের আগ্রহ জিইয়ে রাখতে তেমন জোরাল তথ্যও পাওয়া যায়নি। আর, সরকারপক্ষ তো ঢেকে-চেপে রেখে দিয়েছে।'

'আমি কাগজে দেখি নি', মডেস্টি বলল। 'রনে ভবোয়া আমাকে কৌতূহলী করে। একটা কাল্পনিক ঘটনা আমার কাছে তুলে ধরে সে জিগ্যেস করে, এ-বিষয়ে আমি কি মনে করি? বেশি কিছু বলে নি তো, শুনে তাই ক্ষ্যাপামি ছাড়া আর কিছু মনে হয়নি। আমি ওকে তা-ই বলেছিলাম। তারপর প্রসঙ্গটা ও ধামা চাপা দিল, বলল মিছিমিছি বলছিল।'

'কিন্তু তোমাকে ঠকাতে পারে নি?'

'না। এবং তুমি এইমাত্র আরও পরিষ্কার করে দিলে। কিছু একটা আছে।'

টারান্ট নাক দিয়ে আওয়াজ করল, মনে হল যেন নিজের প্রতিই বিরক্ত। 'আমি বুঝতে পারছি না, রনে তোমাকে বলতে গেল কেন!'

'ভেবেছিল আমি হয়তো কোন একটা রাস্তা বাতলাতে পারব। যখন দেখল, পারছি না, তখনই প্রসঙ্গে ছেদ টানল। এ বিষয়ে তুমি সবকিছু জেনে আমাকে বলবে? প্লীজ স্যার জেরাল্ড!'

'না, মডেস্টি! আমি তোমাকে বলেছি কেন বলব না।'

মডেস্টি একটু চুপ করে রইল, একটা সিগারেট ধরাল। তারপর বলল, 'রনে ভবোয়া ওদের তালিকায় রয়েছে। আমি যে-সন্ধ্যেয় ওর সঙ্গে ছিলাম, ওরা দু'বার ওকে হত্যা করতে চেষ্টা করে।'

টারান্ট আস্তে আস্তে ঘাড় ঘুরিয়ে ওকে দেখল, তারপর ঠাণ্ডাভাবে বলল, 'রনে?'

'হ্যাঁ।' সংক্ষেপে মডেস্টি সেদিনের ছবি তুলে ধরল। টারান্ট নিবিষ্ট হয়ে শুনতে লাগল। মাঝে মাঝে তার মুখে একটু একটু ঈর্ষার ভাব ফুটতে দেখল মডেস্টি—যখন সে উঠোনে লড়াইয়ের বর্ণনা দিচ্ছিল। দেখে তার মজা লাগল। টারান্ট তাকে কোথাও শত্রুপক্ষের বিরুদ্ধে সরাসরি লড়তে দেখে নি, অথচ ভবোয়া দেখল। এতে মডেস্টির প্রতি তার মালিকানা-বোধ যেন একটু ক্ষুণ্ণ হচ্ছিল।

গল্প যখন ও শেষ করল, তখন টারান্ট বলল, 'রনে তারপরেও তোমাকে কিছু বলল না? তোমাকে জড়াতে চাইল না?'

'না।' সিগারেটে টান দিতে দিতে ও ভুরু কুঁচকে রইল। 'কেন, আমি তা জানি না।'

'আমি জানি। আমার মতো ও রাক্ষস নয় তো!' টারান্ট অন্যমনস্কভাবে বলল। 'রনে নিজে ভাবে ও খুব বাস্তবপন্থী, আসলে কিন্তু ও রোমান্টিক। তোমাকে একবার দেখলে, ও হয়তো নিজের গলা কেটে ফেলবে তবু তোমাকে বিপদে ফেলবে না।'

মডেস্টি ওঠে বসে বড়বড় চোখ করে টারান্ট-এর দিকে তাকিয়ে রইল। তারপর সিগারেটটা গুঁজে নিজেকেই যেন ধিক্কার দিয়ে বলে উঠল, 'হা ভগবান। এই কথাটাই আমার মনে হয়নি। তুমি ঠিকই বলেছ।'

টারান্ট ঘাড় নাড়ল। 'আমার চেয়ে ও অনেক ভালো লোক।' এমন আন্তরিক খেদ প্রকাশ করল, মডেস্টি শুনে হেসে ফেলল।

তারপরই ও ফের গম্ভীর হয়ে গেল। 'কিন্তু স্যার জেরাল্ড, বুল্টার-এর কাছ থেকে তুমি সব জেনে নেবে আমাকে ও রনের বিরুদ্ধে নতুন আক্রমণ চালাতে ওরা বোধহয় কিছু সময় নেবে। আমি তার আগেই চটপট কিছু করে ফেলতে চাই।

'ভালো কথা।' টারান্ট বিষণ্ণ গলায় বলল। 'এবার অন্তত নিজেকে আর দায়ী করতে হবে না। বুল্টার হয়তো গোলমাল করবে, তবু দেখি আমি যা পারি করব।'

'ধন্যবাদ।' মডেস্টি আবার শুয়ে পড়ল।

ওদের এই কথাবার্তার মাঝখানে লাউডস্পীকার সমানে গাঁক-গাঁক করে যাচ্ছিল। আর সব প্যারাস্যুটার-রা টপ-টপ করে পড়তে লাগল। পশ্চিম দিক থেকে একটা সেসনা-১০০ চক্রাকারে এগিয়ে আসছিল।

'কঠিন প্রতিদ্বন্দ্বী কিন্তু কিছু রয়েছে, তবু নিশানা লক্ষ্য করে পড়ায় উইলির ওপরেই আমি কিন্তু বাজী ধরব। মডেস্টি বলল। 'গোল জায়গার তিন ফিট এদিকে-ওদিকে পড়লে পাঁচ পাউণ্ড বাজী।

'বড়লোক মেয়েদের সঙ্গে আমি বাজী ফেলি না।' টারান্ট পরিষ্কার জানিয়ে দিল। 'অন্তত সিভিল সারভিসের মাইনেয় নয়।'

মডেস্টি ওর ব্যাগ থেকে ছোট্ট একটা ট্রানসিস্টার বের করল। নিজের মুখের কাছে ধরে বলল, 'উইলি?'

একটু পরে উইলির সাড়া পাওয়া গেল। পেছনে ঘড়-ঘড় আওয়াজ হচ্ছিল। 'হ্যালো প্রিন্সেস। আমি লাফাচ্ছি তিন মিনিটে। ওয়েকে একটা বোতল খুলে রাখতে বলো, কেমন?

'বলব। শোন, এখানে ধোঁয়ার মানযন্ত্রে দেখাচ্ছে কিনা জানি না, কিন্তু নতুন হাওয়া উঠেছে। সুতরাং সেই ভেবে কাজ করো।'

'ঠিক আছে।'

শুনে টারান্ট অবাক হল। 'মাটির আর আকাশের হাওয়া একরকম আমি জানতাম না।

'না, এক নয়। নতুন পি-এক্স প্যারাস্যুট টেস্টের সময় উনি পরীক্ষা করে দেখেছিল, তাতে নানা গোলমাল হয়। বন্ধ করে খোলাখুলি বেরডি ইত্যাদি হয়েছিল তখন, প্যারাস্যুটের হাল অব্দি কি হয় দেখবার জন্যে।'

আর যারা মহড়া নিচ্ছিল, তারা পড়তে পড়তেই ধারা বিবরণী দিচ্ছিল?'

'হ্যাঁ, গলায় মাইক, কানে প্লাগ। উইলির খুব পছন্দ হয়। সে খুব মাথা খাটিয়ে আমাদের জন্যে সংযোগ স্থাপনের এই মতলব বের করে।'

প্লেনটা দু'বার চক্কর মারল, দুটো আকাশ ডুবুরিকে পরপর ফেলে দিল। একটা পড়ল বৃত্তের একধারে, আরেকটা একদম মাঝখানে। টারান্ট তাদের কৌশল দেখে চমৎকৃত হচ্ছিল। প্রত্যেকটা লোক তার সঙ্গে সঙ্গে রঙীন আলোর এক একটা নকশা তলা থেকে ফুটে উঠতে লাগল। সেই নকশা অনুযায়ী আকাশ ডুবুরিকে হাওয়াবাজি দেখাতে হবে।

'ওই যে উইলি আসছে।'

মডেস্টি একটা দূরবীণ টারান্ট—এর হাতে ধরিয়ে দিল। বিড়বিড় করে ধন্যবাদ জানিয়ে সে দেখতে লাগল। উইলি পশ্চিম

দিক থেকে সোজা নেমে আসছে হাত পা ছড়িয়ে। তার কৃশাকার দেহ ডান দিকে, বাঁ দিকে গোল হয়ে ঘুরল, তারপর সুন্দরভাবে ডিগবাজি খেল।

মডেস্টি বলল, 'বাতাস যে-মুখো বইছে উইলি সেইদিক পানে বেশি ঝুঁকছে।'

উইলি খানিকটা হাত এবং খানিকটা পা বাড়াল, ঠিকঠাক হয়ে নিল। প্যারাস্যুট খুলল, ফুলল। টারান্ট ভালো করে তাকাল। প্যারাস্যুটের একটা দিক করে ঠিক খোলেনি। লাউডস্পীকার গমগম করে উঠল। মাঠের চারদিকে লোক। তারা ওপর পানে তাকাল সবাই।

টারান্ট দেখছিল, মাটি থেকে দু'শ' ফিট ওপরে উইলির দেহটা প্যারাস্যুটে ঝুলছে। খুব উদ্বিগ্নভাবে সে বলল, 'তোমরা কেউই কিছু ভাবছ না তো! উইলি পড়ে জখম হবে না?'

'নাঃ, উইলির কিছু হবে না। অবশ্য নিশানার বাইরে পড়বে। বাজীটা লড়া তোমার উচিত ছিল।'

শেষ পঞ্চাশ ফিটের পড়াটা নীচ থেকে দেখবার মতো। টারান্ট-এর পেটের নাড়ি যেন পাক খেয়ে এলো, দম বন্ধ করে রইল সে। ঝুলন্ত শরীরটা মাটিতে আছড়ে পড়ল এবং তৎক্ষণাৎ ন্যাকড়ার পুতুলের মতো কুঁকড়ে গেল। মুহূর্তের তরে মনে হল পড়ার চোটে উইলি বোধহয় অজ্ঞান হয়ে গেছে।

প্যারাস্যুট ঢেউয়ের মতো গড়িয়ে গেল, তারপর জড়িয়ে এলো। উইলিও ওলোট পালোট খেল, দড়িগুলো ধরে হাঁটুর ওপর ভর করে উঠে দাঁড়াল।

লাউডস্পীকারের গর্জন থামল, স্বস্তির নিশ্বাস পড়ল সকলের মডেস্টি রোলস এর দিকে তাকিয়ে হাঁক পাড়ল, 'ওয়েং, পিকনিক নিয়ে এস আর বোতলটা খোল। মিঃ গারভিন এসেই চাইবেন।'

'আসি, মিস ব্লেজ।' ওয়েং বড় ঝুড়ি খুলে প্লেট বার করে সাজাতে লাগল এবং তার সঙ্গে ঠাণ্ডা চিংড়ি স্যালাড।

টারাণ্ট হাতের দূরবীণ নাগাল, দেখল উইলির মাঠের আর এক প্রান্ত থেকে আসছে, বগলে গোটানো প্যারাসুট। টারাণ্ট বলল, 'এখনো আমার কাছে এটা ক্ষ্যাপামিই মনে হচ্ছে।'

ওদিকে বোতলে ছিপি খোলার আওয়াজ। একটু পরেই ঠাণ্ডা সাদা ওয়াইনের গেলাস টারাণ্ট-এর হাতে ধরিয়ে দেওয়া হল। ঘাড় ঘুরাতেই সে দেখল মডেস্টি ওর হাতের গেলাস তার দিকে তুলে ধরেছে।

'বন্ধু', ও বলল। 'বুল্টারের কাছ থেকে আমার জন্যে খবরটা যোগাড় করতে ভুলো না।'

'সত্যিই চাই তোমার?'

উজ্জ্বল ঝকঝকে হাসি মডেস্টির মুখকে উদ্ভাসিত করল। যেন ভেতর সুদ্ধু হেসে উঠেছে। এই মুখ ওর সব সময় দেখা যায় না। কিন্তু টারাণ্ট দেখতে বড় ভালবাসে, কত সময় এই মুখ দেখতে চেয়ে ব্যর্থ হয়েছে। আবার যখন এসেছে তখন অপ্রত্যাশিতভাবে এসেছে।

ও বলল, 'একদম ঠিক, আমাদের আর সময় নষ্ট করা উচিত নয়। রনে ভবোয়াকে তো তুমি পছন্দ কর। আর তার জন্যে তুমি চিন্তিতও। যদি তোমাকে বলতাম এসব কথা ভুলে যাও, তুমি তাহলে সারাদিন মাথা ঘামিয়ে ফন্দি-ফিকির করতে কি করে এর মধ্যে আমাকে জড়ানো যায়। সত্যি না?'

টারাণ্ট বড় গোছের নিশ্বাস ফেলে বলল, 'সত্যি, আমি একটা যাচ্ছেতাই লোক।'

উইলি গারভিন এলো। এসে তার লাফাবার পোশাক খুলে ফেলতে লাগল। পেছনে হাত ঘসতে ঘসতে বলল, 'খুব লেগেছে। ওই প্যারাসুটটা…'

'উইলি আমার। কিছু ভেবো না। বাড়ি গিয়েই তোমার সেই দাওয়াই নিয়ে আমি আচ্ছা করে মালিশ করে দেব।'

'ধন্যবাদ প্রিন্সেস।' উইলি বলল। ওয়েং-এর হাত থেকে গেলাস

নিল। 'আরেকবার আমার জোর চোট লেগে ফুলে উঠেছিল। হেরাক্লিওন-এর এক গ্রামে একটা মেয়েকে আমি জানতাম। তোমাকে কি কখনো বলেছি সেকথা? অ্যালিকি তার নাম। সে ভয়ংকর রকমের হিংসুটে।'

'ও এইসব বানায়'। মডেস্টি টারান্টকে বলল।

'আমি বানাই না, প্রিন্সেস, সত্যি। আমরা দোতলার ব্যালকনিতে শুতাম। ছোট্ট একটা খাট। তার ধারণা হল, আমি বুঝি আরেকটি ক্রীট মেয়ের পেছনে ধাওয়া করছি। তারপর সে কী করল জান?'

'না, জানিনা, কী করল?' মডেস্টি যেন খুব আগ্রহ দেখাল। 'বলুন, মিঃ গারভিন।'

'সেই ব্যালকনির রেলিংগুলো ছিলে কাঠের এবং খুব পলকা। মেয়েটি তক্কে তক্কে রইল। এক রাতে আমরা ঘুমিয়ে গেছি… রাত্তিরবেলা সে উঠে পড়ল…।' উইলি থামল, গেলাসে চুমুক দিল। 'মেয়েটি ছিল বড়সড় আর বেশ…হৃষ্টপুষ্ট।'

'বল, বল', টারান্ট চমৎকৃত! 'কী করল মেয়েটি?'

'এক ধাক্কায় খাটশুদ্ধ আমায় নীচে ফেলে দিল। আমাকে সুদ্ধু নিয়ে খাটটা যখন সেই রেলিং ভেঙে গড়িয়ে পড়ছে, সেই মুহূর্তে আমার ঘুম ভাঙে। বনবন করে ঘুরতে ঘুরতে আমি তো গিয়ে পড়লাম নিচেয় একদম ঘাসের ওপর। সটাং বিশ ফুট। দুটো ঠ্যাং ভাঙল।'

'তুমি দুটো পা-ই ভাঙলে?' টারান্ট ফ্যালফ্যাল করে তাকাল।

'না। খাটের দুটো পা। আমি পরিষ্কার জায়গায় পড়েছিলাম। তবু আমার কয়েক জায়গা ফুলে ওঠে।' উইলি স্মৃতি রোমন্থন করতে করতে গেলাসে চুমুক মারল। 'তারপর থেকে আমার ভয় ঢুকে গিয়েছে! ওরকম খাটে আমি কখনো শুতে পারি না।'

মডেস্টি শূন্য দৃষ্টিতে তাকাল উইলির দিকে।, 'তাই বুঝি তুমি খাটের ব্যাটমগুলো খুলে অন্য জায়গায় চালান করে দিয়েছ?'

'হুম', বলে উইলি ঘাড় নাড়তে লাগল। 'কেমন, তোমাকে

বলেছিলাম, না প্রিন্সেস আমি বানিয়ে বলছি না! একে বলে অ্যালিকি কমপ্লেকস।'

মডেস্টি হাসতে লাগল, সঙ্গে টারান্ট জিব দিয়ে চুক চুক শব্দ করতে লাগল। উইলি গেলাস বাড়াল, ওয়েং ফের ভর্তি করে দিল। তারপর কথাবার্তা থেমে গেল উইলি জিগ্যেস করল, 'প্রিন্সেস, স্যার জি-কে তুমি সেই ব্যাপারটা জিগ্যেস করেছিলে?'

'হ্যাঁ, উনি বুন্টার-এর দপ্তর থেকে বিস্তারিত সব আমাদের যোগাড় করে দেবেন।'

'উত্তম।' উইলি ফের চুমুক মারল। 'ওয়াইনটা ভালোই বলতে হবে, বেশ মধুকরাকার।' উঠে পড়ল। গাড়ির পেছনের ডালা খুলে জাম্পস্যুট, প্যারাস্যুট সব রাখল। মডেস্টির দিকে কটাক্ষ হেনে টারান্ট অনুচ্চ কণ্ঠে জিজ্ঞস করল, 'এখানে মধুকরাকার কথাটার অর্থ কী?'

'জানিনা' মডেস্টি চাপা গলায় উত্তর করল। 'জিগ্যেসও করি না। এখন তখন এইসব কথা খুঁজে খুঁজে ও বার করে। ভগবান জানেন, কোত্থেকে বার করে! আমি সব সময় এখন ভাণ করি যেন মানেটা আমি জানি। পরে দেখে নিই। এই কথাটা ও এর মধ্যে দু'বার আমার কাছে চালিয়েছে। আমি অভিধান হাঁটকে পাই নি। ক্ষ্যাপামি।'

'মধুকরাকার···' টারান্ট চিবুক ঘসল। 'আচ্ছা, আমার সেক্রেটারীকে লাগাব দেখি·· তারপর তোমাকে জানাব।'

দুদিন অতিক্রান্ত হয়েছে। টারান্ট পল-মল-এ র‍্যাণ্ড-এর ক্লাবে বিলিয়ার্ড ঘরে দাঁড়িয়ে। বিলিয়ার্ড-এর ছড়িটা সে ঘসছে, মনে একরাশ বিরক্তি। আধঘণ্টা আগে উইলি গারভিন আর সে ক্লাব রেস্তোরাঁয় রাতের খাওয়া শেষ করেছে। র‍্যাণ্ড-এর এই পবিত্র-ক্ষেত্রে উইলিকে অতিথি হিসেবে পাওয়া গেছে, টারান্ট-এর এইটুকু পরিতৃপ্তি।

. দু'একজন সদস্য উইলির কথা বলার ধরণ শুনে মনে একটু চটেছিল, কিন্তু কিছু বলতে পারে নি।

তবে সন্ধ্যের মজাটা টারান্ট-এর মাঠে মারা যেতে বসেছে। উইলিকে পার্টনার করে দু'হাত বিলিয়ার্ড খেলবে ভেবেছিল—টারান্ট যাদের ভীষণ অপছন্দ করে সেই দু'জন লোকের বিরুদ্ধে। তাদের নাম হল ফুলার আর কার্টরাইট। দু'জনেই চল্লিশের নিচে, দুজনেই বিষয়সম্পত্তি, সামাজিক প্রতিষ্ঠা পেয়েছে। পায় নি শুধু টারান্ট যাকে পুরনো কেতায় বলে ভদ্রতাবোধ, তাই।

একটু উদ্ধত প্রকৃতির পিঠ চাপড়ানো গোছের চাল মারা ভাব ওদের। বেশির ভাগ সদস্য ওদের তেমন পছন্দ করে না আর ক্লাবের যারা ষ্টুয়ার্ড তারা তো রীতিমতো ঘৃণা করে। খেলায় তারা অত্যন্ত ভালো, আর সেটা তারা জানেও। ক্লাবের তিন বন্ধু টারান্টকে এই আকর্ষনীয় প্রস্তাবটি দিয়েছিল। ফুলার আর কার্টরাইটকে দু'এক পেগ খাইয়ে গারভিন-এর সহযোগিতায় এক হাত নিয়ে নাও।

কিন্তু সেই মতলব কেঁচে যেতে বসেছে।

উইলির পরনে গাঢ় ছাই-ছাই স্যুট, হাতের ছড়ির ওপর ঝুঁকে দাঁড়িয়ে রয়েছে। ফুলার কায়দা করে তার শেষ লালটি পকেটস্থ করল, তারপর নীলটাও নিল। উইলি যেন গা ছেড়ে দিয়ে শুধু দেখে যেতে লাগল।

তার চোখের দৃষ্টি ঘোলাটে, যেন নেশা হয়েছে।

টারান্ট তার কাছে ঘেঁসে গেল। কার্টরাইট র‍্যাক থেকে নীল তুলে জায়গায় বসাল। টারান্ট বিড়বিড় করে বলল, 'উইলি তোমার হল কী? আমরা এ-খেলায় পঞ্চাশ পাউণ্ড হারছি। তবু ভাগ্যি যে ওরা বড় বাজি মারতে পারে নি। আমি নিতে দিই নি!'

উইলি ঝাপসা হাসি হাসল।

টারান্ট ভ্রূকুটি করে টেবিলের দিকে তাকিয়ে রইল। ফুলার হলদে বল নিয়ে নিয়েছে। সে আর কার্টরাইট চব্বিশ পয়েন্ট এগিয়ে আছে। এখন শুধু টেবিলের রঙিন বলগুলোই যা বাকি।

কিউ বল সুন্দরভাবে টেবিলের ওপব দিয়ে গড়িয়ে হলুদটাকে ছুঁলো, ইঞ্চিখানেক এগলো, তারপর ফিরে এলো কুশনের একটু তফাতে। ফুলার সোজা হয়ে টেবিলের পরিস্থিতি লক্ষ্য করতে লাগল। কার্টবাইট স্কোর বোর্ডের ধার দিয়ে মার্কার এগিয়ে দিল এবং তার তীক্ষ্ণ নাকী সুরে বলল, 'এইবার নাও, গারভিন। তোমার এখন সব ক'টা বল দরকার।'

উইলি বোকার মতো হাসল। 'সব গুলো?'

ফুলার বলল, 'আমরা চব্বিশে এগিয়ে আছি টেবিলে রয়েছে সাতাশটা। তার মানে সবগুলো, বুঝলে?' ধীরে-সুস্থে বলা সত্ত্বেও তার গলার চাপা ব্যঙ্গ ঢাকা গেল না।

'আহ্!' উইলি চিন্তিত ভাবে বলল। 'উঁচু দরের বাজিতেই আমার প্রকৃত হাত খোলে।' এবার কথাটা সে বলল টারান্টকে, খানিকটা যেন অজুহাত খাড়া করার জন্যে। 'আমরা যদি পঞ্চাশের বদলে পুরো একশো ধরতে পারতাম, স্যার জি…

কার্টরাইট এমন করে হাসল যে টারান্ট দাঁতে দাঁত ঘসল। 'তুমি চাইলে একশ' করতে পার গারভিন!'

'এ্যাঁ? ও, তা চলতে পাবে।' উইলি বলতে বলতে টেবিলের কাছে গেল। 'তবে তোমার সাঙাৎ মিঃ ফুলার আর উঠতে পারবেন কিনা সন্দেহ আছে।'

"তোমার সাঙাৎ" বলাতে টারান্ট খুব খুশি হল। কিন্তু এরপর উত্তেজনার চোটে সে সব ভুলে গেল। উইলি এতক্ষণে তার নিজস্ব বিচিত্র পদ্ধতিতে খেলা শুরু করছে।

'দাঁড়াও।' ফুলার খানিকটা গরম হয়ে চিডবিড করে বলে উঠল। উইলি তখন বাঁ হাতের ওপর দিয়ে কিউ বসাবার চেষ্টা কবছে। 'কি বলতে চাইছ তুমি? এখন তুমি ডবল বাজি ফেলতে চাও সেটা খুবই উত্তম কথা। কিন্তু তোমার সঙ্গে সঙ্গে টারান্টও এত নির্বোধ হবে, আমার মনে হয় না।'

'আমি এতই নির্বোধ।' টারান্ট মিষ্টি করেই বলল। 'একশ' তাহলে।'

ফুলার বলল, 'ঠিক আছে।' কার্টরাইটও সঙ্গে সঙ্গে ঘাড় নাড়ল।

উইলি সরে গিয়ে হাতের ছড়ি বাগাতে লাগল এবং অনেকক্ষণ ধরে টিপ করে রইল। তার সবকিছু এখন নিখুঁত, মাপা। কুশনের ওপর তার হাত স্থির রইল, কিউ কাটায় বসাল, তারপর কিউ বল জোরে মারল।

হলুদটা পাশের কুশনে ধাক্কা খেয়ে কোণের পকেটে ছিটকে পড়ল। টারান্ট উইলির হাত থেকে রেস্ট নিল। কালো, ছাড় আর সব বলগুলো জায়গা মতো বসানো। জায়গা মতো বসানো মানে উইলির মত খেলোয়াড়ের কাছে। টারান্ট খুব খুশি হল।

উইলি সবুজটাকে ধীরে পাশের পকেটে গড়িয়ে দিল। কিউ বলকে জায়গায় নিয়ে এলো যাতে সরাসরি বাদামীর ওপর শট করা যায়। ওপর থেকে যদিও তাকে ঠাণ্ডা দেখাচ্ছিল কিন্তু টারান্ট বুঝতে পারছিল ভেতরে ভেতরে সুন্দর এক মনোযোগের ভাব কাজ করছে।

বাদামী গেল; তারপর নীল। এই মারটাকে সে এমনভাবে মারল যাতে কালোটাকে কুশনের ওপর জায়গা-মতো নিয়ে আসে কোণায় লম্বা করে মারল গোলাপীটার জন্যে। তারপর কালোটাকে ধরে খেলিয়ে তুলল। খেলা শেষ।

উইলি হাতের কিউ নামাল। বলল, 'কি বরাত। ভদ্রমহোদয়-দের কি এক হাত ড্রিংক চলবে? আমি অবশ্য সদস্য নই কিন্তু...।'

টারান্ট দরাজভাবে বলল, 'আমি খাওয়াচ্ছি উইলি তুমি এইমাত্তর আমার পকেটে একশ' পাউণ্ড এনে দিলে।'

'ধন্যবাদ, ড্রিংকের দরকার নেই।' ফুলারের মুখ থমথমে। কার্টরাইট রাগে গশগশ করছে। দু'জনেই তাদের চেক বই বার করল।

'এই খেলার জন্যে অসংখ্য ধন্যবাদ।' উইলি খুব সুন্দর করে বলল। 'স্যার জেরাল্ড এবং আমি মহাশয়দের আবার কখনো প্রতিশোধ নেবার সুযোগ দেব।'

কোন কথা না বলে ফুলার আর কার্টরাইট তাদের চেক দিয়ে বেরিয়ে গেল।

'চমৎকার!' বলে উইলি র‍্যাকে ছড়ি-গাছা রেখে দিল। "ওরা আমার পথের মাঝে গর্ত খুঁড়ে রেখেছিল, তাতে ওরা নিজেরাই পড়েছে।" স্তোত্র: ৫৭, স্তবক: ৬।'

'খুব খাঁটি। উইলি, তুমি বোধহয় তরুণ বয়সে কলকাতার সেই জেলে যাবতীয় প্রার্থনাসঙ্গীত মুখস্থ করে থাকবে।' টারান্ট খুশি-খুশি গলায় বলল। চেকটা সে তার মণি ব্যাগে পুরল 'আমি খুবই অনুগৃহীত এতে আমার পুরনো গাড়ীটা সারানো হয়ে যাবে।'

'আমিই সারিয়ে দেব খন।' উইলি লাল বলগুলো ত্রিভুজের ওপর জড় করতে লাগল। একটু পরে সে বলল, 'মডেস্টি একটু ভাবছে। আমাকে জিগ্যেস করতে বলেছিল, বুল্টার-এর কাছ থেকে সেই জিনিসগুলো পাওয়া গেছে কিনা।'

'বুল্টার-এর এখন ঈর্ষার পালা চলেছে। ও ছাড়বে না।'

উইলি চট করে তাকাল, একটু থতমত খেলো। 'আপনি বাধ্য করাতে পারেন না?'

'তাহলে দপ্তরে-দপ্তরে লড়াই লেগে যাবে। সে আমি পারি না।'

উইলি সবুজ কুশনের দিকে ভুরু পাকিয়ে তাকিয়ে রইল। 'ভালো কথা নয়।'

টারান্ট বলল, 'খারাপও কিছু নয়। জ্যাক ফ্রেজারকে লাগিয়েছি।'

'তার মানে?' উইলি জ্যাক ফ্রেজারকে চিনত। টারান্ট-এর সহকারী। দেখে মনে হয় তাঁবেদার, ভোঁতা। কিন্তু আসলে খুব বিচক্ষণ।

টারান্ট বলতে লাগল, 'উচ্চপর্যায়ের এক তদন্তের নির্দেশ এসেছে আমার ওপর। নিরাপত্তার ব্যাপারে। এর ক্ষেত্র খুব প্রশস্ত। ফ্রেজারকে আমি লাগিয়েছি, বুল্টার-এর দপ্তরে নিরাপত্তার ব্যবস্থা পরখ করে দেখতে। আমার মনে হয় সে ব্যর্থ হবে না।'

'আমারও মনে হয় না।' উইলি হাসল, হাঁফ ছাড়ল। 'ফ্রেজার লোক ভালো। এমন করুণ করুণ চেহারা করে, দেখবার মতো।'

পনেরো মিনিট পরে, ওরা সবাই বার-এ বসে। একজন স্টুয়ার্ড এসে টারান্টকে গুজগুজ করে কি বলল।

টারান্ট আস্তে করে উইলিকে বলল, 'এখানে এসেছে।' ওরা দু'জন উঠে লবির দিকে গেল। যাবার সময় টারান্ট তার টুপি আর ছাতা নিয়ে নিল। ফ্রেজার একটা চেয়ারে বসেছিল; তার পরনে কালো জ্যাকেট আর সরু ডোরা কাটা ট্রাউজার। বোলার হ্যাট হাঁটুর ওপর পাতা, পাতলা ব্রীফকেসটা জড়িয়ে রয়েছে।

টারান্ট এবং উইলি আসতে সে চশমার ফাঁক দিয়ে উঁকি দিল; দৃষ্টি অসহজ।

ব্যস্ত সমস্ত ভাবে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'স্যার জেরাল্ড, আশা করি আপনাকে আমি বিরক্ত করছি না। এ-মাসের ট্রেড গ্রাফটা পাওয়া মাত্তর আপনাকে দেখাতে বলেছিলেন।'

'ঠিক আছে, ফ্রেজার।' টারান্ট খুব সদাশয় হয়ে বলল। ফ্রেজার-এর শরীরটা যেন স্বস্তির ভারে হুমড়ে নুয়ে এলো। 'আমরা অফিসে গিয়ে এখুনি দেখে ফেলব। কাল মন্ত্রীমশাইয়ের সঙ্গে দেখা করার আগেই আমি সম্পূর্ণ ওয়াকিবহাল হয়ে নিতে চাই।'

বাইরে ফ্রেজার-এর পুরনো বেন্টলে দাঁড়িয়েছিল। উইলি এবং টারান্ট পেছনে বসল। ফ্রেজার স্টিয়ারিং ধরল, গাড়ি চলল। তার পেছন দিকে অসহিষ্ণু হর্ণ বাজল।

টারান্ট উইলিকে বলল, 'ঘাবড়ে যেও না। ফ্রেজার নির্বাচিত প্রথায় গাড়ি চালায়।'

'নির্বাচিত?'

'হ্যাঁ। তুমি হুঁশ করে থাকবে ট্রাফিক লাইট আর পুলিসে, আর ট্রাফিক এবং পথচারীকে তুমি গ্রাহ্য করবে না। একটু ভয়ের ব্যাপার বটে, কিন্তু এতে কাজ হয়—অবশ্য যদি তোমার জোরাল বিশ্বাস থাকে, এতটুকু সন্দেহের অবকাশ মনে যদি প্রবেশ করতে না দাও।'

ফ্রেজার খিল খিল করে হাসল। 'স্যার জেরাল্ড আমাকে
ঠাট্টা করছেন।' বাঁক নিয়ে সে পিকাডিলিতে ঢুকল। বেন্ট্লি এবং
খুব তাড়াতাড়ি যাচ্ছিল না বটে কিন্তু দুর্দান্ত রাজকীয়-ভ
চলছিল।

টারান্ট বলল, 'আমরা মিস্ ব্লেজ-এর ফ্ল্যাটে যাব, ফ্রেজা
আজ রাতে কেমন হল?'

'মনে তো হয় আপনি যা খুঁজছিলেন, স্যার জেরাল্ড, তা
পেয়ে যাবেন।' ফ্রেজার একটু সংশয় রেখে বলল।

'জ্যাক, তুমি দেখছি খুব চটপট করে ফেলেছ!'

আটপৌরে নাম ধরে ডাকাতে ফ্রেজার-এর হাবভাব বদলে গেল।
অনুগত ভাব কাটিয়ে উঠে সে ভুরু পাকাল, পাতলা মুখ কঠিন হয়ে
এলো।

'করেছি। কিন্তু বুল্টার-এর দপ্তরকে এবার আপনার আচ্ছা
করে ঝাঁকুনি দিতে হবে।'

'এত খারাপ?'

ফ্রেজার গম্ভীরভাবে মাথা নাড়ল। 'চারতলায় ওরা যে ফোটো-
এজেন্সী খুলে রেখেছে সেটা ভাঁওতা। সব কাজই হয় পাঁচতলায়।
রাতের ডিউটিতে কোন অফিসার নেই। সেরকম দোকান নয়।
আমি এজেন্সীতে গেলাম, কতকগুলো ছবি বাছলাম. বেরিয়ে এসে
সোজা সিঁড়ি দিয়ে ওপরতলায়। আরো গোটাকতক সিঁড়ি দিয়ে
উঠে গেলে ছাদ. কিন্তু সেখানে যাবার রাস্তা পাকাপাকিভাবে
বন্ধ। অতএব আমি সেখানে বসে রইলুম। ঘণ্টাকতক বাদে ওরা
সবাই বাড়ি গেল।'

'কেবল রাতের রক্ষীরা ছাড়া?'

'রক্ষী একজন। সে ছাড়া। আমাকে যখন দেখবে, তখন
আমি ভেবে রেখেছিলাম, আমার কার্ড দেখিয়ে দেব আর বলব
অফিসে ফোন করতে। বয়েড-এর সঙ্গে বন্দোবস্ত করে রেখেছিলাম:
সে আমার পরিচয় অনুমোদন করবে কিন্তু মিনিট দশেক তাকে

ওয়ে রাখলে। আমি মোটকথা নিশ্চিত ছিলাম। কোন

'অ. ভাবে ফাইলিং রুমে ঢুকতে আমি পারবই। যা চাইছি

লোক ভ .পেয়ে দেখতে সময়ও যথেষ্ট পাওয়া যাবে। বুল্টার-এর কা

।চ আমি ভালো করেই জানি তো।'

এসে 'তারপর?'

ট 'তারপর রাতের গার্ড রাউণ্ড দিতে লাগল। ছাদের শেষ সিঁ

দু'জন র দিকে এলোই না। হারামজাদার গলাটা গিয়ে টিপে দি

ছাতা চ্ছে করছিল। যাইহোক, লোকটা তো বন্ধছন্দ করে চারতলায় চ

গেল।' ফ্রেঙ্গার বেজার হয়ে ঘাড় ঝাঁকাল। 'বহুত মেয়েছেলে

ছবি সেখানে। বোধহয় বুক দেখতে ভালবাসে। যাইহোক আ

তো ফাঁকা মাঠে লাঠি ঘোরাতে পারলাম। অ্যালার্মটাকে যখনকা

মতো বিকল করে রাখলাম, তালা খুলতে সময় নিল পাঁচ মিনিট

ভেতরে ঢুকে যা খুঁজছিলাম পেয়ে গেলাম, ফটাফট ক্যামেরায় তু

নিলামও। পা টিপে টিপে নীচে নামলাম, বাইরের অ্যালার্ম সুইচ টিপে

বন্ধ করলাম তারপর বেরিয়ে এলাম। তারপর সোজা অফি

তখন থেকে শুধু ছবিগুলো প্রিণ্ট করে চলেছি। হায় আল্লা, আমা

বোনের বারো বছরের মেয়েটাও এ কাজ পারত। বুল্টার-এর মতে

এমন ম্যাদামারা আর একটাও যদি দেখে থাকি!'

উইলি গারভিন থরথর করে কাঁপছিল, সে আর হাসি চাপ

পারছিল না।

টারাণ্ট গোমড়া মুখে বলল, 'না এটা হাসিঠাট্টার ব্যাপার নয়

নিরাপত্তা দপ্তরে নিরাপত্তা নেই, এতো খুব চিন্তার ব্যাপার!'

'দুঃখিত। কিন্তু স্যার জি, আমি তো ভাবছিলাম সর্বত্রই এ

এক হাল কিনা। আগেকার দিনে আমরা সবসময় নির্ভর ক

থাকতাম।'

'কিসের ওপর নির্ভর করতে?'

'নিরাপত্তা বিভাগ অন্যদের নজর করতেই এত ব্যস্ত থাকে

নিজেদের দিকে তাকাবার সময় পর্যন্ত পায় না। কতদিন আপ

নজের নাইট গার্ডদের বাজিয়ে দেখেন নি, বলুন তো? দরজায় এবং
াইলিং ক্যাবিনেটের তালা বদলান নি?'

দীর্ঘ নীরবতা। ফ্রেজার একটা ট্যাকসিকে রাস্তা ছাড়ল।
রিষ্কার বোঝা গেল সে ঘাবড়েছে।

'হ্যাঁ।' টারাণ্ট অবশেষে বলল। 'তুমি এগুলো একটু দেখ,
্যাক।'

ফ্রেজার ঘাড় নাড়ল। পার্ক-এর মুখোমুখি লম্বা পেণ্টহাউস
ণ্টেল ঘুরিয়ে সে সামনের ঘেরা বারান্দার নীচে রাখল।

৮

বাত তখন একটা। মডেস্টি ব্রেস্ক শেষ ফোটোস্ট্যাট-টা উইলির
তে এগিয়ে দিল। যে-পাতাটা তার পড়া হয়ে গিয়েছিল, সেটা
। নামিয়ে রাখল।

বারান্দার দিকে জানলা খোলা। হাওয়ায় কেমন স্যাঁতসেতে
া। এইরকম গরম হঠাৎ হঠাৎ পড়ে ইংরেজদের অবাক করে
য়। মডেস্টি উঠে জানলাটা বন্ধ করে দিল তারপর এয়ার-কণ্ডি-
নার চালিয়ে দিল। তার পরণে রূপালী ছাই ছাই স্ল্যাকস এবং
ন্দব গলা-খোলা হাতকাটা সার্ট।

ছোট টেবিলে গেলাস এবং খালি কফির পেয়ালা। টারাণ্ট পড়া
ষ করে লম্বা চেস্টার-ফিল্ডের এক ধারে হেলান দিয়ে ছিল; সিগারে
ন দিচ্ছিল আস্তে আস্তে। ফ্রেজার সকলের অনুমতি নিয়ে জ্যাকেট
ল ফেলেছিল, ঘরময় পায়চারি করছিল। তার সরু মুখে ভ্রূকুটি।

উইলি শেষ পাতাটা নামিয়ে আরাম কেদারায় গড়িয়ে পড়ল।
ডেস্টি এসে চামড়া দেওয়া চওড়া হাতলে বসল, চারদিকে চোখ
লো। 'কেউ মোদ্দা কথাগুলো বুঝিয়ে বলবে?'

সকলে এ-ওর দিকে তাকাল।

শেষে টারান্ট বলল, 'আমি আরম্ভ করছি। এর কোন মাথামু নেই, কারণ আগাগোড়া ব্যাপারটাই মাথামুণ্ডুহীন। তবু দেখা যাব কি বলছে। প্রায় আঠারো মাস আগে প্রধান মন্ত্রীকে একটা চি পাঠানো হয়। সে চিঠি দু'নম্বর না তিন নম্বর সেক্রেটারী পয গিয়ে আটকে যায়। তাতে ঘোষণা করা হয়েছিল, নিরাপত্তা মন্ত্রকে একজন উঁচুদরের সরকারী কর্মচারী, এক ধনী ব্যবসাদার মহাজ এবং কোন এক এম. পি.—এই তিনজন ছ'মাসের মধ্যে মারা যাব যেভাবে বলা হবে, সেইভাবে প্রতিটিক্ষেত্রে ষাট হাজার পাউণ্ড কা যদি দেওয়া না হয়, তাহলে। শুধু ধনী মহাজনটি আলাদা ব একখানা হুমকির চিঠি পায়। বোধহয় ভেবেছিল টাকাটা এক সে- দিতে পারবে টাকা যে দিতেচাইবে, 'দি টাইমস'-এ সেএকটা গোপ বিজ্ঞাপন দিয়েও দেবে। তখন পরবর্তী নির্দেশ জানানো হবে।'

টারান্ট সিগারের ছাই ঝাড়ল। 'টাকা দেওয়ার পদ্ধতিটা আম এখন জেনে গেছি। বিশ্বাস করতে কষ্ট হয়। কিন্তু তোমরা য রাজী হও তাহলে আমরা প্রত্যেকটা আলাদা-আলাদা পর্যালোচন করে দেখব।' প্রত্যেকেই মৃদু ঘাড় নেড়ে সমর্থন জানাল।

'অতি উত্তম। চিঠির সঙ্গে ছিল অন্যদেশের কুড়িজন লোক একটা তালিকা। টাকা না দিলে ছ'মাসের মধ্যে তাদেরও মৃত্যুর ভ দেখানো হয়েছিল।'

'তাদের মধ্যে জনকতক সরকারী লোক নয়।' উইলি মাঝখা বলে উঠল। 'তারা স্রেফ বড়লোক।'

'ঠিক। আরেকটা জিনিস লক্ষ্যনীয়। বড় বড় দেশের সরকা লোকেরা বেশির ভাগই ছিল ছোটখাট জীব। অথচ অ ক্ষুদ্র এবং দুর্বল দেশের কিছু কেউকেটা লোকও তালিকার অন্তর্ভু হয়েছিল। যাক্‌গে, এই মুহূর্তে আমাদের ভাবনার কারণ হল, টাকা পয়সা দেয় নি, এমন কি নির্দেশও চেয়ে পাঠায় নি। গত ছ'মাসে সেই তালিকার সবাই মারা পড়েছে।'

এই সময় ঘড়িতে 'টঙ' করে ঘণ্টা পড়ল। যেন টারান্টকে সমর্থন জানিয়ে বলল, 'ঠিক ঠিক।' টারান্টও সেইদিকে বিষণ্ণ মুখ করে তাকাল।

ফ্রেজার বলল, 'ইতিমধ্যে দ্বিতীয় হুমকির তালিকা পাঠানো হয়ে গেছে।

'আপাতত প্রথমটা নিয়েই মাথা ঘামানো যাক।' টারান্ট একটা ফোটোস্টাট কাগজ তুলে নিল। 'এই তালিকার সবাই অবশ্য মারা গেছে. তিনজনকে তো নিশ্চিত খুন করা হয়েছে, এদের মধ্যে কেউ আমাদের লোক নেই। সরকারী কর্মী রাটলেজ এর থ্রম্বসিস ছিল। বার্নস তাড়াতাড়ি যাচ্ছিল, সেন্ট জন লবি আর সেন্ট স্টিফেনস হলের মাঝামাঝি সিঁড়ি থেকে পা ফসকে মাথা ফাটিয়ে ফেলে। তাকে কেউ ধাক্কা দেয় নি; ডজনখানেক লোক দেখেছে। আর মার্টিনডেল এর মাথায় বাজ পড়ে; এই ঘটনার সময় তার স্ত্রী একই গাছের তলায় আশ্রয় নিয়েছিল, কিন্তু তার কিছু হয় নি। এ-পর্যন্ত আস্তে আস্তে যে সব খবর পাওয়া গেছে তাতে দেখা যাচ্ছে, অন্যদেশেও ভুক্তভোগীদের একই রকম ঘটনা ঘটেছে। এবার অন্য কেউ এ-নিয়ে কথা বলতে পারে। অলৌকিকত্ব ঠিক আমার আওতায় পড়ে না।'

মডেস্টি বলল, 'প্রথম দুটো তালিকার ফলাফল দেখার পর কিছু কিছু লোক টাকা পয়সা দিতে থাকে। টাকা দিয়েছে এবং তারা বেঁচেও আছে। তাদের থ্রম্বসিসও হয় নি এবং মাথায় বাজও পড়ে নি।'

'কিন্তু প্রিন্সেস, বেশির ভাগ সরকার টাকা পয়সা দেয়নি।' উইলি ভুরু কুঁচকে বলল। 'এদিকটা ওরা চেষ্টা করে নি কেন, আমি বুঝতে পারছি না। আমি বলতে চাই, বৃহৎ কোন শক্তি হলে তারা কিন্তু টাকা পয়সা দেবার জন্যে হাত ধুয়ে বসে থাকবে না। সে যদি তাদের প্রধান মন্ত্রী বা সেই ধাঁচের লোককেও হুমকি দেখায়, তাহলেও না।'

চশমা মুছতে মুছতে ফ্রেজার গম্ভীর মুখ করে বলল, 'স্বীকার করতে আমার দ্বিধা হচ্ছে বটে কিন্তু ও-বিষয়ে আমি বুন্টার-এর সঙ্গে একমত। তার ধারণা বড় বড় দেশের সরকারী লোকেদের ভয় দেখানোর মানে হচ্ছে শুধু অন্যদের শিক্ষা দেওয়া—অন্যরা অর্থাৎ যে-সব লোকদের দাবীর টাকা মিটিয়ে দেবার সম্ভাবনা বেশি। আমরা জানি আফ্রিকার দুটো দেশের যারা নেতা, তারা প্রাপ্য চুকিয়ে দিয়েছে। আমাদের ধারণা আফ্রিকার আরো দু'জন হোমরা চোমরা ব্যক্তি এই ভাবেই টাকা দিয়েছে কিন্তু মুখে তারা স্বীকার করবে না। তাদের নাম তালিকায় ছিল এবং তারা আজও বেঁচে রয়েছে।'

উইলি বলল, 'তিনজন দক্ষিণ আমেরিকার পলিটিসিয়ান অথবা জেনারেল, ভেনিজুয়েলার এবং মধ্য প্রাচ্যের দুই প্রকাণ্ড তেলওয়ালা, পাকিস্তানের এক লাখপতি পাটওয়ালা, এক টেক্সন মাংসওয়ালার ছেলে, মিশরের এক মস্ত ব্যবসাদার—এ যাবৎ মোটমাট সতেরো জন ভয়ে গিয়ে টাকা দিয়েছে'—উইলি বলতে বলতে থামল, ঘাড় ঝাঁকাল।

ফ্রেজার বলল, 'এগুলো হচ্ছে, ইন্টারপোল মারফৎ আমরা যাদের কথা জানতে পেরেছি। হয়তো আরো আছে। টাকা আদায় ক্রমশ শক্ত হচ্ছে। হয়তো টাকার পরিমাণ-ও আশানুরূপ হচ্ছে না, পরের দিককার তালিকায় যাদের হুমকি দেখানো হয়েছে, তারা ভয়ও সহজে পায় না। আবার কিছু লোক টাকা দিয়েও দিচ্ছে।'

উইলি একটু চটে গিয়ে বলল, 'যাদের হুমকি দেওয়া হয়েছে—অথচ টাকা দিতে পারেনি তারা কিন্তু প্রত্যেকেই মারা পড়েছে। এক রণে ভরোয়া ছাড়া।'

দীর্ঘ নীরবতা।

শেষে টারান্ট বলল, 'টাকা দেবার ব্যাপারটা কিন্তু অদ্ভুত। এক এক ক্ষেত্রে এক এক রকম। হেরোইন, দামী পাথর, হীরের টুকরো সম্প্রতি এক জায়গায় আবার সোনার মুদ্রাও চাওয়া হয়েছে। তবে সবচেয়ে আশ্চর্য হতবুদ্ধিকর ব্যাপার হচ্ছে এই লোকগুলোর মৃত্যু—বাইরে থেকে দেখতে যা খুবই স্বাভাবিক।'

'এর মধ্যে বাইরে থেকে দেখার কিছু নেই।' ফ্রেজার বলল। শূন্যে সে ভুরু পাকাচ্ছিল। 'মেলিনি এক রেস্তোরাঁয় মারা যায়। গলায় তার মুরগির হাড় বিঁধেছিল। ষড়যন্ত্র করে পাকিয়ে কেউ তো এ জিনিস ঘটাতে পারে না।'

টারান্ট মডেস্টির দিকে এক পলক তাকাল। উইলির চেয়ারের হাতলে সে স্থির হয়ে বসেছিল। হাঁটুর মাঝখানে তার দুটো হাত ভর রাখা। ঝিম্ মেরে তাকিয়ে ছিল। মেঝের দিকে, ইস্পাহানী কম্বলের নক্সা দেখছিল। টারান্ট তাকে ধীরভাবে জিগ্যেস করল, 'তুমি কি মনে কর। মাই ডিয়ার?'

'শতকরা প্রায় পনেরো ভাগ নিশ্চিত খুন বলে ধরে নেওয়া যায়।' সে মুখ তুলে তাকাল না, অন্যমনস্কভাবেই বলল কথাগুলো। মনে মনে সে কি যেন ভেবে চলেছিল। 'বাকিগুলোকে স্বাভাবিক মৃত্যু বলেই আপাতত ধরে নেওয়া যাক। এই সব তালিকাগুলোকে অনেক রকম ভাবে বিশ্লেষণ করা যায়। সরকারী লোকেদের সঙ্গে ধনী ব্যক্তিবিশেষ; স্বাভাবিক মৃত্যুর সঙ্গে হত্যাকাণ্ড. সম্ভাব্য টাকা দেওয়ার সঙ্গে বিফল সম্ভাবনা। কুন্টার নানা দিক, বিভিন্ন রকমে বিশ্লেষণ করেছে।'

এই বলে মডেস্টি চুপ করল। টারান্ট কিছু বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু উইলি তাকে সঙ্গে সঙ্গে চোখ ফিরে বারণ করল, টারান্ট থেমে গেল। কয়েক সেকেণ্ড পরে মডেস্টি মেঝে থেকে মুখ তুলল, তার চোখের দৃষ্টি পরিষ্কার। সে বলল, 'কিন্তু কুন্টার সময়ের ব্যাপারটা মাথায় রাখে নি। অন্য সব কিছুর চেয়ে এইটা অনেক বেশি তাৎপর্য-পূর্ণ। তালিকাগুলো ফের খতিয়ে দেখ। সব কটা স্বাভাবিক মৃত্যু ঘটেছে ছ'মাসের সময়—মেয়াদের প্রথম তিন মাসের মধ্যে। বাকিগুলো, অর্থাৎ খুনগুলো হয়েছে শেষ তিন মাসের মধ্যে।'

খানিকক্ষণ কারুর মুখে কথা নেই। মডেস্টি সিগারেট ধরাল। শেষে টারান্ট বলল 'হ্যাঁ। হতে পারে এর খুব তাৎপর্য আছে। কিন্তু মডেস্টি, আমি তো তাৎপর্যের মাথামুণ্ডু কিছু বুঝতে পারছি না।'

'এখন অব্দি আমিও পারছি না, অন্তত পরিষ্কারভাবে নয়।' মডেস্টি উঠে দাঁড়িয়ে ঘরময় ধীরে ধীরে পায়চারি করতে লাগল, কনুই দু হাতে ধরা, এক হাতের আঙুলে সিগারেট। 'দেখ, আমাদের এখন বহু কিছু ভেবে নিতে হবে। হয় আমরা ভেবে নেব যে, পৃথিবীর নানা প্রান্তে কিছু সংখ্যক লোককে, কি বলব—সম্মোহন করা হচ্ছে যাতে তারা মুরগির হাড় গেলে, গাড়ির তলায় পড়ে, জানলা থেকে পড়ে কিংবা বুল্টার যেভাবে তালিকা বানিয়েছে সেই ভাবে মারা গিয়ে থাকতে পারে...' মডেস্টি থামল।

'নতুবা কি?' টারান্ট বলে উঠল। সে যেন হকচকিয়ে যাচ্ছিল।

'নতুবা আমরা ভেবে নিতে পারি যে, এই কারবারের পেছনে যারা আছে তারা স্বাভাবিক মৃত্যুর কথা আগে থেকে জানতে পারে, বলতে পারে। তেমন কোন রাস্তা তাদের জানা আছে।'

টারান্ট শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলল, 'হে ভগবান।'

ফ্রেজার বলল, 'ভারি চমৎকার কৌশল। চায়ের পেয়ালায় ওরা ভবিষ্যৎ বলতে পারে বলে মনে কর?'

উইলি রাগে ফোঁস করে নিশ্বাস ফেলল কিন্তু মডেস্টি আলতো করে তার কাঁধে হাত রাখল তাকে থামিয়ে দিল। ফ্রেজারের কথা একটুও গায়ে না মেখে সে শুধু অল্প হাসল, 'মৃত্যুর কথা ওরা আগে থাকতে কী করে বলে আমি তা জানি না, মিঃ ফ্রেজার। ওরা যে করতে পারে আমি এমন কথাও বলছিনা। আমি শুধু দুটো বিকল্প সামনে রেখেছি। আত্মহত্যায় প্ররোচিত করে দূর-পাল্লার এমন কোন সম্মোহন অথবা মৃত্যু বিষয়ে আগে থেকে জানতে পারা। আপনি তৃতীয় কোন সম্ভাবনার কথা বলতে পারেন?'

ফ্রেজার চোখ ছোট করে কি যেন ভাবল প্রায় এক মিনিট ধরে। শেষে বলল, 'না। আমাদের হাতে যে-সব তথ্য প্রমাণ আছে তার থেকে তো নয়ই। মাফ করবেন।'

'না, তার দরকার নেই। এমনিতে দেখতে গেলে দুটো বিকল্পই অসম্ভব। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সাবমেরিনের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন

করতে টেলিপ্যাথি করছে তাও তো অসম্ভব। তবু সেটা জলজ্যান্ত ঘটছে।' টারান্ট ঘাড় নেড়ে ওকে সমর্থন করল, ও আবারও বলে চলল। 'অতএব আমরা একেবারে আজে বাজে কিছু বলছি না। আমার তু'টো বিকল্পের মধ্যে কোনটা আপনার কম অসম্ভব বলে মনে হচ্ছে?'

ফ্রেজার জানলা অব্দি পায়চারি করল, ফিরল তারপর থেমে গিয়ে বলল, 'সম্মোহন করে কারুর না হয় থ্রম্বসিস ঘটানো গেল। কিন্তু তারপরেও তো তাদের মাথায় বাজ পড়ার ব্যাপার থাকছে।'

টারান্ট হঠাৎ খাড়া হয়ে বসে বলল, 'দাড়াও দাঁড়াও। মডেস্টি তুমি এক্ষুনি সময়ের কথা বলছিলে না? প্রথম তিন মাসে স্বাভাবিক মৃত্যু, পরের তিন মাসে হত্যা। এ-ও তো হতে পারে যে, হত্যাগুলো হচ্ছে ভবিষ্যদ্বাণীর বার্থতাগুলো ঢাকবার জন্য!'

মডেস্টির মুখ আকস্মিক উত্তেজনায় জ্বলজ্বল করে উঠল। একই রকম প্রতিক্রিয়া উইলি গারভিনের মুখেও দেখা গেল।

মডেস্টি নরম গলায় বলল, 'এবার একটা ছবি ফুটে উঠেছে বটে। খুব ভালো বলেছেন, স্যার জেরাল্ড।'

ফ্রেজার খানিকটা অসহজ ভাবে বলল, 'আমি ঠিক বলতে পারছি না। এতে যদি মৃত্যুর ভবিষ্যদ্বাণীর কথা বল, তাহলে যারা দাবী মতো টাকা দিয়ে দিয়েছে তারাও তো মরবে। কই তারা তো মরছে না।'

মডেস্টি জোরে জোরে মাথা নাড়ল। 'এটা সমস্যা নয়। বাছা বাছা লোকের আসল একটা তালিকা তৈরী হল, তার থেকে ভবিষ্যদ্বানীর তালিকা আলাদা বের করে নেওয়া গেল। ভবিষ্যদ্বানীর সেইসব নাম থেকে আবার কতকগুলো নাম বাদ দিতে হবে। তারা যদি টাকা দেবার লোক হয় তাও, কেননা মরতে তাদের হবেই। কিন্তু এর সঙ্গে আর দু' চারজনের নাম জুড়ে দিতে হবে, টাকা যারা দেবেই দেবে বলে তুমি মনে কর। যদি তারা টাকা দিল তো বাঁচল, নইলে তারা মরবে। ছ'মাস সময়ের মধ্যে খুনটা শেষ তিন মাসে পড়ার এটাও এক বিশেষ কারণ।'

'অ্যা-হ্যাঁ—' ফ্রেজার মুখ কুঁচকে হাসল। 'এটা আমার পছন্দসই মনে হচ্ছে। কিন্তু আমরা একটু অবাস্তব ভাবনা করে ফেলছি না? আমি বলতে চাই, আমরা ভেবে নিচ্ছি, কেউ না কেউ মৃত্যু সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করার রীতিমতো ভালো এক রাস্তা পাকড়েছে।'

'হ্যাঁ, তবে দূর পাল্লার সম্মোহনের যে বিকল্পের কথা আমি বলেছি এক্ষেত্রে সেটা খাটবে বলে আমার মনে হয় না। অন্তত এর প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্ত রয়েছে। প্রেসিডেন্ট কেনেডী মারা যাবার তিন মাস আগে আমেরিকার জিন ডিকসন সেকথা বলে দিয়েছিল। বন্ধু-বান্ধবকে লাগিয়ে সে চেষ্টাও করেছিল যাতে প্রেসিডেন্টকে ডালাসে যেতে দেওয়া না হয়।'

ফ্রেজার খুব বিশ্বাস করল বলে মনে হল না। 'এসব জিনিস সব কিছু ঘটে যাবার পর জানা যেতে থাকে।'

'এটার বেলায় নয় কিন্তু। মহিলা যাদের দিয়ে কেনেডীর যাওয়া বন্ধ করতে চেয়েছিল, তাদের রেকর্ড আছে। এবং সেটা মৃত্যুর তিন মাস আগেকার।' মডেস্টি ফ্রেজারের দিকে শান্ত গভীর ভাবে তাকাল। 'তবু আমার মুখের কথা যদি আপনি বিশ্বাস করতে না চান তাহলে আরো আছে। সাত বছর আগে মহিলা এক সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন ১৯৬০ সালে নির্বাচিত হবেন এমন এক গণতান্ত্রিক প্রেসিডেন্ট আততায়ীর হাতে নিহত হবেন, সেই প্রেসিডেন্টের নীল চোখ। একথা ছেপে বেরিয়েছিল ১৯৫৬ সালে। যে কেউ ফাইল ঘেঁটে দেখলেই পেয়ে যাবে।'

উইলি আচমকা বলে উঠল, 'প্রত্যাভিজ্ঞতা। মনে আছে প্রিন্সেস? প্যারিসে সেদিন রাতে স্টিভ কোলিয়ের এই কথা বলেছিল। আমি বলেছিলুম এখানে ঝামেলা হতে পারে। তাই না শুনে আমার ব্যাপারে সে ভীষণ উত্তেজিত হয়ে পড়েছিল।'

ফ্রেজার হাঁ করে তাকিয়ে রইল। 'তুমিও এইসব কর নাকি?'

মডেস্টি বলল, 'এক এক সময় উইলির কান চুলকোয়। এটা নির্ঘাৎ বিপদের সংকেত। কিন্তু ব্যক্তি বিশেষের মৃত্যু ভবিষ্যদ্বাণী করা শক্ত।'

টারান্ট চিন্তা করে বলল, 'মাত্রার হেরফের। মডেস্টি তুমি আমাদের ভেবে নেবার কথা বলছিলে। ধর, তোমার কথাই আমরা মেনে নিলুম। কিন্তু ততঃ কিম?'

'জানি না। নিজেও আমি এখনো ঠিক বুঝে উঠতে পারছি না; তবে এতে অন্ধকারে হাতড়ে বেড়ানো বন্ধ হবে। আমরা অন্য জিনিস নিয়ে মাথা ঘামাতে পারব।'

'ঠিক বুঝতে পারলাম না।'

উইলি বলল, 'আহা মুখে মুখে লোক থাকতে হবে তো! যেভাবেই কারবার করুক না কেন ভেড়াগুলো। লুঠের টাকা তো শেষ অব্দি হাতে হাতে তুলে দিতে হবে।' 'হ্যাঁ', মডেস্টি ঘন ঘন মাথা নেড়ে টারান্ট-এর দিকে তাকাল। 'রনে ভবোয়া আমাকে একটা আবছা, মনগড়া ঘটনার বর্ণনা দেয়, তখন আমি তাকে বলেছিলুম, এ-ধরণের জিনিসের সবচেয়ে বড় অসুবিধে হচ্ছে, দাবীর টাকা দেওয়া। এর জন্যে জায়গায় জায়গায় লোক থাকতে হবে তো! সুতরাং আমরা এবার ধরবার মতো কিছু পাচ্ছি। তুমি সংক্ষেপে আমাদের মোদ্দা কথাটা বলবে?'

'চেষ্টা করছি।' টারান্ট তিনটে ফোটোস্টাট কাগজ বেছে নিল। একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে বলতে লাগল, 'কোন ভুক্তভোগী যখন টাকা পয়সা দিয়ে নিস্তার পেতে চায় তখন কোন একটা বড় খবরের কাগজে ছোট্ট একটা বিজ্ঞাপন দেবে। তারপর সে করণীয় নির্দেশ পাবে। কোন এক মালগুদামের প্যাকিংবাক্স থেকে তাকে সেই নির্দেশ সংগ্রহ করতে হবে।'

টারান্ট চুপ করল, একবার দেখে নিল। 'আমার বোধহয় বলে দিতে হবে না যে, যাবতীয় টাইপ-করা চিঠি-পত্তর, কাগজ, প্যাকিং-বাকস্ সবই তন্ন তন্ন করে খুঁজে দেখা হয়েছে। ইন্টারপোল কোন সূত্র পায়নি। পৃথিবীর নানা জায়গায় বিভিন্ন বন্দরের মালগুদামে প্যাকিং বাকসগুলো অনেক আগে থাকতে ঢুকিয়ে রাখা থাকে।'

টারান্ট আবার হাতের কাগজটা দেখে নিল। 'সেই প্যাকিং

বাক্সের ভেতরে থাকে বড় বয়ার মতো প্লাস্টিকের একটা জিনিস, তাতে রেডিওর সংগ্রাম থাকে, দাবীর টাকা তাতেই রেখে আসতে হয়। তারপর নির্দেশ দেওয়া হয়, প্লাস্টিকের সেই পাত্রটা একটা জাহাজ থেকে কোন এক বিশেষ জায়গা থেকে সমুদ্রে ভাসিয়ে দিতে।'

ফ্রেজার বলল, 'সবসময় অবশ্য একই রকম হয় না।'

'না। প্রথম পাঁচটা ক্যারিবিয়ানের কোন এক জায়গা থেকে, আরেক দফা ভূমধ্যসাগরের কাছ থেকে। খুব সম্প্রতি ডেনমার্কের কাছে উত্তর সাগর থেকেও নেওয়া হয়েছে। প্রয়োজনীয় বিজ্ঞাপন দিয়ে কতক দেশ এই পাত্রগুলো হস্তগত করেছে, পরখ করে দেখবার জন্যে।'

'বুল্টারও একটা হাতিয়েছে।' উইলি বলল।

'হ্যাঁ। এটা-ওটা একটু আধটু তফাৎ হয় বটে কিন্তু মোটমাট ডিজাইন একই। সমুদ্রে ভাসিয়ে ছেড়ে দিলে পাত্রটা তিরিশ বাঁও নীচে থাকে। মাথার ওপরে থাকে একটা আঁকশি, বোধহয় টেনে তোলবার জন্যে। আর সঙ্গে ট্রান্সমিট করার যন্ত্রপাতি। এখানে তার বিস্তারিত খুঁটিনাটি দেওয়া রয়েছে, কিন্তু এত বেশি টেকনিক্যাল যে আমি এর কিছু বুঝি নি। তুমি কিছু বুঝেছ, উইলি?'

'উম্-ম। খুবই নিখুঁত কাজ। তবে আমি নিজে একবার দেখতে চাই।'

'বেশ...দেখতে হবে আমাদের।' টারান্ট হাতের কাগজ ফের দেখে নিল।' 'জিনিসটা সবসময় রাত্তিরেই ফেলা হয় এবং জাহাজটা সঙ্গে সঙ্গে ছেড়ে যায়। বুল্টার ধারণা ওই ডুবে থাকা পাত্রটাকে সাবমেরিন জাতীয় কিছু তুলে নেয়।'

'কিন্তু গেলাম আর সাবমেরিন কিনে ফেললাম, তা তো সম্ভব নয়।' উইলি প্রতিবাদ জানাল। 'এমন কি ছোটখাট একটাও নয়। এইটাই আমি ঠিক বুঝতে পারছি না।'

টারান্ট বলল, 'কেউই পারছে না। আমেরিকানরা একটা পাত্র নামিয়েছিল। তার ভেতর লুকনো ছিল কম ফ্রীকোয়েন্সির ছোট্ট

এক ট্রেসার। ওই এলাকায় তাদের ছু'তিনটে বড় লঞ্চ ছিল, তারা স্থির করেছিল পিছু নেবে। কিন্তু পাত্রটা তোলা হলনা, পড়েই রইল। অপর পক্ষ ট্রেসারটা যে কী করে আবিষ্কার করল মার্কিনীরা কিছু টের পেলনা। কেননা সেটা খুঁজে পেতে গেলে ফ্রীকোয়েন্সি জানতে হবে। কিন্তু আমাদের রহস্যময় বন্ধুরা নিশ্চয়ই সেটার কথা জেনে ফেলেছিল। তারা মাল তুলল না এবং ছ'হপ্তা বাদে লোকটা বিশ্রীভাবে নিহত হল।'

ফ্রেজার বলল, 'আমার অবশ্য ফরাসীদের কৌশলটাই সবচেয়ে ভালো লেগেছিল। আঁকশির কাছে ওরা কিছু একটা কায়দা করেছিল।' বলতে বলতে তার মুখ গম্ভীর হয়ে উঠল। 'কিন্তু শেষ পর্যন্ত ওদেরও হাল আমেরিকানদের মতো হল।'

'আমার কিন্তু ওই ট্রান্সমিটারটার কথাই মনে হচ্ছে।' বলে উইলি উঠে দাঁড়াল এবং ঘরময় অশান্তভাবে ঘুরে বেড়াতে লাগল। 'জলের চাপে ট্রান্সমিটারটা কাজ করতে শুরু করে। ছু'ঘণ্টা ধরে ক্রমহ্রাসমান তীব্রতায় এটা সম্প্রচার করতে থাকে তারপর থেমে যায়। সুতরাং পাচারের ব্যাপার ওই সময়ের মধ্যেই সেরে ফেলতে হবে। ঠিক আছে। কিন্তু ক্রমহ্রাসমান তীব্রতা কেন?'

'কিছু যে কেন তাই বা কে জানে?' ফ্রেজার কাঁধ ঝাড়ল। 'ইতালীয়ানরা সোনার ডিটেকটর সমেত লঞ্চ ছেড়েছিল। সেই লঞ্চ চক্কর দিয়ে বেড়াচ্ছিল পাত্রটা জলে ফেলবার ছু'ঘণ্টা আগে থেকে ছ'ঘণ্টা পরে অব্দি। এখানেও আমাদের ছোট্ট বন্ধুরা লুটের মাল নিতে এলো না। তার মানে তারা লঞ্চের কথা জানতে পেরেছিল। কি করে তারা সন্ধান পেল? অথচ লঞ্চ তাদের সন্ধান পেল না?'

মডেস্টি দোনোমনো ভাবে জিগ্যেস করল, 'আচ্ছা উইলি, মানুষের দ্বারা হতে পারে বলে মনে কর? মানে আমি বলছিলাম, টর্পেডো থাকে এমন কোন জাহাজ থেকে স্কুবা ডুবুরিয়ারাও এ-কাজ করতে পারে।'

'অত দূর থেকে পারবে না, প্রিন্সেস। তাছাড়া জোরাল

ডিটেকশন যন্ত্র তাদের কাছে থাকতে হবে, যাঞ্চে যা আছে তার চেয়ে জোরাল।' উইলি মাথা নাড়ল। 'না. সাবমেরিন জাতীয় কিছু একটা হবেই হবে। তবে কিছুতে আমার ঠিক মাথায় আসছে না।'

মডেস্টি আস্তে আস্তে বলল, 'আমারও ঠিক তাই মনে হয়। সমস্ত ব্যাপারটাই কেমন সৃষ্টিছাড়া। মাল তোলার ব্যাপারটাও তাই অদ্ভুত হবে বলে মনে হয়।' বলে সে টারান্ট-এর দিকে তাকাল। 'বুল্টার-এর কাছে সেইরকম একটা পাত্র আছে। আমার মনে হয়. উইলি একবার ভালো করে দেখুক।'

'কিন্তু বুল্টার মশাই তাহলে জোর চ্যাচাবেন।'

উইলি বলল, 'ফ্রেজার যে-ভাবে আজ নিরাপত্তা ব্যবস্থার বারোটা বাজিয়ে ছেড়েছে, তাতে স্যার জি, আপনি তো বুল্টারকে জোর এক হাত নিতে পারবেন। তাকে পথে আসতে হবে।'

টারান্ট গালে হাত দিল। 'জান, যা তুমি প্রস্তাব করছ, সেটা ব্ল্যাকমেল?'

'হ্যাঁ ঠিক।' মডেস্টি বলল। 'আরো তথ্য জানা দরকার। ফ্রেজার যে-ফাইলের ফোটোগ্রাফ নিয়েছে তাতে দু'একটা জিনিস নেই। এইরকম আরও যা-যা আছে চাপ দিয়ে ওর কাছে বার করে নাও। বিশেষ করে একটা জিনিস।'

ফ্রেজার হেসে অনুমোদন জানাল। টারান্ট বড় করে নিশ্বাস ফেলে জিগ্যেস করল, 'সেটা কী?'

'হত্যাগুলো। রেনে ভবোয়াকে যে-ভাবে ওরা মারতে চেষ্টা করেছিল, সেই কৌশল যদি ওরা সর্বত্র অনুসরণ করে, তাহলে বুঝে নিতে হবে যে, খুন ওরা ভাড়াটে লোকেদের দিয়েই করায়। কেউ না কেউ তাদের লাগায়, নিয়োগ করে। যোগাযোগের এটাও এক রাস্তা। ভাড়া যে করে তার নিশ্চয়ই বহুত জায়গা জানা আছে। খুন করানো বা তার বন্দোবস্ত করা খুব একটা শক্ত নয়, খরচও তেমন কিছু নয়। কিন্তু চুপিসারে, একদম অজ্ঞাতসারে খুন করানো কঠিন। হয়তো দেশে দেশে তাদের সাগরেদ সাঙাৎ থাকে, তাদের দিয়ে

করায়। আমরা যাদের ধরেছি, মনে তো তাদের কাছ থেকে কিচ্ছু বার করতে পারল না। কিন্তু কখনো না কখনো, কোথাও না কোথাও একটু-আধটু ভুলচুক, ফাঁক হয়তো থেকে গেছে। বুন্টার হয়তো সেকথা জেনে থাকবে, কোন সূত্রও পেতে পারে এবং সেটা হয়তো আজ যদি কেউ তারপরে আর নেড়েচেড়ে, কাজ বলে দেখেনি।'

'কিন্তু তুমি তো পার?'

মডেস্টি একটুখানি হাসল। 'আমি আর উইলি অনেকদিন ধরে ওদিকে যাচ্ছি তো! উল্টো দিকে। তাতে আমাদের বন্ধু সুবিধে মেলে।'

'হ্যাঁ। অবশ্যই তোমাদের জানাশোনা, যোগাযোগের পরিধি অনেক বেশি।'

টারান্ট উঠে পড়ল। ভীষণ ক্লান্ত লাগছিল তার। ক্লান্তির সঙ্গে সঙ্গে একধরণের অদ্ভুত অবাস্তবতার বোধ জাগছিল। এই যে এতক্ষণ ধরে যত কথা বলা হয়েছে, সব যেন তার কাছে অলীক রহস্যের মতো লাগছিল। ব্যর্থ চেষ্টা!

তবু মডেস্টি ব্লেজ আর উইলি গারভিনের মুখে এতটুকু সন্দেহের ইঙ্গিত নেই। ওরা চিন্তায় ডুবে আছে, এটা ওটা ভাবছে। টারান্ট বেশ বুঝতে পারছিল, ওদের এখন কিছুতে এ-পথ থেকে সরানো যাবে না। যতই জটিল, গোলমেলে হোক না কেন, সমস্ত ব্যাপারটা ওদের কাছে ভীষণভাবে সত্যি। আর, সেইজন্যেই ওরা যেন বেশি করে এতে আকৃষ্ট। কিন্তু এসব ছাড়াও মনে ভবোয়া যে এখনো মৃত্যুর তালিকায় রয়েছে এবং ওরা ভবোয়াকে খুব পছন্দ করে।

টারান্টও করে। তার মনে হতে লাগল, এই যে হপ্তার পর হপ্তা ধরে যত লোককে মরার কথা বলা হচ্ছে, মরছেও তারা, কিংবা মেরে ফেলা হচ্ছে। কে জানে হয়তো আজ রাতেই কোন ভয় পাওয়া ধনী লোকের আদেশে অন্ধকার সমুদ্রে একরাশ ঐশ্বর্য ভাসিয়ে দেওয়া হচ্ছে!

'তোমাকে কোথায় পাব মডেস্টি ?' টারান্ট জিগ্যেস করল।

'এখানেই। বুল্টারকে তুমি যদি পাকড়াতে পার, তাহলে আমার মনে হয় উইলি কালই পাত্রটা দেখতে পারে।'

ফ্রেজার খ্যাঁক খ্যাঁক করে হাসল। তারপর একটু গম্ভীর ভাবে ফোটোস্টাট কাগজগুলো গোছাতে গোছাতে বলল, 'পারব বুল্টারকে কায়দা করতে।'

তখন দুপুরবেলা। নদীর ধারে উইলির পানশালা। সেবার সিক্স গাড়ীটা সামনের চত্বরে এসে দাঁড়াল। ওরা দু'জন নেমে 'দি ট্রেডমিলের' পাশ দিয়ে পেছনের মাঠে গেল। সেখানে ইটের লম্বা গোছের একটা বাড়ি। জানলাটানলা নেই। দু'পাশে গাছের সারি, তার ফাঁকে বাড়িটা যেন আটকে রয়েছে।

নদীর ধারে কে যেন ঘুরে বেড়াচ্ছিল। টারান্ট।

হাতের পাকানো ছাতা সে অভিবাদনের ভঙ্গীতে তুলে ধরল। ওদের দিকে এগিয়ে এলো।

'ভাবলুম আমি চলেই আসি।' মডেস্টির হাত নিজের হাতে নিয়ে টারান্ট বলল। 'তোমাদের কপাল কিছু খুলল ?'

'ঠিক বলতে পারছি না, স্যার জেরাল্ড। তবে উইলির কেমন যেন মনে হচ্ছে, ও ঠিক ধরতে পারছে না।'

উইলি দরজার তালা খুলছিল। ভেতরে সাউণ্ড-প্রুফ ঘর। টারান্টের মুখে অস্বস্তির ছায়া পড়ল, 'মডেস্টি, তোমরা কি এখন ওইসব কাজকর্ম শুরু করে দেবে নাকি ?'

মডেস্টি হাসল, 'না ওসব কিছু নয়। তবে খানিকটা প্র্যাকটিস আর হাত পা ছোঁড়া।'

টারান্ট যেন বাঁচল। এর মানে বাড়ির চৌহদ্দির মধ্যেই বন্দুক, ছুরি আর তীর-ধনুকের প্র্যাকটিস চলবে। তারপর জিমন্যাস্টিক আর হাতাহাতি লড়াই। কিন্তু কখনো কখনো এর থেকে শেষ অব্দি দু'জনের মধ্যে ভয়ংকর লড়াই বেধে যায়। টারান্ট এইসব মহড়ায়

কবারমাত্র হাজির ছিল। তখন মডেস্টিকে মেরে ঠাণ্ডা করে দিতে থছিল। এর উল্টোটাও যে ঘটতে পারে তা সে ভালো করেই ানে, কিন্তু দেখতে চায় না। লড়াইটা দেখতেই খারাপ লাগে, ব গা কেমন করে।

ছোট্ট লবি পেরিয়ে আরেকটা দরজা। উইলি আর মডেস্টির ছ পিছু টারাণ্ট ভেতরে ঢুকল। উইলি দরজা বন্ধ করে ফ্লুরাসেণ্ট লো জ্বালল। একদিকের দেওয়ালে হাল আমলের যত সব ঙ্গল এবং নানা সময়ের ও নানা দেশের বহুরকম অস্ত্রশস্ত্র।

আরেক প্রান্তে দেওয়াল ফুঁড়ে বেরিয়েছে একটা দরজা। সেখানে চ্ছে উইলি গারভিন-এর ইঞ্জিনীয়ারিং কারখানা।

আরেক কোণে আড়াল করা ঝর্ণা এবং জামাকাপড় বদলাবার াগা। মডেস্টি সেই দিকে এগিয়ে যেতে যেতে বলল, 'উইলি, মি একটু স্যার জেরাল্ড-এর সঙ্গে কথা বল। আমি জামাকাপড় লে নিই।'

'ঠিক আছে প্রিন্সেস। কিন্তু দুঃখের কথা আমি ওকে কিছু তে পারলাম না।' উইলি গারভিন দেখে দেখে একটা লম্বা াথুক্কু ছুরি টেনে নিল। তাতে চামড়ায় বাঁধানো শিং-এর ল। 'এই ধরনের ছুরি দিয়ে ওরা ভেবোয়াকে মারতে য়েছিল। একে বলে কাজুন ছুরি। ইউরোপে সচরাচর দেখা য় না, কিন্তু খুনীদের গ্যাংটাও তো নতুন।'

মুহূর্তে তার হাত ঝলসে উঠল এবং বাতাসকে চমকে দিয়ে টা একটা শরীরের মাঝখানে বসে গিয়ে কাঁপতে লাগল। ঘরেই লমারি, তার পাশে একটা মানুষের শরীর।

টারাণ্ট খানিকটা আশায় আশায় জিগ্যেস করল, 'এর থেকে বিশেষ কিছু বোঝা যাচ্ছে?'

'জানি না। ব্যাপারটার এইটেই সবচেয়ে মুশকিল। আমরা মন কিছুই জানি না অথচ এর পেছনে যথেষ্ট লোকজন রয়েছে।'

'কি বলতে চাইছ?'

উইলি ফোঁস করে ব্যাজার নিশ্বাস ফেলে বলল, 'বুন্টার-এর কাছে একটা পাত্র রয়েছে, হয়তো আরো ডজনখানেক দেশ এইরকম পাত্র পেয়ে থাকবে। একইরকম খবর। সবাই একটু একটু জানে কেউই যথেষ্ট পরিমাণে জানে না। টাকা কারা দিচ্ছে? উত্তর সাগরে কারা ছোটখাট পানামা কার্গো-জাহাজ ভাড়া করেছিল কিংবা অন্যজায়গায়?'

'ইন্টারপোলকে এ-সবই গিলিয়ে দেওয়া হয়েছে, উইলি। পুরো ছবিটা তাদের জানা।'

'ঘোড়ার ডিম।' উইলি না রেগেই বলল। 'ইন্টার-পোলের আওতায় গোটা চল্লিশেক দেশ আছে, তারা সুবিধে মতো সব জিনিসে বিশ্বাস করে। কিছু কিছু জিনিসে ইন্টারপোল ভালো কাজ করে কিন্তু এ-কাজ তাদের নয়। এ-কাজ খুব ধীরে সুস্থে করার কাজ। আমার তো মনে হয়, আরো বছরখানেকের মধ্যে যদি তারা যথেষ্ট পরিমাণ সহযোগিতা পায়, তখন তারা প্রকৃত কাজ দেখাবার সুযোগ পাবে।'

'এর বিকল্প কী?'

'সব দেশের সরকারকে একজায়গায় জড় করুন এবং শুধু এই একটি ব্যাপারে কোনো কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা করুন।'

টাবান্ট হেসে উঠল। 'তাতে দু'বছর লেগে যাবে।'

'জানি।' একটু শুকনো হাসি হেসে উইলি যেন গা ফেলে দিল। 'তাতে আমার আপত্তি নেই। 'দি নেটওয়ার্ক'-এর সময় এ-সবে আমাদের খুব চলে যেত।' তারপর গলাটা একটু চুলকে থতমত খেয়ে বলল, 'আচ্ছা, এটা কিরকম হোল? খবরের কাগজে কিছু বেরুলো না কেন?'

'একদমই বেরোয় নি। এই একটা ব্যাপারে সব সরকার সহযোগিতা করেছে।' টারান্ট শুকনো গলায় বলল। 'তাছাড়া কাগজে বেরুনোর পক্ষে জিনিসটা খুব হাস্যকর। তবে যখন মানুষ মরতে লাগল, তখন ব্যাপারটা খুব উদ্বেগজনক হয়ে উঠল। বুন্টার আজ

সকালে আমাকে যা বলছিল সেটাও ভেবে দেখবার মতো। কোন সরকারই এটা দেখাতে চায় না যে তারা অক্ষম দুর্বল, নিজের নাগরিককে তারা রক্ষা করতে পারে না। একটা লোক তার মাছের পুকুর ফোয়ারা লাগাতে গিয়ে তড়িতাহত হয়ে মরল, তাকে তুমি রক্ষা করবেই বা কী করে?'

'বুল্টার আমাকে একটা নাম দিয়েছে। গ্রীসে দল চালায় এরকম এক লোকের নাম। খবরে প্রকাশ যে তার কাছে কেউ খুনের জন্যে আসে, কিন্তু লোকটি তাতে রাজী হয় না। সকলের ধারণা, আড়ালে যে আছে তার আসল পরিচয় সে জানত। ওদের তরফে এটা এক গলতি।'

'সে কি কিছু ফাঁস করেছে?'

'না। দুঃখের বিষয় তার দলেরই অনেক লোক, [illegible] পাণ্ডা তার সঙ্গে বেইমানী করেছে। খুনের কাজটা প্রত্যাখ্যান করায় তার [illegible] ছিল না।'

'[illegible] তার বেইমানী করল?'

'নাম ভাঁড়িয়ে লোকটি যুগোশ্লাভিয়া গিয়েছিল। সেখানে [illegible] স্বার্থে, বিচ্ছিন্ন রাজনীতিকের রক্ষিতাকে [illegible] নিয়ে [illegible] ছিল। স্ত্রীলোকটি গা ঢাকা দিয়ে ছিল। নিরাপদে তাকে [illegible] বাইরে নিয়ে আসতে পারলে রাজনীতিকটি তাকে মোটা [illegible] দেবে বলেছিল।'

মাউস্তি বলল, 'কিন্তু ক্রোলি ধরা পড়েছে। ওরা তার জন্য ওৎ পেতে ছিল।'

অবাক হয়ে টারান্ট তাকিয়ে বলল। 'ওর নাম যে ক্রোলি, তুমি জানলে কী করে?'

'দি নেটওয়ার্কে' ও আমার দলের লোক ছিল। ভালো লোক। আমি যখন দল ভেঙে দিই তখন ওই এলাকাটা ওকে ছেড়ে দিয়েছিলাম।' বলে মাউস্তি উইলির দিকে তাকাল। 'মিলে যাচ্ছে। ওই ধরণের খুনোখুনি ক্রোলিকে দিয়ে হবে না।'

'না। যুগোশ্লাভরা কি ওকে ঘঁ্যাচ করে নামিয়ে দিয়েছে, স্যার জি?'

'তারা আরও প্র্যাকটিক্যাল। দেশের শত্রুকে সাহায্য করার জন্যে তার রাজনৈতিক অপরাধ হয়েছিল। অতএব, দশ বছরের জন্যে তাকে লেবার ক্যাম্পে পাঠিয়ে দেওয়া হয়।'

'দশ বছর!' উইলি মডেস্টির দিকে চাইল।

মডেস্টি টারান্টকে বলল, 'যুগোশ্লাভিয়া ইন্টারপোলের আওতায় পড়ে। ওরা তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করে নি কেন?'

'করেছিল, সে মুখ খোলেনি। ওরা হয়তো জোর করে পারত কিন্তু ওদেরও তো আগ্রহ ছিল না। কেননা, কোন যুগোশ্লাভ-এর নাম মৃত্যু-তালিকায় ছিল না। আর, ওখানে ইন্টারপোলের লোকের রাজনীতির ধামাধরা।'

মডেস্টি খুব ধীর, শান্ত গলায় বলল, 'ক্রোলি আমার কাছে মুখ খুলবে।'

'তুমি তাকে আদৌ হাতের মুঠোয় পাবে কিনা, তাতে আমার খুব সন্দেহ আছে, মাই ডিয়ার।'

মডেস্টি উইলির দিকে আড়চোখে চেয়ে বলল, 'আমি সেকথা ভাবছি না। উইলি আমার, জামাকাপড় বদলে নাও। ওয়েবে আমি ফোন করে সব ব্যবস্থা করতে বলছি।'

উইলি শিস দিতে দিতে কিউবিকল-এ গিয়ে ঢুকল।

মডেস্টির পিছু পিছু টারান্ট কারখানা-ঘরে এলো। এক কোণের শেলফে টেলিফোন দাঁড় করানো। টারান্ট খানিকটা ব্যস্ত হয়ে জিগোস করল, 'তুমি কি করতে চাও বল তো?'

মডেস্টি ডায়াল করতে করতে বলল, 'ক্রোলি-র সঙ্গে আমি কথা বলতে চাই। উইলি আর আমি দু'দিনে যুগোশ্লাভিয়া পৌঁছচ্ছি। তারপর সব যোগাড়-যন্তর করতে একটু সময় লাগবে।

'কিন্তু—'

'লেবার ক্যাম্পে দশ বছর!' মডেস্টি মাঝপথে বাধা দিয়ে বলে

উঠল, টারান্ট-এর ওপর তার চোখ। গলায় কিংবা মুখের ভাবে কিছু বোঝা গেল না, তবু—টারান্ট হঠাৎ যেন ধাক্কা খেল। মংেস্টির ভেতর যেন এক নতুন শক্তি জেগেছে। কিসের যেন কঠিন প্রতিজ্ঞা। 'ক্রোলি একবার গুলি খেয়েছিল, আমার জন্যে। ইচ্ছে করে খেয়েছিল। গুলিটা ছোঁড়া হয়েছিল আমাকে।'

মংেস্টি ফোনে কথা বলতে লাগল, 'ওয়েং? শোন...'

৯

শেভ্রোলে ইমপালা-র রঙ সবুজ কিনা বোঝা যাচ্ছিল না। সরু, কাঁচা রাস্তা থেকে সাদা ধুলো উড়ে উড়ে চাদরের মতো ঢেকে গিয়েছিল।

গাড়ি গাঁয়ের হাটে এসে থামল। ভেতর থেকে এক মহিলা উদ্বিগ্নভাবে তাকাতে লাগলেন। তাঁর মাথায় স্কার্ফ, তলা থেকে ব্লীচ করা ছোট করে ছাটা চুল বেরিয়ে ঝুলছে। কালো সানগ্লাস তাঁর চোখ ঢাকা। মুখে পুরু মেক-আপ। চেহারায় বয়সের ছাপ তাই দিয়ে চাপা দেওয়া হয়েছে।

কিছু মেয়ে পুরুষ, বেশি বাচ্চা ছেলেমেয়ের দল গাড়ি থেকে খানিক তফাতে আগ্রহ ভরে দাঁড়িয়ে দেখছিল। তাদের গায়ে বাড়িতে তৈরি হাতে সেলাই করা জামা, তাতে বহুরকম এমব্রয়ডারী। মাথায় গোল কপাল ঢাকা টুপি, পায়ে মকাসিন জাতীয় জুতো, যার নাম 'ওপাঙ্কি', তার সঙ্গে রঙীন মোজা। গোড়ালির কাছে বস্তার মতো প্যান্ট ঢলঢল করছে। কোন কোন মেয়ের মুখ খানিকটা করে শালে ঢাকা।

হাত কয়েক দূরে প্রকাণ্ড চেহারার একটি মানুষ দাঁড়িয়ে গাঁয়ের

লোকদের সঙ্গে পুরো মার্কিন টানে কি যেন বলে যাচ্ছিল। তার হাতে খোলা ম্যাপ, হাত-মুখ নেড়ে সে ম্যাপে কি দেখিয়ে বোঝাতে চাইছিল।

মহিলা নাকী সুরে জিগ্যেস করল, 'ওরা কি বলছে, চাক্?'

লোকটি ঘুরে একটু কাঁধ তুলল। তার পরণে হালকা বাদামী স্যুট। তলায় নীল শার্ট, কাঁধে এক সিনে-ক্যামেরা ঝুলছে।

লোকটি বলল 'কিছু বোঝাতে পারছি না। বোধহয়—'ছুটো ছেলে গুলতি নিয়ে কাড়াকাড়ি করছিল। লোকটি কথা থামিয়ে উঁচু হয়ে বসে পড়ল কাঁধ থেকে ক্যামেরা নামিয়ে। সেই লড়াইরত ছেলেদুটির ছবি তুলতে লাগল।

স্ত্রীলোকটি গাড়ির ভেতর থেকে যেন কাতরে উঠল, 'থাক, দয়া করে ওসব এখন থামাও। বড় রাস্তার খোঁজটা নাও শুধু। কি করে বড় রাস্তায় গিয়ে পড়ব।'

লোকটি ছবি তোলা বন্ধ করে ক্যামেরা খাপে গুটিয়ে গাড়িতে তুললো। ঠাণ্ডা ভাবে বোঝাবার চেষ্টা করে বলল, 'দেখ জেনি, আমি তো চেষ্টা করছি। এখানে লোকসংখ্যা তো মনে হচ্ছে পঁচাত্তরের বেশি হবে না, আর তাও ওদের একজনও কেউ ইংরাজী জানে না।'

'ম্যাপে কী বলছে?' মহিলার গলা ক্রমশঃ চড়া, কড়া হচ্ছিল। 'সেই যে মোড় নিলাম, তাও কতক্ষণ হয়ে গেল কে জানে, তখন তো তুমি পুরো দশ মিনিট ধরে ম্যাপে কি সব দেখলে টেখলে। বললে আমরা ঠিক রাস্তায় আসছি!'

এইসময় এক বুড়ো লোক গাড়ির দিকে দ্রুত এগিয়ে এলো। তাকে সঙ্গে করে নিয়ে আসছিল এক উৎসাহী ছোকরা। গাঁয়ের লোক যারা ছড়িয়ে ছিটিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল, বৃদ্ধটিকে দেখে তারা যেন চঞ্চল হয়ে উঠল। বৃদ্ধ বলল, 'আমি একটু একটু ইংরেজী বলতে পারি। আপনারা কি চান?'

'যাক্…' আমেরিকানটি একগাল হেসে ধুলো পড়া গাড়ির ছাদে মানচিত্রটি মেলে ধরল। 'দেখুন, এই যে রাস্তাটা পাহাড়ের

মুখে গিয়ে পড়েছে দেখতে পাচ্ছেন ? এটা আমাদের অনেক আগেই পেয়ে যাওয়া উচিত ছিল। কিন্তু আমরা পাচ্ছি না। বুঝতে পারছেন ?'

'পারছি। কিন্তু রাস্তা নেই। শুধু হাঁটা পথ। এখন রাস্তা বানাচ্ছে, তবে বহু সময় লাগবে। মনে হয় দুতিন বছরের আগে শেষ হবে না।'

স্ত্রীলোকটি তার স্বামীর দিকে জ্বলন্ত চোখ করে তাকাতে লাগল। দুতিন বছর। অতদিন অপেক্ষা করে এখানেই ফিল্মটা ফুরিয়ে ফেল।'

'অত উতলা হয়ো না জেনী। ম্যাপে এসব কিছু দেখায় নি।'

'ম্যাপ না মাথা। রোদ পড়ে গেছে, আধঘণ্টার মধ্যে অন্ধকার হয়ে থাকে। এই রাস্তায় আবার তিন ঘণ্টা গাড়ি হাঁকিয়ে আমি ফিরে যেতে চাই না। দেখ, এদের হোটেল ফোটেল জলের কল, বিদ্যুৎ এসব আছে কিনা।'

সেই পাকা চুল গোঁফদাড়ি মাথা নেড়ে বলল, হোটেল নেই, 'বিদ্যুৎ নেই।' 'অতি চমৎকার!' মহিলা সীটে এলিয়ে পড়ল, কমপ্যাক্ট বের করে রেগে রেগে গালে পাবডাতে লাগল।

স্বামী বেচারা একটু ইতস্ততঃ করে বলল; 'রাতের জন্য কোথাও একটা ঘর পাওয়া যাবে, জেনী।

'ঘর ?' মহিলা ফটাস করে কমপ্যাক্ট বন্ধ করল। 'আমি একটু খুঁতখুঁত করি বটে কিন্তু আমি জানতে চাই বিছানায় আমাদের কিসের সঙ্গে শুতে হবে! চাক, গাড়িতে এস। চল এখান থেকে।'

'কিন্তু তুমি যে বললে—'

'জানি, কিন্তু যদি ফিরে না যাই, তাহলে রাতে আমাদের এখানে শুতে হবে। দয়া করে তুমি এখন গাড়িতে আসবে ?'

'নিশ্চয়।' আমেরিকানটি সেই বুড়োর হাতে একটা নোট গুঁজে দিয়ে গাড়িতে উঠে স্টিয়ারিং ধরল। পিছিয়ে নিয়ে গাড়ি ঘুরিয়ে ফের চলল পুরনো রাস্তায়। পেছনে ধুলো উড়তে লাগল।

মডেস্টি ব্লেজ কালো চশমা খুলে ফেলে বলল, 'প্রায় মাইল পাঁচেক ...পৌঁছতে আমাদের সন্ধ্যে হল যাবে। গাড়ির আলো জ্বেলো না।'

উইলি গারভিন ঘাড় নাড়ল, 'তোমার কি মনে হয়, নেডিক ঠিক আসবে?'

'মনে তো হয়। ওর ওখান থেকে মাত্র চল্লিশ কিলোমিটার। আর সকালে তো আমরা খবর রেখে এসেছি।'

'বরাত ভালো লোকটা তবু এ তল্লাট জানে।'

'ওকে ছাড়াও আমাদের যেমন করে হোক কাজটা করতে হত, তবে এতে একটু সহজে হবে।'

দিনের শেষ সূর্যের আলোকচ্ছটাও মিলিয়ে যাচ্ছে। উইলি সাবধানে গাড়ি ঘুরিয়ে পাকা রাস্তা থেকে নেমে দণ্ডায়মান সারি সারি গাছের গহনে ঢুকে যেতে লাগল। তারপর গাড়ি থামাল, চাবি বন্ধ করল, ব্রেক কষল। রাস্তা অব্দি হেঁটে গিয়ে গাড়ি এই পথে ঘোরানোর সব চিহ্ন মুছে দিয়ে এলো।

মডেস্টি ততক্ষণে মুখ থেকে মেক আপ তুলে ফেলছিল ক্রীম দিয়ে। উইলি ফিরল। মডেস্টি মাথার স্কার্ফ খুলে ফেলল এবং তার সঙ্গে আটকানো ব্লীচ করা চুলের গোছা। লম্বা হাতা ব্লাউজ এতক্ষণ তার হাত ও কাঁধের আঁটসাঁট তারুণ্যকে ঢেকে রেখেছিল।

উইলি গাড়ির পেছনের ডালা খুলে একটা কেস বার করল। মডেস্টি তার স্কার্ট, ব্রা, মোজা, প্যান্ট সব খুলে ফেলল। প্রত্যেকটা জামাকাপড়ে আমেরিকান ছাপ, উইলি গায়ে যা পরেছিল তাতেও তাই।

সন্ধ্যের আবছা আলোয় বনের মধ্যে মডেস্টি সম্পূর্ণ নগ্ন হয়ে দাঁড়িয়ে রইল, তার কিছুমাত্র দ্বিধা বা অস্বস্তি ছিল না। উইলি ওর হাতে এক জোড়া স্টকিং টাইট তুলে দিল, এই ধরণের জিনিসই ও সাধারণত পরে। একবার সারা শরীরে চোখ চালিয়ে দেখে নিল। তার ওই দেখার মধ্যে এতটুকু লুকোছাপা ছিল না। মডেস্টির শরীরের আদ্যোপান্ত সে ভালো করেই জানে। এরপর কি আছে

কে জানে! সেই সবের সম্মুখীন হওয়ার মতো ওর শারীরিক উপযুক্ততা আছে কিনা সেইটুকুই তখন তার চিন্তা ও বিবেচ্য। দেখার ব্যাপারটাও তাই স্বাধীনভাবে, আপনা থেকেই হয়। মডেস্টিও এতে বহুদিন অভ্যস্ত। এরপরই উইলি খুশী হয়ে ঘাড় নাড়বে।

মডেস্টি স্টকিং টাইট গলিয়ে নিল, উইলি কালো ব্রা দিয়েছিল, সেটাও এঁটে নিল। এবার পরল স্ল্যাকস আর লম্বা হাত শার্ট। সচরাচর কালো পরে এবার পরল সবুজ ছাই রঙের যাতে চট করে চোখে না পড়ে। চৌকো দেওয়া যায়।

উইলিও আদড় হল। আঁটসাঁট শর্টস পরল, হালকা প্লাস্টিকের বকস্-গার্ড নিল। তারপর পাতলা চামড়ার খাপে ভরা দুটো ছুরি ফিতে দিয়ে বুকের ওপর আড়াআড়ি করে বাঁধল। মডেস্টিও স্বাভাবিক ভাবে উইলির মসৃন পেশল শরীরের ওপর চোখ বুলিয়ে দেখে নিল। অবশ্য ঠিক আছে কিনা দেখবার জন্যে ততটা নয়। উইলির শরীরে অদ্ভুত এক বেগ, শক্তি এবং অপরাজেয় কুশলতা আছে। মডেস্টি তাই দেখে আজও অবাক মানে, প্রশংসা না করে পারে না। এবং এ-সবই তার জন্যে, প্রয়োজন হলে উইলি সানন্দে সব কিছু তাকে দিয়ে দিতে পারে।

উইলি শার্ট পরল স্ল্যাকস পরল—মডেস্টির মতোই সবুজ-ছাই রঙের। ওর পাশে বসে বুট পরতে লাগল।

'উইলি···'

'হঁ্যা, প্রিন্সেস?'

'কাল লাঞ্চে সময় আমরা যে যুগোশ্লাভ মদ খেলাম, তোমার মতে সেটা কি মধুকরাকার?'

'ঠিক তা বলা যায় না।' ঘনীভূত অন্ধকারে মডেস্টি উইলির হাসি দেখতে পেল। 'আমার তত স্বাদ-জ্ঞান নেই। তোমার নিজের কী মনে হয়?'

মডেস্টি যেন খুব ভাবছে এমন ভাব করল। তারপর বলল, 'বলা শক্ত। মন্ত্রবিদ্যায় আমার তত হাতযশ নেই।'

উইলি যেন হঠাৎ অবাক হয়ে তাড়াতাড়ি মাথা ঘোরাল, তারপর স্বাভাবিক গলায় বলল, 'না, আমারও মনে হয় নেই।'

মডেস্টি হেসে উঠল এবং ওরা দু'জন গাড়ির পেছন দিকে অন্ধকারে গিয়ে বসল। টিন থেকে মাংস বের করে কাঁটা দিয়ে খেতে লাগল, পাশে জলের বোতলে জল। মাঝে মাঝে ওরা আস্তে আস্তে কথা বলছিল আবার কখনো চুপ করে থাকছিল।

ওরা টারান্টের কথা কিংবা সেই রহস্যজনক মৃত্যু এবং হত্যাকাণ্ডের কথা বলছিল না। কিংবা সমুদ্রে ভাসানো সেই প্লাস্টিক পাত্রের কথা। পুরনো দিনের কথা কিংবা এরপর কী হবে তা নিয়েও ওরা আলোচনা করল না। এই বিপদ বা হাঙ্গামা বাধার মুখেও ওরা সাধারণ খুঁটিনাটি জিনিস নিয়ে কথা বলতে লাগল।

মাঝরাত হয়ে গেল।

মডেস্টি আস্তে আস্তে বলছিল, 'গ্যারেজের লোকেরা ধরতে পারছে না কি হয়েছে! ওরা সব তো ক্ষেপে লাল। ওই ছোট্ট অ্যালিয়া নিয়ে ওদের গর্ব আনন্দের শেষ নেই। কিন্তু ওরা কারবুরেটার, তেল পাম্প সব পরীক্ষা করে দেখেছে। কোথাও একটুও এদিক ওদিক বোঝা যায় নি।'

উইলি কি বলতে যাচ্ছিল, থেমে গিয়ে শার্টের ভেতর হাত চালাল ছুরির জন্যে। মাথাটা একপাশে কাত করল। মডেস্টিও এবার শুনতে পেল।

পা টিপে টিপে কে যেন আসছে গাছের ফাঁকে ফাঁকে। শব্দটা হচ্ছে তাদের বাঁদিকে। মডেস্টি পিস্তলে হাত দিল না। এই অদৃশ্য আগন্তুক যদি কোন শত্রুপক্ষের লোক হয় তাহলে উইলিই ঠিক করতে পারবে। একটুকু শব্দ হবে না, ছুরির বাঁটটা ছুটে যাবে লোকটার মাথা লক্ষ্য করে। মডেস্টি দেখেছে, এইরকম ভাবে ছুরি ছুঁড়ে উইলি লোকের মাথা ঘুরিয়ে দিতে পারে।

সেই অস্পষ্ট পায়ের আওয়াজ থেমে গেল। চাপা শিসের শব্দ এলো দু'বার; উইলি স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে সেই রকম শিসেই জবাব দিল। এটা পুরনো সংকেত।

ওরা উঠে দাঁড়াল। গাছের ফাঁকে যেটুকু আলো গলে পড়ছিল তার ভেতর একটি লোকের ছায়া ফুটল। লোকটি এগিয়ে এলো। তার কাঁধে বাইসাইকেল। গাড়িটা দেখে সে সাইকেলটা এক গাছের গায়ে রাখল।

লোকটির বছর চল্লিশেক বয়স। শক্ত চটের মতো জামাকাপড়। তার ডান হাত কনুয়ের কাছে এসে শেষ হয়ে গেছে। জ্যাকেটের হাতা কেটে পিন করা।

আরো কাছে আসতে মডেস্টি তার পোড়-খাওয়া মুখ দেখতে পেল। শক্ত, চৌকো মুখ, একদিন হয়তো খুবই বিপজ্জনক ছিল, কিন্তু আজ বয়সের সঙ্গে সঙ্গে তাকে শান্ত ঠাণ্ডা করে তুলেছে।

মডেস্টি বলল, 'নেদিক।' তারপর ফরাসীতে কথা বলতে লাগল। 'তোমাকে দেখে খুব ভালো লাগছে।'

'মাদামোয়াজেল,' নেদিক সবিনয়ে অল্প মাথা নোয়াল। তার ওই ছোট্ট একটি কথা মডেস্টির মনে মুহূর্তের আকুলতা সৃষ্টি করল। 'নেটওয়ার্ক'-এর সেই সব দিনগুলোতে ওর হয়ে যারা কাজ করত, তারা ওকে এমনি করে শুধু 'মাদামোয়াজেল' বলেই ডাকত।

নেদিক উইলির দিকে তাকিয়ে বন্ধুসুলভ মাথা নাড়াল।

'কী খবর উইলি?'

মডেস্টি জিজ্ঞেস করল, 'আঙুরের চাষ কিরকম হচ্ছে?'

'ভালোই হচ্ছে, মাদামোযাজেল।'

চার বছর আগে নেটওয়ার্ক-এর এক আলাদা ধরণের অপারেশনে নেডিক দুর্ঘটনার কবলে পড়ে। সেই কাজে কোন লাভের ব্যাপার ছিল না। মরক্কোর এক মাদকদ্রব্যের দলকে ভেঙে গুঁড়িয়ে দেবার ব্যাপার ছিল সেটা। নেডিকের একটা হাত তাতে কাটা যায়। যখন সে উঠে দাঁড়াতে পারল, মডেস্টি তখন তাকে দেশে পাঠিয়ে দেয়। নেডিক আঙুরের চাষ করবে বলেছিল। মডেস্টি তাকে সেইরকম একটা ছোটখাট বন্দোবস্ত করে দেয়। সাতজন পঙ্গু আহত লোকের সঙ্গে তার নামও যুক্ত হল; বিশেষ এক তহবিল থেকে তারা নিয়মিত

ভাতা পেত। সংগঠনের গোড়ার দিকেই সেই তহবিল এই উদ্দেশ্যে গড়ে তোলা হয়েছিল।

'নেডিক, তোমার হাত এখন কেমন?'

'ভালো। খুব চটপট রপ্ত হয়ে যায়, মাদামোয়াজেল।' সেই কঠিন মুখে হাসি ফুটল।

'এখন খুব সুন্দর কৃত্রিম হাতটাত হয়েছে। আমি ব্যবস্থা করতে পারি—'

'তার দরকার নেই মাদামোজেল, ধন্যবাদ। আমি এতেই বেশ সন্তুষ্ট।' বলে নেডিক মডেস্টির দিকে সপ্রশ্নভাবে তাকাল। তার বাড়িতে যে নোট রেখে আসা হয়েছিল, তাতে শুধু বলা হয়েছিল মাঝরাতে ওই জায়গায় মডেস্টির সঙ্গে দেখা করতে।

নেডিক জিগ্যেস করল, 'আমাকে আপনার কোন দরকার ছিল?'

'হ্যাঁ, মজুরদের দলের সঙ্গে ক্রোলি রয়েছে। নতুন রাস্তার কাজ করছে।' এই বলে মডেস্টি পুব দিকে মাথা বাঁকাল।

'ক্রোলি?' নেডিকের চোখ একটু বড় বড় হ'ল।

'হ্যাঁ। তার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করা হয়েছে। এই নতুন রাস্তা এবং এদিককার সম্বন্ধে তুমি কিছু জান?'

'আমি ভালো করেই জানি, মাদামোয়াজেল। প্রত্যেক মাসে ওখানকার ক্যাম্পগুলোতে আমি মদ বিক্রী করি।'

'কুঁড়েঘর না তাঁবু?'

'তাঁবু। রাস্তার কাজ যেমন যেমন এগোবে তাঁবুগুলো সেইমতো তুলে নিয়ে যাওয়াও সুবিধে।'

'জোর পাহারা থাকে বুঝি?'

'খুব। মিলিটারি পাহারা।'

'পায়ে হেঁটে আজ রাতের মধ্যে রাস্তার মুখে পৌঁছুতে কতক্ষণ লাগবে?'

নেডিক একটু ভাবল তারপর কিন্তু কিন্তু করে বলল, 'আগেকার দিনকাল হলে, মাদামোয়াজেল, সাড়ে তিন ঘণ্টা লাগত।'

মডেস্টি হাসল, 'আমরা অত গতরপেষা হয়ে যাইনি, নেডিক। তুমি কি আমাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে যেতে পারবে?'

নেডিক শুধু বলল, 'হ্যাঁ। কিন্তু ক্রোলিকে যদি বের করে নিয়ে আসার ব্যাপার থাকে, আমি তো আর সেই আগেকার মতো নই।' শরীরটা একটু ঝাঁকিয়ে সে তার কাটা হাতটি তুলে দেখাল।

মডেস্টি একটু তীক্ষ্ণভাবেই বলল, 'তুমি রাস্তার মুখ অব্দি পৌঁছে দিয়েই সঙ্গে সঙ্গে ফিরে যাবে, নেডিক। ক্রোলিকে আমরা বের করে নিয়ে আসার আগে তুমি অবশ্যই বাড়ি পৌঁছবে। বুঝেছ?'

'তার মানে···দিনের আলোতেই আপনারা ওকে টেনে আনবেন? কাজের দলের মাঝখান থেকে?' বলে নেডিক তাকিয়ে রইল।

'আমরা দেখেছি, রাস্তাটা ম্যাপে যেভাবে দেখানো রয়েছে, সেই-ভাবে যদি গিয়ে থাকে, তাহলে আমার মনে হয় একটা উপায় বের করা যাবে। চল, গাড়িতে যাওয়া যাক।'

তিনজনেই গাড়িতে সামনের সীট-এ গিয়ে বসল, মাঝখানে নেডিক। মডেস্টি ঢাকা ম্যাপের আলোটা জ্বালল তারপর নিজের হাঁটুর ওপর ম্যাপটা বিছিয়ে দিল। পেন্সিলের একটি রেখা পাহাড়ের গা দিয়ে এঁকেবেঁকে, লিস্-এর উপনদীর আশপাশ দিয়ে চলে গেছে।

নেডিক মাথা নেড়ে ছাইদানি থেকে পোড়া একটি দেশলাইয়ের কাঠি নিল, নদীর পাশ দিয়ে পেন্সিলের রেখা যেখানে গেছে, সেইরকম একটি জায়গায় কাঠির প্রান্তভাগটি স্থাপন করল। 'রাস্তাটা এই অব্দি গেছে, মাদামোয়াজেল। নদীর ওপরপানে পাহাড়ের ঢালুর দিকটা ওরা এখন কাটাকাটি করছে।'

'ভালো।'

'দিনের বেলা আপনারা কি করে ওকে বের করে আনবেন?'

'সেটা নির্ভর করছে। ক্রোলি কি ধরণের কাজ করছে আর জায়গাটা কিরকম সেটা আমাদের দেখতে হবে।'

উইলি বলল, 'কাল রাত পর্যন্ত গাড়িটা কি এখানে ঠিক থাকবে?'

'বরাত জোরে কেউ যদি খোঁজ পেয়ে যায়, উইলি। সড়ক থেকে তুমি দু'শ গজের ফারাকে রয়েছ তার খুব কম মোটর গাড়িই এখান দিয়ে যাতায়াত করে। যায় শুধু গরুর গাড়ি। আমার তো মনে হয় গা-ঢাকা দেবার পক্ষে ভালো জায়গা।'

মডেস্টি ম্যাপটা ভাঁজ করল, আলো নিবিয়ে দিল এবং গাড়ি থেকে নেমে দাঁড়াল। নেভিক তার পিছু পিছু নামল। উইলি গাড়ির পেছন দিকে গিয়ে দুটো হালকা গোছের রাকস্যাক বের করল। 'আশা করি এতে আমরা সব ভরে নিয়েছি। যা-যা আমাদের দরকার হ'তে পারে', এই বলে একটা রাকস্যাক সে মডেস্টির সামনে ধরল। মডেস্টিও সেটা তার হাতের ফাঁকে গলিয়ে নিল।

নেভিক বলল, 'আমাকে দিন মাদামোয়াজেল, আমি নিই।'

'ব্যস্ত হয়ো না। তোমাকে কষ্ট দিতে চাই না।'

এড়িয়ে যাবার পরিষ্কার ইঙ্গিত। 'তা নয়। পুরনো দিনের কথা মনে করে দিন। আমার ভালো লাগবে।'

মডেস্টি বলল, 'উইলি, ওটা ওকে দিয়ে দাও।' বলে নেভিকের দিকে তাকিয়ে আধো আধো হাসল। 'পুরনো দিনের কথা মনে পড়ে তাহলে। কিন্তু রাস্তা দেখিয়েই তুমি চলে আসবে, বুঝলে?'

নেভিক ঘাড় নাড়ল। কিসের আশায় তার চোখ অর্থপূর্ণ হয়ে উঠল। 'বুঝেছি, মাদামোয়াজেল।'

বিকেলের রোদে তখনও উত্তাপ। খালি গায়ে ক্রোলি বিদ্যুত-চলিত বেলচার কন্ট্রোলে বসে ছিল। বেশির ভাগ মজুর শাবল, কোদাল এবং ঠ্যালাগাড়ি নিয়ে কাজে ব্যস্ত ছিল। পাহাড় কাটানো এবং বিদ্যুৎচালিত বেল্‌চার কাজ তখন হয়ে গিয়েছে। সেই পাথুরে জায়গায় তখনও যা-কিছু ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিল, মজুররা সেগুলো পরিষ্কার করছিল। জনা বারো লোক ছিল পাহারায়, তাদের

পরিষ্কার দেখতে পাওয়া যাচ্ছিল। প্রত্যেকের গায়ে ছাই ছাই রংয়ের শার্ট এবং কাঁধে রাইফেল।

পাহাড়ের তলার দিক থেকে কাটা হচ্ছিল, রাস্তাটা এই জায়গায় চওড়া হয়ে উঠেছে। ক্রোলির পেছন দিয়ে রাস্তাটা সোজা চলে গেছে প্রায় একশ' গজ, সেখানে পাহাড়ের এক খাড়া চূড়ো, ওলাকার পাথর কাটার দরুণ মস্ত এক ফাঁক সৃষ্টি করেছে। গাছ কেটে ফেলে একটা কাজচলা সাঁকো বানানো হয়েছে। তার ওপর দিয়ে বিদ্যুৎচালিত বেলচাটিকে সেই গহ্বরের ওপারে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল, কিন্তু সেই ফাঁক ভরাট এবং রাস্তা ঠিক না হলে কোন ট্রাক পেরুতে পারবে না।

ক্রোলি সামনের সরু একটা রাস্তার দিকে তাকিয়ে ছিল। সে যেখানে বসেছিল তার পঞ্চাশ পা দূর দিয়ে রাস্তাটা বেঁকে চোখের আড়াল হয়ে গেছে। ভাসা ভাসা ভাবে ভাবতে চেষ্টা করল, আর ক' শ' টন পাথর ওই ফাঁক ভরাট করতে তাকে ঢালতে হবে।

সমস্ত ব্যাপারটাই খুব ঢিমে, গড়িয়ে গড়িয়ে রাস্তার মুখ পর্যন্ত যাওয়া, সেখানে পাহাড় কাটানোর দরুন পাথরগুলো ভেঙে পড়েছে; কোদালে করে তোলা, তারপর শক্ত করে ধরে নিয়ে সেই ফাঁকের মধ্যে ফেলা। এটা একবার ভরাট করতে পারলে কাজ খুব তাড়াতাড়ি এগোবে, কেননা তখন পাহাড়ের আশপাশ থেকে পাথর খসে পড়লে সোজা নদীর ভেতর ফেলে দেওয়া যাবে। নদীটা গভীর, ক্রোলির ডানদিকে দেড়শ' ফুট নীচ দিয়ে খাড়া নেমে গেছে।

কাজের এই শম্বুক গতি অবশ্য ক্রোলিকে বিচলিত করে না। এখনও ন' বছরের বেশি রয়েছে তার সামনে। এক যদি পালাবার চেষ্টা করতে গিয়ে সে চটপট মারা না যায়। ক্রোলির তেমন কিছু করার ইচ্ছে নেই। মেয়াদ ফুরনো পর্যন্ত সে এইভাবে থাকবে, তারপর গ্রীসে গিয়ে লাসকারিস-এর খোঁজ করবে।

এবং তাকে মেরে ফেলবে।

ক্রোলির বয়স তিরিশের কোঠার শেষ দিকে। মাথার চুল

কালো, শক্তসমর্থ লোক। এক সময় তার খুব মাথা-গরম ছিল কিন্তু সেই ক'টা বছর পেছনে ফিরে তাকালে মনে হয় জীবনে সেইগুলোই সেরা দিন। কত কি শেখানো, কতরকম বকাবকি করা। চরম বিপদ এবং ভয়ংকর কার্যকলাপের মুহূর্তেও কি করে মনের স্থৈর্য রাখতে হয়, সে বিষয়ে উৎসাহ দেওয়া। একজন গ্রীকের পক্ষে এসব অদ্ভুত শিক্ষা, আরো অদ্ভুত এইজন্যে যে, তার গুরু ছিল একটি স্ত্রীলোক।

এখন মনের দিক থেকে সে শান্ত এবং আচার ব্যবহারে অনেকটা স্বাভাবিক। এখন আর সে ঘৃণা পুষে চলে না কিংবা তার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতার জন্যে দুশ্চিন্তা ও করতে বসে না। কোনরকম ভাবনা চিন্তা না করে সে শুধু এইটুকু জানে যে, সময় এলে লাসকারিসকে সে খুন করবে। করবে সহজ ন্যায়বিচারের জন্যে এবং নিজে বাঁচতে।

সামনের রাস্তা যেখানে মোড় নিয়েছে তার ওপার থেকে বিস্ফোরণের আওয়াজ এলো এবং গড়গড় করে পাথর গড়িয়ে পড়ল। ইঞ্জিনীয়ার লোকটি এগিয়ে সেই বাঁকের ওপারে অদৃশ্য হয়ে গেল। কয়েক মিনিট পরে আবার তাকে দেখা গেল। সংকেতের ভঙ্গীতে হাত নেড়ে সে এগিয়ে এলো।

ক্রোলি বিদ্যুত চালিত সচল বেলচাটির ইঞ্জিনে স্টার্ট দিয়ে পাথর-টাথর গুঁড়ো করে এগলো। তার বাঁ দিকে খাড়া হয়ে দেওয়াল উঠেছে। রাস্তার পাশাপাশি চল্লিশ ফিট পর্যন্ত একটা সরু গরু-ছাগল-চরা পথ তৈরী হয়েছে। ক্রোলি ওই পথটার কথা একবার ভেবেছিল, কিন্তু বেশিক্ষণের জন্যে নয়।

ওখানে সবসময় একজন পাহারা থাকে, টহল দেয়। পাহারা কোন মতে এড়ালেও, বেশিক্ষণের জন্যে পালানো যাবে না। একে তো বিদেশী, তারপর পরণে বন্দীদের জামাকাপড়, শার্টের গায়ে ছাপ্পা, সঙ্গে খাবার দাবার নেই, বন্ধুবান্ধব নেই—এ তল্লাট ছেড়ে বেরুবার কোন উপায় নেই, এই দেশ থেকে বেরুতে পারা তো দূরের কথা।

ইঞ্জিনীয়ার ক্রোলির দিকে হাত নেড়েই যাচ্ছিল। ক্রোলি সাবধানে বিদ্যুত চালিত বেল্‌চাকে রাস্তার বাঁক পর্যন্ত নিয়ে এলো, দেখল তিরিশ পা তফাতে নতুন সব পাথর ভেঙে পড়েছে। সেই পযন্ত এগিয়ে সে থামল। তারপর কোঁচাটি লম্বা হাত বাড়িয়ে পাথরগুলো তুলে নিতে লাগল।

হঠাৎ ক্রোলির চোখের এক কোণে কি যেন চকচক করে উঠল এবং সেই সঙ্গে অস্পষ্ট একটি শব্দ; ইঞ্জিনের আওয়াজ ছাপিয়ে বলতে গেলে তা শোনা-ই যায় না। ক্রোলি তলার দিকে তাকাল।

একটা ছুরি তখনও তার পায়ের কাছে কাঠের ওপরে বিঁধে কাঁপছিল। কালো, টোল-খাওয়া হাড়ের বাঁট; ছুরির ফলা আর হাতলের জোড়ের মুখ সরু পিতল দিয়ে বাঁধানো। খুব পাতলা, ভাঁজকরা একটুকরো কাগজ বাঁটের তলার দিকে রবার ব্যাণ্ড দিয়ে জড়িয়ে আট্‌কানো।

হাজার জিনিসের মাঝখানেও ক্রোলি এ-ছুরি ঠিক চিনতে পারত।

কিছুই যেন হয়নি এইভাবে সে ঘাড় ঘুরিয়ে রাস্তার দিকে তাকাল। বাঁকের মুখ পর্যন্ত রাস্তা খালি। ওপর পানে সে সরু পায়ে চলা পথটা দেখল। রক্ষী যে-লোকটা টহল দিচ্ছিল তার কাঁধ মাথা মাঝে মাঝে দেখা যেত, কিন্তু এখন আর কাউকে দেখা যাচ্ছে না।

ক্রোলি ছুরিটা এক হ্যাঁচকায় কাঠ থেকে টেনে তুলে কাগজের চিরকুটটা গলিয়ে নিল। তেলচিটে একটা ন্যাকড়া পড়েছিল, সেটাতে ছুরিটা সে সাবধানে মুড়ে নিল, প্যাণ্টের একটা পা গুটিয়ে লম্বা গরম মোজার ভেতর ছুরিটা শক্ত করে ঢুকিয়ে রাখল।

এক হাতে সে চিরকুটটার ভাঁজ খুলল। ফরাসীতে লেখা পঞ্চাশটি শব্দের বেশি নয়। প্রত্যেকটি কথাই জরুরী। ক্রোলি হাতের লেখা চিনতে পেরেছিল।

চিরকুটটা ছিঁড়ে গোল করে পাকিয়ে, তলায় নদীর দিকে ছুঁড়ে

দিল। এখন তার দু হাতই বিদ্যুত-চালিত বেল্‌চার কণ্ট্রোলে. আবার সে রাস্তা ধরে ফিরতে লাগল। যেতে যেতে অন্যান্য বন্দী এক টহলদার পাহারাকে পেরুতে হ'ল। বেশির ভাগ বন্দীরই খালি গা। বন্দীদের গায়ে পুরু ছাই-ছাই রঙের শার্ট এবং আর গাঢ় ছাই রঙের চুড়োদার টুপি। সার্জেন্ট লোকটা ঘড়ি দেখছিল আর আধঘন্টা, তারপরেই এদিনের মতো কাজ খতম। বন্দীদের সারবেঁধে দাঁড়াতে হবে, তাদের গোনা হবে, ওই কাজচলা সাঁকোর ওপর দিয়ে তারা কুচকাওয়াজ করে তাবুর দিকে যাবে। রাস্তা থেকে সেটা মাইলখানেক।

বাঁকের মুখ পেরুবার সময় ক্রোলি একবার পেছন ফিরে তাকাল। কোন গার্ড তাকে অনুসরণ করছে না। পঞ্চাশ পা-র মধ্যে কোন বন্দীও নেই। সে তার একটা হাত তুলল, তার ধুলো ভরা চুলের ওপর দিয়ে আস্তে আস্তে চালাল; ভঙ্গীটা খুবই ইচ্ছাকৃত এবং স্পষ্ট।

সেই ছাগল-চরা সরু রাস্তার প্রান্ত থেকে নাইলনের পাকানো একটা দড়ি সাপের মতো খসে পড়ল। ক্রোলি মাথা তুলে দেখল না। সে মনে মনে হিসেব করছিল কোন দিকে যাচ্ছে; তার স্পীডের দিকে সে নজর রাখছিল আর একটু একটু করে ডান দিক পানে সরছিল, কিনারার দিকে।

যখন বুঝল ঠিক আছে, তখন সে সীট থেকে নেমে জোরে ছুটতে লাগল, সেই ধীর গতির বিদ্যুত চালিত বেলচাকে সে ছাড়িয়ে গেল দড়িটা খাড়া দেওয়ালের গা দিয়ে ঝুলছিল, দড়িটার শেষে একটা ফাঁস। মাটি থেকে আঠারো ইঞ্চি ওপরে সেই ফাঁসটা। আরেকটা ফাঁস কাঁধ বরাবর উঁচু। সে এক পা তলার ফাঁকে দিল আর দু হাত দিয়ে ওপরের ফাঁস জড়িয়ে ধরল।

একটু নেমে দড়িটা ওপর দিকে উঠতে লাগল। ওপরের সরু রাস্তাটা তো দু'মিটারের বেশি চওড়া নয়। এমন জায়গাও নেই যে দড়িটা নিয়ে কেউ ছুটতে পারে, অথচ তাকে কি তাড়াতাড়ি

নম্পণভাবে টেনে তোলা হচ্ছে। ক্রোলি অবাক হচ্ছিল। সে একবার নীচের দিকে তাকাল।

বিদ্যুত চালিত বেলচা তখন পাথরের স্তূপের প্রায় কাছাকাছি গ য়ে পৌঁচেছে। ইঞ্জিনের মুখ সে ডানদিকের রাস্তা-ববাবর ঘুবিয়ে সছিল। বিদ্যুত চালিত বেলচা কিনারায় এসে টক্কব খেয়ে পড়ল। ক্রোলি মস্ত হাঁ কবে এক বিরাট ভয়ার্ত চিৎকার করে উঠল।

বিদ্যুত চালিত বেলচা গোঁ-গোঁ শব্দে অদৃশ্য হয়ে গেল এবং এক সেকেণ্ড পরে তলাকার নদী থেকে ঝপাং করে প্রচণ্ড এক আওয়াজ উঠল।

উপরে উঠতে ক্রোলির আব মোটে ছ ফিট বাকি ছিল। তখন সে দেখতে পেল, পাহাড়ের প্রান্তে দাড়িব আগায় শক্ত চামড়াব এক ফাঁটি, যাতে দড়ি খসে না যায়।

তার মাথা যেই খাড়া দেওয়াল ছাড়াল, তখুনি সে মডেস্টি ব্লেসকে দেখতে পেল। সে মুখ নীচু করে শুয়েছিল, তার ডান পা ঢালের দিকে। বাঁ হাত পাথরের খাঁজে ঢোকানো, শরীর মাটির সঙ্গে শক্ত হয়ে রয়েছে। ডান কনুইয়ের সঙ্গে চামড়ার জোর দিয়ে মোট্ট একটা কপিকল আটকানো। তার মুখ পরিশ্রমে টানটান।

নাইলনের দড়ি কপিকলের ভেতর দিয়ে গলে ডানদিকে সেই সরু রাস্তাটা ধরে গেছে। সেখানে, চল্লিশ ফীট দূরে উইলি গারভিন দাঁড়িয়ে। দড়িটাকে সে নিজের কোমরে পেঁচিয়ে কাঁধের ওপর দিয়ে চালিয়ে দিয়েছে। মডেস্টির দিকে চোখ রেখে সমানে সজোরে দড়ি টেনে চলেছে।

ক্রোলিব মাথা, ঘাড় দেখা যাবার পর সে থামল। ক্রোলি উঠে লাপ ছাড়ল মডেস্টির পাশে গড়িয়ে চিৎপাত হয়ে পড়ল। ঘাড় ঘুরিয়ে একবার দেখল মডেস্টির মুখ। সে জোরে জোরে নিশ্বাস ফেলছে। এক চোখ বন্ধ করে ক্রোলিকে অভ্যর্থনা জানাল। ক্রোলি সামান্য ঘাড় নেড়ে তার জবাব দিল, কিন্তু তার চোখ অনেক কথা বলছিল।

তলার থেকে চেঁচামেচি এবং জুতো পায়ে ছুটোছুটির আওয়াজ আসছিল। ক্রোলিকে তুলে চটপট চোখের আড়াল করে ফেল দরকার। ক্রোলি এখন ওদের ভাষা ভালোই বোঝে, সে মন দিয়ে ওদের কথা শুনতে চেষ্টা করছিল।

মাদামোয়াজেল তার দিকে সপ্রশ্ন ভুরু তুলল। ক্রোলি আবা প্রায় দুর্বোধ্যভাবে ঘাড় নাড়ল। রক্ষীদের কোনরকম সন্দেহ হয় নি। শুধু সার্জেন্টের আসল ভাবনা বিদ্যুৎ চালিত বেল্‌চা নিয়ে এমন একটা বিরক্তিকর ক্ষতি। জল থেকে উদ্ধার যদি সম্ভবও হয় তাতে অনেকদিন লেগে যাবে, আর এর জায়গায় নতুন একটা আনাতে আরও সময় লাগবে।

একটা জিনিস ক্রোলিকে ভাবিত করল। উইলি তখন চিৎপাৎ হয়ে শুয়ে ছিল উইলির দিকে সে তাকাল, তারপর ঘাড় ঘুরিয়ে সরু পথটাকে দেখে নিল। টহলদার রক্ষীটি কয়েক গজ তফাতে হাত পা ছড়িয়ে পড়ে রয়েছে, জ্ঞান নেই। ক্রোলি দেখতে পাচ্ছিল লোকটার কাণের পাশ দিয়ে ক্ষীণ রক্তের ধারা গড়িয়ে আসছে।

ভালো হ'ল না। লোকটার হুঁশ ফিরলে কিংবা তাকে কেউ খুঁজতে এলে এই চালাকি হয়তো ধরা পড়ে যাবে।

ক্রোলি ফের মডেস্টির দিকে তাকাল। মডেস্টি বুঝতে পারল ক্রোলি কি ভাবছে। তারপর সে মৃদু হাসল, এবং ঘাড় নেড়ে তাকে নিশ্চিন্ত করতে চাইল।

বাঁচা গেল। ক্রোলি অতশত বোঝে না, কিন্তু মাদামোয়াজেল যখন বলেছে ঠিক আছে, তখন সে তাতেই খুশি।

উইলি ততক্ষণে দড়িটা পাকাতে আরম্ভ করেছে। মডেস্টি হাত থেকে চামড়ার বাঁধনটা খুলবার চেষ্টা করছিল। ক্রোলি তার বাঁ হাতের আঙুলে রক্ত দেখল। সে গড়িয়ে মডেস্টির পাশে গেল। চামড়ার বাঁধনটা খুলে সাবধানে নিজের পকেটে রাখল। মডেস্টি ইশারা করল, তারপর সাপের মতো এঁকেবেঁকে উইলির দিকে যেতে লাগল। ক্রোলি চলল তার পিছু পিছু।

তিন মিনিট পরে তারা পাহাড়ের বাঁকের মুখে এলো। গুঁড়ি মেরে মেরে তাদের এগোতে হচ্ছিল। তারা এখন পরস্পরের কাছাকাছি, উইলি আগে আগে। কেউ কথা বলছিল না।

ক্রোলির মন আনন্দে ভরে উঠেছিল। এর সঙ্গে পালানোর কোন যোগ নেই। পুরনো দিনের স্মৃতি তার মনকে আকুল করছিল। মাদামোযাজেল আছে, উইলি আছে। আজেবাজে প্রশ্ন নেই, তর্কাতর্কি নেই। সবকিছু নিয়মমাফিক, দক্ষ এবং উদ্দেশ্যপূর্ণ।

ক্রোলি ভেবে অবাক হচ্ছিল, এরা কেন তার জন্যে এলো। 'দি নেটওয়ার্ক' কতকগুলো উৎসর্গীকৃত-প্রাণ লোকের তৈরি পরোপকার করার প্রতিষ্ঠান নয়। একে চালানো অত্যন্ত কঠিন এবং বিপজ্জনক। সেদিন যে-মেয়ে এই সংস্থা পরিচালনা করত তার বন্য জন্তু বশ করার মতো ক্ষমতা দরকার করত। ক্রোলি তার একান্ত প্রিয় পার্শ্বচর ছিল; সামান্য ক'জন লোক যারা তার কাছাকাছি ছি... তাদের একজন। কিছু বিশ্বস্ত লোকের প্রচণ্ড আনুগত্য ছিল তার প্রতি। বেশির ভাগ যারা ছিঁচকে অপরাধ করত তাদের মধ্যে এরকম জিনিস ছিল না।

মডেস্টি আর উইলি যে আজ তার জন্যে এসেছে এটা শুধু পুরনো দিনের কথা মনে করেই নয়। ক্রোলি তা জানত, জেনে আপত্তি করে নি। মডেস্টি যখন 'দি নেটওয়ার্ক' ভাগ করে ছেড়ে দেয়, তখন সে যথেষ্ট পরিষ্কার করেই বলেছিল।

ক্রোলি, তুমি এখনো ব্রাঞ্চটা নিতে পার', ট্যাঞ্জিয়ারে 'দি মাউন্টেন' নামে বাড়িতে গরমকালের একটা দিনে মডেস্টি তাকে একথা বলেছিল, তার মনে আছে। 'আমি জানি না, গত ক'বছর তুমি কত টাকা জমিয়েছ, কিন্তু তুমি যদি স্থিতু হতে চাও তাহলে এর বদলে আমি তোমাকে বারো হাজার ডলার দেব।'

'আমার মনে হয়, এক্ষুনি স্থিতু হ'তে আমার ভালো লাগবে না আর ক'বছর পরে।'

'ঠিক আছে। আমি তোমাকে উপদেশ দিচ্ছি না। তুমি এখন মস্ত লায়েক, ক্রোলি। কিন্তু আমি তোমার পেছনে আর থাকব না। তুমি যদি কোন গোলমালে পড়, আমি কিন্তু জানি না।'

'বুঝেছি, মাদামোয়াজেল।' ক্রোলি মৃদু হেসেছিল। 'আমি বহু কিছু শিখেছি, আমি খুব হুঁশিয়ার থাকব।'

সম্মতিতে একটু ঘাড় নাড়ল মডেস্টি, 'আমি তোমায় উপদেশ দিতে চাইছি না, শুধু এইটুক বলব—লোভ ক'রো না। বেশিদিন আটকে থেকো না।'

'মনে রাখব, মাদামোয়াজেল। ধন্যবাদ।'

মডেস্টি একটু বিরক্ত মুখে জানলার বাইরে তাকিয়েছিল। ঢালু হয়ে নেমে যাওয়া সবুজ প্রান্তর, তারপর সমুদ্রের শান্ত, নীল জল। 'ক্রোলি তুমি ছিলে এক বুদ্ধু অপরাধী, আমি তোমাকে চালাক-চতুর বানিয়েছি। ধন্যবাদ যদি দিতে চাও, আমায় একটু অনুগ্রহ করো। পরিষ্কার কাজকমে থেকো, নোংরা জিনিস থেকে দূরে থেকো।

ক্রোলি তার প্রতিজ্ঞা রেখেছিল। লাসকারিস নোংরা কুড়িয়ে তাড়াতাড়ি বড়লোক হ'তে চেয়েছিল। সে-ই তার সঙ্গে বিশ্বাস-ঘাতকতা করে। কিন্তু ক্রোলি এ ও জানে, মাদামোয়াজেল এবং উইলি আজ সেইজন্যে আসেনি।

পথ এঁকেবেঁকে উপরে উঠেছে, পা টিপে-টিপে সে ওদের অনুসরণ করছিল আর ভাবছিল। দশ মিনিট পরে উইলি এক চওড়া খাতের কাছে পৌঁছুল, তাতে উঁচু দেওয়াল। খাতটা সরু হয়ে ডান দিকে বেঁকে গেছে তারপর হঠাৎ এক জায়গায় শেষ হয়ে গেছে। হাল্কা দুটো রাকস্যাক ঘনায়মান ছায়ার মধ্যে মাটিতে পড়েছিল।

উইলি পাকানো দড়িটা ফেলে দিয়ে ক্রোলির দিকে তাকিয়ে হাসল, ফরাসীতে বলল, 'মরতে কেমন লাগে?'

'ভালো, উইলি। অনেক ধন্যবাদ।' তারপর মডেস্টিকে, 'মাদামোয়াজেল, ওরা যখন গার্ডটাকে দেখতে পাবে...?' তার

চোখে কোন উদ্‌বেগ নেই, শুধু সবিনয় জিজ্ঞাসা। মডেস্টি উইলির দিকে তাকাল। উইলি তখন শার্টের তলা থেকে লম্বা এক ফালি নরম চামড়া বার করেছে। তার দু'দিকে দুটো ফিতে। গুল্‌তি একটা।

সে বলল, 'মাত্র গত বছর থেকে এই নিয়ে চেষ্টা শুরু করেছি। এটা দিয়ে এখন একটা পাখিকে নামানো যায়। সীসের গুলি হ'লে সবচেয়ে ভালো, কিন্তু গার্ডটার বেলায় সীসের গুলি ব্যবহার করা যায়নি। গায়ে লেগে পড়ে যেতে পারে, কেউ দেখে ফেলুক সেটা আমি চাইনি।'

'পাথর?' ক্রোলি বলল। 'লোকটা মারা গেছে?'

উইলি খানিকটা বিরক্ত হয়ে মাথা নাড়ল। 'মোম মাখানো মাটির দু' ইঞ্চি দুটো গুলি। ভাবি, কিন্তু জোরে লাগলে ভেঙে যায়। শুধু ওকে ঘুম পাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে।'

'কিন্তু যখন জ্ঞান ফিরবে?'

মডেস্টি বলল, 'শেষ বিস্ফোরণের পর যখন পাথরটাথর ঠিকরে পড়েছিল, তার এক সেকেণ্ড পরে উইলি লোকটাকে কাত করেছে। ওর সব ইঞ্জিনীয়ারদের ওপরই গোসা হবে। মাথার যন্ত্রণার জন্যে ওরাই দায়ী! বাস্‌, এইটুকুই যা বুঝবে।'

'আহ!' ক্রোলি বুঝতে পেরে মাথা নাড়ল।

মডেস্টি বসে তাকে বসতে ইশারা করল। তাকে একটা সিগারেট দিয়ে, নিজে নিয়ে, প্যাকেটটা উইলির দিকে ছুঁড়ে দিল।

'রোদ পড়ে যাবার পরও আমরা এক ঘণ্টা থাকব,' সে বলল। তারপর শৈলশিরার এই টিলাটা পেরুব। তিনঘণ্টা ক্রোলি, তারপর আমাদের গাড়ি যেখানে অপেক্ষা করছে, সেখানে গিয়ে পৌঁছুব। আমার কাছে খুব ভালো জাল করা পাসপোর্ট, জামাকাপড় সাজ-সরঞ্জাম রয়েছে। আমরা আমেরিকান টুরিস্ট আর তুমি ফরাসী ক্যাম্পার, যাচ্ছ এথেন্স। আমরা তোমাকে লিফ্‌ট দিচ্ছি। বর্ডার পেরিয়ে আমরা গ্রীসে ঢুকব।'

• ক্রোলি মন দিয়ে শুনছিল। আর ভাবছিল, মডেস্টি বদলায়নি সব সময় সে এইভাবেই বলে এসেছে।

'ধন্যবাদ, মাদামোয়াজেল।' প্যান্টের একটা পা তুলে ক্রোলি সেই লেদচিটে কাপড়ে জড়ানো ছুরিটা বের করল। 'উইলি, তোমায় ধন্যবাদ।' এই বলে ছুরিটা সে ছুঁড়ে দিল, উইলি হাতলটা ধরে ফেলে নিজের শার্টের তলায় খাপের ভেতর ঢুকিয়ে ফেলল।

ক্রোলি বলল, 'লাসকারিসকে মারতে আমি নিজের ছুরি ব্যবহার করব।'

মডেস্টি আকাশের দিকে তাকাল। গোধূলির প্রথম আভাস আকাশের নীলকে কালো করে তুলছে। ধীরে ধীরে সে বলল, 'লাসকারিসকে মারার কথা আরেকবার ভেবে দেখ। প্রতিশোধ ব্যাপারটাই অত্যন্ত বাজে, ক্রোলি।'

'একজন গ্রীকের কাছে নয়, মাদামোয়াজেল। কিন্তু সেজন্যে আমি এটা করছি না। লাসকারিস যখন জানবে আমি ছাড়া পেয়েছি, তখন সে ভয় পাবে। আমি যদি তাকে আগে না মারি, সে আমাকে নিশ্চয়ই মারবে।'

মডেস্টি উইলির দিকে তাকাল। উইলি ছোট করে কাঁধ ঝাঁকাল ওরা দু'জনেই বুঝতে পারছিল, ক্রোলি যা বলছে তা সত্যি।

মডেস্টি বলল, 'তাহলে ও জানতে পারার আগেই সেরে ফেল কিন্তু ক্রোলি আমরা তোমাকে এইজন্যে বের করে আনিনি।

'জানি।' সে তার দিকে সপ্রশ্নভাবে তাকাল।

'আমি একটা নাম জানতে চাই। মাস সাতেক আগে তোমার কাছে যে লোকটি কোন এক হত্যার ব্যাপারে এসেছিল, কাউকে খুন করাতে চেয়েছিল সে। তার পেছনে কে ছিল, কোন্ লোক?'

'হ্যাঁ। পুলিস আমাকে একথা জিগ্যেস করেছিল। আমি তাদের বলিনি।'

চোখে তার একটুখানি কৌতূহলের রেখা ফুটে উঠল। 'আপনারা কি··· আবার কারবারে নেমেছেন, মাদামোয়াজেল?'

'না।'

ক্রোলি অপেক্ষা করল, কিন্তু মডেস্টি আর কিছু বলল না; তার কৌতূহল নিবৃত্ত করা হবে না। একটু দুঃখ পেল, কিন্তু তার জন্যে গ্লানি হ'ল না। 'দি নেটওয়ার্ক' ভাগ হয়ে যাবার পর মডেস্টি ব্লেজ এবং উইলি গারভিন সম্বন্ধে সে অদ্ভুত সব কথা শুনেছে। এখন স্বচক্ষে আবার ওদের দেখল। ক্ষমতা ওদের একটুও কমেনি, ধার পড়ে যায়নি। পুরনো কারবারে হয়তো নেই, কিন্তু কিছু না কিছু কারবারে ওরা রয়েছে।

ক্রোলি তার সিগারেটে টান দিল, তারপর গলগল করে ধোঁয়া ছাড়ল। 'লোকটার নাম জ্যাক উইস,' সে বলল।

১০

স্টিফেন কোলিয়েরের হাতের ড্রিংক নামিয়ে রেখে বলল, 'সাহায্য করতে পারব কিনা, আমি নিশ্চয় করে কিছু বলতে পারছি না।'

বোকার বলল, 'লুসিফারকে নিয়ে তুমি অলৌকিক কিছু করতে পারবে না, কিন্তু তুমি আমাদের সাহায্য করতে পার কোলিয়ের। তাছাড়া, লুসিফার তোমার গবেষণার বিষয়ও বটে।'

কোলিয়ের বলল, 'প্যারানোইয়া রোগগ্রস্ত লোককে পর্যবেক্ষণ করা আমার পক্ষে সহজ নয়।'

বোকার সায় দিয়ে বলল, 'ঠিক এক্ষুণি নয়। আমরা যা চাই ওকে দিয়ে তা করবার উপায় বের করতে হবে। ওর বিশ্বাস ও শয়তান। সেই ধারণাকে বজায় রাখতে হবে।'

'কেন তা করতে চাও?' কোলিয়ের জিগ্যেস করল। 'আমি ভেবেছিলাম, তোমাদের আসল উদ্দেশ্য ওকে সুস্থ করে তোলা।'

বোকার ঘাড় নাড়ল এবং চেয়ারে ঠিকঠাক হয়ে বসল। 'প্যারানোইয়া সম্বন্ধে তুমি কি জান?'

'যৎসামান্য। বড়রকমের ভ্রান্তিবিলাস, তাই না?'

'সোজা কথায় বললে, হ্যাঁ, তাই। কিছু কিছু লোক নিজেদের ভাবে নেপোলিয়ান বা হিটলার কিংবা রাণী এলিজাবেথ। ভুল হ'ল। তারা শুধু ভাবে না। তারা জানে তারা নেপোলিয়ান কিংবা আর কেউ। লুসিফার জানে, সে—লুসিফার, শয়তান, অন্ধকারের রাজকুমার।'

'শয়তানের ওপর ঝোক কেন?'

বোকার রোদের দিকে তাকিয়ে চোখ বুজল এবং হাত দু'টো মাথার পেছনে রাখল। 'লুসিফার হচ্ছে সেফের ভাইপো এবং পোষ্য।' সে বলতে লাগল, 'পঁচিশ বছর বয়স। যখন ওর কুড়ি বছর বয়স, তখন ও [illegible] পড়াশোনা করছে। অবশ্য আমি তখন ওকে চিনতুম না। কিন্তু বাইরে থেকে বোঝা যায় ছেলেটা মনে-প্রাণে খুব আগ্রহী, আন্তরিক ধরণের ছিল।

বোকার এখন অনেকটা স্বস্তি পেল। কারণ এই মুহূর্তে মিথ্যে কথা বলার দরকার হচ্ছে না। লুসিফারের সঙ্গে সেফের সম্পর্কের ব্যাপারটা ছাড়া বাদবাকি কথাগুলো সত্যি।

'তারপর মনে-প্রাণে আন্তরিক এই ছেলেটার জীবনে একটা ঘটনা ঘটল। বোকার বলে চলল। 'একটি মেয়ে তার ওপর মোহিনী মায়া বিস্তার করল। এটা ঘটলো খুব আকস্মিকভাবে সময়, স্থান, পরিবেশ—বুঝলে, সব এমনভাবে ঠিক-ঠিক মিলে গেল, অনেকটা মনের গল্পের মতো।'

কোলিয়ের গম্ভীর মুখে বলল, 'নাকি লুসিফারই মেয়েটিকে ফুসলেছিল?'

'এসব ব্যাপার সব সময় দু'তরফা হয়,' বোকার খানিকক্ষণ অধীর হয়ে বলল। 'সোজা কথা হচ্ছে, আমাদের তরুণ বন্ধুটি একটি মেয়ের সঙ্গে লিপ্ত হয়। তাতে অনুশোচনা আসে; এক্ষেত্রে

অনুশোচনার বহর সাংঘাতক। একদম ভেঙে পড়ে। তার থেকে প্যারানোইয়ায় দাঁড়ায়, ওর বদ্ধমূল ধারণা হয়, ও-ই সব পাপের উৎস। সুতরাং শেষ পর্যন্ত ওকেই শয়তান হতে হয়।'

সমুদ্রে নীল ছাইছাই রঙের ঢেউ উঠছিল, কোলিয়ের সেদিকে তাকিয়ে বলল, 'বুঝলাম, কিন্তু ওর এই ভ্রান্তিবিলাসের সঙ্গে স্বাভাবিক পৃথিবীকে খাপ খাওয়ায় কী করে?'

বোকার বলল, 'নিজের ভ্রান্তিবিলাস ও এমনভাবে সাজিয়েছে যাতে সবকিছু থাকে তার মধ্যে। যা কিছু ঘটে তারই যুক্তিসঙ্গত ব্যাখ্যা ও দিতে পারে। ওকে বুঝতে হ'লে, ওর দৃষ্টিভঙ্গীটা তোমার জানা দরকার। এই পৃথিবীটা হচ্ছে নরক অথবা আধা নরক এ-ধারণাটা নতুন কিছু নয়। বার্নার্ড শ ই বোধহয়—এরকম এক ধারণা দিয়েছিলেন যে, পৃথিবীটা আদতে নরক, অন্য গ্রহ থেকে মানুষকে এখানে পাঠানো হয়েছে।'

কোলিয়ের হেলান দিয়ে বসল এবং একটু অপ্রতিভভাবে হেসে এমন যেন অসহায়ভাবে বলল, 'ভয়ে মন আমার চমকে উঠছে, বোকার। উদ্ভট কথাটা ব্যবহার করতে আমি ইতস্তত: করছি, কিন্তু—'

'কেন ব্যবহার করছ না? লুসিফার নিজের তৈরী কল্পনার উদ্ভট জগতে বাস করে। ও তো প্যারানোইয়াক।'

'আমি তোমাকে অবিশ্বাস করতে চাইছি না। কিন্তু এতে রপ্ত হতে একটু সময় লাগে বৈকি!'

'জানি। তাই আমি বলছি সব সময় জিনিসটা খুব ধীরে সুস্থে নাও। লুসিফারকে ভালো করে পর্যবেক্ষণ কর; কাজ শুরু করার আগে সমস্ত ব্যাপারটা বুঝে নাও।'

'হ্যাঁ।' কোলিয়ের বাইরে সমুদ্রের দিকে তাকিয়েছিল। এবার ও ঘুরে সোজাসুজি বোকারের দিকে তাকাল। 'আমি ধরে নিচ্ছি ছেলেটিকে তুমি সারাতে পারছ না। কিন্তু ওর মাথার ও মনের অদ্ভুত কল্পনা-প্রবণতা যাতে আরো বাড়ে, জোরদার হয় সে-বিষয়ে তুমি আমাকে সাহায্য করতে বলছ কেন?'

বোকার ঠোঁট কামড়াল। এখানটাই সবচেয়ে কঠিন। বলল, 'আমি তোমাকে খোলাখুলি বলি। লুসিফার হচ্ছে আমাদের অন্নদাতা। বছর খানেক, বছর দুয়েক আগে সেফেরা ছিল একদম কপর্দক শূন্য। আমিও তাই ছিলাম। তার কারণটা বোধহয় তুমি শুনে থাকবে।'

কোলিয়ের শুক্‌নো গলায় বলল, 'কপর্দক শূন্য লোকেরা এইরকম পাড়ায়, এইরকম বাড়ি ভাড়া করে থাকে না।'

'না। আমি বছর খানেক বা তার আগেকার কথা বলছিলাম', বোকার খুব অকপট সারল্যের ভাব দেখাতে চাইল। 'শুধু লুসিফারের জন্যেই নয়, সেটা বেশ জরুরী আমাদের নিজেদের জন্যেও। সেফেদের যখন মোটে টাকা পয়সা ছিল না, ছেলেটিকে তখন বেশির ভাগ সময় হাসপাতালে রাখতে রাখতে হত। এখন সে অবশ্য ভালো আছে। এটা সম্ভব হয়েছে ওর ওই অতিরিক্ত কল্পনা প্রবণতার জন্যে।'

কোলিয়ের অবাক হয়ে তাকাল। 'ফুটবলে কিংবা রেসে কে বাজী জিতবে তা নিশ্চয়ই বলে দিতে পারে না, ওর ওই উদ্ভট কল্পনা শক্তি দিয়ে?'

'না।' বোকার কাঁধ বাঁকাল। 'সে সব চেষ্টা আমরা করে দেখেছি কিন্তু ওগুলো পারে না। কিংবা করবে না। কেন, তা জানিনা।'

'একটা কারণ আমার মনে হচ্ছে।' কোলিয়ের-এর রোগা কোণাচে মুখ চিন্তাপূর্ণ দেখাল। 'ওর অতীন্দ্রিয় ক্ষমতা সম্ভবত ওর ভ্রান্তি-বিলাসের সঙ্গে এক সুরে বাঁধা। তাই যদি হয়, তাহলে আমার মনে হয়, মৃত্যু সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করার দিকেই ওর ঝোঁকটা হবে বেশি।'

'আহ্...' বোকার নিজের অস্বস্তি লুকোতে চোখ রগড়াতে লাগল, পাছে ধরা পড়ে যায়। কোলিয়ের লোকটা যথেষ্ট তীক্ষ্ণবুদ্ধি। একে খুব সাবধানে নাড়াচাড়া করতে হবে। সে বলল, 'এটা একটা কথা বটে। কিন্তু সত্যি কথা বলতে কি, লুসিফার এর বাইরেও যেতে পারে।'

'কি রকম ?'

'জাগতিক সাফল্য।' বোকার মাথা নাড়াল যেন খুব হতবুদ্ধি হয়েছে। মিথ্যেটা আরও বিশ্বাসযোগ্য হবে, বোকার ভাবল, যদি সে নিজেই বিশ্বাস করতে পারছে না, এই ভাব দেখায়। 'সেফ হচ্ছে লুসিফারের প্রধান ভৃত্য। সেই দানব অ্যাসমোদিউস। একদিন সে সাবধানে লুসিফারকে বুঝিয়ে বলে আমরা যখন এই মর্ত্যালোকে মানুষের বেশে বাস করছি, তখন টাকা পয়সার সংস্থান করতে অলৌকিক উপায়ের সন্ধান না করে আমাদের উচিত হবে সাধারণ উপায় বের করা।'

'অলৌকিক ? এর আগে টাকা নিয়ে কি হয়েছিল ?'

'ওঃ! যখন সে শুনল, সেফ টাকা নিয়ে দুশ্চিন্তা করছে, তখন এক মুঠো হীরে আর এক ব্যাগ সোনার গুঁড়ো তার হাতে তুলে দিয়েছিল। হীরে হচ্ছে কুড়নো কতকগুলো নুড়ি আর সোনার গুঁড়ো হচ্ছে এক ব্যাগ নোংরা ধুলো। তাতে খুব বেশি চাল ডাল মশলা কেনা যায় না।'

'তারপর ?'

'সেফ তখন সাধারণ উপায়ে ঠাওরাল, 'ফাইনেনশিয়াল টাইমস'-এর শেয়ারের পাতা সে লুসিফারের সামনে মেলে ধরল।'

কোলিয়েরর চোখে অবিশ্বাসের ভাব ফুটে উঠবে ভেবেছিল বোকার। তাই সে একটু অপেক্ষা করল। কিন্তু ফুটল না। তার বদলে কোলিয়ের শান্ত গলায় জিগ্যেস করল, 'লুসিফারের হয়ে সেফ কাজ করছে, কিন্তু এর পিছনে উদ্দেশ্য হচ্ছে সেফের নিজের জাগতিক সাফল্য ?'

'হ্যাঁ।'

কোলিয়ের ঘাড় নাড়ল, 'আমার কাছে অঙ্ক-কষা প্রমাণ নেই, তবে কঠিন ধাতের তিন ব্যবসাদারকে আমি জানতাম, যারা শেয়ারের পরামর্শের জন্যে সাইকোমেট্রিস্ট-এর সাহায্য নিত। এক্ষেত্রে কী হল ?'

'লুসিফার পাচটা শেয়ার দাগিয়েছিল।' বলতে বলতে বলতে বোকাবের মুখে স্বস্তির ছায়া ছাড়িয়ে পড়ল। সবচেয়ে বড় বাধাটা কোন বাধাই হল না। 'সেফ বাজিয়ে দেখবার জন্যে টায়ে-টায়ে কিনে নিল শেয়ারগুলো। একটা শেয়ার একদম সোজা স্থির রইল। বাকি চারটে নানা কারণে চড়চড় করে উঠে গেল। দশ দিনের মাথায় সেফ তিন হাজার পাউণ্ড বাগিয়ে ফেলল।'

'শতকরা আশিভাগ একদম ঠিক ঠিক!' কোলিয়ের বিড়বিড় করল, ভুরু পাকাল।

বোকার বলল, 'আমি তোমাকে এটা বলতে পারি, গত আঠারো মাসে ইউরোপ এবং আমেরিকার নানা শেয়ার বাজারে আমরা অত্যন্ত ভালো কারবার করেছি।'

কোলিয়ের মুখের উপর স্পষ্ট বলল, 'বাচার পক্ষে এটা খুব উপাদেয় কিংবা কাজের বাস্তা নয়। তবে বিরুদ্ধে বলার শুধু এইটুকুই, আমি প্রমাণে বিশ্বাসী। বাজেকথায় নয়। যাদের মাথায় অতিরিক্ত ইন্দ্রিয়শক্তি খেলে, তাদের পক্ষে সেটাকে সরাসরি নিজের কাজে বা উপকারে লাগানো একটু অস্বাভাবিক।'

'সত্যি? কেন?'

'কারণ নিজের উপকারের জন্যে যে-জ্ঞান তুমি আগে ভাগে জানাতে চাইছ তাতে সাধারণতঃ ইন্দ্রিয়ক্ষমতায় সংঘাত সৃষ্টি হয়। আমরা সবচেয়ে ভালো ফল পেয়ে থাকি যখন বিষয়টা নিজের না হয়ে পরের হয়।'

'আচ্ছা। লুসিফার আগে যেমন ঠিকঠাক বলত, এখন আর তেমন পারে না। তাহলে এটাই বোধহয় কারণ।'

'তেমন ঠিকঠাক পারে না?'

'সেই জন্যেই তো আমি তোমায় লিখেছিলাম, কোলিয়ের এখনো ভালো ফল ও পাচ্ছে বটে কিন্তু তত ভালো নয়। আরো পড়ে যাবে কিনা, তাই নিয়ে আমাদের দুশ্চিন্তা।'

'আমাকে কী করতে বল?'

'লুসিফারকে দেখ, পরীক্ষা কর। কেন ওর ঠিক-ঠিক বলার
।তা কমে যাচ্ছে!'

'আমি ওকে শেয়ারের দাম, জন্ম, মত্যু বিয়ে—এসব ব্যাপারে
হায্য করতে পারি না। রাইন কার্ড দিয়ে আমি ওর ওপরে
।ীক্ষা চালাতে পারি—এই পর্যন্ত। আরেকটা কথা, লুসিফার কি
মায় সঙ্গে সহযোগিতা করবে?'

বোকার বলল, 'ওর সহযোগিতা পাওয়ার ভাব আমায়। অবশ্য
'বজাব কবা না। তবে তুমি ঠিক কী করতে চাও আমাকে
নালে পরে আমি এমন রাস্তা বের করব যাতে ওর ভ্রান্তিবিলাসের
ঙ্গ খাপ খায়। ওকে শুধ বিশ্বাস কবানো দরকার যে ও যা-য
ছে তা অন্ধকারের বাজকুমারেরই কাজ। এ-সবে আমাব এখন
নক অভিজ্ঞতা হয়ে গেছে।'

'হ্যাঁ।' বলে কোলিয়েব চুপচাপ বসে ভাবতে লাগল। যেভাবে
া লুসিফারকে ব্যবহার কবছে তাতে ওব বিতৃষ্ণা হচ্ছিল, কিন্তু সঙ্গে
ঙ্গ এ-ও বুঝল যে, ওব এই বিতৃষ্ণা অলীক ছাড়া কিছু নয়—
ঃ পেছনে যুক্তি নেই। সুখে থাকে, আরামে থাকে সেটা বর
াার পক্ষে ভালো। কোলিয়েব-এর অবশ্য সন্দেহ, ছেলেটাব
য় নিজেদেব বরাতের দিকেই সেফেদের নজব বেশি। তাও ভালো।
আব োকার যা বলল তা যদি সত্যি হয়, তাহলে লুসিফারের
াকিক ক্ষমতা পরীক্ষা কবার পক্ষে দারুন জিনিস।

কোলিয়েব-এর নিজেকে খুব একা-একা মনে হল।

।সিটি লেজ তাকে চাঁদে নিয়ে গিয়েছিল এবং শেষ চুম্বনে বিদায়
নিয়েছিল। তারপব সে নিজের রাস্তায চলে গিয়েছে, সেটা
খানেই হোক না কেন! উইলি গারভিনও গিয়েছে। দুঃখের
ং, কাবণ কোলিয়ের ভেবেছিল, ওকে পরীক্ষা করবে। উইলির
াদ্রিয় ক্ষমতা কিছু কিছু আছে—লুসিফারের মতো হয়তো
, কিন্তু প্যারিসে সেই রাতে বিপদেব কথা সে ঠিকই আগে আঁচ
বে পেরেছিল।

কোলিয়ের ভাবতে চেষ্টা করল মডেস্টিরও আছে কিন
উঠোনে সেই মারামারির প্রত্যেকটি মুহূর্ত তার মনে পড
আস্তে আস্তে।

কোলিয়ের অযথা কল্পনার হাত থেকে নিজের চিন্তাকে জে
করে সরিয়ে আনল।

তারাকার অধীরভাবে তাকে লক্ষ্য করে যাচ্ছিল।

'ঠিক আছে।' কোলিয়ের বলল। 'পার্থিব বেশে দানব সাজা
আমাকে দিনকয়েক সময় দাও। যখন বুঝব লুসিফারকে আ
ভালো করে চিনতে পেরেছি, কোন ভুলটুল হবে না, তখন তোমা
বলব। তারপর তুমি যদি ওকে সহযোগিতার ব্যাপারে রাজী করা
পার, তখন আমি দেখব, কী করতে পারি!'

১১

এক গেলাস করে হজ্‌মী সরবৎ হাতে নিয়ে মডেস্টি ব্লেজ এ
স্যার জেরাল্ড টারান্ট কোয়াগলাইনো বার-এ বসেছিল।

টারান্ট বলছিল, 'আমেরিকানরা দয়া করে জ্যাক উইস সম্ব
তাদের ফাইলের এক কপি পাঠিয়ে দিয়েছে। যা মনে হয়, ও ছি
মাফিয়াদের খুনী। ওদের হয়ে প্রধানত বিদেশের কাজকাম
চালায়—মাদকদ্রব্যের যোগাযোগ-ব্যবস্থা ঠিক রাখে। ইউরো
মধ্য প্রাচ্য, দূর প্রাচ্য···অত্যন্ত ভ্রমণপটু ভদ্রলোক। বছর কয়ে
আগে মাফিয়ারা যখন একবার প্রচণ্ড মার খায়, উইস তখন ইউরো
ছিল, সে তখন সেখানেই থেকে যায়। ইউরোপীয় দেশগুলো
কোথাও তার কোনরকম খবর পাওয়া যায়নি। মনে হয় সে তখ
গা-ঢাকা দিয়েছিল।'

'ওরা ওর খোঁজ করছিল না?'

'না। সরকারীভাবে ওর বিরুদ্ধে কিছু তো ছিল না। ওর
র শুধু পারলে নজর রাখা, কিন্তু…' টাবান্ট কাঁধ ঝাঁকাল।
রো জরুরী কাজ সবসময় করার থেকে যায় তো!'

মডেস্টি বলল, 'আপনি যা বললেন, আমাদের 'নেটওয়ার্কের'
না ফাইলে জ্যাক উইস সম্বন্ধে আরেকটু বেশি খবর আছে, তবে
শ নয়।'

টারান্ট অবাক হ'ল। 'আমি ভেবেছিলুম কাজে অবসর নেবার
তোমরা সেসব নষ্ট করে ফেলেছ?'

'সেগুলোকে প্রথমেই আমরা মাইক্রোফিল্ম করে নিয়েছিলাম।
বছর ধরে কষ্ট করে কাজ করা—ফেলে দিতে দুঃখ হচ্ছিল।'

'তবু কাজে তো আর লাগবে বলে ভাবোনি?'

মডেস্টি টারান্টের দিকে তাকিয়ে একটু মুখ বেঁকাল। 'ওসব
ড় দিন। এই চিঠিগুলো, হুঁশিয়ারী পত্র এবং মৃত্যু-তালিকা—
থা থেকে পোষ্ট করা হয়েছে?'

'ব্যক্তিবিশেষ বা সরকার যারা যেটা পাবে, সেখানকার উপযুক্ত
রাজধানী বা শহর থেকে। আমাদেরটা ডাকে দেওয়া হয়েছে মধ্য
নে। অন্যগুলো প্যারিস, বন, নিউইয়র্ক-এর ডাকে—কিন্তু
থা জিগ্যেস করছ কেন?'

'আমরা জ্যাক উইসকে খুঁজে পেতে চাই। ওর এই ডাক
স্থাব ভেতর দিয়ে যদি ওর কোন হদিশ পাওয়া যায়।

'ও-ই দায়ী সেটা ধরে নিয়ে তো!'

'ধরে নিয়ে। আমি জানি ডাকের ব্যাপারটায় খোঁজ-খবর
। হয়েছে কিন্তু কোন ফল হয়নি। অবশ্য আমরা জ্যাক উইসের
তল্লাশ করার সেটা আগেকার ব্যাপার। সে নিজে একা একা
চিঠি ডাকে ফেলতে পারে না, কেননা কয়েক মাস অন্তর-অন্তর
গুলো একই সঙ্গে নানা দেশ থেকে ফেলা হয়। তার হয়ে
ব করার লোক আছে নিশ্চয়ই।'

'ব্যবস্থাটা নিশ্চয়ই বিপজ্জনক?'

'নির্ভর করে। উইস সম্বন্ধে আমাদের ফাইল একটু আলাদা
আমরা সব সময় আসল চরিত্র এবং অভ্যাসের দিক্‌টা দেখি।'

'তাহলে?'

'জ্যাক উইস হচ্ছে এক ধরনের নাবিক। প্রত্যেক বন্দ
মেয়েছেলে না রেখে প্রত্যেক শহরে মেয়েছেলে রাখে।'

'মেয়েছেলে? আমার তো মনে হয়, সেটা আরও বিপজ্জনক।'

'নির্ভর করে।' মডেস্টি আবার বলল। 'বিশেষ এক ধরণে
মেয়ের প্রতি জ্যাক উইসের আকর্ষণ। তাদের পুতুল-পুতুল চেহা
হতে হবে। বুদ্ধিমান হবে না, কিন্তু বিশ্বস্ত হবে।'

'আচ্ছা,' টারান্ট বলল। 'বলে চল।'

'সেই সব মেয়েরা আবার পুরুষমানুষকে ভয়ও করবে। জ্যা
উইসের ফাইল দেখে মনেই হয়, রীতিমত ভয় পাওয়াবার মে
লোক সে।'

'তাহলে জায়গায় জায়গায় ওর এই সব ভালোবাসার লো
ঠিক করা আছে। বড় খামের ভেতব চিঠিগুলো পুরে ও তাদে
কাছে পাঠায়। হাতে দস্তানা পরে তারা সেগুলো খোলে, এ
ভেতরের আসল চিঠিগুলো তখন তারা ডাকে দেয়। এই তো?'

'মনে হয়, এইভাবেই ডাকের ব্যাপারটা ও সাবে। তবে ও
অন্য রাস্তাও থাকতে পারে।'

'মেয়েগুলোর কৌতূহল হয় না?'

'এ-মেয়েদেব হয় না। আর জ্যাক উইসের কাছে তো নয়ই।'

টারান্ট খানিকক্ষণ চুপ করে রইল। তারপর একটু হেসে ধীে
ধীরে বলল, 'মাস কয়েকের মধ্যে কিছু লোক যে মারা পড়বে এ
বলা অসম্ভব নয়। এ বিষয়ে আমাকে কী করতে বল, মডেস্টি?'

'কিছু না, ওটা উইলির কাজ।'

'মেয়েরা অবশ্যই,' মৃদু আপত্তি জানিয়ে টারান্ট বলল। 'কি
উইলি ওদের খুজে বের করবে কী করে?'

'জ্যাক উইস লণ্ডনে এলে যে-মেয়েটির সঙ্গে থাকে তার খো

উইলি পেয়েছে। আমাদের ফাইলে তার নাম এবং রোমের মেয়েটির নাম রয়েছে। উইলি প্রথমে লণ্ডনেরটা চেষ্টা করছে। স্টি্প-ক্লাবে মেয়েটি কাজ করে। তাকে ও কাল রাতে পাকড়েছে।'

টারাণ্ট বলল, 'বাবাঃ, তোমাদের সঙ্গে দেখছি পাল্লা দেবার উপায় নেই। তোমার কি মনে হয়, উইলি তার কাছ থেকে কথা বের করতে পারবে?'

'আমার সন্দেহ আছে। একদম কাবু করে ফেলবে, তেমন সময় বা প্রস্তুতি তো আমাদের নেই। তবে এটা জোর দিয়ে বলতে পারি, মেয়েটিকে উইলি বিছানায় নিয়ে গিয়ে তুলবেই। একবার চক করে ফেলতে পারলে, কোন না কোন সূত্র হয়তো বের করতে পারবে।'

টারাণ্ট নিজের গেলাসের দিকে তাকিয়ে রইল। 'এরা তবু মেয়ে, তাতে আমি অন্তত আনন্দিত। পুরুষ হ'লে এতক্ষণে কি হত বল তো!'

'আপনার কাজে আপনাকে কত ফুসলোবার আয়োজন করতে হয়, তাই আমি ভাবি!'

'তাই তো রীতি। তবে সে-সব অন্য মেয়ে।'

মডেস্টি হাসল, তার চোখে দুষ্টুমি। 'মাঝে মাঝে আপনি অতি বেশি ভিক্টোরীয় আচরণ করেন আমার সঙ্গে। বোধহয় ভাবেন আমি বেজায় নষ্ট মেয়েছেলে।'

'না, না মডেস্টি, সত্যি বলছি,' টারাণ্ট লাল হয়ে উঠল। 'বিশ্বাস কর। আমি সেরকম কিছু ভাবি না। বরং উইলি যা করতে যাচ্ছে, সেসব করতে তোমারও ভালো লাগে, এরকম কথা বলে মিছিমিছি আমাকে আঘাত দিও না।'

মডেস্টি একদিকে অল্প ঘাড় কাত করল। টারাণ্টকে নীরবে লক্ষ্য করতে লাগল। 'রনে ভবোয়া এখনও বেঁচে আছে, তাই না?'

'রনে? হ্যাঁ।' টারাণ্ট এই প্রশ্নে একটু থতমত খেল। 'কেন?'

'সঙ্গত কারণে। উইলি যা করতে যাচ্ছে সেটা হয়তো সে

উপভোগই করবে। পুরুষের পক্ষে ব্যাপারটা আলাদা। আপনি বলছিলেন, আমার ভালো লাগবে না। কিন্তু আমি এক মুহূর্ত দ্বিধা করব না যদি তাতে রনেকে বাঁচিয়ে রাখায় সুযোগ মেলে। আমি করব, এবং ভালো ভাবেই করব।'

টারান্ট কথা না বলে ঘাড় নাড়তে লাগল।

'তুমি যে আমাদের দিকে আছ এতে আমি খুব খুশি। তুমি আমাদের বিরুদ্ধ দলে থাকলে আমার ভালো লাগত না। আমি আরও আনন্দিত এইজন্যে যে, এই ব্যাপারে জড়ানোর জন্যে আমি দায়ী নই।'

'আপনি কোনরকম ভাবনা চিন্তা না করে আমাকে লাঞ্চ খাওয়ান দেখি।' বলে মডেস্টি নিজের হাত-ব্যাগ তুলে নিল। 'তবে এটা কিন্তু বলে রাখছি খুব খরচটরচ করে জোর লাঞ্চ খাওয়াতে হবে।'

'উত্তম।' হেসে টারান্ট উঠে পড়ল। 'একেবারে নির্বিকার চিত্ত হতে পারছি না। অতএব খরচ আমাকে করতেই হবে। চল সরকারী মুদ্রা কিছু গ্রাস করা যাক।'

উইলি গারভিন ঘড়ি দেখল। দুপুর তখন দুটো। আরো সাড় ঘণ্টা পরে রীতা যাবে স্ট্রীপ ক্লাবে। ডেভনশায়ার স্ট্রীট-এর কাছে এই ছোট্ট ফ্ল্যাটটিতে সে এসে উঠেছে দিন তিনেক আগে।

পাজামা, ড্রেসিং গাউন পরে আরামকেদারায় সে বসে ছিল। রোমান্টিক কমিকের পাতা ওলটাছিল। রীতার এই হ'ল একমাত্র সাহিত্য-চর্চা।

ছোট্ট রান্নাঘরের দরজাটি খোলা ছিল। যথারীতি রান্নাঘর অগোছাল, এলোমেলো।

উইলি চেঁচিয়ে বলল, 'রীতা, এক কাপ চা হলে কেমন হয়?'

রীতা দরজায় এলো। ছোট ছোট সোনালী চুলের মেয়ে; বেশ পুরুষ্টু, লোভনীয় চেহারা। চোখ বড় এবং বাদামী, পুতুলের মতো

র গোল মুখ। সস্তা দরের একটা স্বচ্ছ রাতকামিজ পরেছে সে, ার নীচে লেসের কাঁচুলী ও প্যান্টি।

'একটু গুছিয়ে নিই। কোথা থেকে যে কী আসে, আমি কিছু ানি না সত্যি। এটা সেরেই আমি তোমায় এক পট চা বানিয়ে াব।

'ঠিক আছে, তোমার যখন ইচ্ছে করে দিও।'

'লক্ষ্মী ছেলে।' উইলির দিকে একবার সস্নেহে তাকিয়ে সে ল গেল। উইলি সন্তুষ্ট হয়ে ফের কমিকে মন দিল। এবারে লাটা ঠিক হচ্ছে। আগে রীতার প্রতি একটু বেশি কঠিন ভয় খানো ভাব করেছিল। সেটা ভুল হয়েছিল।

ভয় করতে হলে রীতা জ্যাক উইসকেই ভয় করতে চাইবে। ঘ দিন সে উইসের সঙ্গে আটকে আছে। পেছনে তার একজন ক্তমানুষ থাকা দরকার। তাকে যদি সে কদাচিৎ দেখে, তা-ও। াব সেই পুরুষ হ'ল জ্যাক উইস। উইস হয়তো গ্রাহ্য করে না, তা তার প্রতি কতখানি বিশ্বস্ত রইল অথবা রইল না। কিন্তু রীতা য় ও গ্রাহ্য করুক। সেইজন্য মাঝেমধ্যে লোক ডাকলে রীতা যায়। তে কী বিপদ হতে পারে, সেই কল্পনা করেও আনন্দ পায়। বে আরেকজন জ্যাক উইস সে চায় না। হাসিখুসি এবং তাকে সুখী বে এমন লোকই সে চায়। লোকটা ভালো হবে, এই উইলি াবভিনের মতো। তার মন সে এখন বুঝতে পারে।

উইলি গারভিন খানিকটা হতাশ হচ্ছিল। একদিকে সে নকখানি এগিয়েছে কিন্তু সেটাই যথেষ্ট নয়। সে লক্ষ্মী ছেলে হয়ে তার সঙ্গে বেশ ঘনিষ্ঠ হতে পেরেছে এবং ওর কাছ থেকে কথা বের বার জন্যেও তৈরী—যদিও রীতা মুখ খুলতে প্রস্তুত নয়।

উইলির মাথায় একটা চিন্তা খেলল। কমিকটা নামিয়ে রেখে সিগারেট ধরাল। রীতা রান্নাঘরে ঘোরাফেরা করছে। তার তোর হিলের খটখট আওয়াজ সে অন্যমনস্ক হয়ে শুনতে লাগল।

হাঁ, এটা চেষ্টা করে দেখা যেতে পারে।

'ক্লাবে তোমার আজ কখন যেতে হবে রীতা?' উত্তর কী হবে জেনেই সে জিগ্যেস করল, 'সন্ধ্যেবেলা?'

'না। রাতে, সাড়ে নটায়।' আবার সে দরজায় এসে দাঁড়াল। হাতে তার ভাঁজ করা ব্যাগ। 'আমি ভাবছিলাম, সন্ধ্যের দিকে আমরা দোকানে বেরুব, তারপর কিছু একটু খেয়েটেয়ে নেব আমাকে একটা পোশাক আর কটা জিনিস কিনতে হবে।'

উইলি আপনি নড়ে উঠল। 'দোকানে দোকানে ঘুরলে আমার হাঁপ ধরে। তার চেয়ে তুমিই যাও। আমি বরং বাড়িতে বসে টেলিভিসানে রেস দেখি।'

রীতা ঘরে এসে উইলির কোলে বসল। এক হাতে তার গলা জড়িয়ে ধরল।

'উইলি চল! আমি সঙ্গ ভালবাসি।'

'আচ্ছা...ঠিক আছে তাহলে।' উইলি তার উরু চাপড়াল এবং অনিচ্ছাসত্ত্বেও রাজী হ'ল।

'এই তো লক্ষ্মী ছেলে!' রীতা ওর মুখের কাছে মুখ নিয়ে এলে এবং হাসি চাপতে গিয়েও খিলখিল করে হেসে ফেলল। 'সন্ধ্যেবেলা আমি পুষিয়ে দেব'খন।'

টারান্ট বিমর্ষভাবে বলল, 'খুবই ভালো বলতে হবে। খাঁটি হাত, মাইক্রোমিটারে ধরা পড়ে না এমন রাউজ এবং সুন্দর ছোট একটা স্কার্ট পরে আছো। কিন্তু ডোরাকাটা প্যান্ট আর কালো জ্যাকেট তো খুব আরামপ্রদ নয়।'

মডেস্টির পেন্টহাউসের চওড়া ইংরেজী এল আকৃতি ছাদ। তার তলায় ছড়িয়ে থাকা পার্ক। বিকেলের মাঝামাঝি, রোদে তাত।

মডেস্টি বলল, 'জ্যাকেটটা আপনি খুলে ফেলছেন না কেন?'

শুনে টারান্ট খুব আঘাত পেয়েছে বলে মনে হল, সে বলল, 'অমন কাজ করতেই পারি না। মনের দিক থেকে এ একেবারে অসম্ভব ব্যাপার।'

মডেস্টি হাসল, 'তাহলে চলুন, আমরা ভেতরে যাই।'

'না, না। তোমার স্থান হল সূর্যে। আমি দেখতে চাই তুমি উপভোগ করছ।'

মস্ত এক ছাতা বগলে ওয়েং বেরিয়ে এলো, হাতে ট্রে। তাতে ঘসা-কাচের গ্লাসে ফলের সরবৎ। নিচু টেবিলে সে ট্রেটা নামাল। ছাতা খুলে স্ট্যাণ্ডে বসিয়ে টারান্ট-এর দিকে সরিয়ে নিয়ে গেল, যাতে টারান্ট ছায়া পায়।

'ধন্যবাদ', টারান্ট হাত-পা ছড়িয়ে আরাম করে বসল।

ওয়েং বলল, 'মিঃ গারভিন আসছেন, মিস ব্লেজ?'

'যে কোন সময় এসে পড়তে পারে, ওয়েং।'

'এলে কি ড্রিংক করবেন?'

মডেস্টি একটুখানি ভাবল। 'ঠিক বলতে পারছি না। এখন থাক। এলে আমিই বরং যা চায় ব্যবস্থা করে দেব। তুমি একবার সোপির কাছে যাও। উইলি যে C.E.-র কথা বলেছিল সেটা বব নিয়ে এস।

'সোপি,' টারান্ট চিন্তা করে বলল, 'সোপি কে?'

'কান দেবেন না।'

'কমপাউণ্ড একস্প্লোসিভ?'

মডেস্টি ঘাড় নাড়ল। 'সেই জন্যেই তো বললাম কান দেবেন না।'

'তাই তো। এটা কি বিশেষ কোন উদ্দেশ্যে?'

'না, উইলি শুধু দেখে রাখছে আমাদের নানারকম যন্ত্রপাতি সব ঠিকঠাক আছে কিনা।'

ট্রেডমিল-এর সেই কারখানার কথা টারান্ট এর মনে পড়ল। বহু কিছুর সঙ্গে উইলি সেখানে মাইক্রো-ইঞ্জিনীয়ারিং-এর রহস্য দেখিয়েছিল। আর কোন প্রশ্ন করার আগেই বাইরে গলার আওয়াজ পাওয়া গেল। চেয়ার ঘুরিয়ে গেস্ট হাউসের শোবার ঘরের খোলা কাচের দরজার ওপরে টারান্ট চোখ রাখল।

উইলি গারভিনের এক কাঁধে জ্যাকেট ঝুলছে। প্রাইভেট লিফ্‌ট-এর দরজা খোলা। উইলি দাঁড়িয়ে ওয়েং-এর সঙ্গে কথা বলছে। পরনে তার হাতকাটা শার্ট এবং হালকা স্ল্যাকস। শোবার ঘর পেরিয়ে সে ছাদে এলো।

নিচু হয়ে সে মডেস্টির আঙুল তুলে নিয়ে নিজের গালে বুললো, টারান্ট-এর সঙ্গে করমর্দন করল। একটা খালি লাউঞ্জিং চেআর টেনে নিয়ে চোখ বুজে আধশোয়া হয়ে রইল চুপচাপ।

মডেস্টি উঠে রান্নাঘর দিয়ে ভেতরে গেল। টারান্ট খানিকটা হকচকিয়ে যাচ্ছিল, কিন্তু স্থির করল কোন কথা বলবে না। মিনিট খানেক পরে মডেস্টি লম্বা একটি গ্লাস উইলির সামনে নামিয়ে রাখল।

বসে সে বলল, 'তুমি খুব কষ্ট পেয়েছ।'

উইলি চোখ খুলে গ্লাসটা তুলে নিল। 'ধন্যবাদ প্রিন্সেস।' গভীর চুমুক দিয়ে সে একবার মডেস্টি, একবার টারান্ট-এর দিকে চাইল। 'জান, আমি কি করেছি, এই ক'দিন? দোকানে দোকানে ঘুরেছি, স্ট্রিপ ক্লাবে বসে থেকেছি, টেলিভিশন দেখেছি আর 'হার্টথ্রব' সচিত্রকাহিনী পড়েছি। এই সব।'

মডেস্টি ভুরু তুলল, 'ব্যাস?'

'মাঝে মধ্যে উন্নতির সম্ভাবনা দেখা গিয়েছিল কিন্তু ..কি ভয়ংকর একঘেয়ে হতে পারে তুমি ভাবতে পার?'

মডেস্টি গম্ভীর হয়ে ঘাড় নাড়ল। উইলি আবার গ্লাসে চুমুক দিয়ে পার্কের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে বলল, 'কাল সন্ধ্যেয় কী হয়েছিল, জান? দোকানের ব্যাপার তো সারলাম আমরা, টেলিভিশনে ছোটদের ওয়েস্টার্ণ, ব্যাটম্যান—ঈশ্বর জানেন আরো কে কে সব দেখলাম।'

উইলির গলা বিভীষিকায় কেমন যেন ভয়ার্ত হয়ে উঠল। 'আর সেই সময় রীতা আলো নিভিয়ে বিছানা নিয়ে পড়ল। সত্যি, প্রিন্সেস, আমার প্রায় খুন করতে ইচ্ছে করত।'

'বেচারা উইলি! তোমার খুব সাহস বলতে হবে।'

উইলি মাথা নাড়ল, যেন নিজের ক্ষমতায় সে নিজেই হতভম্ব। 'আমি তর্কাতর্কি পর্যন্ত করিনি। বোধহয় ঠাট্টা-তামাশাও করেছিলাম।' নিজের খালি গ্লাসের দিকে তাকিয়ে সে উঠে দাঁড়াল। 'আমি আরেকটা নিতে পারি?'

'আমি এনে দিচ্ছি।'

'না, ঠিক আছে, আমি এখন একটু জোর পাচ্ছি।' দরজা দিয়ে সে শোবার ঘরে গেল।

টারান্ট মডেস্টির দিকে তাকিয়ে বলল, 'যা বলছে সব সত্যি?'

মডেস্টি হেসে উঠল, 'আধা।'

টারান্ট বলল, 'আশা করি ওর এই আত্মত্যাগে কিছু ফল হয়েছে। তোমায় কিছু বলেছে?'

'ফোনে কিছু বলেনি। শুধু মেয়েটিকে আভাস দিয়েছে যে, পুলিসের থেকে সে এক ধাপ এগিয়ে আছে। সেটা আজ দুপুরে। মেয়েটি তখন তাড়াতাড়ি ওকে বাড়ি-ছাড়া করতে পেরে বেঁচেছে। কিন্তু নিশ্চয় ভালো কিছু পেয়েছে, নইলে ফিরে আসত না।'

উইলি আবার গ্লাস ভর্তি করে ফিরে এসে বসল।

'মেয়েটার খুব বোতাম আঁটা মুখ যাহোক। একটা জিনিসও বের করতে পারলাম না। কিন্তু মজুতদার মেয়ে। ছেড়া কাগজ, এক টুকরো সুতো—সব ঠেলে ঠেলে পুরে রাখে। তখন আমার মনে হ'ল তল্লাসী চালিয়ে দেখা ভালো। আমি কাল রাতেই করতে যাচ্ছিলাম, ও স্ট্রীপ ক্লাবে চলে যাবার পর। কিন্তু বলল, আমাকে সঙ্গে যেতে। তাই আজ সকাল অব্দি অপেক্ষা করতে হ'ল, ও তখন হেয়ার ড্রেসারের কাছে গেছে।'

পেছনের পকেট হাতড়ে চার ভাজ করা একটা ম্যানিলা খাম বের করল। তাতে রীতার নাম আর জার্মান টিকিট। খামের মুখ কেটে ফাঁক করা।

'এইটা ছিল ওখানে।' উইলি বলল মডেস্টিকে। সে খামটা চালান করে দিল। মডেস্টি কাছে নিয়ে তাতে ডাকঘরের ছাপ দেখতে লাগল।

টারান্ট-এর উত্তেজনা হচ্ছিল। মডেস্টিকে সে লক্ষ্য করতে লাগল। মডেস্টি খামটা তার দিকে বাড়িয়ে দিল, নীরবে সে নিল. ডাকঘরের ছাপ বেশ স্পষ্ট।

সাইল্ট্।

টারান্ট মুখ তুলে বলল, 'ফ্রীজিয়ান দ্বীপের একটা, না?'

মডেস্টি ঘাড় নাড়ল। 'এত্তটুকু। লম্বা এবং পাতলা। ডেনমার্ক আর জার্মানীর সীমানার কাছে, উপকূল থেকে দূরে। বড়লোকেদের ছুটি কাটাবার এবং পালাবার জায়গা।'

'কোনরকম ডুবোজাহাজ লুকিয়ে রাখার মতো জায়গা আছে নাকি উপকূলে?'

'না।' জবাবটা দিল উইলি। 'একদম শূন্য সমতল। পশ্চিম উপকূল ধরে কয়েকটা শুধু লাল চড়ো। কিন্তু সেখানে ডুবোজাহাজ লুকিয়ে রাখা যায় না। বালিয়াড়ি পর্যন্ত সবটাই প্রায় ফাঁকা সমান পাড়।' উইলি স্মৃতিরোমন্থন করল। 'সাইল্ট্-এ আমি একবার একটা মেয়ে নিয়ে গিয়েছিলাম। মজার কাণ্ড হয়েছিল। ওদের ওখানে ন্যুডিস্ট স্নানের ব্যবস্থা আছে—'

হাতের খামটা দেখিয়ে টারান্ট তাড়াতাড়ি কথার মাঝখানে বলে উঠল, 'এতে করে আমরা কী জানতে পারছি? মানে আমরা এমন এক জায়গার খোঁজ করছি, যেখান থেকে ওরা ওদের কাজকম চালাচ্ছে, তাই তো?'

'ওরা কে কী করে কাজকর্ম চালায় আমরা তা জানিনা', বলে মডেস্টি উইলির দেওয়া সিগারেট নিল। 'আমরা খোঁজ করছি জ্যাক উইসের। আমাদের ধারণা কিছু কিছু হুঁশিয়ারী চিঠি ডাকে দেবার ব্যাপারে রীতাকে সে কাজে লাগায়। জ্যাক যেখানে থাকে, সেইখান থেকে ওইরকম খামে করে সম্ভবত সে চিঠিগুলো তার কাছে পাঠায়। তারিখও মিলছে, জায়গাও মিলছে।'

টারান্ট ম্যানিলা খামখানা হাতে করে উল্টে ধরল। মডেস্টি যে অদ্ভুত, অবিশ্বাস্য এক যুক্তিজাল বিস্তার করেছে, সেই কথা সে ভাবছিল।

মৃত্যু সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী। এবং সেই ভবিষ্যদ্বাণী একদম সঠিক, নিখুঁত।

গত কয়েকদিনে অত্যন্ত বিচক্ষণ কয়েকজন মনস্তত্ত্ববিদের সঙ্গে সে কথা বলে দেখেছে। তারা এমন লোক, সত্যে পৌঁছুবার জন্যে যারা সব কিছুকে কঠিন সন্দেহের চক্ষে দেখে। একজনও কেউ এই পূর্বজ্ঞানের ব্যাপারটাকে হেসে উড়িয়ে দেয় নি। বিষয়টা অদ্ভুত এবং অবিশ্বাস্য। তবুও সম্ভব।

টারান্ট বলল, 'দুঃখের কথা, আমরা নিজেরা কেউ সাইকিক নই। সেক্ষেত্রে আমার মনে হয় সাইল্ট-এ গিয়ে কেউ ঘুরে ফিরে দেখে এলে হ'ত।'

১২

কাঠের সাঁকো দিয়ে তড়বড় করে ওয়েস্টারল্যাণ্ড বীচ-এর দিকে যাচ্ছিল উইলি গারভিন। তাপমাত্রা চড়ে সত্তরে পৌঁছেছে। তার মানে বীচ এর 'এফ-কে-কে' বা 'ফ্রেই কোরপার কুলটুর' শাখায় যারা গড়াচ্ছিল, খেলছিল, তাদের সবাই নিয়মানুযায়ী নগ্ন।

উইলি গারভিন অবশ্য সদলবলে বিবস্ত্র থাকায় কোন আকর্ষণ বোধ করে না। তৃপ্তি দেওয়ার চেয়ে তাতে রুচিগতভাবে বেশি চোখকে পীড়িত করে। সম্পূর্ণ উলঙ্গ অবস্থায় থাকলে চেহারায় শোভা বাড়ায় তেমন লোক খুব কমই আছে। ভালো শরীর-স্বাস্থ্য কচিৎ মেলে।

এখানে একজন অবশ্য ছিল, এক তরুণী সোনালিনী। বছর সতেরো বোধহয়, বীচবল নিয়ে লাফাচ্ছিল···

তোয়ালে ঢাকা, ফোম-রবারের গদিতে মডেস্টি শুয়েছিল, পাশে স্নানের ব্যাগ। কালো একপ্রস্থ সাঁতারের পোশাক পরেছিল সে। চুল এলো, ঘাড়ের কাছে ক্লীপ দিয়ে আঁটা।

• উইলি তার পাশে গিয়ে বসল।

মডেস্টি বলল, 'তোমার নিশ্চয়ই গরম লাগছে। আর তোমাকে অত রইসী দেখিয়ে কাজ নেই। এজেন্টদের তুমি নিশ্চয়ই তাক লাগিয়ে দিয়েছ, বুঝতে পারছি। এবার একটু সাঁতরে এসো না?'

উইলি বলল, 'অত সময় নেই।' মডেস্টি উঠে বসে ওর দিকে তাকাল।

উইলি বলল, 'আমার বরাত ভালো, প্রিন্সেস।'

'জ্যাক উইসের দেখা পেয়েছ?'

'আমার দৃঢ় ধারণা। এই প্রকাণ্ড জায়গাটা এরা ভাড়ার জন্যে দিয়েছিল। এটার নাম হাউস লোবিগো। বাড়িটা এক সাউথ আমেরিকানের। সে কখনো সেখানে থাকেনা। বাড়িটা উপস্থিত যারা ভাড়া নিয়েছে, তারা মাস ছয়েক এখানে রয়েছে। পাঁচজন পুরুষ, একজন মহিলা এবং কাজকর্মের লোকজন। ওদের মধ্যে একজন মাত্র কয়েকদিন আগে যোগ দিয়েছে। আরেকজন আমেরিকান।'

'ঠিক লোক তো?'

'চেহারার বর্ণনা দিয়ে আমি ওদের বললাম। একে বোধহয় আমি চিনি। উইসের সঙ্গে মিলে গেল। কিন্তু জায়গাটা ভাড়া নেওয়া হয়েছে আরেকজনের নামে। সেফ নামে একটা লোক। আরেকজন ছিল, সে হপ্তাখানেক কি দুয়েক আগে চলে গেছে।'

'এজেন্ট তোমাকে এই জায়গাটা দিতে চাইল?'

'হ্যাঁ। কাল থেকে—কারণ এরা আজ চলে যাচ্ছে। আমি বললাম আচ্ছা ভেবে দেখি। তোমাকে বলতে ছুটে এলাম।'

'উইলি, ওরা কীভাবে যাচ্ছে জান?'

'নাঃ।'

মডেস্টি বসে ভাবতে লাগল। এদের দল প্লেনে যেতে পারে পারে কিংবা হিণ্ডেনবার্গ পর্যন্ত ট্রেনে গিয়ে সেখানে নেমে গাড়িতে করে নাইবুল অথবা লিস্ট্ থেকে সমুদ্র ফেরিতে।

'এই হাউস লোবিগো—একেবারে মনোমত জায়গা,' উইলি বলল, 'পশ্চিম তীরটা উত্তর সাগর মুখো। পেছনে খাড়া বালিয়াড়ি পাথর—সুতরাং সুরক্ষিত।'

'আমরা যাদের চাই, এরা যদি সেই লোক হয় তাহলে এরা ফের জায়গা বদল করছে। ছ' নম্বর লোকটা আগেভাগে চলে গেছে।'

'তাই মনে হচ্ছে। আমি ভাবছিলাম, গাড়িতে লিস্ট এর রাস্তা ধরে আমরা এখন গেলাম, সমান থেকে বালিয়াড়ি পেরিয়ে আমরা হেঁটে যেতে পারি।'

'হ্যাঁ।' মডেস্টি মাথার ক্লীপ খুলল। চুল দু' ভাগে ভাগ করে বিনুনি পাকাতে লাগল। 'আরেকটা বিনুনি তুমি কর না, উইলি।'

'নিশ্চয়ই।' উইলির আঙ্গুল চুলে ব্যস্ত হ'ল। 'জ্যাক উইস তোমাকে চেনে না তো? চেনে?'

'হয়তো ছবি দেখে থাকতে পারে। কিন্তু চুলে বিনুনি করে আমি যদি কাঁধ থেকে ফেলি আর টেনে টেনে কথা বলি, তাহলে আমাকে ও চিনবে কিনা সন্দেহ। আর, ইচ্ছে মতো করবার তো সময়ও নেই।'

উইলি বলল, 'তুমি কি চারদিক একটু ঘুরে ফিরে দেখতে যাচ্ছ?'

'যদি পারি। ওরা কোথায় যাচ্ছে যদি বের করা যায়। সেই-টেই মস্ত ব্যাপার। তাছাড়া, হাউস লোবিগো-তে দরকারী কিছু নজরে পড়ে যেতেও তো পারে। যেমন যেমন হবে উইলি, সেইভাবে আমাকেও তাল ঠুকে যেতে হবে।'

'আমার ভূমিকা কী?'

'লক্ষ্য রেখে যাওয়া। খুব কাছ থেকে নয়। ওদের ভেতরের ব্যাপার স্যাপার কেমন এটা শুধু পরখ করা। আমি ফিরে এলে তখন স্থির হবে আমরা কি করব না করব।'

'কি গড়বড় হবে বুঝতে পারছিনা, তবে ঘণ্টাখানেকের মধ্যে যদি আমি ফিরে না আসি, তাহলে জানবে আমি ঝামেলায় পড়েছি।'

উইলি অল্প হাসল, 'ওদেরও হুঁসিয়ার থাকতে হবে।'

'তা হোক। তুমি তাড়াহুড়ো করো না। সাবধানে যা করবার করো।' মডেস্টি দ্বিতীয় বিনুনি শেষ করে গোল করে পাকিয়ে ঠিক জায়গায় বসাল।

হাউস লোবিগো বাড়িটা মস্ত বড আর ছড়ানো। ওপর তলার জানলাগুলো খাড়া ছাদের সঙ্গে বসানো। সুরকি ঢালা রাস্তা দিয়ে মডেস্টি হাঁটছিল। রাস্তাটার একদিকে বাড়ির এক প্রান্ত আরেক দিকে ঢালু বালিয়াড়ি। তাতে চাপড়া চাপড়া ঘাস।

মডেস্টির পরণে কালো স্ল্যাকস আর ক্রীম-রঙ টিউনিক, গোল গলা। টিউনিকটা ঢিলে গোছের, পেছন ছাড়িয়ে কয়েক ইঞ্চি নেমেছে। তার তলায় বেল্টের সঙ্গে বাঁধা '৩২ কোল্ট। টিউনিকের তলার দিকে পাকরাশের একটা ব্যাণ্ড সেঁটে আছে, রিভলভারটা বাইরে থেকে যাতে বোঝা না যায়। হাতে একটা হাতব্যাগ

ডস্টি বাড়ির কোণ বরাবর ঘুরতে একটা খোলা ফ্রেঞ্চ উইনডো দেখল, তলা দিয়ে সিঁড়ি নেমে বালি-ছড়ানো একটা পথের দিকে গেছে। সেই পথটা গিয়ে শেষ হয়েছে এক প্রশস্ত ছাদের মতো জায়গায়।

হালকা জ্যাকেট গায়ে মোটা বেঁটে একটি লোক হাতে সুটকেস নিয়ে সেই ফ্রেঞ্চ উইনডো দিয়ে বেরিয়ে এলো। সিঁড়ির ওপর সেটা নামাল, ঘুরে আবার ভেতর পানে যাচ্ছিল, কিন্তু মডেস্টিকে দেখে থমকে থামল। মডেস্টি বুঝল, এই জ্যাক উইস, যদিও এর ছবি যা দেখেছে সেটা চার-পাঁচ বছরের পুরনো। ঘোরার সময় জ্যাকেটের নড়াচড়া দেখে সে এ-ও বুঝল যে খাপে ভরা বন্দুক আছে ওর বাঁহাতের তলায়।

লোকটা খুব সন্দিগ্ধভাবে জিগ্যেস করল, 'কে তুমি?'

মডেস্টি বিনীত হাসি হেসে লোকটার সামনে থমকে দাঁড়াল।

অত্যন্ত সাবধানে টানা টানা ইংরাজীতে বলল, 'মাফ করবেন। আমি এসেছি এজেন্সী থেকে।'

'এজেন্সী?' লোকটার চোখ একটু কুঁচকে উঠল। 'হিসেব পত্তর করতে আগেই তো একজন এসেছিল।'

মডেস্টি সুন্দর ভাবে কথা ঘোরাল। 'আমি বোধহয় ঠিক করে বলতে পারলাম না। আমি এজেন্সীর কেউ নেই। হের ওয়াইজ-এর পক্ষ থেকে ওরা আমাকে পাঠিয়েছে হাউস লোবিগোটা একবার ঘুরে ফিরে দেখতে। হের এটা ভাড়া নিতে পারেন, আমি হিলডা গেবেল, ওঁর সেক্রেটারী।'

উইস মডেস্টির একবার সর্বাঙ্গে একবার চোখ বুললো। 'আমি এখন বাঁধাছাদা করতে ব্যস্ত। চলে যাচ্ছি দেখছ তো? পরে বরং কাল এসো।'

মডেস্টি ব্যস্ত হয়ে বলল, 'হের ওয়াইজ আজ রাতেই আমাকে টেলিফোন করতে বলেছেন। যদি বলি বাড়ি দেখিনি, উনি আমার ওপর খুব রাগ করবেন।

জ্যাক উইস হাসল, 'বটে'...' মডেস্টির হাত ধরে সে খোলা কক্ষ উইনডোর দিকে ঘুরিয়ে দাঁড় করাল। 'তোমার কর্তা রাগ করবে, এঁ্যা?' বলে সে মডেস্টির পেছনে হাত রাখল, তারপর তাকে নিয়ে চলল ঘরের দিকে।

মডেস্টি সরে গেল না, কিন্তু উদ্বিগ্নভাবে হাসল। 'হের ওয়াইজ ব্যস্ত লোক। সব কিছু তাঁর কথা মতো হওয়া চাই। বাড়িটা যদি আপনি আমাকে দেখান তাহলে আমি আপনাকে বা আর কাউকে বিরক্ত করব না।'

উইস বলল, 'আমাকে তুমি যখন তখন বিরক্ত করতে পার।' বলে সে ঘড়ি দেখল। এখনও একঘণ্টা। একটা শুধু হাতব্যাগ ওপর থেকে নামিয়ে আনার রয়েছে। আর সব পাঠানো হয়ে গেছে। সফ হয়তো পছন্দ করবে না······

চুলোয় যাক সেফ। মেয়েটাকে একটু ঘুরিয়ে দেখালে ক্ষতি কি! খাসা মেয়ে।

মডেস্টিকে লক্ষ্য করতে করতে সে বলল, 'তুমি তোমার কর্তাকে ভয় পাও?'

'উনি একটু—কি বলব, কড়া ধাতের লোক।'

'পুতুলের মতো মেয়ে তুমি। তোমার তো জানা উচিত ওঁকে কি করে ধাতস্থ করতে হয়।'

মডেস্টি হেসে এমনভাবে কাঁধ ঝাঁকাল, তাতে বেশ একটু উসকে দেওয়া ভাব ছিল।

উইলস তাকে বাড়িটা ঘুরিয়ে দেখাতে প্রস্তুত ছিল, তবু খানিকক্ষণ এক সঙ্গে কাটানো যাবে এই আশায়। এর মধ্যে নাটকীয়ভাবে অনেক কিছু আবিষ্কার করে ফেলা কিছু সম্ভব নয়, তবে দলের অন্যদের মুখোমুখি পড়ে যেতে পারে, লোকগুলোকে দেখে রাখাও দরকার। উইলস সুযোগ খুঁজছে আর এদিকে মডেস্টি যদি কিছু আভাস পায় ওরা কোথায় যাচ্ছে—পেলেও পেতে পারে।

বন্দুকটা সঙ্গে রাখার জন্যে মডেস্টির এখন আফশোস হল। উইলস যাতে বুঝতে না পারে, সে বিষয়ে খেয়াল রাখতে হবে। একটু সুযোগ পেলেই বাথরুমের কথা জিগেস করবে এবং বেল্টসুদ্ধ বন্দুক হাত-ব্যাগে পুরে ফেলবে।

মডেস্টি বলল, 'খুব মেহেরবানী হবে, বাড়িটা যদি আপনি ঘুরিয়ে দেখান।'

'বেশ। এইদিকে।' ঘরের শেষ প্রান্তে একটা দরজা। উইলস সেইদিকে চলল। সেই সময় দরজাটা খুলে গেল এবং স্টিভ কোলিয়ের ঢুকল। মডেস্টির দিকে সে কৌতূহলী হয়ে তাকাল কিন্তু তক্ষুনি চিনতে পারল না। তার চোখ উইলসের দিকে চলে যাচ্ছিল, ছিটকে ফিরে এলো। দৃষ্টিতে বিস্ময়।

'কি কাণ্ড।' কোলিয়ের বলল। 'মডেস্টি! প্রথমটা আমি তোমাকে চিনতে পারি নি! তুমি এখানে কী করছ!'

উইস শাঁ করে ঘুরে দাঁড়াল, তার মুখোমুখি। মডেস্টি তাকে না দেখে কোলিয়েরের দিকে তাকিয়ে এগোতে লাগল। তার চোখে-মুখে হতভম্ব ভাব।

'আজ্ঞে?' মডেস্টি বলল। কিন্তু ধাপ্পা দেবার চেষ্টা বৃথা। কোলিয়েরে তার নাম বলেছে এবং উইস সেটা শুনেছে। ব্লেজের সঙ্গে ও যদি মেলাতে না-ও পারে, তবু এই শোনাটুকুই যথেষ্ট খারাপ। উইসের হাবভাবে ধীরে-আস্তে বলে কোন ব্যাপার নেই। জ্যাকেটের তলায় তার হাত ততক্ষণে বন্দুকের খোঁজ করছে। মডেস্টির নিজের বন্দুক সহজে ব্যবহার করার উপায় নেই।

উইসের পেছনে কোলিয়েরের থতমত মুখের ওপর সে চোখ রেখেছিল, সেইভাবে সে আরেক পা এগলো। তারপর একটু কাত হয়ে তার চটিসুদ্ধ পা প্রচণ্ড বেগে ওপরের দিকে ছুঁড়ল। লাথিটা উইসের তলপেটে বসে গেল। মুখ দিয়ে একবার আওয়াজ বেরুলো, হাঁটু দুটি সে চেপে ধরতে যাচ্ছিল, তার হাত খালি, বন্দুক থেকে ছিটকে পড়েছে।

মডেস্টির হাতের মুঠোয় কঙ্গো। উইসকে সে এক হাতে ধরল যাতে পড়ার 'ধুপ' করে শব্দ না হয়, আরেক হাতে কঙ্গো চালাল।

উইস ঢলে পড়ল, মডেস্টি তাকে ধরে মেঝেতে শুইয়ে দিল। কোলিয়ের হাঁ হয়ে গিয়েছিল, তার মুখে কথা নেই। মডেস্টি চাপা কিন্তু তীব্র গলায় দাবীর মতো করে বলল, 'এখানে কী সব হয়, স্টিভ তুমি জান?'

কোলিয়ের নির্বোধের ন্যায় জিগ্যেস করল, 'কী হয়? কী বলতে চাইছ তুমি?' মডেস্টি নীচু হয়ে উইসের জ্যাকেট সরিয়ে বন্দুকটা দেখাল। '৪৫ অটোমেটিক কোল্ট কম্যাণ্ডার। কোলিয়ের বোকার মতো ঘাড় নাড়ল। আর সে অবাক হতে পারছিল না।

মডেস্টি তখন দ্রুত চিন্তা করছে। কোলিয়েরের এই হতবুদ্ধি হওয়া যে ভান, এটা সে বিশ্বাস করতে পারছিল না। এখানে ও যা করছে এদের ব্যাপার স্যাপার না জেনেই করছে। জ্যাক উইসের

মতো জেনেশুনে ও যে এদের কাজকর্ম করছে না তা ভাবার আরও সঙ্গত কারণ ছিল। মডেস্টি পরবর্তী কর্তব্য ভাবতে লাগল। উইস কুপোকাৎ অন্তত আরও পাঁচমিনিটের জন্যে। এর মধ্যে বাড়িট আরেকটু দেখে নেওয়া যায়। যখন যেমন বিপদ আসবে সেইভাবে সামলাতে হবে। আড়ালে কি চলছে তার আভাস ইঙ্গিতও সে পেয়ে যেতে পারে। কিন্তু স্টিভ কোলিয়ের আরও বেশি জানবে সে হয়তো আসল সত্যিটা জানে না। কিন্তু এই লোকদের জানে, এরা কী করছে, কোথায় যাচ্ছে এবং কেমন করে—এগুলো জানাতে দিতে পারে।

মডেস্টি খাড়া হয়ে বলল 'স্টিভ আমাদের চটপট ভাগতে হবে যেদিক দিয়ে আমি এলাম। বেরিয়ে সামনের দিকে না যাওয়া পর্যন্ত তুমি ঠিক আমার পেছন পেছন আসবে। আর, আমি যদি বলি 'ছোট' তাহলে বাগানে বাড়িয়াড়ি রেখে ছুটতে থাকবে।'

কোলিয়েরের চোখে ডজনখানেক প্রশ্ন ঝাপিয়ে এল, কিন্তু মডেস্টি তীক্ষ্ণ গলায় বলল, 'পরে সব বলব।' ঘুরে ফ্রেঞ্চ উইনডোর দিকে চলল। তিন পা গেছে, পেছন থেকে পায়ের আওয়াজ খুব পা টিপে টিপে আসছিল, তারপর অস্ফুট আর্তনাদ। মডেস্টি ঘুরে দাঁড়াল।

কোলিয়ের হাঁটুতে হাত রেখে সামলাবার চেষ্টা করছে। মডেস্টির দিকে তার মুখ, তার মাথা ঝুঁকে এলো, কাত হয়ে পড়ে গেল সে। তার পেছনে দাঁড়িয়ে লম্বা চওড়া একটি লোক, সাদা সার্ট আর কালো স্ল্যাকস পরা। তার মুখ হাত সোনালি, ছোট কালো চুল, বয়সে তরুণ, আশ্চর্যরকমের সুন্দর দেখতে, তবু পুরুষালি চেহারা।

খোলা দরজার মুখে সে দাঁড়িয়ে, হাতের মুঠো পাকানো, এই মাত্র সে ওই হাতে প্রচণ্ড ঘুষি মেরেছে। তার মুখে ভয় উত্তেজনার চিহ্নমাত্র নেই, এতটুকু সতর্ক হওয়ার চেষ্টা নেই। তার নীল চোখে সহজ স্বস্তি, একটু রহস্য হয়তো বা।

মডেস্টির বিশেষ করে মনে হল, এই লোকের কাছ থেকে কোন

রকম বিপদ আসবে না। কিন্তু সেটা অসম্ভব। সে ততক্ষণে কালিয়েরকে পেরিয়ে, উইসকে পেরিয়ে মডেস্টির দিকে আসছিল। অদ্ভুত সুন্দর তার হাসিটা, হাসিতে এতটুকু আত্মসচেতনতা নেই।

'বিদ্রোহী', বিড় বিড় ক'রে বলছিল সে। 'আমার রাজ্যে ক্ষুদ্র এক মানুষ বিদ্রোহের পতাকা তুলেছে। আমার এক ভৃত্যকে মেরেছে। আরেকজনকে হত্যা করতে চেয়েছে। তুমি খুব সাহসী মেয়ে।'

নিজেকে সে বাঁচাবার চেষ্টা করছিল না। মডেস্টি পাশে [illegible] গেল, মিছিমিছি আক্রমণ করার ভঙ্গী করল, তারপর বাঁ পা চালাল। [illegible] জায়গা [illegible] হল না। হাত দিয়ে [illegible] মডেস্টি ভীষণ অবাক হ'ল, লোকটা একটুও তাড়াতাড়ি [illegible] সরে নি। মডেস্টি আঘাত হানবার আগেই সে সরে গেছে। তার [illegible] হাত মডেস্টিকে ধরবার জন্য এগিয়ে এসেছিল। সে তলা দিয়ে [illegible] আবার হাত চালাল— [illegible] ওপর। [illegible] কাছে ওর হাত।

কোলিয়ের তার পাশেই পড়েছিল, চোখ খোলা। তার জ্ঞান ছিল কিন্তু হাত-পা নাড়তে পারছিল না। যেন ঘোর দুঃস্বপ্নের মধ্যে দিয়ে সে এই অদ্ভুত দৃশ্য দেখে যাচ্ছিল। মডেস্টি দু'বার অতি দ্রুত আঘাত হেনেছে কিন্তু প্রত্যেকবার লুসিফার আঘাত পড়বার আগেই সরে গিয়ে আত্মরক্ষা করেছে। যেন ওর নড়াচড়ায় ঘুসিগুলো আপনা থেকেই আটকে যাচ্ছে, যেন কর্মের আগেই তার পরিণাম সূচিত হচ্ছে

প্রাক্ চেতনা। আগে থেকে জানা!

কোলিয়ের পাগলের মতো ভাবতে লাগল, 'হায় ভগবান, লুসিফার তাহলে মডেস্টির গতিবিধি আগে থেকেই বুঝতে পারছে!' সে চিৎকার করে করে উঠতে গেল কিন্তু লুসিফারের আনাড়ি ঘুসি তার মাথায় ভেঙে পড়েছিল। মাথার সব স্নায়ু যেন অবশ করে দিয়েছিল।

তিনবারের বার মডেস্টি যখন কঙ্গো চালাল, লুসিফার তখন তার কব্জি ধরে ফেলল। মডেস্টি হাঁটু দিয়ে ওর তলপেটে আঘাত করতে চাইল, খালি হাতে ওর গলায় কাটারি মারতে গেল। কিন্তু শক্ত পেশীবহুল উরু দিয়ে লুসিফার তার হাঁটু আটকে দিল, এক হাতে তার কাঁধের পাশে ঘুসি চালাল। মডেস্টি ছিটকে পেছনে পড়ল ফের এগিয়ে মাথা দিয়ে গুঁতো দিতে গেল, শক্ত আঙুল বসিয়ে ওর পেটের নাড়িভুঁড়ি বের করে দিতে চাইল। কিন্তু তার সব চেষ্টাই ব্যর্থ হল।

লুসিফার তখনও হাসছিল। একটু বিস্মিত, কিন্তু নিজের সম্পর্কে খেয়াল নেই।

অবাক হয়ে লুসিফার আবার বলল, 'বিদ্রোহী' তারপর এক প্রকাণ্ড থাবায় মডেস্টির গলার কাছটা ধরে ফেলল, হাত দিয়ে কঙ্গোর মার ঠেকাল, তারপর দাঁতে দাঁত চেপে প্রচণ্ড এক ঘুসি হাঁকড়াল মডেস্টি। অবনত মাথা লক্ষ্য করে

ঘুসিটা চালিয়ে লুসিফার তাকে ছেড়ে দিয়েছিল। মডেস্টি যেন উড়ে গিয়ে পড়ল একধারে। দেওয়ালে গিয়ে ধাক্কা খেয়ে ফিরে জ্যাক উইলসের কাছে চিৎপাত হয়ে ঢলে পড়ল। হাত থেকে কঙ্গো খসে গেল, স্থির নির্জীব হয়ে পড়ে রইল সে। তার টিউনিক উঠে গিয়ে কোমর দেখা যাচ্ছিল, আর পেছনে বেল্টে আঁটা কোল্ট।

প্রাণপণ চেষ্টা করে কোলিয়েব মনের জোর আনল, কোনরকমে হাতে পায়ে ভর দিয়ে উঠে দাঁড়াল।

'লুসিফার !' গলায় কথা তার আটকে গেল। 'লুসিফার শোন—' সেফ ঢুকল, তার ঠিক পেছন পেছন বোকার। তারা থমকে দাঁড়াল। মডেস্টির দিকে তাকিয়ে লুসিফার বলল, 'প্রথম বিদ্রোহী' আনন্দে তার চোখ চকচক করছিল। 'ভাব দেখি। ক্ষুদ্র মানুষদের মধ্যে প্রথম বিদ্রোহ করল আমার বিরুদ্ধে কিনা এক মেয়েমানুষ। এটা ওর সাহস।' কোলিয়েরকে দেখিয়ে বলল, তারপর উইলসের দিকে তাকাল। 'মেয়েটা আমার এক ভৃত্যকেও পরাস্ত করেছে।'

বোকারের মুখ ছাই হয়ে গিয়েছিল। এগিয়ে গিয়ে সে খাপ থেকে মডেস্টির রিভলভার ছিনিয়ে নিল। সেফকে লক্ষ্য করে কর্কশ ভাবে বলল, 'কে এ মেয়েটা?'

'আমি এর জবাব দিতে পারব না, ডাঃ বোকার।' খটখট করতে করতে সে মডেস্টির দিকে এগিয়ে গেল। তার সরু মুখ আরও চোয়াড়ে দেখাতে লাগল। 'মিঃ কোলিয়ের হয়তো বলতে পারবেন কিংবা জ্ঞান ফিরলে মিঃ উইলি। বন্দুকটা আমি রাখছি, ততক্ষণে তুমি একটু ঠাণ্ডা জল নিয়ে এস। রেজিনাকে স্মেলিং সল্টও নিয়ে আসতে বলতে পার। তবে তার ব্যস্ত হবার দরকার নেই।'

বোকার সেফের হাতে বন্দুক দিয়ে লুসিফারের দিকে তাকাল। নেতিবাচক ইঙ্গিত করল। সেফ ঘাড় নাড়ল। তারপর বিনীত ভাবে ঘাড় নাড় করে বলল, 'বিদ্রোহীর উপযুক্ত ব্যবস্থা আমরাই করব লুসিফার। নিশ্চয়ই তুমি তাতে খুশি হবে। তোমাকে আর এ নিয়ে ব্যস্ত হতে হবে না। তুমি তার চেয়ে—রেজিনার সঙ্গে একটু কথা বল কেমন?'

লুসিফার খুব শান্ত অথচ দৃঢ়ভাবে বলল, 'না।' আরামকেদারায় বসে সে গা এলিয়ে দিল, মডেস্টি ব্লেজের নিস্পন্দ শরীরের দিকে তার চোখ। সেফ কিংবা বোকারকে সে এই প্রথম মুখের ওপর সরাসরি 'না' বলে দিয়েছে।

মডেস্টি কৌচে শুয়েছিল তার হাত দুটো পেছনে বাঁধা ছিল, মাথা তার দপদপ করছিল।

স্মৃতি ফিরে এল। সোনালি রঙের মস্ত চেহারার লোক, কালো চুল। সেই স্বল্প অথচ অবিশ্বাস্য লড়াইয়ের ধাক্কা এখনও তার মনে ছিল। দক্ষ, দড় নয়। হয়তো দ্রুত, চটপটে, কিন্তু তেমন কিছু চটপটে নয়। তবু সব কিছুতে সে এগিয়ে যাচ্ছিল।

মডেস্টি চোখ খুলল। আরামকেদারায় বসে লোকটা তাকে লক্ষ্য

করে যাচ্ছে। স্টিভ কোলিয়ের দেওয়ালের দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে, জ্যাক উইস তখন আরেকটা চেয়ারে বসে; হাতে তার কোল্ট রিভলভার, খুব সজাগ। ঘরে আরও দু'জন লোক, একজনের ধূলো বালির মতো সাদা চুল। আরেকজন বয়স্ক, পুরনো ঢংয়ের কালো স্যু পরা ক্ষয়া লোক। প্রথম লোকটির হাতে তার কোল্ট '৩২। তার চোখ গেল বৈত্যুতিক দেওয়াল ঘড়িতে। মাত্র দশ মিনিট আগে সে এই বাড়িতে প্রবেশ করেছিল। আরো পঞ্চাশ মিনিট। উইলি গারভিন তারপর ব্যবস্থা গ্রহণ করার কথা ভাববে।

উইস মডেস্টির দিকে তাকিয়ে বলল 'মডেস্টি রেজ। আমি এখন বেশ বুঝতে পারছি। তবে কোলিয়ের যেই ওকে মডেস্টি বলে ডাকল—'

সেফ বলল, 'তা তো বটেই মিঃ উইস। তুমি সজাগ ছিলে, সন্দেহ নেই. কিন্তু দুর্ভাগ্য।' বলে সে লুসিফারের দিকে সবিনয়ে দাঁত বের করবার চেষ্টা করল। 'লুসিফার তো নিজেই বলেছে, মেয়েটা বিদ্রোহী, একে কী করব সেকথা স্থির করার আগে আমাদের উচিত হবে বিদ্রোহ কেন এ করতে চেয়েছে সেটা খুঁজে বের করা।'

সেফ মডেস্টির দিকে তাকিয়ে বলল, 'তুমি এখানে কেন এসেছ?' মডেস্টি জবাব দিল না। এদের এই চক্রের মধ্যে কি যেন এক ভয়ের ব্যাপার রয়েছে। সে বুঝতে পারছিল, সেফই হচ্ছে এদের পাণ্ডা। তবু লুসিফারের প্রতি এর কেমন এক বশংবদ ভাব।

লুসিফার? এই নাম কেন? থাকগে। অন্যদের তুলনায় এ একদম আলাদা। সেফ অতি বদ লোক। বোকার দুর্বল কিন্তু বিপজ্জনক। জ্যাক উইস যেমন বলবান তেমনি বিপজ্জনক! কিন্তু এই ছেলেটা, যাকে এরা লুসিফার বলে ডাকছে···একে ছেলেটাই বা ভাবছে কেন সে? মুখে কেমন এক সৃষ্টিছাড়া নির্দোষ সারল্যের ভাব আছে। সেইজন্যে বোধ হয়। প্রকৃত নির্দোষ, নিষ্পাপ?

এর মধ্যে স্টিভ কোলিয়ের এলো কোথা থেকে?

সেফ বলল, 'মি কোলিয়ের আপনি যদি মেয়েটির হয়ে কিছু বলেন?' কোলিয়েরের হাত দেওয়ালে, সে ঘাড় ঘোরাল। তখনও তাকে বিবর্ণ দেখাচ্ছিল, তবু খানিকটা সে আত্মস্থ হয়েছে। ঠাণ্ডা গলায় বলল, 'জবাব দেওয়ার কি ওর দরকার আছে? উইসই প্রথম রিভলভার বের করতে যাচ্ছিল। তুমি এবং তোমার বন্ধুরাই তা জবাব দেবে, সেফ।'

খানিকক্ষণ চুপচাপ। বোকার বিরক্তভাবে বলে উঠল, আমাদের হাতে বেশি সময় নেই।'

'ইয়াট আসতে ডা. বোকার, আরও পঁয়তাল্লিশ মিনিটের ওপর লাগবে। এর মধ্যে ভাবার এবং করার যথেষ্ট সময় থাকছে। কোলিয়ের সম্বন্ধে তোমার কী মত? ওকে রাখলে আমাদের কাজে আসবে?'

বোকার মাথা নাড়ল। 'যদি সহযোগিতা করে

'সহযোগিতা করবেই।' সেফ এমন জোর দিয়ে বলল কোলিয়ের ভয়েতে কেঁপে উঠল। আরও ঘাড় ঘুরিয়ে সে মেয়েটিকে দেখল। তার মুখ নির্বিকার, কিছু বোঝা গেল না।

সেফ মেয়েটির পাশে বসল, 'তোমাকে কে পাঠিয়েছে?'

'কেউ না।'

'তা তো হতে পারে না।'

উইস বলল, 'না, হতে পারে। রেজকে কেউ কোথাও পাঠায় না। গারভিন কাছে পিঠে কোথাও রয়েছে। এরা দুজনে নিজেরা কাজ করে।'

'তাহলে তুমি বলছ, আমরা—' সেফ লুসিফারের দিকে আড়চোখে চাইল। 'আর কোন ভাবনাচিন্তা না করে একে নরকে পাঠাতে পারি, মিঃ উইস'

'নিশ্চয়। তবে গারভিন সম্বন্ধে হুঁশিয়ার সেফ।'

'আমরা তো কিছুক্ষণের মধ্যেই চলে যাব, চিহ্নমাত্র থাকবে না

. আমার মনে হয় যত তাড়াতাড়ি এই মেয়েটিকে পাচার করা যায়, ততই মঙ্গল।'

'ঠিক আছে।' -

লুসিফার উঠে দাঁড়িয়ে পরিপূর্ণ কর্তৃত্বের সঙ্গে হুকুম করল, 'ও এখানে এই ওপরের স্তরেই থাকবে।'

সেফ দন্তহাস্য করল এবং তার কংকাল-হাত নাড়ল। 'লুসিফার এটা এতই সামান্য ব্যাপার, তোমার ভাববার কিছু নেই। তোমার বিশ্বস্ত বাহনেরা রয়েছে, তারাই ভেবে স্থির করতে পারবে—'

'আমি আমার সিদ্ধান্ত জানিয়েছি, অ্যাসমোদিয়ুস।' লুসিফার শান্ত ধীরভাবে জানাল। তার গলায় যেন শেষ কথা উচ্চারিত হ'ল মহেস্টির দিকে তাকিয়ে ফের তার ঠোঁটে হাসি ফুটল। 'সামান্য ব্যাপার? না, না। ও হচ্ছে প্রথম বিদ্রোহী। আমার সঙ্গে ওর অনেক মিল। মনে পড়ে, আমি নিজেও এক বিদ্রোহী।'

সেই শান্ত দৃষ্টি আবার সেফের ওপর ফিরে এলো। ও আমাদের সঙ্গেই থাকবে। আমাদের যাত্রার সঙ্গী হবে, অ্যাসমোদিয়ুস। আমি লুসিফার, এই চূড়ান্ত রায় ঘোষণা করছি এই বলে সে দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেল।

ঘরে পরিপূর্ণ নীরবতা। বোকারিয়ের মাথা নামিয়ে, হাতে মাথা ঘসে কপালেই ঘাম মুছল।

সেফ চড়া, কর্কশ গলায় বলল, 'একে যেতেই হবে। তুমি ভালো করে বুঝিয়ে বল, ডাঃ বোকার।'

'আমি পারব না। কিভাবে বলে গেল, তুমি শুনলে তো সেফ?'

'কিন্তু তুমি তো আমাকে বলেছিলে, যা-ই ঘটুক না কেন লুসিফার ঠিক বুঝবে, সব কিছুকে ও নিজের বিভ্রমের গণ্ডীর মধ্যে নিয়ে এসেই বিচার করবে। অতএব এই স্ত্রীলোক অদৃশ্য হলে, সে নিজের অবস্থা বুঝতে পারবে এবং আবার আমাদের হুকুম মেনে চলবে।'

'হ্যাঁ, করবে। করতে ওকে হবেই। কিন্তু মনের ওপর চাপ পড়বে সাংঘাতিক। হয়তো কিছুদিনের জন্যে নিজেকে একেবারে গুটিয়েও নিতে পারে। তখন, ভবিষ্যদ্বাণীর ব্যাপারটা কী হবে শুনি?'

ভবিষ্যদ্বাণী। মডেস্টির মাথায় কথাটা গেঁথে গেল। দেখা যাচ্ছে আন্দাজে সে যা ভেবেছিল, মোটামুটি সেটা ঠিক রাস্তায়ই গেছে। লুসিফার একধরণের মনের বিভ্রমে ভুগছে, এর প্রকৃতি এখন সে খানিকটা বুঝতে পারছে। লুসিফারের অবশ্যই অতীন্দ্রিয় ক্ষমতা আছে। সেই সংক্ষিপ্ত অথচ অবিশ্বাস্য লড়াইয়ে সে তা দেখিয়েছে।

আরো কত নতুন নতুন বিষয় ভেবে দেখবার রয়েছে সেগুলো সে আপাতত ধামাচাপা রাখল। মনে এখন তার এক চিন্তা, সেফ যদি তাকে হত্যা করতে চায় তাহলে সে কী করবে।

এই বাড়িতে রক্তপাত হোক সেটা হয়তো সেফ চাইবে না। তাকে মারতে গেলে কাউকে তার খুব কাছাকাছি আসতে হবে। তার পা-জোড়া এখনো খোলা রয়েছে। স্টিভ কোলিয়েরও ছাড়া রয়েছে। কিন্তু উইসের হাতে বন্দুক, দরকার পড়লে ও চালাবেই। একমাত্র আশা উইলি গারভিন···ততক্ষণ যদি দেরি করানো যায়।

সেফ বলছিল, 'তুমি বলছ ওকে সরিয়ে ফেললে লুসিফারের শক্তি ব্যাহত হবে।'

'হবেই আমি জানি।' ভয়ে বোকারের গলা রুক্ষ শোনাল।

উইস বলল, 'আমিও একটা কথা জানি। লুসিফার যা-ই বলুক, এই মেয়েকে আমাদের সঙ্গে নিয়ে যাওয়া চলে না। এ মেয়ে অত্যন্ত চতুর, অত্যন্ত ছিঁচকে ··· জোন রেখ পযন্ত। চোখের এ কিছু তোমাদের ঝাড়বে।'

সেফ চোখ আধবোজা রেখে সামনে পেছনে দুলতে দুলতে চিন্তা করতে লাগল। বোকার ঘৃণায় মডেস্টিকে যেন চোখ দিয়ে ভস্ম করছিল, বলল, 'ধর, আমরা যদি মেয়েছেলেটার ওপর ম্যাগনেসিয়াম

আর সায়ানাইড স্ট্র্যাপ লাগাই? তাহলে সব ছিঁচকে বেরিয়ে যাবে। কোলিয়েরকেও একটা লাগিয়ে দিলে হয়।'

সেফের গাঁট-গাঁটে মটমট আওয়াজ হ'ল। 'মতলব হিসেবে চমৎকার। কিন্তু প্রতি মুহূর্তে যদি নজর রাখা না যায়, তাহলে সে স্ট্র্যাপ সহজে খুলে ফেলা যাবে।'

ঘরময় সে পায়চারি করতে লাগল, 'না, স্ট্র্যাপ নয়। আমি অনেক ভালো বন্ধ বাতলাচ্ছি।' বলে সেফ ঘুরে দাঁড়িয়ে হাসল, 'ডাঃ বোকার, আশা করি ডাক্তারীর প্রাথমিক শিক্ষা তোমার আজও মনে আছে। একটুখানি ডাক্তারী কৌশল আমাদের দরকার হবে।'

১৩

লাস-গোবিয়ো'র [illegible] দিকে বালিয়াড়িগুলোর মাঝখানে একটা খাঁজ। সেখানে পাথরের [illegible] চুপ করে উইলি গারাভিন শুয়েছিল। তার চোখে দূরবীন।

[illegible] খুব দুশ্চিন্তা হচ্ছিল। ওখানে কিছু একটা গণ্ডগোল হয়েছে। কান চুলকে তার ব্যথা হয়ে যাচ্ছিল. না হলেও ইতিমধ্যে সে পরিষ্কার বুঝতে পারছিল। এক ঘণ্টা হয়ে গেল. মডেস্টিকে সে বাড়িতে ঢুকতে দেখেছে। জ্যাক উইলসের সঙ্গে কথা বলল, তারপর ভেতরে ঢুকে গেল।

তারপর এই তো দশ মিনিট আগে সত্তর ফুটের এক ডিজেল ইয়াট ছোট্ট ডকের একশ গজ দূরে এসে ভিড়ল, একটা মোটরবোট নামাল। প্রথম দফায় মোটরবোটটা ডক থেকে ইয়াটে অনেকগুলো স্যুটকেস নিয়ে গেল, সঙ্গে রোগা-রোগা সাদা চুলের এক মহিলা আর জ্যাক উইলস।

মোটরবোট এখন ফিরে আসছে। উইলি দূরবীণ বাড়ির দিকে ঘোরাল। মডেস্টি বেরিয়ে এলো, তাকে দেখে উইলি একটু আশ্বস্ত

হ'ল। তার পাশে এক তরুণ, চমৎকার তার শরীরের গড়ন, ছোট করে ছাঁটা কালো চুল। তারপর আরেকজন...

কি কাণ্ড! এ যে স্টিভ কোলিয়ের... !

তারপর আরও দু'জন, একজন কালো স্যুট পরা বুড়ো, আরেকজন বছর চল্লিশেকের হবে, তার হাতে মস্টিব হাত ব্যাগ। এটা খুব খারাপ।

উইলি জোরে দম নিল, তার শরীরের শিরাগুলো টনটন করছিল। মডেস্টি নিঃসাড়ে সংকেত জানাবে যদি সে উইলির সাহায্য চায়, সেইজন্যে সে অপেক্ষা করতে লাগল। ওরা এখন জেটির কাছে, মোটরবোট ওদের দিকে এগিয়ে আসছে। উইলি যেখানে শুয়ে মডেস্টি সেদিকপানে পেছন ফিরে যাচ্ছে। ওর দু'হাত পেছনে, ডান হাতটা নামাল, মাথা ধীরে ধীরে বাঁদিকে কাত করল, তারপর একটু নুয়ে এক কান চুলকোলে, যেন মাছি-টাছি কিছু তাকে জ্বালাতন করছে। হাতটা আবার সে একটুখানির জন্যে পেছনে রাখল, তারপর দু'হাত একসঙ্গে জড় করল।

উইলি গারভিন বিড়বিড় করে উঠল। অবিশ্বাস্য।

দু'মিনিট পরে চারজনই মোটরবোটে উঠল এবং ইয়াটের দিকে এগিয়ে চলল। ওরা যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে নোঙর পড়ল। উইলি দেখল, ওরা ছোট্ট গ্যাংওয়ে দিয়ে ইয়াটে চড়ছে। মোটরবোটটাকেও ওপরে তোলা হল। চাবি ঘোরাতে ইয়াট প্রাণ পেল, মসৃণ বেগে ছুটে চলল উত্তর দিকে।

ইয়াটের গায়ে লেখা নামটা উইলি আবার দেখে মিলিয়ে নিল। বাইওরকা।

বালিয়াড়ির আড়ালে ইয়াট অদৃশ্য হয়ে যাওয়া পর্যন্ত সে দেখতে লাগল। তারপর দূরবীণ নামাল।

উত্তর। অসলোয়? কোপেনহেগেনে? কোন ক্ষুদ্র বন্দরে? কিছুই বুঝবার উপায় নেই। তাকে আন্দাজ করে নিতে হবে,

'তবে টারান্ট ওই ইয়াটের খোঁজ তাকে দিতে পারে। উইলি গারভিন উঠে সোজা বালিয়াড়ির ভেতর দিয়ে চলল, যেখানে সে তার গাড়িটা রেখে এসেছে। চরম আঘাত সইতে সে তার মন এবং স্নায়ু—সব কিছুকে তৈরী করে নিচ্ছিল।

মডেস্টিকে এইভাবে ওরা নিয়ে গেল। কেমন করে, কোথায় কিংবা কেন—উইলি কিছুই জানে না।

মনের ভেতর কোথাও লড়াই বাধল না, কিছু না মডেস্টিকে হারিয়ে, সে যেন অন্ধকারে একা পথ হাতড়াতে লাগল।

এর চব্বিশ ঘণ্টা পরে টারান্ট তার অফিস থেকে স্টকহোমের ছোট্ট এক হোটেলে উইলি গারভিনের কাছে কল পাঠাল।

কোনরকম গৌরচন্দ্রিকা না করে টারান্ট বলল, 'ওই ইয়াটটার বিষয়ে আমরা লয়েডস রেজিষ্টার এবং বিদেশী যাবতীয় প্রতিষ্ঠানে খোঁজ করে দেখেছি। 'বাইওরকা' নামে কিছু নেই। সম্ভবত ওটা বানানো নাম, লিখে রেখেছে।

'ঠিক আছে। ধন্যবাদ।' উইলির গলা স্বাভাবিক, তাতে কোন হতাশার ভাব ছিল না। টারান্ট জিগ্যেস করল, 'তুমি বলছ, উত্তর দিকে গেছে?'

'তাতে কিছু প্রমাণ হয়না। যেকোন দিক দিয়ে ওরা ঘুরে আসতে পারে। আমি স্টকহোমে খোঁজ করেছি, অসলোতে এবং আরো গোটাকতক পোর্টে জানাশোনা লোককে ফোন করেছি, কিন্তু কোন খবর নেই। জাহাজঘাটা কিংবা বিমানবন্দরে আপনি চোখ রাখতে পারেন?'

'বড়গুলোতে পারি। তবে নিশ্চয়ই ওরা নামটাম ভাঁড়াবে। মডেস্টির পাসপোর্ট ওরা কী করবে?'

'উইসের কাছে ডজনখানেক পাসপোর্ট থাকা সম্ভব। ক্যামেরা থাকলে কয়েক ঘণ্টার মধ্যে মডেস্টির একটা বানিয়েও ফেলতে পারে।'

'ওরা ছোটখাট জাহাজঘাটা বা বন্দরেও নামতে পারে', টারান্ট

‍লল, ‘আমি তো বড়সড় জাল বিস্তার করতে পারব না। লোকে জিগ্যেস করবে, কেন এসব করতে চাইছি।

‘জানি, স্যর জি.। যা পারেন করুন। কিন্তু কেউ যদি কোন সূত্র পায় তারা যেন দয়া করে নিজেরা ঝাঁপিয়ে না পড়ে। শুধু দেখে যাবে আর রিপোর্ট করবে।

‘হ্যাঁ, আচ্ছা মডেস্টিকে ওরা কীভাবে ধরে রেখেছে? তোমার কি মনে হয় উইলি?

‘সেটা আমি বুঝতে পারছি না। কুরসং ছিলনা, সংকেতে মডেস্টি আমাকে তেমন কিছু জানাতে পারেনি। কিন্তু শুধু বন্দুক হলে ও ঠিক বেরিয়ে আসত। কিংবা ও যদি বুঝত হয়াট নিয়ে এক বোপ দেবে, তাহলেও সেই একই কথা।’

‘এর পর তুমি কী করছ?

‘ভাবছি। যদি গোটাকতক সূত্র জোড়া লাগাতে পারি, তাহলে এই ডুবোজাহাজে তোলার ব্যাপারটার জবাব আমি পেয়ে গেছি। ধরে নিতে পারেন।’

টারান্ট একটা কাগজ তুলে নিয়ে বলল, ‘নতুন মৃত্যু তালিকা পাঠানো হয়েছে। সেই আগেকার ধরনেরই প্রায়, তবে এটাতে আমাদের একটু ব্যক্তিগত আগ্রহের ব্যাপার রয়েছে। আমাদের পামেরিবার বন্ধু জন ড্যাল এতে রয়েছে।

অপরপ্রান্তে কোন সাড়াশব্দ পাওয়া গেল না। টারান্ট বুঝতে পারল, উইলি ভাবছে। সে নিজেও একই কথা চিন্তা করেছে। মডেস্টির ধারণা যদি ঠিক হয়, তাহলে ড্যাল কিসের আওতায় পড়ছে? তার স্বাভাবিক মৃত্যু হবে সেইটাই ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে? নাকি সে ব্ল্যাকমেলের পর্যায়ে পড়ছে?

উইলি আস্তে আস্তে জানাল। ‘ড্যাল টাকা দেবে না। আমরা ওকে যতটা চিনি এরা ততটা চেনে না। এরা ভাববে, ঠিক দেবে। বিশেষ করে এদের কাছে যখন তেমন বহু দৃষ্টান্ত আছে।’

'তা ঠিক।' নিশ্বাস ফেলে টারান্ট হাতের কাগজখানা নামাল 'কিন্তু আমাদের কাছে এটা এখন প্রধান সমস্যা নয়।'

'না। যদি কোন খবর এসে পড়ে আমাকে জানাবেন, স্যার জি. আমি কাল অব্দি এখানে আছি।'

'তারপরে?'

'ভেবে কি পাই না পাই তার ওপর নির্ভর করছে।'

উইলি গারভিন ফোন নামিয়ে জানলার বাইরে তাকাল। তখনও বিকেল হয়নি। পর্দা টেনে দিয়ে ঘর অন্ধকার করার পরে সে বিছানায় গেল। সিগারেট এবং লাইটার বিছানার পাশে টেবিলে রাখল, তারপর মাথার পেছনে হাত রেখে শুয়ে পড়ে সে চোখ বুজল।

স্টকহোমে ছটা।

নিউইয়র্কে দুপুর। প্রবাণ্ড স্কাই স্ক্র্যাপার। তাতে জন ডালের এন্টারপ্রাইজ। সেই বাড়ির সবচেয়ে ওপরতলায় লম্বা বোর্ডরুম টেবিলের একদম মাথায় জন ডাল বসেছিল। চল্লিশ পার হয়নি, কালো কদম ছাঁট চুলের তলায় অত্যন্ত বাদামী মুখ। ঘরে দশ জন খানেক ক্ষমতাশালী লোক, কিন্তু ডালই সেখানে প্রখর ব্যক্তিত্বে বিরাজ করছে। একজন লোক কথা বলছিল। তার সামনে ফাইল। ডাল শুনে যাচ্ছিল, টেবিলের ওপারে তার ছাই-ছাই আয়ত চোখ। সম্পূর্ণ মনোযোগ দেবার ক্ষমতা তার খুব, তাই তার সেক্রেটারী জেন ব্যানিস্টার যেখানে বসেছিল, সেখানকার টেলিফোনে যখন শব্দ হল তখন সে শুনতেই পেল না।

যে বলছিল তার কথা আটকে গেল, অন্যদিকে চোখ গেল। ডাল তখন ভুরু কুঁচকে ঘাড় ঘোরাল। জেন ঠিক সেই সময় তার কনুইয়ের কাছে একটা চিরকুট গুঁজে দেবার চেষ্টা করছিল। ডাল অবাক হ'ল। জেনকে কড়া নির্দেশ দেওয়া আছে, মীটিং শেষ না হওয়া পর্যন্ত তাকে পাওয়া যাবে না। কিন্তু জেনও তার সঙ্গে দশ বছর রয়েছে, তার বিচারে ভুল হয় না।

ড্যাল চিরকুটটা নিল। জেনের গোটা গোটা হাতের লেখায় ...নটি কথা লেখা আছে: 'উইলি গারভিন। জরুরী।'

জেন খানিকটা উদ্‌বিগ্ন হয়েই বলল, 'আমি ভাবলাম—'

'হ্যাঁ জেন, ঠিক আছে' ড্যাল উঠে দাঁড়াল। 'আপনার ... নাকে কয়েক মিনিটের জন্য সামলে নেবেন।'

বারান্দা দিয়ে ড্যালের নিজের অফিস ঘরে যেতে যেতে ... ..., 'সেই হুমকির ব্যাপারে এ এসেছে কিনা, আমি তাই ভাবছি।'

'হ...ে পারে।' ড্যাল দরজা খুলে ধরে জেনকে এগিয়ে ... , নিজে ... পেছনে অফিস-ঘরে ঢুকল। 'কিন্তু আমি ... ..., ...স্ট কেন এলো না। ফোন তুলে বলল, 'ড্যাল। বলটা দাও।'

এক মিনিট পরে উইলির গলা শোনা গেল, 'হ্যালো, জন।'

'হ্যালো, উইলি। খবর কী?'

'টারান্ট বলল তোমার ওপর নাকি পরোয়ানা এসেছে।'

'হ্যাঁ। পাঁচলক্ষ ডলার দামের হীরে।'

'পয়লা চোটেই ওরা এটা বলেছে?'

'হ্যাঁ। এসব ব্যাপারে যা হয়, তেমন বড় কিছু ...চোট নয়। ... অভিনেতাদের বেলায় তো দু' কোটি টাকার কম মামলাই হয় ...। তবে আমার সব বড় বড় বন্ধুরা বলছে, এ জিনিসটা ... ...ড়া।'

'... বটে। তুমি কি দিচ্ছ, জন?'

'দিচ্ছি না ... ভাবছিম।'

'তুমি যদি দাও, আমি খুশি হব।'

'কী!'

'তাহলে আমি একটা হদিশ পেতে পারি। আমরা এই নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছি। ওরা মডেস্টিকে নিয়ে গেছে। এখন সে কোথায় আমি জানি না।'

ড্যাল-এর পেটের ভেতরটা কেমন খামচে উঠল। সে খুব রুক্ষ-ভাবে বলল।

'নিয়ে গেছে ?'

'ঠিক তাই।' উইলির গলায় কোনরকম ভাব ফুটল না। 'তবে ওকে একদম শেষ করে দিয়েছে বলে আমার মনে হয় না। অত শান্তভাবে তাহলে সে ওদের সঙ্গে যেত না।'

'শান্তভাবে ?'

'আমি দেখলাম যে।'

ড্যাল একটুখানি ঝিম্ মেরে বসে রইল। তারপর জোর করে দরকারী জিনিসে মন দিল। 'ওরা যদি ওকে নিয়েই গিয়ে থাকে তাহলে, ওরা তো এখন প্রকাশ্যে। তুমি দেখেছ, তুমি জান তারা কারা! অথবা না-ও জানতে পার, কিন্তু এ নিয়ে দেশ বিদেশে হৈ হৈ ফেলে দেবার মতো যথেষ্ট মাল মসলা নিশ্চয়ই তোমার হাতে আছে!'

'জন, ব্যাপারটা সেরকম নয়। আমাকে এ-ব্যাপারে একাই কাজ করতে হবে।'

'একা ? কেন ?'

'কারণ এর মধ্যে এক প্রকাণ্ড শয়তানী রয়েছে যে! সবাই মিলে যদি এই নিয়ে হৈ-হৈ করা হয়, তাহলে মডেস্টি খতম হয়ে যেতে পারে।'

'তুমি কী করে জানলে ?

'যখন ওকে নিয়ে যায়, আমি দূরবীন দিয়ে দেখছিলাম। ও আমাকে সংকেত করে, চড়া এবং পরিষ্কার।'

'তার মানে কী ?'

'মানে আগে সব না জেনে কিছু আরম্ভ করতে যেও না। এটা ও বিশেষ করে বলে দিয়েছে।'

ড্যাল চুপ করে রইল। কেমন করে বা কোথায় মডেস্টিকে নিয়ে গেল, সেকথা জিগ্যেস করল না। যদি সেটা তেমন প্রয়োজনীয় হ'ত, উইলি নিজেই তাকে বলত। মডেস্টি কী করে সংকেত জানাল তাও সে জিগ্যেস করল না। ওদের নিজেদের মধ্যে কি একটা ব্যবস্থা আছে।

'জন, ধরে আছ না ছেড়ে দিয়েছ ?'

'ভাবছি। তুমি চাও আমি ওদের এই হুমকিতে সাড়া দিই।'

'হ্যাঁ। টাকাটা আমি দিয়ে দেব।'

ড্যাল রেগে উঠল। 'তোমার ধারণা আমি টাকার জন্যে ভাবছি ? টাকার কথা তুমি ভুলে যাও। আমাকে কী করতে হবে বল।'

'ধন্যবাদ। কাগজে ওরা যেমন বলেছে, সেইভাবে বিজ্ঞাপন দাও, যেন তুমি রাজি আছ। এরপরে তোমাকে বলবে কোথা থেকে পাত্রটা নিতে হবে এবং কোথায় সেটা ফেলতে হবে। এবং কখন। ফেলার ব্যাপারটা যখন ঠিক হবে, আমাকে জানাবে, আমি উপস্থিত থাকব।'

'আমিও থাকতে চাই। ওদের যোগাযোগ ব্যবস্থা কীভাবে হয়, জানিনা। তবে এতে তিন চার হপ্তা লেগে যেতে পারে।'

'জানি। আমি 'ট্রেডমিল' এ থাকব। কিছু যন্ত্রপাতির যোগাড় করতে হবে। সুতরাং আমাকে ওখানে খবর দিও।'

ড্যাল ব্যস্ত হয়ে জিগ্যেস করল, 'তুমি কী করবে মনে করছ, উইলি ? ব্ল্যাকমেলের টাকাটা নেবার সময় বরাবর পিছু ধাওয়া করার চেষ্টা তো সব ব্যর্থ হয়েছে।'

উইলি বলল, 'এবারে অন্যরকম হবে। ওদের সংগ্রহ করার ফন্দিটা আমি জানি।'

'কী বললে ?'

'এখন আর প্রশ্ন করো না, জন। দেখা হলে বলব।'

ড্যাল জোরে নিশ্বাস নিল। 'বেশ। কিন্তু তুমি একা পারবে তো ? সে-বিষয়ে একদম ঠিক ?'

'গণ্ডগোল হয়েও যেতে পারে। তবে মডেস্টিকে বাঁচাবার এই একমাত্র রাস্তা—এ-বিষয়ে আমি একদম ঠিক।'

'ওদের নির্দেশ পেলেই আমি তোমাকে জানাব।'

'আবার ধন্যবাদ। আচ্ছা জন—'

ড্যাল ফোন নামিয়ে রেখে শূন্যে তাকিয়ে রইল। জেন ডানস্টান বলল, 'সবটা বুঝতে পারলাম না। খুব খারাপ কিছু?'

'হ্যাঁ। খারাপ। তবে এখনো বোঝা যাচ্ছে না, এই যা।' ড্যাল অধীর হয়ে মাথা নাড়তে লাগল। তারপর ড্রয়ার খুলে টাইপ করা একটা সস্তা কাগজ বের করল। 'পরে তোমাকে সব বলব। এখন তুমি এই বিজ্ঞাপন-টা নিউইয়র্ক টাইমস এ ফোন করে দিয়ে দাও।'

'হ্যাঁ, মিঃ ড্যাল।' জেন কাগজটা এমনভাবে ধরল, যেন সে ভীষণ নোংরা।

'তারপর টরসেনকে বলবে এক প্যাকেট হীরের ব্যবস্থা করে রাখবো। পাঁচলক্ষ ডলারের মতো।'

'আচ্ছা।' জেন একটু ইতস্তত করল। 'একটা জাহাজের বন্দোবস্ত করতে হবে তো। মানে ওগুলো দেবার জন্য।'

'সেটা এখন থাক। আগে জানি কোথায় দিতে যেতে হবে।'

জেন বিচলিতভাবে বলে উঠল, 'টাকাটা দিচ্ছেন জেনে আমি খুব খুশি হয়েছি। আমি জানি আপনি দিতে চান নি, কিন্তু আমি খুশি হয়েছি। যা ভয় পেয়েছিলাম।'

'জানি। দুঃখিত।' ড্যাল বাঁকা হাসি হাসল। 'এবারে আমি ভয় পাচ্ছি।'

১৪

মডেস্টি রেজ আজ লাল চিয়ং স্যাম পরেছিল। সবুজ আর হলুদে আরও দুটো আছে। ম্যাকাওয়ে দু'ঘণ্টা থামা, তখন বোকার এর জন্যে এই নিয়ে এসেছিল, আর কিছু নয়। সেই লাল চিয়ং স্যাম এখন ভিজে গায়ের সঙ্গে লেপটে রয়েছে। এতক্ষণ সাঁতার

কাটছিল। অবশ্য এত পাতলা কাপড় এই রোদের তাতে চট করে শুকিয়ে যাবে।

পায়ের ওপর পা দিয়ে বালিতে বসেছিল মডেস্টি, পঞ্চাশ হাত দূরে সবুজ পাগড়ি পরা কালো চামড়ার একটা লোক দাঁড়িয়েছিল। তার গায়ে জি. আই. স্ল্যাকস, পায়ে গাড়ির টায়ার কাটা ফিতে-দেওয়া চটি। কাঁধে পুরনো এক উইনচেস্টার বন্দুক ঝুলছে।

লোকটা মোরো। এরা বত্রিশজন রয়েছে এই দ্বীপে, সঙ্গে বারোজন মোরো মেয়ে। দ্বীপটা দক্ষিণ চীন সমুদ্রে গলা বাড়িয়ে আছে।

মোরোরা খুনে। শত শত বছর আগে তারা দক্ষিণ-পশ্চিম থেকে ফিলিপাইনে আসে। ভীষণ হিংস্র এবং সাংঘাতিকরমের দস্যু ছিল তারা। সত্তর বছর আগে আমেরিকার পরাক্রান্ত সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে লড়াই করেছিল। তাদের হারাতে সত্তর হাজার সশস্ত্র, সুশিক্ষিত সৈন্যের দরকার করেছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় কম্যুনিষ্ট গেরিলা বাহিনীর হয়ে তারা জাপানীদের প্রতিরোধ করে। সংক্ষেপে তাদের বলা হ'ত 'হাক': যুদ্ধের পর কয়েক বছর ধরে নিজেদের স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার জন্যেও লড়েছিল। কিন্তু হেরে যাওয়ার পর তাদের রাজনৈতিক উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়। হাক আন্দোলন ভেঙে যায়। এরা তখন পুরনো রাস্তায় ফিরে যায়, আবার মোরো নাম ব্যবহার হ'তে থাকে। আমেরিকান অস্ত্রশস্ত্র বাগিয়ে বিদ্যুতচালিত নৌকায় তারা তীরের গ্রাম এবং সহরে লুটপাট করে বেড়ায়।

এখানে সেই মোরোদেরই একটা দল সেফের নতুন ঘাঁটি পাহারা দিচ্ছে। মোরোদের সাতটি নৌকো উপসাগরের ডান হাত বরাবর কাঠের এক ডকের কাছে নোঙর করা। মডেস্টির পেছনে এবং বাঁয়ে কতকগুলো জট পাকানো পাহাড়। গায়েই জড়াজড়ি করে দাঁড়িয়ে তালপাতার ছাউনি দেওয়া মোরোদের কতকগুলো কুঁড়ে।

পাহাড়ের ধার থেকে দু'শ গজ দূরে একটা বাড়ী। তিন শতক

আগে ফিলিপাইনে স্প্যানীশ শাসনের সময় এক জমিদার এই বাড়ি বানিয়েছিলেন। সেফ এখন এটা ভাড়া নিয়েছে। বাড়ীটার আকৃতি ইংরিজি 'T' অক্ষরের মত। সমুদ্রমুখো বাড়ীটার ঠিক পেছনে পাহাড়।

পাহাড়ের দুটো দিকই ঢালু হয়ে নেমে ঘন জঙ্গলে হারিয়ে গেছে। জঙ্গল আর পাহাড় মিলে জায়গাটায় প্রচণ্ড অবরোধ সৃষ্টি করেছে। বাড়ি এবং উপসাগরকে আলাদা করে ফেলেছে পালাবার একমাত্র উপায় সমুদ্র।

বাড়িটা দোতলা, জানলায় জানলায় গরাদ। মোরোদের আক্রমণের ভয়ে ধনী মালিকের এই ব্যবস্থা। ছাদের শেষ প্রান্তে জলের ট্যাংক।

ইউরোপ এবং এশিয়ার পার্শ্ববর্তী পথ চারদিন ধরে ঘুরে এসে এই দলটা তিনদিন হ'ল এখানে পৌঁছেছে। 'বাইওরকা' ইয়াটে তাদের প্রথম যাত্রা আরম্ভ হয়েছিল কিন্তু সেটা মাত্র কয়েক ঘণ্টার ব্যাপার। ইয়াট আবার দক্ষিণে ফিরে গিয়েছিল, মডেস্টির ধারণা সেটা বোধহয় ওয়েসারমাণ্ডি। সেখান থেকে দুটো গাড়িতে করে দলটা যায় ছোট্ট এক বিমানক্ষেত্রে। একটা চার্টার প্লেন সেখানে অপেক্ষা করছিল।

ভাবতে ভাবতে মডেস্টি বুঝতে পারছিল, টারান্ট-এর সাহায্য নিয়েও এই গোলমেলে রাস্তা খুঁজে বের করবার আশা নেই উইলি গারভিনের। উইলি কোন্‌দিক থেকে কাজ আরম্ভ করবে, একবার ভাবতে চেষ্টা করছিল, কিন্তু সে-ভাবনা নিষ্ফল ভেবে তুলে রাখল।

এই মুহূর্তে আসল ভাবনা স্টিভ কোলিয়েরকে নিয়ে। তার সঙ্গে একটু আলাদা কথা বলবার এরা কোন সুযোগই দেয় নি, যদিও সেফের তেমন বারণ নেই। সুবিধে মতো তাকে সে যতদূর সম্ভব আশ্বস্ত করতে চেয়েছে, কিন্তু তবু তার ভয়,—ও না ভেঙে পড়ে।

কোলিয়ের দুর্বল-চরিত্র বা বোকা নয়। ভবিষ্যত খতিয়ে দেখবার মতো তার যথেষ্ট বুদ্ধি-বিবেচনা আছে। তার নিশ্চয়ই

জানা উচিত সেফের কাছে তার প্রয়োজন যখন ফুরোবে তখনই তার মৃত্যু হবে। এটাও সে জানে, মডেস্টির নিজের জীবন আরও ক্ষীণ সুতায় ঝুলে আছে, লুসিফারের শুভেচ্ছার ওপর নির্ভর করছে। এখনো পর্যন্ত সেটা রয়েছে এবং এই একটা জিনিসে লুসিফারকে ভোলানো যাবে না। সেফ বা বোকার কারুর দ্বারাই তা সম্ভব নয়।

কোলিয়েরের মুখে যে যন্ত্রণার ছাপ স্পষ্ট হয়ে উঠেছে সেটা ভয়ে, তার নিজের জন্যে ততটা নয়, মডেস্টির জন্যেই বেশি। তবে তার মনকে যেটা ভীষণভাবে ক্ষত বিক্ষত করছে সেটা হয়তো মৃত্যু-ভয় নয়। ও জানে, ওরা দু'জনেই নিজেদের শরীরে দিন রাতের প্রতি মুহূর্তে তাৎক্ষণিক মৃত্যুকে বহন করে চলেছে।

সেফের তত্ত্বাবধানে বোকার সেই মৃত্যুকে স্থাপনা করেছে।

সাইলট-এর সেই বাড়ির একটা ছোট্ট ঘর। মডেস্টির মনে পড়ল, কম্বল পাতা টেবিলে সে উপুড় হয়ে শুয়ে। জ্যাক উইস তার মাথার কাছে বন্দুক ধরে দাঁড়িয়ে। কোমর পর্যন্ত তার খোলা, বাঁ কাঁধের কাছে ছুঁচ ফুটল, নভোকেনে জায়গাটা অসাড়। ষাট সেকেণ্ড পরে বোকার একটা স্ক্যালপেল নিয়ে নিঃশব্দে অস্ত্র আরম্ভ করল। সেফ তাকে আর কোলিয়েরকে বুঝিয়ে বলতে লাগল, ঠিক যা যা করা হচ্ছে।

আধ ইঞ্চি ফাঁক করে পেশির ভেতর পাতলা একটা প্ল্যাস্টিক ক্যাপসুল ঢুকিয়ে দেওয়া হ'ল, সেটা ভেতরে রয়ে গেল। তারপর সেলাই, ড্রাই ড্রেসিং এর ওপর ছোট্ট একটু প্লাস্টার, কাজ শেষ। দু' মিনিট লেগেছিল।

তারপর কোলিয়েরের পালা। অবিশ্বাস্য ধাক্কায় কোলিয়েরের সেই বিবর্ণ মুখ তার মনে পড়ল। দ্বিতীয় ক্যাপসুলটা মডেস্টি লক্ষ্য করেছিল। সাদা, লজেন্সের মতো, দেশলাইয়ের চেয়ে পুরু নয়, ইঞ্চিখানেক লম্বা।

কোলিয়েরের পিঠে বোকার যখন সেটা ঢোকাচ্ছিল, মডেস্টি তখন সেফের গলা শুনেছিল, 'এতে তোমার কোনরকম অসুবিধে

হবে না। এই অস্ত্রের ঘা দু' একদিনেই সেরে যাবে। কিন্তু এর ফলে তুমি আমাদের বাধ্য এবং বশ্য হয়ে থাকবে। তোমার যাতে কোনরকম সন্দেহ না থাকে তাই এই ক্যাপসুল কীভাবে কাজ করে তোমাকে বলছি।'

উইলি গারভিন থাকলে এর খুঁটিনাটি বুঝত। মডেস্টি নিজের জ্ঞানে শুধু এইটুকু বুঝেছিল, সেফ কোন উদ্ভট কল্পনার কথা বলছে না। প্রত্যেক ক্যাপসুলে সাধারণ চলতি যন্ত্রাংশ আছে। একটি এরিয়াল, ওয়েস্ট-কোটের বোতামের সাইজে একটা ম্যালরি ব্যাটারী। সেফের পকেটে ট্রান্সমিটার আছে, সংকেত এলে প্রাইমারে আগুন জ্বলে উঠবে। সেই আগুন জ্বলবে সাধারণ এক ফ্লাশ-বাল্ব থেকে। দেশলাইয়ের কাঠির মাথার চেয়ে বড় নয়, সেই প্রাইমার, কিন্তু এর আগুনের তেজ যথেষ্ট। ক্যাপসুলের পাতলা প্লাস্টিক ঢাকা ভেদ করে চলে যাবে।

এবং কয়েক ফোঁটা সায়ানাইড বেরিয়ে রক্তের মধ্যে ছড়িয়ে পড়বে। সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যু।

মডেস্টি কাঁধ নাড়ল, পেশি চালনা করল। শরীরে যে ক্যাপসুল আছে তা টের পেল না। ছোট্ট ক্ষতটা শুকিয়ে গেছে, তিনদিন আগে সেলাই কেটে দেওয়া হয়েছে। ক্যাপসুলটা ঢোকানো সোজা কাজ, কিন্তু তাকে বের করে আনতে গেলে পাকা হাতের দরকার ঠিক কোন্ জায়গায় রয়েছে আগে সেটা খুঁজে বের করতে হবে।

নিজের ক্যাপসুল নিজে বের করা অসম্ভব, কোলিয়েরেরটা বের করা খুব শক্ত। হয়তো সায়ানাইডের বিষে আগেই মারা পড়বে। তবু মডেস্টির বিশ্বাস সে বোধহয় পারবে, কারণ বোকারকে খুব কাছ থেকে সে লক্ষ্য করেছে। কিন্তু কোলিয়ের হয়তো তারটা পারবে না। তবু চেষ্টা করে দেখতে হবে। বাথরুম থেকে সে একটা ব্লেড চুরি করেছে। করে তার চটিজুতোর সোলের ভেতর লুকিয়ে রেখেছে। কিন্তু স্টিভ কোলিয়েরের সঙ্গে যে একটু একা কথা বলার সুযোগ মিলছে না।

গত কয়েকদিনে মডেস্টিব কাছে বহু রহস্যই উদ্‌ঘাটিত হয়েছে। সে জানে, লুসিফাব কী, নিজেকে সে কী ভাবে। সে জানে লুসিফারেব অতীন্দ্রিয় শক্তি বলে সহজে কী করে মৃত্যুব ভবিষ্যদ্বাণী করে এবং কেমন করে সেটা কাজে লাগায়। সেফ যে নিজেব চারপাশে এই দলটাকে গড়ে তুলেছে, তার কারণো কী তাও অজানা নয়। এব মধ্যে মোকাব বা জ্যাক ডইসেব ভূমিকাও সে জেনেছে। যদিও অদ্ভুত, তবু সেই বার লণ্ডনে সে যা-যা আন্দাজ করেছিল, তাতে যুক্তি ছিল—সব মিলে যাচ্ছে।

ডুবন্ত পাত্র সমুদ্রেব তলা থেকে কী করে তোলা হয়, সেই রহস্যেব আশ্চয উত্তর-ও মডেস্টি এখন পেয়ে গেছে। আর, এখানেই জড়িত ওই গোলগাল ভদ্রগোছেব সেই নাম লোকটি — গাবসিয়া।

কিন্তু এত সব জানা সত্ত্বেও পালাবার কোন পরিকল্পনা করা যাচ্ছে না। মোবোদেব একটা লঞ্চ চুরি কবাব চেষ্টাও বৃথা। সেফের আদেশে ইঞ্জিনগুলোকে অকেজো করে রাখা আছে।

গাবসিয়ার হেফাজতে দুটো ডিঙি আছে — তাব একটাকে হয়তো চুরি করা সম্ভব। দিনের বেলা লুকিয়ে থেকে রাত্তে বাতে চলে যাওয়া, কারণ দিনে মেরোরা লঞ্চে করে খুঁজে বেরুবে। কিন্তু তার আগে তো ডিঙিটাকে পাথুবে দ্বীপের কোথাও লুকিয়ে বাখা…

সমস্যাটাকে মডেস্টি ছেড়ে রাখল। কেননা এটা প্রাথমিক সমস্যা নয়। শরীর থেকে মরণ ক্যাপস্থল বেব করে না ফেলা পর্যন্ত কোন কিছুই করা যাবে না। একটা মোরোকে ঘুষ দিয়ে সাহায্য পাবার কথাও সে ইতিমধ্যে ভেবেছে। ঘুষ দিতে তাব এই শরীবটাই আছে, তাতেও সে পিছ পা নয়। মোরোটা সেফের কাছে তাকে ধরিয়ে দিতে পারে, এছাড়া আবও মুশকিল হচ্ছে, ওদেব ভাষা মডেস্টি জানে না।

গারসিয়াকে হাত কববার কথা সে মোটে ভাবেই নি। স্ত্রীলোক হিসেবে তার প্রতি ওর কোন আগ্রহই নেই।

আর আছে লুসিফার। মডেস্টির প্রতি তাব ভাব খানিক দয়ার,

খানিক মজার। তবে এটা সোজা কথা, সে-ই ওর রক্ষাকর্তা ; বলার বিপদ আছে জেনেও মডেস্টি ওকে বলেছে, সেফ ওর শরীরে মরণ-যন্ত্র স্থাপন করে রেখেছে। লুসিফার এই উদ্ভট কল্পনায় হেসে মাথা নেড়েছে, 'মডেস্টি, আমার কিংবা আমার দাহনদেব মনুষ্যোচিত ধ্বংসকাণ্ডের কোন প্রয়োজন নেই। আমিই তো মিথ্যার জনক, তার কাছে তোমার মিথ্যে বলা উচিত নয়।'

হঠাৎ এক ঝলক রঙ মডেস্টির চোখে পড়ল। সে ঘাড় ঘোরাল লুসিফার আসছে তার দিকে, লাল সুইমিং ট্রাংক পরা, শুকনো বালির উপর দিয়ে আসতে আসতে সে গায়ের কালো জামাটা খুলে ফেলল।

ওকে হেসে স্বাগত জানানো কঠিন নয়। মডেস্টির করুণা হ'ল এবং খানিকটা সস্নেহ ভাব—কি সুন্দর, সুস্বাস্থ্য চেহারার তরুণ অথচ কি করুণ, বিভ্রান্ত মন।

'মডেস্টি, আমরা সাঁতার কাটব?'

মডেস্টি ঘাড় নাড়াল। এই প্রথম লুসিফার তাকে হুকুম করল না। জিগ্যেস করল। ওর মনোভাব একটু বদলেছে, এটা খুব তাৎপর্যপূর্ণ। পরখ করে দেখতে মডেস্টি বসে রইল। একটু পরে লুসিফার হাত বাড়িয়ে তাকে টেনে তুলল।

লুসিফারের পাশে পাশে মডেস্টি সমুদ্রে গিয়ে নামল, ঢেউ ভেঙে পড়ল তার চারধারে, তাকে টেনে নিয়ে যেতে লাগল। পরনের চিওংস্যামকে দু পায়ের মাঝখান দিয়ে গুটিয়ে তুলে পেছনে গুঁজেছিল।

লুসিফার তাকে ছাড়িয়ে চলে গেল। সে খুব জোর সাঁতার কাটে। হঠাৎ ডুব-সাঁতার কেটে এসে মডেস্টির পায়ের পাতা ধরে সে নীচে টানতে লাগল। মডেস্টি ডুবল, ওর মাথাটা ধরল, তারপর নিজেকে ছাড়িয়ে নিল। লুসিফার হাসছিল।

মডেস্টি বুঝতে পারছিল, তার শরীর লুসিফারকে অজ্ঞাতে আকর্ষণ করছে। পরে এই নিয়ে বিপদ হতে পারে। সেফ যদি দেখে

সিফারের ওপর বড় বেশি তার প্রভাব পড়ছে তাহলে হয়তো সে অন্য কিছু করে বসতে পারে।

মডেস্টি জল ছিটাল লুসিফারের মুখে। তারপর জলে ভাসা কাঠের ওপর বসে চুলের জল ছাড়াতে লাগল। লুসিফারও এসে বসল তার পাশে।

'রোদ আমার খুব ভালো লাগে।' খুশি হয়ে বলল সে। 'আর সাঁতার।'

'হ্যাঁ, খুব ভালো।' বলে মডেস্টি ঘুরে দেখে নিল। 'হয়ত আমাকে এ-সবই হারাতে হবে। সেফ যদি আমায় নরকে পাঠায়।'

লুসিফার মুখ তুলল। 'তার ক্ষমতা কম। একটু বড়কে উঠো। সে ভাবনা ওর নয়, মডেস্টি।'

'তবু তো ও আমাকে পাঠাতে চায়'

একটু হাসি। 'তার কারণ ওর ক্ষমতা সীমিত। আমি যা দেখতে পাই, ও তা পায় না। ও তোমাকে অবিশ্বাস করে। তুমি যেনো আমার বিরোধিতা করছ, ও তাই ভাবে।'

'আর তুমি? তুমিও কি তাই ভাব?'

'আমি জানি তুমি তা নও।' ওর জবাবে পরিপূর্ণ আশ্বাস।

'তুমি যে একথা জান, তাতে আমার ভালো লাগছে। তোমার নতুন বাহন কোলিয়েরকে তুমি যে আরেকটা সুযোগ দিয়েছ, তাতেও আমি খুশি হয়েছি। এখন সে কি ঠিক মতো কাজ করছে?'

'হ্যাঁ'। বলে লুসিফার একটু ভাবল, তারপর যোগ করল, কিন্তু শিখতে ওর বড় দেরি হয়। সারা দুপুর আমি ওকে শেখাতে ব্যস্ত ছিলাম। কিন্তু ও খালি বলে আবার দেখাও।'

বাড়ির সামনের দিকের একতলার ঘর। বোকার ড্রয়ার বন্ধ করে সিগারেট ধরাল। কোলিয়েরকে দিল না। হাঁটুর ওপর কনুই রেখে কোলিয়ের বসেছিল। সেফ আর রোজিনা ঘরে ঢুকল। সেফ জিগ্যেস করল, 'ফল সন্তোষজনক ডাঃ বোকার?'

বোকার কোলিয়েরের দিকে ঘাড় নাড়ল, 'ও-ই তো বিশেষজ্ঞ।'

সেফের গলা থেকে গোঁ গোঁ আওয়াজ হ'ল, 'মিঃ কোলিয়ের?'

কোলিয়ের তাকাল। ওর মুখে চোখে দুশ্চিন্তা এবং বিতৃষ্ণা 'লুসিফারের অতীন্দ্রিয়-শক্তি খুবই প্রবল। আমি যত লোককে পরীক্ষা করেছি, কারুর মধ্যে এরকম পাই নি। তবে তোমাদের পক্ষে ফল খুব খারাপ।'

'হেঁয়ালিটা দয়া করে পরিষ্কার কর।'

'মোদ্দা কথায় বলতে পারি। লুসিফারের ঠিক ঠিক বলতে পারার ক্ষমতা হ্রাস পাচ্ছে।'

'তোমার বিশেষ চিকিৎসায় ওর সেই ক্ষমতার কী পরিমাণ উন্নতি হতে পারে?'

'আমি জানি না। অতীন্দ্রিয় শক্তির নির্দিষ্ট নিয়মকানুন থাকে না।'

'যদি তোমার চিকিৎসা ভুল হয়?'

কোলিয়ের হাসল, তাতে কৌতুক ছিল না। 'আমি বন্ধ ক'রে দিলে দেখ না কি হয়। এমনিতেই লুসিফারের অবনতি হচ্ছে।'

বোকার তাড়াতাড়ি বলে উঠল, 'ও ঠিকই বলছে, সেফ লুসিফার ভেতর থেকে কেমন যেন গুটিয়ে যাচ্ছে। সিঁটিয়ে শক্ত হয়ে আছে। ওকে একটু সহজ স্বাভাবিক হতে দাও, তারপর কোলিয়েরের শেখানে পড়ানো যদি এইভাবে চলতে থাকে, তাহলে আমার মনে হয়, ও ফের ঠিক ঠিক সব বলতে পারবে।'

'সহজ স্বাভাবিক হতে দাও...'সেফ আস্তে আস্তে ভ্যাঙাল 'সেটা তো তোমার কাজ, ডাঃ বোকার। এ-বিষয়ে তোমার কিছু বলার আছে?'

'আমি ঘুমের ওষুধ দিয়ে চেষ্টা করেছিলাম, তাতে কাজ হয়নি।' বোকার কি যেন চিন্তা করতে করতে হাতের সিগারেট নেভাল। 'লুসিফার যথেষ্ট বড় হয়ে গেছে। হয়তো তার মেয়ে টেয়ে দরকার হচ্ছে।'

রেজিনা খিলখিল করে হেসে উঠল, তার ফ্যাকাশে গায়ে রঙ লাগল।

'মোবো মেয়েছেলেরা ছাড়া, মেয়ে বলতে তো এক মডেস্টি রেজ।'

বোকার বলল, 'ওর কথাই আমার মনে হচ্ছে।'

কারুর মুখে কথা নেই। কোলিয়েরের ইচ্ছে হচ্ছিল, উঠে গিয়ে বোকারের মুখে এক প্রচণ্ড ঘুষি মারে।

সেফ পেছনে দু'হাত জড় করে দাঁড়িয়েছিল। 'এতে বিপদ হতে পারে তো?' সে জিগ্যেস করল। 'লুসিফারের প্যারানর্মাল [illegible] কারণ, আমার যদ্দূর মনে পড়ছে, একটি মেয়ের সঙ্গে [illegible]।'

বোকার বলল, 'বিপদ [illegible] হতে পারে। তাতে অবশ্য আমাদের ভাববার কিছু নেই। আমরা তো চাই যে কোন প্রকারে ঝেড়ে ফেলতেই চাই। লুসিফারেরও সেই পরনো ছাই [illegible] ফেলে দেওয়া দরকার। আমি ওকে একটা সুযোগ দিতে চাই।'

কোলিয়েরের গলা বন্ধ হয়ে আসছিল। 'এতে ওর অলৌকিক ক্ষমতা আরও কমে যেতে পারে।'

সেফ এক কনকনে হাসি উপহার দিল কোলিয়েরকে। 'মি. কোলিয়ের, ওই বিষয়টায় আপনার নিজের স্বার্থ আছে। তাছাড়া এই ব্যাপারে কোন পরিসংখ্যানগত অভিজ্ঞতা তুমি কি দাবী করতে পার?'

'একটা কথা, সেফি ...' রেজিনা কথার মাঝখানে বলে উঠল।

'বল, মাই ডিয়ার।'

'এটা শুধু মডেস্টিকে লুসিফারের কাছে তুলে দেওয়া তো নয়। ওকে যদি সে চাইত, বেচারা তাহলে মুখ ফুটে বলত, যদি বুঝতে পারত। আমি বলতে চাই, মডেস্টিকে সহযোগিতা করতে হবে, আসলে ওকে বলে-কয়ে রাজী করাতে হবে।'

বোকার বলল, 'আমি সেকথা ভেবেছি। রেজিনা ঠিক বলেছে।

লুসিফারকে বিছানায় তুলতে গেলে সাবধানে ভুলিয়ে ভালিয়ে নিয়ে যেতে হবে। মডেস্টি গেল আর ঝাঁপিয়ে পড়ল, তা হয় না। তবে, আমার মনে হয়, এ মেয়ে খুব চালাক, বুদ্ধিমতী। যদি ও আর কিছুদিন বাঁচতে চায়, তাহলে ওকে বুদ্ধি খরচ করে কাজ করতে হবে।'

কোলিয়ের ভাবছিল, সে আর কত সইবে। অথচ কিছু করতে গেলেই লো মারা পড়বে। সেক তৈরী, তার হাত জ্যাকেটের পকেটে, ট্রান্সমিটারে।

কোলিয়েরের ওপরে চোখ রেখে সেক হঠাৎ হাসল। 'ড. বোকার, এটা আমার খুব ভালো লাগছে। বাস্তবিক খুবই চমৎকার। শোওয়ার যে অদল-বদল হচ্ছে, এ বিষয়ে মিঃ উইসকে তুমি হুঁশিয়ার করে দিও। সেই অনুযায়ী মোরোদের পাহারার ব্যবস্থা সে যেন করে। আর, তুমি মিঃ কোলিয়ের, মিস্ ব্লেজকে কী করতে হবে না হবে জানিয়ে দেবে।'

'আমি?' কোলিয়ের বোকার মতো তাকিয়ে রইল।

'সব কথা বুঝিয়ে বলতে, আমার ধারণা তুমিই ভালো পারবে আর, আজ রাতে ডিনারের পর তুমি বরং মিস্ ব্লেজের সঙ্গে পাহাড়ে বেড়িয়ে এস। আমরা অবশ্য নজর রাখব। সেকের রোগা মুখ আনন্দে চকচক করে উঠল

রাতে খাওয়ার পর লুসিফার নিজের ঘরে গেল। যথারীতি ও একঘণ্টা ধরে রেকর্ড বাজাবে সেক তোয়ালেয় মুখ মুছে ওপাশে মডেস্টির দিকে তাকাল।

'মিস ব্লেজ, মিঃ কোলিয়ের এখন তোমার সঙ্গে বেড়াতে যাবে। তোমাকে ওর কিছু কথা বলবার আছে।'

রেজিনা খিলখিল করে হাসল এবং জল মেশানো জিনের গ্লাসে চুমুক দিল। মডেস্টি কথা না বলে উঠে দাঁড়াল। কোলিয়ের তার জন্যে দরজা খুলে ধরে দাঁড়িয়ে ছিল। ও সেদিকে এগিয়ে গেল।

কোলিয়ের একটা কথাও গুছিয়ে বলতে পারছিল না। মডেস্টিই আগে কথা বলল।

'তবু যাহোক দুটো কথা বলার সুযোগ পাওয়া গেল। স্টিভ, তোমার কিরকম লাগছে?'

স্টিভ কাঁধ ঝাকাল। 'ধসে গেছি। এ-সব কিছু তোমাকে স্পর্শ করছে না, তুমি কী করে থাকতে পারছ?'

'মোটে তা নয়। এবে বিপদ আগেও আমি দেখেছি।'

'এইরকম?'

'এর থেকে মুক্তি না পেলে, সেটা তো বোঝা যাবে না। শোন স্টিভ, তোমাকে ঠিক-ঠিক খাওয়া দাওয়া, ঘুমনো, এসব করতে হবে। নিজেকে বাঁচিয়ে চলবে। তুমি ভেঙে পড়লে সেফ তোমাকে মেরে ফেলবে।'

'বাঁচিয়ে চলব?' স্টিভ টুকরো-টুকরো ভাবে হাসল। 'কি করে বাঁচিয়ে চলবে শুনি?'

মডেস্টি ঘুরে দাঁড়াল। 'চেষ্টা কর, স্টিভ। তোমার কল্পনাকে উপোস করিয়ে রাখ আর স বল্পকে খাইয়ে চল

'চমৎকার সহজ উপায় বাতলালে বটে।'

'নিজের জন্যে অত ধাপশোস করো না। কিংবা আমাদের জন্যে। আর, আমার সঙ্গে ঝগড়া ক'রো না, স্টিভ। তুমি চটে যচ্ছ ভাব কারণ তোমাকে আমায় কতকগুলো কথা বলতে হবে, তুমি বলতে চাও [illegible] কথা যখন পাব, আমি তোমাকে কথা বলছি, মন দিয়ে শোন

'ঠিক আছে' কোলিয়ের কাছে মুখ ঘসল 'কল্পনাকে উপোস করিয়ে, সংকল্পকে খাইয়ে চলব কী করে শুনি?'

মডেস্টি এমন ভঙ্গী করল যেন ব্যাপারটা খুবই সহজ। 'সব সময় যদি তুমি ভাবতে থাক সেফ কিংবা তার লোকেরা আমাদের কী করতে পারে, তাহলে তোমাকে থমকে দাঁড়াতে হবে। তোমাকে এখন পাল্টা চিন্তা করতে হবে। তখন তুমিও ভেবে বের করবে, আমরা কী করতে পারি।'

'কিরকম শুনি ?'

'এই ধর যদি আমরা আধঘণ্টা সময় পাই, যখন কেউ দেখবে না, বিরক্ত করবে না—আমি তখন তোমার পিঠ থেকে ওই বিষাক্ত ক্যাপস্থল কেটে বের করে ফেলব—তুমিও আমার বেলায় তাই করবে—যদি তা করতে গিয়ে তোমাকে মেরেও ফেলি। আমার কাছে একটা ব্লেড আছে।'

কোলিয়েরের মুখ হাঁ হয়ে গেল। কাঁপা গলায় বলল, 'ব্লেড ? এতক্ষণে একটা খাসা সুগন্ধী চিন্তা পাওয়া গেল। যাক, আজ রাতে শিশুর মতো ঘুমানো যাবে।

'তোমার ওপর ওরা সর্বদা নজর রাখে ?'

'তা নয়। মানে ধারে কাছে ফোঁস-ফোঁস করে নিশ্বাস ফেলে বা কাছেপিঠে সাধারণত কাউকে ঘুরতে ফিরতে দেখা যায়। রাতে ছাড়া। রাতে বাইরে থেকে দরজা বন্ধ হয়ে যায়। একটা মোরো বারান্দায় শুয়ে থাকে। জানলাগুলোও গরাদ দেওয়া।'

'আমারও তাই। তবে কোনসময় একটা না একটা উপায় পেয়ে যাব। মানে রাতে আর কি। এ বিষয়ে একটু ভেবো। আমাদের ছুটো রাস্তা আছে। এক আমরা নিজেরা যদি বেরুতে পারি, আরেক হচ্ছে উইলি গারভিন।'

'উইলি ?' কোলিয়ের যেন ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেল।

'হ্যাঁ। উইলি দেখেছে আমাদের নিয়ে যেতে। সে চুপচাপ বসে থাকবে না।'

'হায় আল্লা ! কিন্তু এখানে আমাদের খুঁজে পাবার কোন আশা-ই তার নেই, মডেস্টি।'

'সেফেরা তাই বিশ্বাস করে বটে, উইলি সম্বন্ধে বহুলোক এই ভুল করে ঠকেছে। উইলি গারভিন যখন লড়াইয়ে নামে তখন সেফের মতো লোকেদের চটপট গা-ঢাকা দেবার সময়।'

মডেস্টি ফের ধীরে ধীরে হাঁটছিল। কোলিয়েরও চলল পাশে

পাশে। সে খানিক খানিক বুঝতে পারছিল, অসহায় অবস্থার মধ্যেও মডেস্টি কী করে গা-বাঁচিয়ে চলে।

'দেখ', কোলিয়ের নিস্পৃহ গলায় বলতে লাগল, 'তোমাকে যে-কথাটা বলতে হবে, সেটা হচ্ছে এই যে, লুসিফারের অলৌকিক ক্ষমতা তেমন কাজ করছে না। বোকারের ধারণা, তোমার দ্বারা এর পরিবর্তন হওয়া সম্ভব। ওরা বলতে চায় তোমাকে তার শয্যা-সঙ্গিনী হতে হবে। নয়তো—'

মডেস্টি একভাবে হাঁটতে লাগল। কোলিয়ের যখন তার মুখের দিকে তাকাল, তখন দেখল, কিসের নিবিষ্টতায় তার ভুরুজোড়া কুঁচকে উঠেছে।

একটু পরে মডেস্টি বলল, 'এতে বিপদ হতে পারে।'

'পারে বৈ কি।' কোলিয়ের মুখিয়ে উঠল। 'একটা মেয়েঘটিত ব্যাপার থেকেই তো ওর এই ভয়ংকর প্যারানোইয়ার সূচনা। সেই থেকে নিজেকে ও নরকের অধীশ্বর মনে করে। জান তা?'

'হ্যাঁ, বোকার আমায় বলেছে। কিন্তু আমি সেকথা বলতে চাইছি না। লুসিফারের ওপর আমার প্রভাব যদি অতিমাত্রায় পড়ে, তাহলে সক হয়তো আমাকে সাবাড় করে দিতে পারে।' এই বলে সে একটু-খানি চুপ করে রইল। 'তবু আমি হয়তো ওদিকটা চালিয়ে নেব।'

কোলিয়ের রুক্ষভাবে বলল, 'আর অন্য দিকটা?'

মডেস্টি থেমে পড়ে কোলিয়েরকে দেখল। নিজের বিরক্তি চেপে ধীরস্থির হয়ে বলল, 'এই নিয়ে নাটক করো না, স্টিভ। এই অবস্থায় একটা দিন বেঁচে থাকাই হচ্ছে মস্ত কৌশল। আমি কেবল সময় নিয়ে নিচ্ছি। বিশ্বাস কর, এর আগে আমাকে আরও বেশি মূল্য দিতে হয়েছে।'

'বেশ...' মডেস্টির অমন শান্তভাবে মেনে নেওয়া দেখে কোলিয়ের রেগে উঠল, 'তাহলে আর কি! মজা মার!'

মডেস্টি কিছু বলল না, ওর মুখের দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে রইল। কোলিয়ের লজ্জায় চোখ নামিয়ে বিড়বিড় করে বলল, 'দুঃখিত। আমি খুব খারাপ। খারাপরকমের হিংসুটে।'

'হ্যাঁ। তা একটু বটে। তুমি আব কী, স্টিভ ?

'অ্যাঁ ?' কোলিয়ের ঘাবড়ে গেল।

'তুমি ধাতুবিদ নও। সেটা আমরা বুঝতে পেরেছি। সাইকিক রিসার্চও তোমার জীবিকা নয়। তাহলে ?'

'ও না' এতক্ষণে সে হাসতে পারল। 'আমি হচ্ছি অংকের মাষ্টার। পড়াতাম, তারপর বছর পাঁচেক আগে একটা প্রথম পাঠ লিখে বের করে ফেললাম। বরাত ভালো। সেটা স্কুলে স্কুলে লেগে গেল। আমি হঠাৎ দেখলাম, বছরে আমার ছ'সাত হাজার পাউণ্ড করে রয়্যালটি থেকে আয় হচ্ছে। সুতরাং পড়ানো ছেড়ে আমার যাতে শখ, তাই নিয়ে পড়লাম।'

'সাইকিক রিসার্চ। তুমি এখন এ-বিষয়ে একজন বিশেষজ্ঞ ?'

'বোধহয়। কয়েক বছরে আগ্রহীমহলে একটু আধটু নাম হয়েছে কিন্তু আমরা এসব না বকছি ?'

'এটা-ওটা। পুরনো কথা। কাজের কথা তো আমাদের হয়ে গেছে, হয়নি ?'

'এ্যাই !' বাড়ির দিক থেকে চিৎকার ভেসে এলো। আলো-আঁধারীতে জ্যাক উইলসের বেঁটে মোটা চেহারা ওরা দেখতে পাচ্ছিল উইলস ফের ডাকল, 'এ্যাশ, চলে এস এবার।'

'তাহলে এই পর্যন্ত।' মস্তিষ্ক কোলিয়েরের হাত স্পর্শ করল, তারপর ওরা বাড়ির দিকে চলতে লাগল। বাড়ির কতক কতক জানলায় আলো দেখা যাচ্ছে। জ্যাক উইলস ভেতরে চলে গিয়েছে, ভারি দরজা খোলা। দরজার পাশে দেওয়ালে ঠেশ দিয়ে একটি মোরো। তার কাঁধে রাইফেল ঝুলছে। টানা ছাদের আলসে থেকে ঝুঁকে পড়ে দেখছিল একটি পাতলা, কালো শরীর।

সেফ। সে ওদের ওপর লক্ষ্য রাখছিল, তার হাত হয়তো পকেটের ছোট্ট ট্রান্সমিটারে। ভেতরে ঢুকতে ঢুকতে—

'লুসিফারের ব্যাপারটা', মডেস্টি খুব শান্তভাবে জিগ্যেস করল, 'আজ রাত থেকেই শুরু হবে, স্টিভ ?'

'হ্যাঁ,' কোলিয়ের তাড়াতাড়ি এবং সযত্নে এবিষয়ের যাবতীয় কথাকে পরিহার করল এবং তার ঘরের জানলার গরাদের কথা ভাবতে লাগল। গরাদগুলো তিন-জ' পরিমান পুরু। কত শক্ত সেগুলো পোঁতা ? হাতে কাছে যন্ত্রটন্ত্র যদি যাওয়া যায়...

অন্যমনস্ক ভাবে কোলিয়ের আবার বলল, 'হ্যাঁ, আজ রাত থেকেই শুরু হবে।'

বোকার বলল, 'তোমাকে খুব সাবধানে চলতে হবে।' তাকে দেখে মনে হচ্ছিল, সে ঘাবড়ে যাচ্ছে। 'এর কোন্‌টার কী প্রতিক্রিয়া হয়, আমি বলতে পারি না। তবে দোহাই, সরাসরি কিছু করতে যেও না।'

মডেস্টি সংক্ষেপে জিগ্যেস করল, 'এখন কি ঘুমোচ্ছে ?'

'হতে পারে।' বোকার লুসিফারের ঘরের দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে আস্তে-আস্তে টোকা দিল। কোন সাড়া নেই। 'মনে হচ্ছে ঘুমোচ্ছে।' বোকার পিছিয়ে এসে দরজার হুড়কো খুলল।

'ওকে বন্ধ করে রাখা হয় ?'

'হ্যাঁ। বাড়িতে থাকতে ও একেই অভ্যস্ত। ওর ধারণা ঝড়ের উৎপত্তি ওর কারণে এবং সেটা বন্ধ হয় ওরই শক্তিবলে।'

'যদি বেরোতে চায় ?'

'চায় না। দরজা খুলতে চাইলে যদি না খোলে তাহলে ও ধরে নেয় আসলে ও দরজা খুলতে চায় নি, কেবল পরীক্ষা করে দেখছে। সবকিছুকে ও যুক্তি দিয়ে সাজাতে পারে।'

বোকার আস্তে করে দরজা খুলল। মডেস্টি ভেতরে গেল। বড় জোড়া খাট, প্রকাণ্ড ঘরে সুসজ্জিত আসবাব। লাল ঢাকার তলায় কম পাওয়ারের একটা বালব জ্বলছে। ওপাশে আরেকটা দরজা, সেই দরজা দিয়ে গেলে ছোট্ট বাথরুম। লুসিফার শুয়ে ছিল, গায়ের ঢাকা পায়ের কাছে ফেলে দিয়েছে।

নিঃশব্দে দরজা বন্ধ হয়ে গেল। মডেস্টি কয়েক সেকেণ্ড অপেক্ষা করে দরজাটা ফের খুলতে চেষ্টা করল। বোকার বাইরে থেকে হুড়কো টেনে দিয়েছে।

মডেস্টি চটিজোড়া খুলে ফেলল। খাটের দিকে গেল। তার হলুদ সিল্কের চিয়ং স্যাম খসখস করে উঠল। কি সুন্দর সোনালি শরীর, কালো চুলের তলায় একখানি তারুণ্যমণ্ডিত মুখ, মডেস্টি দেখে আঘাত পেল। শরীরটা কিরকম টান, শক্ত হয়ে রয়েছে। মুখে দুঃখ যন্ত্রণার অদ্ভুত এক মুখোশ আঁটা। মডেস্টি আরেকটু নিচু হল, বন্ধ চোখের পাতার তলায়, গালে ঘাম।

কি যেন তাকে আস্তে আস্তে জাগিয়ে তুলতে লাগল। ওপারের তলায় নিজের রাজ্যে সে ফিরছে আর একটা হাত যেন তার হাতকে ধরে আছে। সে চোখ খুলল।

মডেস্টি রেজ খাটের ধারে বসে ছিল, লুসিফারের মুখের দিকে তাকিয়ে তার একখানা হাত সে চেপে ধরে ছিল। মানুষের মত ভয় বা বিস্ময় মুহূর্তের জন্যে লুসিফারের মুখে খেলা করে গেল, তারপর তার মনে পড়ল, মডেস্টির আসা সে ইচ্ছে করেছিল, তাই সে এখানে এসেছে। তার পরনে হলুদে, সিল্ক—এই পোশাকটাই তার সবচেয়ে পছন্দ এবং তার প্রকাণ্ড রাজ্যের সব প্রজাদের মধ্যে এ-ই সবচেয়ে সুন্দরী।

'লুসিফার, তুমি আমাকে ডেকে পাঠিয়েছিলে।' মডেস্টির গলা একটু যেন কেঁপে উঠল।

'হ্যাঁ। ভয় পেও না।'

'ভয় পাব না! আমি তো তোমার বাহনদের মতো নই। আমি যে মানুষ।

লুসিফার ওর হাতে চাপ দিল। 'জানি। কিন্তু আমি চাই তুমি আমাদের সঙ্গে থাক। আমি তোমাকে সুখী দেখতে চাই, মডেস্টি।'

'কয়েকটা কথা আমি তোমায় জিগ্যেস করতে চাই।'

'হ্যাঁ। বল।'

'কিন্তু লুসিফার তুমি তো নিজেই সব জান।'

একটুর জন্যে চোখটা তার কেমন যেন ঝাপসা হয়ে গেল, তারপর হেসে বলল, 'হ্যাঁ। কিন্তু মডেস্টি, তুমি যে ভয় পাওনি তা প্রমাণ করতে তুমিই কথায় প্রকাশ কর।'

মডেস্টি আড়ষ্ট হয়ে গেল, ভেতরের দ্বন্দ্বে তার শরীর ছটফট করে উঠছিল। 'ভয় না পেয়ে আমার উপায় নেই। আমি শুধু মুখের কথায় এইটুকু বলতে পারি, তোমাকে মানুষ হিসেবে আমি ভাবতে পারি কিনা। লুসিফার নয়। কেবল মানুষ, সে আমার সঙ্গে কখনো সাঁতার কাটে, সমুদ্রের ধারে খেলা করে, কথা বলে...তুচ্ছ, সাধারণ কথা।'

'তুমি আমাকে সেরকম ভাবতে পার, আমি রাগ করব না।'

মডেস্টি চুপ করে রইল, চোখ নিচু করে। এ-পর্যন্ত সব ভালো। তার এই ঘরে আসা লুসিফার বেশ সহজভাবে নিয়েছে। চোখ খুলে তাকে দেখে খুশি হয়েছে। কথা বলতে বলতে তার মুখের দিকে তাকিয়ে থেকেছে, কখনো এই পাতলা সিল্কের তলায় তার শরীরের খাঁজ দেখে অস্বস্তি বোধ করেছে। ক্ষুধা রয়েছে, তাকে জাগিয়ে তোলাও যাবে সহজে, তবে একটু অসাবধানে পা ফেললে বিপদ হতে পারে।

অভিনয় করে যাওয়া শক্ত নয়। লুসিফার নিরীহ-নির্দোষ, তাই একটু সূক্ষ্মতা দরকার। কিন্তু উপযুক্ত কথা খুঁজে পাওয়া-ই মুশকিল।

'তুমি যদি আমার ওপর রাগ না কর, তাহলে', মডেস্টি মাথা তুলে তার আড়ষ্ট হাসি ওকে দেখতে দিল। 'তুমি যদি মানুষ হতে লুসিফার, তাহলে আমি তোমার হতাম।

এক ঝলক ভয় এলো আর চলে গেল। 'মডেস্টি, তুমি তো আমারই'। তা তো তুমি জানই।'

'তোমার প্রজা হয়ে আমি থাকতে চাইনা। আমি বলতে চাই...'

কথাটা সে বাতাসে ভাসিয়ে রাখল, তারপর বলে চলল, 'শুধু একজন মানুষ হতে পারার ক্ষমতা কি তোমার আছে, লুসিফার?'

'লুসিফার আমাকে হতেই হবে, সবসময়।' কথাগুলি মাপা, তবু কোথায় যেন একটু অনিশ্চয়তার ভাব।

'হ্যাঁ। লুসিফার তোমাকে হতেই হবে, সবসময়।' মডেস্টির গলায় দুঃখের বেশ। 'তুমি আদেশ করেছ তাই তোমার বাহনেরা মানুষ যা-যা করে, তাই করতে পারে।' সে ওর দিকে তাকাল কাতরভাবে। 'এত অদ্ভুত! সাথে সাথে আমি ভয় পাই। মানুষের যেমন নারী প্রয়োজন হয়, ওরাও হয়তো আমাকে সেইভাবে চাইবে। তুমি হলে আমি তো ভয় পেতাম না, কারণ আমি জানি, তোমার কত দয়া আমার প্রতি। তুমি ভদ্র, আমাকে কত সাহায্য করতে।'

লুসিফারের চোখ জ্বলে উঠল, মডেস্টি চট্ করে তার হাত সরিয়ে নিল, লুসিফার হাতের মুঠো শক্ত করার আগে। সে তাড়াতাড়ি খাট থেকে উঠে সরে গেল। লুসিফার কনুইয়ে মুখ রেখে ওরদিকে উদ্‌বিগ্নভাবে তাকিয়ে ছিল, তার মুখ দ্বন্দ্বে দীর্ণ-বিদীর্ণ।

মডেস্টি চাপা গলায় বলল, 'আমি দুঃখিত। কি নির্বোধ আমি! আমার জানা উচিত, নরকে কোন অন্যায় নেই, পাপ নেই, অপরাধ নেই, থাকতে পারে না।' গলা ভারি করে সে আবার বলল, 'তোমার সব প্রজার চেয়ে আমার সম্মান বেশি, লুসিফার আমার সখা হয়েছে, প্রভু হয়েছে। তাই আমি ভেবেছিলাম হয়তো সে আমাকে নারী হিসেবে চাইবে।'

লুসিফার তবু আধশোয়া হয়ে রইল, কাঠ হয়ে তার দিকে তাকিয়ে, ওর চোখে বিহ্বলতা। মডেস্টি মাথা নাড়ল, জোর করে হাসল। বলল, 'আমি তবে যাই। আমার আশা করাই উচিত হয়নি। আমার জানা উচিত ছিল, লুসিফার সব সময় লুসিফারই থাকবে।'

মডেস্টি আস্তে আস্তে ঘুরে দাঁড়াল। এবার ওকে এগিয়ে আসতে

হবে। সে কয়েক পা দরজায় দিকে এগলো, তবু ও কথা বলল না। ওকে সময় দিতে হবে, আরেকটু সময়।

না ঘুরে মডেস্টি বলল, 'লুসিফার, সঙ্গে আমি কিছু নিয়ে যেতে চাই, একটা কোন স্মৃতি। আমি তো মেয়ে, তার ওপর মানুষ। তুমি আমার অহংকারকে একটু সাজাবে?'

তবু লুসিফার কোন কথা বলল না। মডেস্টি ঝোঁকের মাথায় একটা কাণ্ড করে বসল। হলুদ চিঅং স্যাম-এর কাঁধের বোতামে সে হাত রাখল। বলল, 'তুমি যদি মিথ্যে করেও বল, তবু কিছু যায় আসে না। কিন্তু একবার তুমি আমার দিকে দেখবে? আমাকে একবার বল, যদি একরাতের জন্যেও তোমার মানুষ হবার ক্ষমতা তোমার থাকে, তাহলে আমি কি তোমাকে খুশি করতে পারব?'

সিল্কটা ফিসফিস করে তার পায়ের তলায় পড়ে গেল। মডেস্টি সরে এসে সোজা খাড়া লুসিফারের মুখোমুখি ঘুরে দাঁড়াল। এতটুকু সংকোচ, ছলনা নেই। তার পা, সরু কোমর, ভরা-ভরা শক্ত বুক আর কাঁধের ওপর গোলাপী আলো পড়ে চকচক করে উঠল।

মডেস্টি বলল, 'বল লুসিফার, যাবার আগে একটা কথা বল।'

লুসিফার সবিস্ময়ে তাকিয়ে রইল তার দিকে, আস্তে আস্তে সব দ্বন্দ্বের চিহ্ন তার মুখ থেকে মুছে গেল। নীল চোখ নেচে উঠল, আর হাসিটা কি চমৎকার! লুসিফার দু'হাত বাড়িয়ে তার দিকে এগিয়ে এলো।

'যেও না,' ফিসফিস করে বলল সে। 'লুসিফার লুসিফারই থাকবে। কিন্তু নিজের রাজ্যে স্বেচ্ছায় তার সব কিছু হবার ক্ষমতা আছে। আজ রাতে সে শুধু মানুষ, আর কিছু নয়।'

লুসিফারের ফিসফিসে স্বরে যদিও প্রত্যয়ের ভাব ছিল, তবু সে যখন মডেস্টিকে বাহুলগ্ন করল, তখন তার শরীর কাঁপছিল। তার চুমু খাওয়াও আনাড়ি বালকের মতো।

মডেস্টি তার গায়ে হাত বুলোতে বুলোতে নরম গলায় বলল,

'তোমায় কিন্তু আমাকে সাহায্য করতে হবে। আমার আর ভয় নেই, কিন্তু আমি তোমার উপযুক্ত হতে চাই।'

'হবে, তুমি আমার উপযুক্ত হবে।' এই বলে লুসিফার তাকে খাটের দিকে টেনে নিয়ে চলল।

·

হপ্তায় দু'বার গারসিয়া জেলে ডিঙি চড়ে হাঙ্গর ধরতে যায়। লম্বা পাথুরে একটি পথ তীরে এসে পড়েছে, উপসাগরের সেটা একশ গজ উত্তরে। সেইখানে তার ছোট্ট আস্তানা। দুপুরের টাটাফাটা তাতে সে নিজের ছাউনির বাইরে দাঁড়িয়েছিল। সাতফিট লম্বা একটা হাঙরকে সে পরীক্ষা করে দেখছিল।

কোলিয়ের বলল, 'তুমি বুঝি ধরেছ?'

'হ্যাঁ, সেনর।'

'আমরা যদি আমাদের কালো স্যুট পরা হাসি-হাসি ছোক্‌রাকে এই অবস্থা করতে পারতাম!'

'সেনর?' গারসিয়া বুঝতে না পেরে তাকিয়ে রইল।

'কিছু না।' বলে কোলিয়ের তার দিকে মাথা নেড়ে হাঁটতে লাগল। মডেস্টির জন্যে সে অপেক্ষা করছিল। খাঁড়ির জন্যে বাড়িটা আড়াল পড়ে। সেই খাঁড়ির পাশ দিয়ে ধাপে ধাপে নেমে মডেস্টি আসছিল, লাল পোশাকে। চটপট গোটাকতক কথা সেরে নেবার জন্যে ওরা এই দেখা করার বন্দোবস্ত করেছিল।

তিনজন মোরো প্রহরীকে চোখে পড়ছিল—একজন খাঁড়ির কাছে, আর দু'জন তীরের কাছে, ঢোকবার মুখে। মডেস্টি কিন্তু একা। এটা এক নতুন ব্যাপার বলতে হবে। কেননা লুসিফার আজকাল কমই ওর সঙ্গছাড়া হয়ে থাকে।

তিন হপ্তা হয়ে গেল, মডেস্টি লুসিফারের সঙ্গে আছে। প্রথমে কোলিয়ের এই ভেবে স্বস্তি পেয়েছিল যে, যাক্‌, এখনকার মতো বিপদ থেকে উদ্ধার পাওয়া গেছে। পরে হিংসে হ'ল, রাগ হ'ল। এখন অগত্যা সবই মেনে নিয়েছে।

তার এখন প্রধান চিন্তা সেফ। লুসিফারের ওপর মডেস্টির প্রভাব যে ক্রমশঃ বাড়ছে এটা সে মোটে পছন্দ করছে না। মডেস্টি অবশ্য খোলাখুলিভাবে তেমন কিছু করেনি, কিন্তু সেটা যে কাজ করছে, লুসিফারকে দেখলেই বেশ বোঝা যায়। বোকার আর সেফ এখন তাকে তত কায়দা করতে পারে না, বরঞ্চ সে-ই লুসিফার হয়ে মাঝে মাঝে কড়া হুকুম জারী করে, সেগুলো মানতে হয়। সেফ কতদিন এইভাবে চলতে দেবে? মডেস্টিকে বাঁচিয়ে রাখায় উপকারের চেয়ে অপকারই বেশি, এটা সে শীগ্‌গিরই বুঝবে।

কিন্তু এখনকার মতো চাপ কম। সেফ অত্যন্ত ব্যস্ত। আরেকটা শিকার পাওয়া গেছে, যে টাকা দিতে রাজী। চল্লিশ মাইল পশ্চিমে সমুদ্র থেকে আজ রাতে সেটা তোলা হবে। সেফ এবং তার সহকর্মীরা এখন আলোচনায় বসেছে। শুধু টাকা-তোলাই আলোচ্য বিষয় নয়। বারো দিন পরে জ্যাক উইস শক্ত কাজ সেরে ফিরেছে। সেই রিপোর্ট তাকে দিতে হবে।

মডেস্টি দাঁড়িয়ে পড়ল, কোলিয়েব কাছে এলে তার সঙ্গে সে ধাপে ধাপে খাড়া পাহাড়ের দিকে উঠতে লাগল।

'তোমার বন্ধু কোথায়?' কোলিয়ের জিগ্যেস করল।

'ঘুমোচ্ছে।'

'দুপুরে? সাধারণত এই সময় তো সে তোমার সঙ্গে সাঁতার কাটে।'

'সাঁতার-কাটা ছাড়াও দুপুরে আরো কিছু করা যায়, এটা সে আবিষ্কার করেছে। করার পরে অকাতরে ঘুমোচ্ছে।'

কোলিয়ের দীর্ঘনিশ্বাস ফেলল, 'চন্দ্র অভিযান?'

'স্টিভ, বাড়াবাড়ি করো না।'

একটা কথা মনে পড়ে যাওয়ায় মডেস্টি হঠাৎ হেসে উঠল।

কাল রাতে খাওয়াদাওয়ার পর লুসিফার যখন রেকর্ড বাজাতে চলে গেল—'আচ্ছা মিঃ কোলিয়ের, সত্যি সত্যি আপনি কখনো

ভূত দেখেছেন?' বলতে বলতেই রেজিনা কেঁপে উঠল। সে কফি ঢালছিল, তার হাত কেঁপে গেল।

'না, তেমন কোন চাক্ষুষ অভিজ্ঞতা নেই। না, মিসেস সেফ। লোকে যাকে সচরাচর ভূত বলে, তেমন কিছু দেখেছি বলে আমি দাবী করতে পারি না।'

সেফ মুখ তুলে তাকাল। 'বলার ধরণে মনে হচ্ছে, আপনার অন্য কোনরকম অভিজ্ঞতা রয়েছে, মিঃ কোলিয়ের?'

'থাকতে পারে। তবে জোর করে বলতে পারছি না।' কোলিয়ের থামল। 'আমার এক পিসি ছিল, যুদ্ধের সময় বাসের কণ্ডাক্টরের কাজ করত...' কোলিয়ের কাঁধ ঝাকাল, কফিতে চুমুক দিল, যেন গল্প বলার মত ইচ্ছে নেই।

'বাস্? কী হয়েছিল?' রেজিনা অদ্ভুতভাবে জিগ্যেস করল।

'ছত্রিশ নম্বর বাস্ একটা।' কোলিয়ের মাথা নাড়ল, মৃদু শ্বাস ফেলল যেন সেই দুঃখজনক স্মৃতি তাকে পীড়িত করছে। 'হিদার গ্রীন এবং কীলবার্ণের মধ্যে বাস্টা যাতায়াত করত। একদিন রাত্তিরে বাস্টা যেই ভিক্টোরিয়া স্টেশন ছাড়িয়েছে, কাছেই একটা বোমা পড়ল। বাস্টা একদম ধ্বংস হয়ে গেল।' বলে সে রেজিনার দিকে তাকাল। 'আমার পিসির দেহটা যখন পাওয়া গেল, তখনও তার হাতে টিকিট পাঞ্চ করার যন্ত্রটা ধরা ছিল। আমরা এ-নিয়ে খুব গর্ব করি।'

মডেস্টি দেখেছিল, বোকার নিশ্বাস চাপল। কোলিয়ের যে এইরকম এক গল্প ফেঁদেছে তাতে সে খানিক খুশি, খানিক ভীত।

কয়েক সেকেণ্ড পরে—

'এটা বোধহয় স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া, সচেতন কর্তব্যজ্ঞান নয়—' সেফ বলল। বোকার এবং মডেস্টি হাঁফ ছেড়ে বাঁচল।

কোলিয়ের ঠাণ্ডা গলায় বলল, 'মাফ করবেন। আমার পিসি কিন্তু খুব বড় দেশপ্রেমিক। তাঁর নাম ফ্লোরেন্স।'

সেফ কফিতে চামচ নাড়াতে নাড়াতে ভুরু পাকাল, 'এর সঙ্গে নামের কী সম্পর্ক?'

'কিছু না। শুধু জানিয়ে রাখা। ইনি আগ্রহ প্রকাশ করলেন, তাই। কিন্তু থাক, আর বলে দরকার নেই।'

রেজিনা সেফের দিকে কাতর হয়ে তাকাল, তারপর কোলিয়েরকে বলল, 'কিন্তু ভূত...?' তার সরু গলার স্বর কেমন যেন বিহ্বল শোনাল। 'এর মধ্যে ভূত কোথায়, মিঃ কোলিয়ের?'

রেজিনার আগ্রহে কোলিয়ের যেন নরম হ'ল, 'আচ্ছা ...তবে মিসেস সেফ, আমি কিন্তু জোর দিয়ে কিছু বলছি না। দশ বছর পরে ঠিক একই সময়, একই দিনে আমি সেই ছত্রিশ নম্বর বাস্‌-এ যাচ্ছিলাম, আমার পিসি যেদিন মারা যান। সেই ভিক্টোরিয়া স্টেশনের কাছে—রাত তখন সাড়ে দশটা বোধহয়। বাস্ এ আর কেউ নেই, আমি একা, অথচ খালি সীটগুলোর পাশে পাশে আমি অন্তত বারোবার টিকিট পাঞ্চ করার শব্দ শুনেছিলাম। পরিষ্কার।'

মডেস্টি শুনল, বোকার আপন মনে, 'হা ভগবান!' বলে উঠল।

কিন্তু কোলিয়ের এমন গাম্ভীর্য এবং অনিচ্ছাসহকারে এই আজগুবি গল্পটা চালিয়ে গেল যে, কারুর অবিশ্বাস করার সাধ্য রইল না।

সেফ বলল, 'এক ধরণের শ্রবণ-বিভ্রম মনে হয়।'

রেজিনা তার মেন্থলের কাঠি বের করতে করতে বলল, 'বলা যায় না সেফ। আমার মনে আছে, যখন স্কুলে পড়তাম, তখন একটা মেয়ে পরিষ্কার তার পিসিকে দেখতে পেয়েছিল...'

এখন কোলিয়েরের সঙ্গে হাঁটতে হাঁটতে মডেস্টি বলল, 'স্টিভ, জানি এতে তোমার ভালোই হচ্ছে, কিন্তু দেখো বাড়াবাড়ি করে ফেলো না। সেফেরা হয়তো সবটা বুঝতে পারেনা, কিন্তু বোকার যদি থাকতে না পেরে হেসে-টেসে ফেলে তাহলে তুমি গেলে।'

'আমি সাবধান হব।'

'ভালো। পালাবার কোন মতলব ঠাওরালে?'

'এক ডজন। কোনটাই কাজের নয়। সেফের আসল ট্রান্স-মিটারটা কি ক'রে খুঁজে পাওয়া যায়, আমি এখন তাই নিয়ে চিন্তা করছি।'

'আহ্।' মডেস্টি খুশি হ'ল। 'বল।'

'আমি ভাবছিলাম, ওটাকে যদি বিকল করে দেওয়া যায়, তারপর কোনরকমে আমরা যদি একটা ডিঙি চুরি করে কয়েক মাইল চলে যেতে পারতাম, তাহলে পোর্টেবল ট্রান্সমিটারগুলোর পাল্লার বাইরে যাওয়া যেত। তখন এই বিষাক্ত ক্যাপসুলগুলো বের করে ফেলে...' বলতে বলতে কোলিয়ের চুলে আঙুল চালাল, লজ্জা পেয়ে কাঁধ ঝাকাল, 'দুঃখিত। সবটাই অত্যন্ত ভাসা-ভাসা। আমি শুধু এইটুকু ভেবেছিলাম, প্রথমটা যদি কাজ করে, আমাদের তবু পার পাওয়ার সুযোগ আছে।'

ওরা আরও কয়েক পা গেল। কোলিয়ের শেষে বলল, 'জানি, এসব অলীক চিন্তা।'

'তাই কি? আমি নিজেও আসল ট্রান্সমিটারটার খোঁজে আছি। ওই একই কারণে।'

কোলিয়ের হাসল এবং ছেলেমানুষের মতো খুশি হ'ল। 'আমি খুব চটপট শিখে উঠছি। সেফের মস্ত কাজের ঘরে সেই জিনিসটা আছে বলে আমার মনে হয়। দু'দিন আগে বোকার গিয়েছিল সেফের সঙ্গে কথা বলতে, আমি পিছু-পিছু বেমালুম ঢুকে পড়েছিলাম। ওরা আমাকে তাড়ায়নি। তবে ওখানে থাকলেও লুকানো আছে।'

মডেস্টি ঘাড় নাড়ল। 'লুসিফারের সঙ্গে আমিও গিয়েছিলাম। একটুখানির জন্যে।'

'পেলে না?'

'ট্রান্সমিটার নয়।'

কোলিয়ের তাকাল। ওরা পাহাড়ের মাথায় পৌছে গিয়েছিল। মডেস্টি পা জড় করে বসল, কোলিয়েরকেও তাই করতে বলল।

'আমার জানলার একটা গরাদ আমি কেটে ফেলেছি,' মডেস্টি অন্যমনস্কভাবে বলল। 'এবার তোমার পালা। রাতে যদি ঘন্টা কয়েক করে কাজ কর, তাহলে দশ দিনে পেরে যাবে।'

কোলিয়ের বোকার মতো তাকিয়ে রইল, 'কিসে কাটব, দাঁতে?'

'মাটিতে।'

কোলিয়ের মাটিতে দেখল। তার হাতের কাছে চার ইঞ্চির আধা গোল ফাইল। মডেস্টি বলল, 'সেফের কাজের ঘর থেকে এটা তুলে এনেছি। এখনো তো খোঁজ করেনি। জামার ভেতর গুঁজে ফেল, ঘরে গিয়ে সুযোগ বুঝেই লুকিয়ে ফেলবে।'

পেছনে মোরোরা রয়েছে, কোলিয়ের বুঝতে পারছিল, খুব সহজভাবে সে হাত দিয়ে ফাইলটাকে আড়াল করল. তারপর জামার ভেতর দিয়ে যেন একবার পিঠ চুলকলো।

'বাইরে থেকে গরাদের ওপরটা কাটতে থাকবে।' মডেস্টি বলল। তখনও সে সমুদ্রের দিকে তাকিয়েছিল। 'কাটা জায়গাটা রোজ রাত্তিরে ধুলো দিয়ে থুথু দিয়ে মুড়ে রাখবে।'

'শুধু ওপরটা?'

'হ্যাঁ। গরাদগুলো লম্বা আছে। ওপর থেকে কেটে ফেললেই যথেষ্ট বেঁকানো যাবে। তোমার হয়ে গেলে আমাকে জানাবে, আমি তোমার কাছে যাব।'

'কী করে?'

'লুসিফারের বাথরুমের জানলা দিয়ে। ওখানেই গরাদটা কেটেছি। তারপর ছাদে উঠে তোমার জানলায়। আমি পরীক্ষা করে দেখেছি।'

'আমার কি দশদিনই লাগবে?'

'লাগবে। দরজার কাছে মোরো শুয়ে থাকে সুতরাং খুব আস্তে আস্তে করতে হবে। গারসিয়ার কাছে গ্রীজ থাকে, যদি একটু গ্রীজ মাখিয়ে নাও, তাহলে শব্দ হবে না। আর, ঘষার সময়

গায়ের জোরে ঘষো না। গরাদগুলো পাতলা ইস্পাতের। ঠিক আছে?'

'ঠিক আছে।' কোলিয়েরের মনে হ'ল তার গলা শুকিয়ে আসছে। 'আমার লালাগ্রন্থি বোধহয় ঠিক মতো কাজ করছে না, সময়মতো থুথু হয়তো তেমন না-ও পেতে পারি। তবে জেনে খুব ভালো লাগছে যে, গরাদগুলো বেরিলিয়ামের তৈরী নয়, তাই না?'

১৬

মালবাহী জাহাজটা জলে স্থির দাঁড়িয়ে ছিল। প্রথম খালাসী সিঁড়ি বেয়ে প্রধান ডেকে নেমে এলো। অন্ধকারে জন ড্যাল আর উইলি গারভিন রেলিং ধরে দাঁড়িয়ে ছিল। ড্যাল-এর পরনে নীল শার্ট আর কুঁচকানো স্ল্যাক্স। মাথায় তোলা টুপি। উইলি গারভিনের সবই কালো। দু'জন লোকের কারুর মুখেই হাল্কা ভাব নেই, তবে দু'জনের মধ্যে ড্যাল-এর মুখ যেন আরও কঠিন, আরও গম্ভীর।

'সমরখন্দ' দশহাজার টনের জাহাজ, ড্যাল-এর সাম্রাজ্যভুক্ত। এতক্ষণে এর সানফ্রান্সিসকো চলে যাবার কথা, কিন্তু বিশেষ নির্দেশে ইয়াকোহামায় আটকে ছিল। এখানে কয়েকজন বিমানযাত্রীকে সে তুলেছে। একজন সাদা চুলের ইংরেজ, নাম গারভিন; আরেকজন সমুদ্রবিমানের পাইলট; তাছাড়া বড় কর্তা ড্যাল নিজে আর বাদবাকি ডজনখানেক শক্ত দড় গোছের লোক, ড্যাল তাদের সঙ্গে করে এনেছে।

জাহাজের অস্ত্রাগারে এখন অস্ত্র আছে এই গুজব নাবিকদের মধ্যে খুব প্রবল। ক্যাপ্টেন নিজেও এতে খানিক বিচলিত, কিন্তু জন ড্যালকে সে এ-নিয়ে কোন প্রশ্ন করেনি। ক্যাপ্টেন খুব

বিচক্ষণ লোক, তার কেমন যেন সন্দেহ, এমন পরিস্থিতির উদ্ভব হবে, তখন তার ওপর এমন হুকুম আসবে যাতে তার জাহাজ পর্যন্ত বিপন্ন হ'তে পারে। তাই যদি হয়, তাহলে সে ড্যাল-এর সঙ্গে লড়বে, পরিণাম যা-ই হোক না কেন! ততক্ষণ চুপচাপ শান্তিতে থাকাই ভালো।

কে একজন বলল, 'নামাও।' দড়ি আলগা হ'ল, কালো পাত্রটা জলের তলায় নেমে গেল।

ড্যাল বলল, 'ক্যাপ্টেনকে আমার ধন্যবাদ দেবে এবং বলবে দক্ষিণমুখো তু'মাইল গিয়ে আবার দাঁড়াতে।

প্রথম খালাসী অন্ধকারে অদৃশ্য হ'ল। ড্যাল রেলিংয়ে হেলান দিয়ে ছোট্ট, কালো ডিঙ্গিটা দেখছিল, জাহাজের গায়ে লটকানো ছিল। আটফিট মোটে লম্বা, সঙ্গে মার্কারী ইঞ্জিন এবং সাইলেন্সার বসানো। ডিঙ্গিতে বাড়তি এক বোতল তেল, তু' বোতল জল এবং কিছু খাবার আছে। ছ'ফিট লম্বা একটা ব্যাগ আর ছোট এক স্ন্যাক রয়েছে, তু'জন বসবার মতো এক সালতিতে।

উইলি গারভিন বলল, 'ডিঙ্গি সেখানে যায় না, সেখানে সালতিতে তুমি যেতে পার।'

উইলির পাশে ছোট, কালো এক কিটব্যাগ। ড্যাল এটা ওকে গুছিয়ে নিতে দেখেছিল। সে জানে এতে নানারকম শক্তিশালী অস্ত্র এবং রেডিও ট্রান্সিভারসহ লড়াইয়ের যন্ত্রপাতি আছে।

ড্যাল বলল, 'ঝটপট ওদের ওপর গিয়ে পড়লে, কি ক্ষতি হয় আমি বুঝতে পারছি না।'

'আমরা ঝুঁকি নিতে পারি না।' উইলির গলা ধীর। 'প্রথমে আমাকে এদের শয়তানীর ব্যাপারটা খুঁজে বের করতে হবে। মডেস্টি আমাকে শুধু শুধু সংকেতে আভাস জানিয়ে যায় নি। তাছাড়া এই সমুদ্রে ঝটপট গিয়ে পড়ে কিছু সুবিধে করতে পারবে না, মাঝখান থেকে তোমার জাহাজটা ডুববে। ক্যাপ্টেনকে জিগ্যেস কর।'

ড্যাল একটা পাতলা গোছের চুরুট ধরাল। 'মডেস্টিকে ধরেছে তো অনেকদিন হয়ে গেল। এর মধ্যে শয়তানীর ব্যাপার খতম হয়ে যেতে পারে।'

'নাও হতে পারে। না জানা পর্যন্ত সাবধানে আমাদের সবকিছু করতে হবে।'

জাহাজটা তত জোরে যাচ্ছিল না। ড্যাল কালো অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে বলল, 'মডেস্টি হয়তো মারা যেতে পারে। গত মাসেই মারা গিয়ে থাকতে পারে, উইলি।'

'হ্যাঁ।'

'তাহলে তুমি কী করবে?'

উইলি ঘুরে রেলিং-এ হাতের ভর রেখে দাঁড়াল। ডেকের বাতিতে তার মুখ আশ্চর্য শান্ত দেখাল। 'যদি দেখি মারা গেছে, জন, তাহলে রেখে-ঢেকে কিছু করার দরকার নেই। তাহলে আমি সোজা নেমে পড়তে পারি।'

'এবং নিজে খুন হবে।' ড্যাল বলল। 'বেডিওতে খবর করো এবং আমাদের জন্যে অপেক্ষা করো, উইলি।'

'খবর করব।'

'অপেক্ষা করবে?'

'না। বহু অপেক্ষা করেছি।' উইলি খুব নরম করে বলল কিন্তু ড্যাল তার চোখে লড়াই-পাগলা লোকের জিঘাংসা লাফিয়ে উঠতে দেখল। তখুনি সেটা চলে গেল এবং উইলি শান্তগলায় বলল, 'কিন্তু জন, আমার মনে হয় না মডেস্টি মারা গেছে। গেলে আমি বুঝতে পারতাম। যাই হোক, আমি তোমায় খবর দেব। মডেস্টির সঙ্গে যোগাযোগের রাস্তা বের করতেই হয়তো দু'একদিন লেগে যাবে।'

'যদি আদৌ খুঁজে পাও। যদি জ্যাক উইস এবং অন্যান্যরা তোমার ধারণা মতো জায়গায় থাকে।'

'এই মাল তোলার ব্যাপারটায় আমার আন্দাজ যদি ঠিক না-ও হয়, তাহলেও বেশি দূরে ওরা থাকবে না।'

মান্যমাননা করে। 'খেলা'র শেষে প্রভু তাদের পুরস্কার দেবে। তাদের সঙ্গে কথা বলবে, আদর করবে, নিজের হাতে খেতে দেবে।

প্লুটো এবং বেলিয়াল একসঙ্গে জলের ওপরে উঠল, বাতাস নিল, তারপর আবার টুপ্ করে তলিয়ে গেল :

তিন মাইল দূরে কালো ত্রিভুজাকৃতি ছোট্ট এক পাল রাতের বাতাসে উড়ছিল, উইলি গারভিন ডিঙিকে উত্তরমুখো নিয়ে যাচ্ছিল। আকাশে চাঁদের বড় কাস্তে। সমরখন্দের আলো একঘণ্টার ওপর ক্রমশঃ ম্লান হ'তে হ'তে একদম মিলিয়ে গেছে। তারকা-বিদীর্ণ গাঢ় কালো অন্ধকার খাস মহল শান্ত সমুদ্রে গিয়ে মিশেছে, এখানে সে একা।

এই বিশাল শূন্যতার মাঝখানে উইলি গারভিনের নিজেকে খুব ছোট আর তুচ্ছ মনে হতে পারত, কিন্তু হয়নি। বহুকাল সে ওইরকম অবস্থা আর পারিপার্শ্বিকতার সঙ্গে যুঝে এসেছে, এ বিষয়ে সে সচেতন কিন্তু অস্থির নয়।

স্টকহোমের সেই সন্ধ্যায় তার মনে আস্তে আস্তে এক ধারণা রূপ পেয়েছিল, সেই ধারণা জানা না জানা—খানিক জানা এবং নিজের বোধ বুদ্ধি ও সহৈয বিশ্লেষণ মেশানো। এখন ডিঙিতে বসে সে সেই কথা ভাবছিল।

ব্রিটিশ মিউজিয়ামের প্রাকৃতিক ইতিহাসের কিউরেটর ডাঃ রয়েল-এর সঙ্গে সে ঘণ্টা ফোনে কথা বলেছিল। উইলির মনে তখন সে-বিষয় তোলপাড় করছে সেই বিষয়ের তিনি অন্যতম বিশেষজ্ঞ।

ভাগ্য ভালো, লাইন ভালো ছিল। ডাঃ রয়েল আশাতীত সাহায্য করেছিলেন। যদিও স্টকহোমের এক অচেনা লোকের কাছ থেকে প্রশ্নের পর প্রশ্ন শুনে তিনি খানিকটা অবাক হয়েছিলেন।

উইলি বলেছিল, 'সব কথা বলতে বহু সময় নেবে, কিন্তু বিশ্বাস করুন ব্যাপারটা খুব জরুরী, জীবন-মরণ সমস্যা বলতে পারেন। আমি আপনাকে প্রশ্ন করতে থাকব?'

ডলফিন ?

—হ্যাঁ। ডাঃ রয়েল ওই স্তন্যপায়ী তিমিসদৃশ জীব নিয়ে বহু পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন।

ডলফিনকে কিরকম শিখিয়ে পড়িয়ে নেওয়া যায় ?

—খুব ভালো ভাবে, বলতে পারা যায় আশ্চর্যভাবে। তাদের মস্তিষ্ক বড়, বস্তুত মানুষের মাথার সঙ্গে তাদের অদ্ভুত সাদৃশ্য রয়েছে। কুকুর এবং বাঁদরও তাদের তুলনায় নিম্নমানের জীব। ডলফিনের খুব বুদ্ধি, শেখালে সহজে শেখে, মানুষের প্রতি তাদের টান আছে। খেলা ভালবাসে তারা। এমন কি কোন কৌশল শিখলে, তারা সেটা দরকার মতো করে দেখাতেও পারে।

শিক্ষাপ্রাপ্ত ডলফিনকে নিজের দরিয়া থেকে এনে অন্য দরিয়ায় ছেড়ে দেওয়া যায় ? যেমন ক্যারিবিয়ান থেকে এনে উত্তর সাগরে ? তাতে তাদের ক্ষমতার হানি হয় ?

—সেটা নির্ভর করে। তবে বোতলনাক ডলফিন সারা বিশ্বে একই ধরনের। উত্তর অতলান্তিক কিংবা ভারত মহাসাগরে তারা সমান ঘরোয়া এবং সচ্ছন্দ।

এটা কি সত্যি যে, ডলফিনের শ্রবণ-শক্তি খুব প্রখর ?

—হ্যাঁ, নিশ্চয়ই। জলের নীচে তাদের শোনবার ক্ষমতা মানুষের তুলনায় খুবই অদ্ভুত।

কতদূর তার পাল্লা ?

জবাব দেবার আগে ডাঃ রয়েল এবার একটু চিন্তা করেছিলেন।

—সেটা এখনো কেউ পরীক্ষা করে দেখেনি। সোনারের সঙ্গে এদের পাল্লার সঠিক পরিমাণ করা হয় নি। তবে এটা দেখা গেছে, দু'শ মিটারের পুলে চায়ের চামচের পুরো দু'চামচ জল যদি ফেলা যায়, তাতেও ডলফিন আকৃষ্ট হয়। ক্যালিপসো রিসার্চ জাহাজ একবার একটা দৃশ্যের ছবি তুলেছিল। তাতে দেখা যায়, বাচ্চা তিমির কাতর সংকেত শুনে বহুদূর থেকে তিমিরা ছুটে এসেছিল তাকে উদ্ধার করতে। সুতরাং ডলফিনের শ্রবণ শক্তি অন্য তিমিদের

ফিতের মতো ছড়িয়ে পড়ে সেটা দিগন্তের দিকে মিলিয়ে গেছে। মাঝখানে রঙটা যেন বেশি গভীর।

গুঁড়ো, সবুজ রং উইলি পাত্রের খাঁজে লাগিয়ে রেখেছিল, সেটা এখন গলে পড়ছে। সবুজ ফিতের মাঝ-বরাবর সে এসে পৌঁছুল এবং ভালো করে দেখে নিল। এই দীর্ঘ সবুজ জলরেখা তাকে অনেকদূর পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবে, তারপর হয়তো ক্যানেস্তারার পাউডার ফুরোবে। সমুদ্র শান্ত, সুতরাং রঙ মিলিয়ে যেতে যেতে সময় লাগবে। বাতাস সমানবেগে বইছে, শব্দহীন ইঞ্জিন ব্যবহার করার দরকার নেই। ভালো

বমি

প্রশ্ন ৩১ঃ

মেজেস্টি ব্লেজ বলল, 'আমার জন্যে অপেক্ষা করো না, লুসিফার

...চুল বাঁধব।' 'বেশ' বলে লুসিফার ওর দিকে তাকিয়ে হাসল, জাগিব সমুদ্রের বালির ওপর দিয়ে ছুটে গেল। প্রকাণ্ড এক ঢেউ এসে তাকে ভাসিয়ে নিল।

মডেস্টি একগাছা চ্যাটালো বিনুনী পাকিয়ে তাতে রবার-ব্যাণ্ড গুঁজল। কতকগুলো পাথরের মাঝখানে খানিকটা বালি-বালি জায়গা; সাধারণত সে আর লুসিফার সাঁতারের ফাঁকে এইখানে এসে শোয়। সেইদিকে তাকিয়ে তখন সে কি যেন দেখছিল।

দু'দিন আগে মাল-তোলার ব্যাপার হয়ে গেছে। ভালোভাবেই হয়েছে। পরের দিন সকাল বেলা মডেস্টি অকস্মাৎ অপ্রত্যাশিতভাবে জানতে পেরেছিল যে লোক টাকা দিয়েছে, তার নাম জন ড্যাল।

সেফ, বোকার, জ্যাক উইস খুবই উল্লসিত। মডেস্টি ব্লেজও। সে পরিষ্কার বুঝতে পারছিল, ড্যাল যে এই কাজ করেছে তার একটাই কারণ এবং এও সে ধরে নিয়েছিল যে, মালটা যখন তোলা

হয়েছে, তখন উইলি গারভিন এই বাড়িটার তিরিশ-চল্লিশ মাইলের মধ্যেই কোথাও ছিল। গারসিয়ার ডলফিনগুলো তার বাইরে গিয়ে পাত্র টেনে আনতে পারবে না।

কিন্তু উইলি গারভিন এখন আরও কাছে। সেই বালি-বালি জায়গাটা সযত্নে পরিষ্কার করে কেউ যেন আঙুল দিয়ে হিজিবিজি কেটে রেখে গেছে। হিজিবিজিগুলো আরবী অক্ষরে। মাস তোলার পরের দিন উইলি গারভিন নিশ্চয়ই তাকে সমুদ্রের ধারে যে করে তোক্ দেখে থাকবে, তাই এই জায়গাটা উপযুক্ত বুঝে খবর রেখে গেছে

গত রাত থেকেই মডেস্টি যে-কোনরকম সংকেতের জন্যে সজাগ ছিল। এখন সেটা এসেছে। পা দিয়ে সে বালির লেখাগুলো মুছে ফেলল এবং ডান হাত তুলে ইশারা করে তার সায় জানাল। উইলি কাছে পিঠে, পাহাড়ের কোন চূড়ার আড়ালে থাকলে দেখতে পাবে। হাঁটু গেড়ে বসে পোশাকের তলা থেকে সে একটা পাকানো সিগারেটের প্যাকেট বের করল। কাল রাতে লুসিফার যখন ঘুমোচ্ছিল, তখন সে চুপিচুপি লিখে রেখেছে। মোবো প্রহরীর লক্ষ্য লুসিফারের দিকে, লুসিফার জলে-ভাসা কাঠ থেকে তখন ঝাপ দিচ্ছে। বালির লেখায় একটা লাল পাথরের কথা ছিল, মডেস্টি সেটা খুঁজে দেখল। ফুটবলের মতো দেখতে সেই পাথরটা পাহাড়ের তলায় বালির মধ্যে ঢুকেছিল। মডেস্টি গড়িয়ে গিয়ে সিগারেটের প্যাকেট তার তলায় ঢুকিয়ে রেখে পাথরটাকে ফের জায়গা মতো বসিয়ে দিল।

তারপর উঠে দাঁড়িয়ে সে জলের দিকে ছুটে গেল।

রাত্রি সমুদ্রের ওপর তার লালচে-কালো অবগুণ্ঠন টেনে দিয়েছে।

উইলি গারভিন ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়াল। উপকূলের দক্ষিণ বরাবর এই বাড়ির পেছন পানে এক মাইল তাকে আসতে হয়েছে। প্রায় চল্লিশ ঘণ্টা আগে ডিঙিটাকে সে এক জায়গায় লুকিয়ে রাখে,

সেখান থেকে তাব লক্ষ্য পৌঁছতে দু'টি ঘণ্টা সময় লেগেছে। আজ রাতের আসাটা বড় কষ্টের। একে তো ঘন জঙ্গল, তারপর অনেকক্ষণ খাড়া থেকে [illegible] পাহারাদার ধাঁচ তাকে লক্ষ্য করতে হয়েছে, তারপর ঘণ্টাখানেক ধরে বুকে হেঁটে একটু একটু করে এগনো।

[illegible] তখন তিনটে।

বাড়ির দক্ষিণ দিকের পাঁচিলের কোণে হাত দিতে উইলি কালো নাইলন দড়ি পেল, কিছুটা অন্তর-অন্তর গিঁট পাকানো। সে হাসল, কিন্তু তার দাঁত দেখা গেল না। ওপরের গরাদ দেওয়া জানলার দিকে সে উঠতে আরম্ভ করল। জানলার তলাকার পৈঠার কাছে পৌঁছে সে গরাদের [illegible] মডেস্টির ছায়া-ছায়া মুখ দেখতে পেল। মডেস্টি হাত বাড়াল, উইলির ডান পাটা একদিকের শেষ [illegible] ধরিয়ে দিল [illegible] গরাদটা ঠেলতে লাগল। গরাদ একটু [illegible] উইলি অন্য গরাদে [illegible] বাঁ হাত গলাল আর ডান পাতে চাপ দিতে লাগল। সেই [illegible] গরাদ যখন ইঞ্চি [illegible] মাথা [illegible] সরছে তখন এ পাশ থেকে চাপ দিতে লাগল।

[illegible] বাথরুমের ভেতর মডেস্টির মুখোমুখি দাঁড়াল। [illegible] সিল্কের ড্রেসিং গাউন পরে দাঁড়িয়ে ছিল মডেস্টি, গাউনটা [illegible] চেয়ে অনেক বড়। দু'হাতে দিয়ে সে শক্ত করে ধরেছিল। অন্ধকারে উইলি তার মুখ পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছিল না।

মডেস্টি জানলার [illegible] টেনে দিল। আলো জ্বালতে উইলি যখন তার দিকে সপ্রশ্নভাবে তাকাল তখন সে হাসল।

'সব ঠিক আছে, উইলি আমার।' মডেস্টি গলা নামিয়ে বলল, কিন্তু ফিসফিস করে নয়। 'সারা রাত আমি আলো জ্বালাই আর নেভাই। মোরোরা তা জেনে গেছে। শাটার টেনে দিলাম পাছে ওরা বেঁকানো গরাদ দেখতে পায়।'

উইলি ঘাড় নেড়ে ভেতরের দরজার দিকে আঙুল দেখাল। তার চোখে আবার জিজ্ঞাসা। মডেস্টি দরজা খুলে তাকে

করে ফেললে কিংবা কোন শিকার টাকা পয়সা দিতে না চাইলে, জ্যাক উইস ওদের বন্দোবস্ত করে। এগুলো তোমার জানা দরকার. ধর আমি যদি পেরে না পারি, উইলি।'

উইলি নিশ্চল হয়ে তাকিয়ে রইল, 'ধর যদি— ?'

'হ্যাঁ। যদির কথা বলছি।' ঝুঁকে পড়ে মডেস্টি উইলির হাত ধরল। 'মন দিয়ে শোন উইলি, অনেক কথা বলার আছে।'

মডেস্টি পাঁচ মিনিট ধরে কথা বলল, উইলি বাধা দিল না।

'ঈশ্বর, ঈশ্বর!' দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে সে চাপা কিন্তু ভয়ংকর ফিসফিসে গলায় বলল, 'শুওরের বাচ্চারা। হারাম—জাদা—' আর সে কথা খুঁজে পেল না, তখন মাথা নাড়তে লাগল। 'সে জন্যে প্রিন্সেস, আমি ওদের দেখে নেব।'

'হ্যাঁ। কিন্তু পরে। এখন তোমার হাত শক্ত স্থির থাকা দরকার।' উইলি জোরে নিশ্বাস টানল, তারপর ফার্স্ট-এড বাক্স বের করে খুলল।

'আমাদের নোভোকেন নেই প্রিন্সেস। মরফিয়া আছে, কিন্তু-'

'না। আমি নিজেকে অসাড় করে ফেলব, উইলি।'

সে ঘাড় নাড়ল। 'স্ক্যালপেলও নেই। শুধু কাঁচি আর সন্না। আমার একটা ছুরি ব্যবহার করতে হবে দেখছি।'

'দাড়ি কামাবার ব্লেড আরও সহজ হবে। একটা আমি বহুদিন যাবৎ লুকিয়ে রেখেছি, কিন্তু লুসিফারেরটা আমরা নিতে পারি।'

মডেস্টি বাথরুমের দেরাজ থেকে ক্ষুর বের করে তার থেকে ব্লেডটা খুলে নিল।

উইলি সেটা সাবধানে ধুলো, শোধন করে নিল, তারপর কাঁচি আর সন্নাও ধুলো। তার প্রতিটি ভঙ্গী দ্রুত, মাপা। বেসিনে সে কয়েকমিনিট ধরে হাত সাফ করল, তারপর অ্যান্টিসেপটিকে ডুবিয়ে রাখল।

মডেস্টি বলল, 'অল্প চিরে ঢুকিয়েছিল। দাগ হয়তো নেই। আমি তোমায় বলে দিচ্ছি কোথায় কাটতে হবে।'

মডেস্টি বাথরুমের টুলটা নিজের সামনে রেখে তার ওপর ঝুঁকে পড়ল, গা থেকে গাউনটা ফেলে দিল। বাঁ কাঁধের তলায় আঙুল দিয়ে, নখ দিয়ে একটা জায়গা দেখাল।

'ঐ যে উইলি। বাঁদিক ঘেঁষে।'

উইলি স্পিরিট দিয়ে জায়গাটা মুছে নিল, আঙুল দিয়ে আস্তে আস্তে টিপে দেখল, একটু পরে বলল 'হাতে পাচ্ছি। সাদা, বললে?'

'হ্যাঁ। ক্যাপসুলটা সাদা।' মডেস্টি ফের সোজা হয়ে বসল, কোলের ওপর হাত রাখল। 'আমাকে তিন মিনিট সময় দাও, উইলি।'

উইলি বাথটাবের এক ধারে বসেছিল, তার ধোয়া হাত জামাকাপড় থেকে তফাতে রেখে। মডেস্টির বুকের ওঠা-পড়া ধীরে ধীরে কমে এলো। তার দৃষ্টি কোন অনির্দিষ্ট দূরবিন্দুতে স্থির, সমাহিত। দু'মিনিট পরে তার নিশ্বাস-প্রশ্বাস একদম কমে গেল, বুকের ওঠা-নামা প্রায় বোঝা যাচ্ছিল না। তিন মিনিট যেতে তাকে হাতির দাঁতে কুঁদে তোলা মূর্তির মতো মনে হতে লাগল। কিন্তু তার খাড়া শরীরে এতটুকু শক্ত ভাব নেই। প্রতিটি পেশি যেন স্থির শান্ত হয়ে ঘুমোচ্ছে।

উইলি গারভিন নুয়ে পড়ে মডেস্টির চোখ দেখল। চোখের তারা বড় বড়। আলো আড়াল করতে সে নিজের হাত ওর চোখে চাপা দিল, কোন প্রতিক্রিয়া হ'ল না। তখন সে ওকে ধরে আবার সেই টুলের ওপর নামিয়ে ফেলল। বেড হাতে নিয়ে সে নিজের মন স্থির করে নিল।

ব্লেডের প্রথম টানে মডেস্টির পিঠে সরু রক্ত রেখা ফুটে উঠল। তারপর উইলি এক ইঞ্চি গভীর গর্ত করল। না···তবু ক্যাপসুলটা আরেকটু বাঁদিক পানে রয়েছে। কাঁচি দিয়ে সে মুখটা ফাঁক করল। সাদা মতো কি যেন দেখা যাচ্ছে। দু' দুবার সন্না পিছলে গেল, বেশি চাপ দিতে সে সাহস করল না।

শেষে পাওয়া গেল। ছোট্ট সাদা মরণ ক্যাপসুল মডেস্টির পিঠে তখনও একইভাবে ছিল। উইলি সেটা টেনে তুলল, বেসিনে ফেলে দিল। অ্যামিনো অ্যাসিড অ্যান্টিসেপটিক পাউডারের গুঁড়া ওপর-ওপর ছড়িয়ে দিল। দুটো সেলাই করল। একটুখানি, এক পরত প্লাস্টিক চামড়া জুড়ে দিল। কোন ড্রেসিং করল না।

মডেস্টি তখনও সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ে টুলের ওপর শুয়ে ছিল, তার মাথা একদিকে কাত। খোলা চোখে শূন্য দৃষ্টি। উইলি তার এক হাত পেছনে রেখে মডেস্টিকে ধীরে ধীরে তুলে বসাল।

মিনিট তিনেক পরে মডেস্টি উঠে দাঁড়াল, ড্রেসিং গাউন জড়িয়ে নিল। বেসিনে ছোট্ট সাদা ক্যাপসুলটা দেখে হঠাৎ তার গায়ে কাঁপুনি দিল। উইলি তার গায়ে হাত রাখল, কাঁপুনি না চলে যাওয়া পর্যন্ত সে ওকে ধরে রাখল।

'ধন্যবাদ, উইলি আমার। কাজটা করা তো সোজা নয়। আশা করি আমার বেলায় এইরকম ভালো করে করতে পারব।'

'তোমার বেলায়?'

'স্টিভ কোলিয়েরের রয়েছে সে। ওকে ক্যাপসুল ছাড়া না করা পর্যন্ত আমরা তো এখান থেকে নড়তে পারি না। আর আজ রাতে তার কাছে যাওয়াও যাবে না। আমি কিছু ভেবে উঠতে পারি নি। দারুণ হয়ে গেছে। ভোরের আলো ফুটবার আগেই তোমাকে এখান থেকে চলে যেতে হবে।'

'হে ভগবান!' উইলি আতংকিত হয়ে তাকিয়ে রইল। 'তার মানে তুমি এখানে থাকছ?'

'আমরা তো হট্টগোল পাকাতে পারি না। সুইচে একবার হাত পড়লেই স্টিভ গেল। আর আমি যদি অদৃশ্য হয়ে যাই, স্টিভ-এর ক্যাপসুল বের করা দশগুণ কঠিন হয়ে দাঁড়াবে। তুমি যেখানে নৌকো লুকিয়ে রেখেছ, সেইখানে ফিরে যাও। গা-ঢাকা দিয়ে থাক। প্রত্যেক রাতে লাল পাথরটা একবার করে দেখবে, আমার

কোন খবর থাকে কিনা। স্টিভ গরাদ কাটতে পারলেই আমরা ওর কাছে যেতে পারি। এর মধ্যেই হয়ে যাবে। আমি ওকে আরও বেশিক্ষণ কাজ করতে বলব। তুমি বরং জন ড্যালকে খবর কর। শুধু বলবে, ঠিক আছে, আর অপেক্ষা করতে।'

উইলি হাতের চেটো দিয়ে মাথা ঘষল, একটু ভুরু কঁচকে তাকাল। শেষে অনিচ্ছা সত্ত্বেও বলল, 'বেশ। প্রিন্সেস। তোমার [illegible] ম্যাগনাম রিভলভারটা রেখে যাব?'

মডেস্টি একটু ভাবল। 'লোভ হচ্ছে, কিন্তু না। সেফ, বোকার সব সময় ট্রান্সমিটার দিয়ে আগলে রেখেছে। যখন আমরা খেতে যাই তখনও [illegible] উইলিস [illegible] চালু। চারজনকে একসঙ্গে [illegible] সময় পাবে না। তারপর [illegible] রয়েছে। [illegible] কথা [illegible] কোথাও ঘুরে বেড়ানো যাবে না। [illegible] ওরা পরে দেখ [illegible] খ্যাম। [illegible] বন্দুক [illegible] নিয়ে [illegible] না। একটা নাইলন দড়ি রাখছি [illegible] [illegible] হয়েছে।' গালে হাত দিয়ে মডেস্টি তবুও ভাবতে লাগল। 'বরং তুমি ফার্স্ট-এড বাক্সটা রেখে যাও। স্টিভ বোলিয়োরকটা যদি আমাদের নিজেকেই বার করতে হয়।'

'ঠিক আছে। পিঠে কি রকম লাগছে এখন?'

মডেস্টি ঘুরে ফিরে দেখল। 'ভালো। একটু ব্যথা আছে ওই জায়গাটায়।' সে হাসল। 'বোকার যা করেছিল, তার চেয়ে ভালো।'

দু'মিনিট পরে উইলি গারভিন জানলা দিয়ে গলে বেরিয়ে গেল। গরাদটাকে ফের সোজা করা বেঁকানোর চেয়ে অনেক শক্ত। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাও করা গেল, অন্তত সহজে চোখে পড়বে না। মাটিতে নেমে ইশারা করতে মডেস্টি দড়িটা তুলে নিল।

লুসিফার তখনও ঘুমোচ্ছিল।

মডেস্টি বেসিনে সেই ক্যাপসুলটা দেখতে পেল। সেটাকে নিয়ে ল্যাভেটরীতে ফেলে শেকল টেনে দিল, জলের সঙ্গে চলে গেল সেটা।

উইলি যে এসেছিল, ঘরে তার কোন চিহ্ন রইল কিনা ভালো করে দেখে নিয়ে সে ঘরে গেল। ড্রেসিংগাউন খুলে ফেলে চিয়ং শ্যাম পরে নিল, নতুন কাটা যাতে দেখা না যায়। লুসিফার দেখতে পেলে অবশ্য তত সাংঘাতিক কিছু হবে না। সেফ এবং তার সহকর্মীরা কেউ দেখে না ফেলে, সেটাই আসল।

উইলি গারভিন তখন জঙ্গলের দু'শ গজ ভেতরে ঢুকে গেছে। শীগগিরই সে উপকূলের দক্ষিণ বরাবর যাবে, তারপর পাথুরে তটরেখা ঘুরে গিয়ে পৌঁছবে তার সেই ছোট গুহায়, যেখানে তার ডিঙি রাখা আছে।

ঝোপঝাড় ভেঙে উইলি এগোতে লাগল ; পাঁচ ফিট উঁচু টানা খোয়াই-গাছের ফাঁকে ফাঁকে সোজা চলে গেছে তীরের দিকে। তার মনে হ'ল এখান থেকেই পেরুনো ভালো, পেরিয়ে ফাঁড়ি ধরে ওপারে যাওয়া যাবে। আসবার সময় জঙ্গলের মুখে সে তার কালো কিটব্যাগটা রেখে গিয়েছিল, সেটা সে কুড়িয়ে নিল।

সেই সময় হঠাৎ কতকগুলো খোয়াই সশব্দে ফেটে ছিটকে উঠল, উইলির গায়ে ভীষণভাবে লাগতে সে মাটিতে পড়ে গেল। যুদ্ধের সময় ওপারে জাপানীরা যে মাইন পেতে রেখেছিল, পঁচিশ বছর পরে সে তার শিকার খুঁজে পেয়েছে।

তখনও ভালো করে ভোর হয় নি। বাতাসে বিস্ফোরণের আওয়াজ ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হয়ে ফিরছিল। উইলি গারভিন তা শুনতে পেল না।

১৮

সেফের দাড়ি কামানো হয়ে গিয়েছিল, পরণে সেই তার কালো স্যুট। ঘরের এক প্রান্তে প্রকাণ্ড ছবি ঝুলছিল, কোন অপরিচিত শিল্পীর আঁকা অজস্র ফুলের নিসর্গচিত্র। সেফ সেইদিকে পেছন

ফিরে দাঁড়িয়ে। রেজিনা তার কাছাকাছি চেয়ারে বসেছিল। তার শীর্ণ দু'টি গালে গোলাপী উত্তেজনা।

আরেক প্রান্তে একটা আরামকেদারায় উইলি গারভিন কুঁকড়ে-মুগড়ে পড়েছিল। তার ছেড়া শার্ট খুলে ফেলা হয়েছে। বুকের কাছে রাখা ছুরি দুটো, এবং কোমরের বেল্টসুদ্ধ ম্যাগনাম সরিয়ে নেওয়া হয়েছে। দু'জন মোরো উইলির পেছনে দাড়িয়ে ছিল।

বোকার অজ্ঞান লোকটির ওপর ঝুঁকে পড়েছিল। এবার সে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে বলল, 'হুশ হচ্ছে। খানিক ছড়েছে, কেটেছে, তাছাড়া আর কিছু হয়েছে বলে তো আমার মনে হচ্ছে না।'

সেফ আড়চোখে তাকিয়ে দেখল, জ্যাক উইস ঠিক মতো গারভিনের ওপর বন্দুক বাগিয়ে আছে কিনা। তার মনে সন্দেহ, গারভিনের হুঁশ আগেই ফিরেছে, সুযোগের অপেক্ষায় শুধু চালাকি খেলছে।

নীল চোখ আস্তে আস্তে খুলল, উইলি গারভিন চারদিকে তাকিয়ে দেখল। সেফ তাকে পরিস্থিতি বুঝতে পুরো এক মিনিট সময় দিল তারপর বলল, 'মিঃ উইস তোমায় চিনতে পেরেছে। আমার তোমায় ক'টা কথা জিগ্যেস করবার আছে, তুমি ঠিক-ঠিক জবাব দিলেই ভালো করবে। প্রথমত, তুমি আমাদের এখানকার খবর কী করে পেলে মিঃ গারভিন?'

উইলি গারভিন চোখ রগড়াল, মাথা নাড়ল। 'আমি ওকে খুঁজছিলাম।' ভারি গলায় বলল সে

'মিস ব্লেজকে। হ্যাঁ। আমি জিগ্যেস করেছি, আমাদের খোঁজ কী করে পেলে?'

কিছুক্ষণ আগে, উইলি গারভিন যখন অজ্ঞান হবার ভান করে ছিল, তখনই সে জবাবগুলো মনে-মনে তৈরী করে নিয়েছিল। তার চোখে তখনও আচ্ছন্ন ভাব। সে বলল, 'আমি ঘটনাগুলো সাজিয়েছি...লুঠ, মাদকদ্রব্য,...সোনা। এই সব জিনিস বিলি-ব্যবস্থা করার কোন লোক তোমার আছে। এই নিয়ে ফলাও

কারবার করতে পারে তেমন লোক বেশি নেই। তখন বুঝলাম, ম্যাকাও-এর ওয়েউ স্মিথ্‌ই সেই লোক হবে।'

বোকার সজোরে নিশ্বাস নিল, জ্যাক উইস থতমত খেয়ে গেল সেফের গলায় আচমকা আওয়াজ শোনা গেল, 'তুমি ওয়েউ স্মিথের কাছে খবর পেয়েছ?'

'বোকার মতো কথা ব'লো না।' উইলির চোখ লাল, জল কাটছিল। 'তার এক সাগরেদকে আমি ম্যাকাওয়ে পাকড়েছিলাম। তাকে চাপ দিয়ে এই জায়গার কথা বের করে নিয়েছি। সেখান থেকে বিমানে ম্যানিলায়, তারপর ছোট এক নৌকো করে দ্বীপ থেকে দ্বীপে।'

সেফ [illegible] বলল, '[illegible] কথা [illegible] বলেছ?'

'আঁ? কাউকে না।'

একজন লোক বলল, 'ছোকরা লোকটার কথা ঠিক। আমরা সেটা [illegible] পেয়েছি।'

সেফ তাকে গ্রাহ্য না করে, উইলির দিকে তাকিয়ে বলল, 'কাউকে কিছু না বলে তুমি এখানে এসেছ?' সেফের গলায় অবিশ্বাস।

'তুমি তো আচ্ছা আহম্মক।' উইলি বিরক্ত হয়ে কাঁধ ঝাঁকাল। 'আমি বলি, আর এখানে পাঁচটা লোক হৈ হৈ করে এসে হাজির হোক। আমার মনে হয়েছিল, লোকটি হয়তো এখনো বেঁচে আছে। কিন্তু ওরা বেলুন ছুঁড়লে, তুমি তো ওকে খতম করে দিতে।'

কিছুক্ষণ চুপচাপ, তারপর জ্যাক উইস বলল, 'ঠিকই বলছে, সেফ। ওরা এইভাবেই কাজ করে। আর, এ যদি কাউকে বলেই থাকবে, তাহলে এর মধ্যে আমরা জানতে পারতাম।'

সেফ অন্যমনস্কভাবে বলল, 'আমারও তাই মনে হচ্ছে, মিঃ উইস।'

একটু পরে সে খানিকটা তাচ্ছিল্য করেই বলল, 'গাবভিন নাক ছুরি ছোড়ে?'

উইস হাসল, 'তেমন ছুরি ছোঁড়া তুমি জীবনে দেখনি।'

'তাই বুঝি! ডাঃ বোকার, তুমি লুসিফার আর মিস ব্লেজকে এখানে নিয়ে আসবে? কোলিয়েরকেও পার তো পাঠিয়ে দিও।'

উইলি গারভিন হঠাৎ অত্যন্ত আগ্রহের সঙ্গে সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ে বলল, 'মডেস্টি এখানে? বেঁচে আছে?'

'এখনকার মতো মিঃ গারভিন, এখনকার মতো। এই অবস্থা থাকবে কিনা, সেটা তোমার হাতে।' সেফ ভয়ংকর হাসি হাসল।

মডেস্টি ব্লেজ বিস্ফোরণের আওয়াজ শুনে বুঝেছিল, কী হতে পারে। জঙ্গলে যে মাইন পাতা থাকতে পারে, উইলি গারভিনকে এ-বিষয়ে সে হুশিয়ার করে দেয় নি। তার জন্যে যন্ত্রণায় অনুশোচনায় সে ছটফট করছিল। উইলি গারভিন মারা গেছে, একথা সে ভাবতে পারছিল না। একঘণ্টা ধরে সে নিজের সঙ্গে এই নিয়ে যুঝেছে।

বিস্ফোরণের পরেই বাড়িতে খুব হৈ-হৈ পড়ে গিয়েছিল, এটা সে টের পেয়েছিল। মোরোদের পক্ষে জঙ্গলে ঢুকে তদন্ত করা সহজ নয়, তবু সেফ তা করাবেই। ভয়ে-হতাশায় কতক্ষণ যে কাটল তারপর, যেন অনন্ত সময়। মডেস্টি বুঝল, মোরোরা ফিরেছে, জ্যাক উইসের গলা শোনা গেল আর তখন জানা গেল, উই[illegible] অলৌকিক ভাবে বেঁচে গিয়েছে।

এত কাণ্ডের মধ্যেও লুসিফার কিন্তু ঘুমোচ্ছিল, তারপর জেগে উঠে মডেস্টির সঙ্গে ভালোবাসাবাসি করতে চায়। মডেস্টি হেসে, নানা কথা বলে তাকে ভোলাবার চেষ্টা করছিল, সেই সময় বোকার এলো। মডেস্টি দরজা খুলে দিল।

নীচতলার প্রকাণ্ড ঘরটাতে লুসিফারের সঙ্গে যখন ঢুকল, মডেস্টি তখন মনে মনে প্রশংসা না করে পারল না। সেফ এক প্রান্তে দাঁড়িয়ে, তার একটা হাত পকেটের ট্রান্সমিটারে। রেজিনার হাত ঢুকানো তার হাত-ব্যাগে। বন্দুক নিয়ে জ্যাক উইস, সঙ্গে দু'জন

মোরো। কোনরকম লড়ায়ের চেষ্টাই এখন ব্যর্থ। এক পলকে সে কোলিয়েরকে দেখে নিল, দেওয়ালের কাছে দাঁড়িয়ে, তার মুখ ফ্যাকাসে, অভিব্যক্তিহীন। তারপর সে উইলিকে দেখল।

উইলি তার দিকে চেয়ে খানিক স্বস্তিতে খানিক আশংকায় 'প্রিন্সেস' বলে চেয়ার ছেড়ে উঠতে যাচ্ছিল। কিন্তু সাংগ্রো নামক মোরো-টি এক গুঁতোয় তাকে ফেরত পাঠিয়ে দিল।

উইলিকে দেখে কত যেন অবাক হয়েছে হকচকিয়ে গেছে, মডেস্টি নিজে মুখের এইরকম ভাব করল।

সেফ লুসিফারকে খুব পুলকিত হয়ে বলল, 'আমাদের পক্ষে খুব এক সৌভাগ্যজনক পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে, লুসিফার। ওখানে আর এক বিদ্রোহীকে পাওয়া গেছে, মিস্ ব্লেজের বন্ধু। এর দুঃসাহস, তোমার কর্তৃত্বকে অস্বীকার করতে চায়।'

লুসিফার উইলি গারভিনের প্রতি তেমন কোন আগ্রহ দেখাল না। 'অ্যাসমোদিয়ুস, তুমি ওটাকে সৌভাগ্যজনক বলছ কেন?'

সেফ তাচ্ছিল্যের ভঙ্গী করল, তুমি তো জান, আমরা নিজেদেরকে তোমার বিশ্বস্ত বাহন মনে করি। মিস ব্লেজের আনুগত্যে আমাদের কেমন সন্দেহ আছে। সেটা পরীক্ষা করার এই সুযোগ উপস্থিত হয়েছে। মিস্ ব্লেজ বন্দুকে সিদ্ধহস্ত, আর এই গারভিন ছুরি ড়ায়। সুতরাং এদের দু'জনকে লড়িয়ে দেওয়া যাক। যদি ব্লেজ তিা অনুগত হয় তাহলে তোমার শক্তি একে জয়মাল্য দেবে। আর যদি এ লড়তে অস্বীকার করে কিংবা পরাস্ত হয় তাহলে প্রমাণ হয়ে যাবে যে, তোমার বিশ্বস্ত বাহনেরা যে সন্দেহ করেছিল, তা সত্যি।'

ঘরে পরিপূর্ণ নীরবতা। রেজিনা আনন্দে মুগ্ধ হয়ে হাসছিল। স্যাংগ্রোও বুঝতে পেরেছিল, তাকেও হাসতে দেখা গেল। উইসও তাই। কোলিয়ের অত্যন্ত স্থির হয়ে দাঁড়িয়েছিল দম বন্ধ করে। সে মনে মনে প্রার্থনা করছিল লুসিফার যেন এই বিকৃত যুক্তিকে উড়িয়ে দেয়, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এ-ও সে ভয়ংকরভাবে বুঝতে পারছিল, লুসিফার রাজী হয়ে যাবে। মডেস্টির প্রতি তার অহংকার, সেই

অহংকারে ঘা লাগছে। তারপর সে যে সর্বজ্ঞ তারও বিরোধিতা করা হচ্ছে। অতএব সে এর নিষ্পত্তি চাইবে।

সেফের এ এক চমৎকার শয়তানি। উইলি গারভিন যদি মারা যায় কোন ক্ষতি নেই। যদি মডেস্টি মারা যায়, সেটা লুসিফারের অনুমতিক্রমে। উইলিকে তারপর সঙ্গে সঙ্গে সরিয়ে দেওয়া যাবে। শয্যাসঙ্গিনী হিসেবে মডেস্টিকে হারানো হয়তো লুসিফারের পক্ষে অসুবিধার কারণ হবে, কিন্তু এখন তো তার আসক্তি পাবার সব বাধাই কেটে গেছে, তাকে সুখী করতে ম্যাকাও থেকে এরপর উপযুক্ত মেয়ে এনে ধরিয়ে দিলেই চলবে। অন্তত সেফ তাই মনে করবে।

উইলি গারভিন মডেস্টির দিকে অদ্ভুতভাবে তাকিয়ে চুপচাপ বসেছিল। তার দৃষ্টি অনুসরণ করে কোলিয়ের মডেস্টির দিকে দেখল। মডেস্টি বেদম ধাক্কা খেয়েছে, লুসিফারের কাছ থেকে সেটা লুকোতে চাইছিল, তার আঙুলগুলো ছটফট করছিল, ঘাবড়ে গিয়ে সে একবার মুখও হাঁ করে বুললো।

লুসিফার চিন্তা করছিল, ধীরে ধীরে তার মুখে হাসি ফুটল। 'হ্যাঁ'! সে বলল। 'হ্যা, অ্যাসমোদিয়ুস। মডেস্টি রাজী হবে, এবং তারপর তোমরা দেখো।'

'ওকি রাজী আছে?' সেফ জিজ্ঞাসা করল, সমস্ত ঘর মডেস্টির দিকে তাকাল। মডেস্টি স্থির দাঁড়িয়ে, তার দৃষ্টি উইলি গারভিনের ওপর। কোলিয়ের দেখল মডেস্টির ঠোঁট শক্ত, আঁট— চোখে ভীষণ তিক্ততা। দশ সেকেণ্ডের মধ্যে সে সব কিছু তলিয়ে ভেবে নিয়েছে এবং মনে মনে কোন ভয়ংকর সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

সে বলল, 'বড়ই খারাপ অবস্থা। তুমি যা পার করো উইলি।'

'তুমি আমি লড়ব?' উইলির চোখে-মুখে অবিশ্বাসের ছাপ। 'কী কারণে? এ কে?' লুসিফারের দিকে সে হাত দেখাল।

মডেস্টি ক্লিষ্টস্বরে বলল, 'কে কী তার দরকার নেই। হয় তুমি মরবে, নয় আমি, নয়তো দু'জনেই। অন্য কোন পথ নেই। আর

আমি কোন অনুগ্রহ চাই না। এখানে দয়া দাক্ষিণ্যের কোন স্থান নেই।'

উইলির মুখ আস্তে আস্তে কঠিন হয়ে উঠল, অবিশ্বাসের ভাব সরে গিয়ে ক্রোধ, তিক্ততা ফুটে উঠল মুখে। বিচ্ছিরি গলায় সে বলল, 'বেশ, তুমি যদি তাই চাও। হয় তুমি নয় আমি।'

সমুদ্রের ধারে সকালের হালকা কুয়াশা ভেসে বেড়াচ্ছিল।

পাহাড়ের চুড়োয় উইলি গারভিন নতুন দিনের সূর্যের দিকে তাকিয়ে চোখ পিটপিট করল। 'চোখে রোদ লাগছে', বলে সে সরে গেল এবং বাড়িটার মুখোমুখি দাঁড়াল।

স্যাংগ্রো মোরোদের ডেকে পাঠিয়েছিল এই লড়াই দেখতে। তাদের মধ্যে উৎসবের উত্তেজনা লক্ষ্য করা যাচ্ছিল। জ্যাক উইস মডেস্টির কোল্ট '৩২ বন্দুকটা বেল্ট খাপসুদ্ধ এনে হাজির করেছিল।

মডেস্টি তার কোমরেচিয়ং স্যামের ওপর দিয়ে বেল্টটা বেঁধে নিল, পরখ করে দেখল বন্দুকটা। আর স্যাংগ্রো ব্রাউনিং অটোমেটিক রাইফেল তার পিঠে ঠেকিয়ে রইল। সেফ, রেজিনা ও বোকার লুসিফারকে সঙ্গে নিয়ে একদিকে দাঁড়িয়েছিল।

মডেস্টির থেকে তিরিশ ফিট তফাতে উইলি গারভিন একা দাঁড়িয়েছিল, মডেস্টির মুখোমুখি। জ্যাক উইস একটা ছুরি নিয়ে এগিয়ে এলো। উইলি গারভিনের খালি বুকের ওপর ছোরার একজোড়া খাপ ঝুলছিল, তার একটাতে ছুরিটা ঢুকিয়ে দিতে দিতে সে বলল, 'খাসা ছুরি হে!'

'এতেই চলবে।'

উইস স্যাংগ্রোকে বলল সরে যেতে, সে নিজে দাঁড়াল দুই প্রতিদ্বন্দ্বীর মাঝখানে। তার এক হাতে ভারি কোল্ট্ কম্যাণ্ডার, আরেক হাতে সে সাদা রুমাল ধরে ছিল।

কোলিয়ের সেফেদের দলছাড়া হয়ে তফাতে দাঁড়িয়েছিল। একটা মোরোর রাইফেল তার দিকে উঁচিয়ে ছিল। সে বিড়বিড় করে

বকছিল, নিজেকে অভিশাপ দিচ্ছিল। নিজেকে সামলাতে পারছিল না এত বিচলিত হয়েছিল।

হাতের রুমাল পড়ল। দুটো হাত কি এক অস্পষ্ট বিদ্যুতের বেগে এলো আর গেল। উইলি গারভিনের হাত কখন ছুরিতে পড়ল আর কখন সে ছুরি ছুঁড়ল কিছুই বোঝা গেল না। মডেস্টি টুপ্ করে মাথা নামাল এবং সঙ্গে সঙ্গে গুলি ছুঁড়ল। উইলি চকচকে ছুরিব ফলা তার মাথার ওপর দিয়ে বেরিয়ে গেল।

কোলিয়ের দেখল উইলি গাবভিন ঠিকরে পড়ে গেল। পেটের কাছটা সে হাত দিয়ে চেপে ধরল, একটু নুয়ে পড়ল, মাথা তুলে মডেস্টির দিকে তাকাল। মডেস্টি যেন জমে পাথর হয়ে গিয়েছিল, সেই একই ভাবে তখনও বন্দুক তুলে দাঁড়িয়ে ছিল। তার সবুজ চিয়ং স্যাম হাওয়ায় অল্প-অল্প উড়ছিল।

উইলির দিকে আবার তাকাতে কোলিয়ের দেখতে পেল পেটের কাছে ধরা তাব হাত লাল হয়ে উঠছে, আঙুলের ফাঁকে রক্ত। মোরোরা উত্তেজনার ঘোরে একবার চেঁচিয়ে উঠেছিল, কিন্তু তারপরই সব চুপচাপ। এত চুপচাপ যে চল্লিশ পা দূরে উইলির যন্ত্রনার্ত নিশ্বাসের ঝড় কোলিয়ের শুনতে পাচ্ছিল। তবু সে পড়ে গেল না। ব্যথায় ককিয়ে উঠতে উঠতে সে বলল, 'তিলে তিলে মারবার কোনো দরকার ছিল না...।' তার সেই চাপা চিৎকার হাস্যকর প্রতিবাদের মতো শোনাল।

উইলি গারভিন হাঁপাতে হাঁপাতে ঘসটাতে ঘসটাতে যন্ত্রনায় ছটফট করতে করতে পাহাড়ের একধারে গেল। কেউ নড়ল না। পাহাড়ের ধার থেকে ঘাড় গুঁজে সোজা নীচে পড়ে গেল উইলি। মডেস্টি খালি বন্দুক নামিয়ে ধীরে ধীরে এগলো। জসেফ, রেজিনা, সকলেই তখন এগোচ্ছিল। কোলিয়েরের বমি উঠে আসছিল, সে থুথু ফেলল, তারপর মুখ মুছে সকলের সঙ্গে এগলো।

উইলি উপুড় হয়ে হাত-পা ছড়িয়ে পড়েছিল, ভিজে বালিতে তার মাথা গোঁজা। পাহাড়ের গায়ে একটা পাথর খোঁচা হয়ে

বেরিয়েছিল, তার আধখানা শরীর সেই পাথরের ওপর। মুখে এবং পাথরে রক্ত।

লুসিফার রাজকীয় গাম্ভীর্যে বলল, 'এখন তো তোমরা দেখলে, অ্যাসমোদিয়ুস। সকলেই দেখতে পেলে।'

সমুদ্রে এক প্রকাণ্ড ঢেউ ঘুরপাক খেয়ে উঠল এবং উইলি গারভিনের দিকে ছুটে এলো। মডেস্টি ঘুরে দাঁড়াতে কোলিয়েরের সঙ্গে চোখাচোখি হ'ল। সে কঠিন গলায় বলল, 'গায়েই মারতে হ'ল, মাথায় মারার ঝুঁকি নিতে পারলাম না।'

কোলিয়ের চট করে চোখ সরিয়ে ফের উইলি গারভিনকে দেখল। একটা প্রকাণ্ড ঢেউ আসছে। সেই নিস্পন্দ শরীরটাকে তুলে নিয়ে ঢেউটা ফের ছুটে চলে গেল। উইলির শরীরে যেন হাড় নেই। ভাঙা পুতুলের মতো তার হাত-পা ঢেউয়ের সঙ্গে সঙ্গে দুলতে দুলতে যাচ্ছিল। তারপর উপসাগরের দক্ষিণ দিকের এক জোরাল ঢেউ এসে তার ভার নিল। কোলিয়ের এক পলক দেখতে পেয়েছিল, ঢেউটা উইলির শরীর কুড়িয়ে গড়িয়ে ভাসিয়ে নিয়ে চলল মোরোদের নৌকোগুলো ছাড়িয়ে।

লুসিফার হেসে মডেস্টির কাঁধে হাত রেখে বলল, 'তুমি বিচলিত হয়ো না। নরকে যাবার সময় হয়েছিল লোকটার। সব শক্তি এবং সিদ্ধান্ত আমার, মডেস্টি, তোমার নয়। অ্যাসমোদিয়ুসকে সন্তুষ্ট করতে আমি শুধু তোমাকে হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করেছি।'

কোলিয়ের সভয়ে সমুদ্রের পানে তাকিয়ে দেখল, সকালের সাদা চক্রাকার কুয়াশা উইলির শরীরটাকে গিলে ফেলল।

কোলিয়েরের কাছে সকালটা যেন আর ফুরোচ্ছিল না। সে প্রাতরাশ খেল না, লুসিফার আর বোকারের সঙ্গে দীর্ঘ পরীক্ষা-নিরীক্ষায় কাটাল। ভেতরে ভেতরে সে গুঁড়িয়ে যাচ্ছিল। মডেস্টির যে কোন উপায় ছিল না, এটা সে বুঝতে পারছিল। তার এই সিদ্ধান্তকে বাস্তব বুদ্ধি ছাড়া আর কি বলা যায়। যেখানে প্রচণ্ড

ক্ষ্যাপামি আর খুন, সেখানে নিছক বাস্তবতাও নৃশংস ওয়ে ওঠে।

না। মডেস্টির পক্ষে দ্বিতীয় পথ আর খোলা ছিলনা। এর বদলে হয়তো সেফের ছু একজনকে সে মারতে পারত, কিন্তু সেটা হত আত্মহত্যার সামিল। কোলিয়ের তবু ভীষণ ধাক্কা খেয়েছিল।

দুপুরে খেতে বসে সে খাবার ভান করতে লাগল, সেফ আর রেজিনার অসার কথাবার্তায় তার মন রইল না। খাওয়ার পরে মডেস্টি আর লুসিফার চলে গেল—তাদের শোবার ঘরে অবশ্যই। সেফ কোলিয়েরকে কাজের ঘরে ডাকল, এক প্যাকেট হীরে দেখাল। প্লুটো আর বেলিয়াল মুখে করে টেনে এনেছিল যে পাত্র, সেই পাত্র থেকে বের করা হয়েছে।

সেফ উৎফুল্ল হয়ে জানাল, 'মিঃ কোলিয়ের, আমাদের কাজ বেশ এগোচ্ছে। আমরা সকলে একসঙ্গে যদি কাজ করি তাহলে খুব ভালো চলবে। মাঝে মধ্যে ঝামেলা হবে অবশ্য। কেউ হয়তো পাত্রের মধ্যে বিস্ফারক পদার্থ ঢুকিয়ে রেখে দিল। তাতে আমাদের প্লুটো এবং বেলিয়াল নির্ঘাৎ মারা পড়বে। কিন্তু বিস্ফারকে কোন প্রমাণ বা চিহ্ন থাকবে না। আর আমাদের হাতে যে দু'টো ডলফিন মজুত রয়েছে, তারাও খুব ভালো ট্রেনিং পাচ্ছে। মিঃ গারসিয়া তো বেজায় খুশি।' চামড়ায় মোড়া হীরেগুলো সে তুলে ধরে ফেব বলল, 'এগুলো দেখে তোমার কাজের গুরুত্ব বুঝতে পারবে, মিঃ কোলিয়ের। লুসিফারের বলা যত ঠিক-ঠিক হবে, আমরা ব্যাদড়া মক্কেল তত কম পাব।'

সন্ধ্যের মুখে কোলিয়ের মডেস্টিকে আবার দেখতে পেল। সমুদ্রের ধার থেকে সে পাহাড়ের পথে যাচ্ছিল, মডেস্টি সেই পথ ধরে থেমে এলো—পেছনে এক মোরো। কী বলবে না জেনেও কোলিয়ের দাঁড়াল।

মডেস্টি তাকাল, হাসল না। 'জানি স্টিভ। শোনো, যাই ঘটুক, তোমার কাজ হবে বেঁচে থাকা।'

'যেমন করে তুমি বাঁচলে ?' কোলিয়ের নিষ্ঠুর হতে চাইছিলনা, তবু কথাগুলো তার মুখ ফসকে বেরিয়ে এল।

মডেস্টি গভীরভাবে তাকিয়ে রইল। 'না, আমার মতো করে নয়। তোমাকে তেমন কিছুর মধ্যে পড়তে হবে না। তবে বোকার মতো কিছু করে বসো না। আশা ছেড়ো না। শুধু আরও কিছুদিন বেঁচে থাক।' অনেকক্ষণ তাকিয়ে থেকে মডেস্টি শেষে তাকে পাশ কাটিয়ে সমুদ্রের ধারের দিকে চলে গেল।

চল্লিশ মিনিট বাদে, কোলিয়ের তখন বাড়ির ভেতর, সেই সময় কেউ গুলি ছুঁড়ল। সেফ তার কাজের ঘর থেকে বেরিয়ে এলো। বোকার আর উইস কী হয়েছে জানতে দৌড়ে গেল। মিনিট পাঁচেক পরে তারা স্যাংগ্রো আর সেই মোরোকে সঙ্গে করে ফিরে এলো, যে মডেস্টিকে পাহারা দিচ্ছিল। হাত-পা নেড়ে মোরোটা কী বলে যাচ্ছিল, স্যাংগ্রো তরজমা করে দিচ্ছিল।

মডেস্টি একা সাঁতার কাটছিল। সন্ধ্যে হয়ে আসছিল। হঠাৎ মোরোটা তাকিয়ে দেখে জলে-ভাসা কাঠে মডেস্টি নেই। দক্ষিণ মুখো স্রোতে সে খুব জোরে সাঁতার কেটে চলেছে। মোরোটা তখন একবার গুলি চালায়, কিন্তু আলো পড়ে এসেছিল। তার গায়ে খুব সম্ভব লাগেনি। ততক্ষণে নৌকোগুলো যেখানে বাঁধা আছে তার ওপারে চলে যায় মডেস্টি। ঘনায়মান অন্ধকারে মোরোটা তাকে আর দেখতে পায়নি।

সেফ জিগ্যেস করল, 'নৌকোগুলো সব আছে তো ? গারভিনের ডিঙিটা সুদ্ধু ?' স্যাংগ্রো ঘাড় নাড়ল। কোলিয়ের আড়ষ্ট হয়ে শুনছিল। কিছু করার ক্ষমতা তার ছিলনা, সে অসাড় হয়ে গিয়েছিল।

'বেঁচে থাক···' মডেস্টি বলেছিল, আর এখন এই !

'ও ভেঙে পড়েছে', জ্যাক উইস বলল। 'বোঝ একবার !'

বোকার চিন্তা করে বলল, 'গারভিনকে মারাটা সইতে পারল না। মারল বটে কিন্তু মন থেকে মানতে পারছিল না।'

সেফ জিগ্যেস করল, 'ডাঃ বোকার, তুমি কি মনে কর এটা আত্মহত্যা?'

'এই অবস্থা সইতে না পেরে বাধ্য হয়ে পালিয়েছে। হয়তো মনে মনে আবছা একটা ধারণা ছিল উপকূল ধরে পালাতে পারবে কিন্তু সেটা আসল উদ্দেশ্য নয়।'

জ্যাক উইস আবার বলল, 'ও ভেঙে পড়েছিল।'

সেফ উঠে ঘর ছেড়ে বারান্দা পেরিয়ে কাজের ঘরে গেল।
বেঞ্চের পাশে একটা প্যানেল সরাল, ট্রান্সমিটারে সুইচ টিপে সেটা গরম হ'তে তিরিশ সেকেণ্ড সময় দিল, তারপর তার চাবি টিপল। পুরো একমিনিট টিপে ধরে রইল, তারপরে সুইচ নিভিয়ে দিল, প্যানেল বন্ধ করে ঘরে ফিরে এলো। বলল, 'উদ্দেশ্য যাই থাক, মেয়েটা এতক্ষণে নিশ্চয়ই মরেছে। লুসিফারকে বলতে হবে, মডেস্টিকে তাড়াতাড়িতে নরকে পাঠাতে হয়েছে। তারই আদেশে অবশ্য।' ঘরের এপাশে তাকিয়ে সে ফের বলল, 'সাবধান থেকো মিঃ কোলিয়ের।'

বিধ্বস্ত, এলোমেলো মন নিয়ে কোলিয়ের তখন বুঝতে পারল, সেফ কী করেছে!

রাত বারোটা বাজতে তখন মিনিট পনেরো বাকি, মডেস্টি ব্লেজ ভাসতে ভাসতে সেই ছোট্ট গুহায় গিয়ে পৌঁছুল, উইলি গারভিন যেখানে সর্ব-প্রথম এসে তার ডিঙি লুকিয়ে রেখেছিল। জঙ্গল এখানে সোজা নেমে এসেছে পাথুরে তীরভূমি ধরে। উইলি তাকে জায়গাটা খুব ভালোভাবে বুঝিয়েছিল. সুতরাং তার কোন সন্দেহ ছিল না যে, এই সেই জায়গা।

তীরের কাছে মডেস্টি উঠতে যাচ্ছিল, উইলি গারভিন হাত বাড়িয়ে দিল তাকে সাহায্য করতে।

'হ্যালো প্রিন্সেস। তোমার কথাই ভাবছিলাম।' একটা মসৃণ

পাথুরের ওপর নিয়ে গিয়ে উইলি মডেস্টিকে বসাল। 'ভাবছিলাম হয়তো বেশ কয়েকদিন অপেক্ষা করতে হবে।'

'খুব ভালো সময়ে এসে পড়েছি, উইলি আমার।' সারাদিনের তাপে পাথরটা তখনও গরম ছিল। মডেস্টি শুয়ে পড়ে জোরে দম নিতে লাগল। 'জন ড্যালকে খবর করেছিলে?'

'না।' চাঁদের আলোয় উইলি তার পাশে উবু হয়ে বসল। 'আর সব যন্ত্রপাতির সঙ্গে রেডিওটাও কিটব্যাগে ছিল। মাইনে উড়ে গেছে।'

'করনি ভালোই হয়েছে।'

'আমার বরাত ভালো।' যা-যা ঘটেছিল, উইলি সংক্ষেপে বলল। তারপর মডেস্টির গায়ে হাত রেখে উপুড় হতে বলল। মডেস্টি গড়িয়ে গেল। উইলি সিল্কের ভিজে সপসপে চিয়ং স্যামের বোতাম খুলল, নামিয়ে তার পিঠ দেখতে লাগল। 'সাঁতার কাটবার সময় এর দরুণ কোন অসুবিধে হয়েছিল, প্রিন্সেস?'

'না। প্রথম আধঘণ্টা হাতে ব্যথা করেছিল কিন্তু তাও চলে গেল। তুমি কি করে এলে উইলি?'

'সহজেই। কুয়াশা থাকাতে খুব উপকার হয়েছিল।'

মডেস্টি উঠে বসে চিয়ংস্যামে বোতাম লাগাল। উইলি ভালো সাঁতারু, স্রোত ঠেলে সে তার চেয়ে তাড়াতাড়ি আসতে পেরেছে।

'রক্ত দেখিয়ে তুমি আমায় ভয় পাইয়ে দিয়েছিলে,' সে বলল। 'মুহূর্তের জন্যে আমার মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছিল। আমি ভেবে-ছিলাম সত্যিই বুঝি তোমায় লাগিয়ে দিয়েছি।'

চাঁদের আলোয় উইলির দাঁত ঝকমক করে উঠল। 'লড়াইয়ের সময় রক্তটা দারুন কাজে লেগেছিল। ছোড়বার আগে ছুরিটা আঙুলে ঘষে নিয়েছিলাম. আর একটু রক্ত বেরুলে সেটা বহুক্ষণ থাকে।'

মডেস্টি লম্বা নিশ্বাস নিল। 'সেফ যখন লড়াইয়ের মতলব ঠাওরাল, তখন তুমি যে আমার সংকেত ধরতে পেরেছিলে...সবাই লক্ষ করছিল ওর চেয়ে বেশি আর কিছু করতে পারলাম না।'

'ওতেই যথেষ্ট।'

'কিন্তু ওই সময়টা সমুদ্রে যে সেকেণ্ডে-সেকেণ্ডে বড় বড় ঢেউ আসে, তোমাকে ভাসিয়ে নিয়ে যেতে পারে—এসব তুমি জানতে ব'লে আমি জানতাম না।'

'আমি জানতাম। তোমার জন্যে সমুদ্রের ধারে যখন খবর রেখে যেতাম তখন দেখেছি।'

'কিন্তু পড়া-টা কিরকম হ'ল?'

'কিছুই না। এরচেয়ে কঠিন অবস্থায় প্যারাসুট থেকে পড়েছি। ভিজে বালি, জায়গা বেছে নিলাম, তারপর পাথরটার ওপর দিয়ে গড়িয়ে গেলাম।'

মডেস্টি উঠে দাঁড়াল। 'যথেষ্ট জিরান হয়েছে, উইলি। তোমার সাল্‌তি ওরা খুঁজে পায়নি তো?'

'না। কাল রাতে এসেই আমি ওটাকে অন্য জায়গায় লুকিয়ে ফেলেছি।

পাঁচ মিনিট পরে ওরা ভেসে পড়ল। মডেস্টি সামনের আসনে, উইলি তার পেছনে। 'ঠিক যেতে পারবে তো?' মডেস্টি জিগ্যেস করল।

'হ্যাঁ। ড্যাল ছোট্ট একটা দ্বীপের আশপাশে কোথাও রয়েছে। এসেই আমি চার্ট দেখে নিয়েছি।'

'ক'দ্দূর বলে মনে হয়?'

'পঁয়ত্রিশ মাইল। এক মাইল এধার-ওধার হ'তে পারে।'

'তাহলে ছ'ঘণ্টা ধরে নাও। চলা যাক উইলি।'

সালতি গুহার মুখ ছেড়ে শান্ত সমুদ্রে বেরিয়ে পড়ল।

১৯

ড্যাল ধাক্কা দিয়ে উইলি গারভিনকে ঘুম থেকে তুলল। সে উঠে বসলে ওর কোলে একটা ট্রে চাপিয়ে দিল। তারপর নিজে বসল সেই ছোট্ট কেবিনের দুটো চেয়ারের একটায়। বিকেল হয়ে গেছে, এগার ঘণ্টা হ'ল মডেস্টি আর উইলি নোঙর করা 'সমরখন্দ' জাহাজে এসে পৌঁছেছে। তারপর দশঘণ্টা তারা অকাতরে ঘুমিয়েছে। উইলি তাকিয়ে তাকিয়ে দেখল। প্রকাণ্ড স্টেক, তার সঙ্গে ডিম ভাজা আর গরম ধোঁয়াওড়া কফি। ড্যাল-এর মুখের দিকে তাকিয়ে সে বড় করে হাসল। 'এই যে শালা কোটিপতি! খাসা জীবন, এঁ্যা।'

ড্যাল চুরুট ধরাল। 'তোমাকে একটা কথা বলতে চাই। মডেস্টি যে আবার যাচ্ছে, বন্ধ করা যায় না?'

উইলি খেতে খেতে জবাব দিল, 'না। তোমার লোকজন নিয়ে আমরা যদি গর্জন করতে করতে গিয়ে পড়ি,তাহলে স্টিভ কোলিয়ের ওদিকে হয়ে যাবে। ওকে আগে বিষছাড়া করতে হবে।'

ড্যাল ধীরভাবে বলল, 'এই কারবারে ইতিমধ্যে বহু লোক মারা গেছে। স্টিভ কোলিয়ের হবে শেষ ব্যক্তি—তাও যদি সেফ সুইচ টেপে। একজনের জন্যে তুমি দু'জনকে বিপদে ফেলতে চাও?'

'কোলিয়ের বন্ধু লোক।'

'তোমার?'

উইলি মুখ তুলে তাকাল। 'মডেস্টির বিশেষ বন্ধু।'

'ও।' ড্যাল চুরুটে টান দিতে লাগিল। আগে তাকে উদ্বিগ্ন এবং চিন্তাকুল মনে হচ্ছিল, এবার সে রেগে গেল। 'দুঃখিত।

মডেস্টি হয়তো একথা আমাকে জানাতে চায় নি, তবু তোমাকে দিয়ে বলালাম।'

'আচ্ছা, দোহাই জন! মডেস্টি আবার কখন কী লুকিয়ে রাখে?'

ড্যাল শুকনো হাসি হাসল। 'ফের দুঃখিত। চোখ টাটিয়েছিল আর কি! আমার বোকামি।'

উইলি হাতের কাঁটা নেড়ে খারিজ করে দিল। বলল, 'কিজন্যে তুমি ওকে আটকাতে চাও শুনি? আমাদের এখন কত সুবিধে! সেফ জানে আমরা দু'জনেই মরে গেছি। তাছাড়া ও লুসিফারকেও বের করে আনতে চায়।'

'কী?' ড্যাল উঠে পড়ল।

মডেস্টি দরজার কাছ থেকে জবাব দিল। 'ঠিকই বলেছে। কেমন আছ জনী?'

মডেস্টি পুরুষদের পাজামা পরেছে, তার চেয়ে অনেক বড়, ঢলঢলে। ড্যাল বুঝতে পারছিল ড্রেসিং গাউন নেই বলে ও এটা এখুনি গায়ে গলিয়ে এসেছে, নইলে সবসময় কিছু না পরেই ও শোয়।

'আমি চমৎকার আছি', ড্যাল বলল। চুরুটটা বাইরে ফেলে এসে মডেস্টিকে সে দু'হাতে জড়িয়ে কষে চুমু খেল।

উইলি গারভিন মাথা নেড়ে বলল, 'কোটিপতিরা ভালোই থাকে।' বলে সে আবার খাওয়ায় মন দিল।

ড্যাল যখন মডেস্টিকে কথা বলার সুযোগ দিল, তখন সে বলল, 'আমার পিঠ।'

'হায় ভগবান! আমি ভুলে গিয়েছিলাম—'

মডেস্টি বাংকে বলল। 'উইলি খাবাব পেল, আমি পেলাম না কেন?'

'আমি ভাবলাম তুমি ঘুমোচ্ছ। আমি ডেকে বলছি।'

ড্যাল দরজার দিকে এগোতে যাচ্ছিল, মডেস্টি বলল, 'পাঁচ মিনিট আমি অপেক্ষা করতে পারব। তুমি লুসিফার সম্বন্ধে কি যেন বলছিলে?'

ড্যাল একটু দাঁড়াল। ইচ্ছে করে সে একটা নতুন চুরুট বের করল, সেটা ধরাল, তারপর বসল, 'এটা একরকমের ফন্দী। বুঝতে পারছি। আমি নিজেও করে থাকি। প্রথমে পিঠ, তারপর ব্রেকফাস্ট; তারপর লুসিফার—'

মডেস্টি সজোরে হেসে উঠল, 'সত্যি বলছি জন, তোমাকে আমি কাটাতে চাইছিলাম না।'

'চাইছিলে না।' ড্যাল কিন্তু প্রত্যুত্তরে হাসল না। সে শক্ত রইল। 'লুসিফার সম্বন্ধে কী বলছিলে বল। ওকে বের করতে যাওয়া মানে ঝুঁকি বাড়িয়ে তোলা। কী যুক্তিতে তুমি একটা উন্মাদের জন্যে গলা বাড়াচ্ছ, যে নাকি তোমার সঙ্গে শুচ্ছে গত তিন হপ্তা ধরে?'

মুহূর্তের জন্যে মডেস্টি জমে গিয়েছিল, তারপর তার হাসি ফিরে এলো, চোখে দুষ্টুমি খেলা করতে লাগল। 'তুমি আমাকে ক্ষেপিয়ে দিতে চাইছ, যাতে আমি ঝগড়া করি। তারপর তুমি বেরিয়ে গিয়ে তোমার লোকজনদের হুকুম করবে, তারা তাদের মতো যেমন পারে লড়াই করবে। সেটি চলবেনা, জনী। আমাকে রুখতে চাইলে তোমায় ঠাণ্ডা মাথায় রুখতে হবে।'

'আর?'

'তার চেয়ে আমরা পরস্পর বন্ধু থাকলেই ভালো।' মডেস্টির গলায় হুমকি ছিল না, শুধু স্নেহ।

ড্যাল গা ছেড়ে দিল, 'বেশ। কিন্তু আমি তোমাকে যে প্রশ্নটা করছিলাম, হয়তো বলার দোষ থাকতে পারে, কিন্তু প্রশ্নটা উড়িয়ে দেবার মতো নয়।'

'হ্যাঁ। লুসিফারের মাথা খারাপ।' মডেস্টি শান্তভাবে বলতে লাগল। 'কিন্তু আমার সঙ্গে সে দুর্ব্যবহার করেনি। আর সত্যিই তো সে কষ্ট পাচ্ছে, বাপু। যদি তার মনের বিভ্রমকে তুমি মেনে নিতে পার, তাহলে এমনিতে সে কিন্তু ভালো। যদি তেমন কিছু

হয়, সেফ স্টিভ কোলিয়েরকে মারবে, সেই সঙ্গে একেও মেরে ফেলবে, কেননা এ বহু ভেতরের কথা জানে।'

'বেশ।' ড্যাল একটু ভাবল, তারপর ধীরে ধীরে বলতে লাগল। 'খুব খারাপ শোনাবে, কিন্তু ছেলেটার মাথা খারাপ সারবে না। কখনো না। তুমি কি বিশ্বাস কর, ও এইভাবে বেঁচে থেকে ভালো আছে?'

'আমি জানি না, জনী। মরা যে কি জিনিস, তাই আমি জানি না।'

মডেস্টি মাথায় হাত দিয়ে চুল ঠিক করল, আলগা হয়ে নেমে আসছিল। ঢোলা পাজামায় তাকে স্কুলের মেয়ের মতো লাগছিল। ড্যাল-এর মধ্যে হঠাৎ কেমন যেন স্নেহ-মায়ার বান ডেকে গেল, তার মধ্যে এতটুকু শারীরিক উত্তেজনা ছিল না, যদিও মডেস্টির দেহের স্মৃতি তার ভালো করেই মনে আছে। অনুভূতিটা পিতৃসুলভও নয়; ড্যাল বুঝতে পারছিল, মডেস্টি এই মুহূর্তে তার মধ্যে যে অনুভূতি জাগিয়ে তুলেছে তাতে শারীরিক আকর্ষণ না থেকেও পারে না। এটা কিরকম যেন······

ড্যাল-এর চোখ গেল উইলি গারভিনের দিকে। উইলি গারভিন খাওয়া থামিয়ে মডেস্টিকে লক্ষ্য করছিল। সেই ভাবটা ড্যাল ঠিক ধরতে পারল না কিসের, কিন্তু তার নিজের অজানা অনুভূতির সঙ্গে কোথায় যেন তার খানিক মিল ছিল।

ঠিক তখুনি ড্যাল অস্পষ্টভাবে বুঝল, ওদের দু'জনের মধ্যে কি এক অদ্ভুত অথচ প্রচণ্ড বন্ধন রয়েছে, কিন্তু এই চিন্তা পরিষ্কার চেহারা পাবার আগেই মিলিয়ে গেল।

ড্যাল দাঁড়িয়ে পড়ল। 'ঠিক আছে,' সে খুব ভদ্রভাবে বলল। 'এখন আমি বুঝতে পেরেছি। কোলিয়েরকে বের করতে হবে, কারণ সে বন্ধু। আর লুসিফারকে বের করে নিয়ে আসতে হবে কারণ মরে যাওয়া কী তা তুমি জান না।' ড্যাল কোনরকমে হাসল। 'তাহলে তাই হোক।'

ছ'ঘণ্টা বাদে জাহাজের প্রধান ডেকে এক ডজন বিস্মিত পেশাদার চোখের সামনে মডেস্টি ব্লেজ তার পিঠের অবস্থা পরখ করতে উইলি গারভিনের সঙ্গে একহাত লড়াই করল।

'ঠিক আছে, উইলি।' সে হাঁপিয়ে পড়েছিল, শেষে উঠতে উঠতে বলল। 'আমরা আজ রাতেই করব।'

এর পরের কয়েক ঘণ্টা বেজায় ব্যস্ততার মধ্যে গেল। মাঝরাতে সমুদ্র বিমান নামানো হ'ল। তারপর সেটা আকাশে ভাসল।

রিভার সমুদ্রবিমান সেটা, কেবিনের দু'ধারে দুটো দরজা। মডেস্টি সহ-পাইলটের আসনে বসেছিল। পরনে তার কালো লড়াইয়ের পোশাক। কালো ক্রীমে তার মুখ অন্ধকার। খাপে-ভরা একটা বাড়তি কোল্ট '৩২ রিভলভার তার পেছনে ঝুলছিল।

প্যাসেঞ্জার কেবিনে উইলি গারভিন ড্যাল-এর সঙ্গে বসেছিল, মডেস্টি ঘাড় ঘুরিয়ে বলল, 'উইলি, আর মিনিট দশেক।'

'ঠিক।' উইলি দেরি না করে উঠে দাঁড়াল। একটা কালো প্যারাস্যুট শরীরের সঙ্গে বাঁধতে লাগল।

জন ড্যাল লক্ষ্য করছিল। উত্তেজনায় তার শরীর সিরসির করছিল। পিঠে প্যারাস্যুট বাঁধা হয়ে গেলে, উইলি একটা পাতলা প্রায় তিন ফিট লম্বা ক্যানভাসের কালো কিটব্যাগ তুলে নিল. তার সঙ্গে একটা দড়ি ঝুলছিল। দড়িটা সে নিজের উরুর সঙ্গে বেঁধে নিল। তারপর আবার জড়সড় হয়ে সীটে বসল।

'রাতটা বেশ ভালো।' ইঞ্জিনের আওয়াজ হচ্ছিল, সে গলা তুলে বলল। 'পরিষ্কার, অথচ তত চাঁদের আলো নেই। মনে তো হচ্ছে আমরা সহজে, সুন্দরভাবে সারতে পারব।'

ড্যাল গম্ভীরভাবে বলল, 'মোরোরা যদি ওপর দিকে তাকিয়ে না বসে থাকে।'

'তবুও। চোখ রাখবে বটে। ওপর দিকে না হোক।'

'প্লেনের আওয়াজ শুনবে না? আলোও দেখতে পাবে।'

উইলি ঝুঁকে দেখতে লাগল। মডেস্টিও তলার দিকে দেখছিল।

নীচে সমুদ্র প্রকাণ্ড এক অন্ধকার সমতল, সামান্য চাঁদের আলো প্রতিফলিত হচ্ছে।

মডেস্টি এবার বিন্দুসম তিনটে দ্বীপের আভাস পেল, এগুলোকেই সে খুঁজছিল। শেষ দ্বীপ দুটোর সোজাসুজি যদি যাওয়া যায় তাহলে বিভার বিমান উপসাগরের উত্তর দিকে গিয়ে পৌঁছুবে—সেইখানেই বাড়িটা এবং মোরোদের পাহারা।

মডেস্টি আসন ছেড়ে উঠে কেবিনে গেল। অপর প্যারাস্যুটটি বাঁধতে উইলি তাকে সাহায্য করল। হাঁটুগেড়ে বসে আর একটা পাতলা কালো কিটব্যাগ তার উরুর সঙ্গে বেঁধে দিল। ব্যাগের সঙ্গে ছ'ফিট লম্বা একটা আলগা দড়ি ঝুলছিল। মডেস্টি ব্যাগটা বুকের কাছে তুলে ধরতে উইলি বুক ঘিরে পেঁচিয়ে একটা ছোট ফাঁস করে দিল।

উইলি সবকিছু পরখ করে দেখে নিল কোথাও কিছু গলদ থেকে গেল কিনা। তারপর নিজের কিটব্যাগটা তুলে ধরতে মডেস্টি সেটা তার বুকের সঙ্গে বেঁধে দিল।

ড্যাল-এর দিকে তাকিয়ে মডেস্টি বলল, 'জন, দরজা দুটো এবার খুলবে?'

দরজা খোলার সঙ্গে সঙ্গে প্রচণ্ড হাওয়া গর্জন করে কেবিনে ঢুকতে লাগল।

পাইলট হাঁক পাড়ল এবং হাত নাড়ল।

ড্যাল ইঞ্জিনের গোলমালের ওপর গলা তুলে বলল, 'আলো দেখতে পেয়েছে।' মডেস্টি ঘাড় নেড়ে মাথায় হেলমেট বসাল। উইলির ততক্ষণে পরা হয়ে গেছে। দু'জনে দুটো দরজায় গুঁড়ি মেরে বসল।

ড্যালকে মডেস্টি হাত নেড়ে বলল, 'শক্ত করে ধরো, জনী। আমরা যখন নামব প্লেন তখন জোরে দুলে উঠবে।'

ড্যাল ঘাড় নেড়ে সীটের হ্যাণ্ডেল চেপে ধরল।

মডেস্টি উইলিকে লক্ষ্য করতে লাগল, সে তখন নীচের দিকে

তাকিয়ে আছে। আস্তে আস্তে হাত ওপরের দিকে উঠল। ড্যাল ভাবছিল মডেস্টি বিদায়ের আগে অন্তত একবার তাকাবে, কিন্তু তাকাল না। সে যে আছে একথা মডেস্টির যেন খেয়ালই নেই। তবু ড্যাল তাতে খুশি হ'ল। মডেস্টির মাথায় এখন কত চিন্তা, এক্ষেত্রে সে কী আশা করেছিল? বিদায় চুম্বন এবং বিদায় ভাষণ?

হাত কাটারির মতো কোপ মেরে উইলি সংকেত জানাল।

বিভার টলমল করে উঠল, ঝাকুনি খেল। ততক্ষণে তারা উধাও হয়ে গেছে, ড্যাল শুধু সীট-এর হ্যাণ্ডেল আঁকড়ে রইল। এক অন্ধকার শূন্যতায় তার দৃষ্টি আবদ্ধ।

মাটির দিকে শরীর, হাত-পা ছড়ানো, পড়তে পড়তে মডেস্টির মনে হচ্ছিল, প্রায়ই মনে হয়, সে যেন মাটি থেকে ওপরে ভেসে রয়েছে আর একটা প্রচণ্ড ঝড় তাকে টেনে নিয়ে যেতে চাইছে।

হাত-পাগুলো সে আর একটু গুটিয়ে নিয়ে এলো, ব্যাঙের মতো করল এবং ১৮০ ডিগ্রি বরাবর ঘুরে গেল। এখন তার মুখ উপকূলের দিকে, উইলিরও তাই। উইলি তার আগে, ঘাড় ঘুরিয়ে তাকে একবার দেখে নিল।

মডেস্টি বুঝতে পারল, উইলি কেন দেখল। উইলির মুখ সামনের দিকে, হাত উরুর ওপর, পা জোড়া করা, পেছনটা একটু উঁচু করা, যাতে শরীরের উর্ধ্বভাগ একটু তলার দিকে ঝুঁকে থাকে। মডেস্টিও দেখাদেখি তাই করল।

ঘণ্টায় চল্লিশ মাইল বেগে এবার সে পড়তে লাগল।

মডেস্টি কাছাকাছি না আসা পর্যন্ত উইলি তার সম্মুখগতি খানিক রুখল, তারপর ওরা একসঙ্গে নেমে চলল। তখন ওরা সমুদ্রের ঠিক ওপরে। উপকূল আরও আগে, পাহাড়, জঙ্গল বাঁদিকে এবং লম্বা খাঁড়ি ডানদিক পানে।

মডেস্টির চোখ কেবল উইলিকে ধরে রেখেছিল, মনে হচ্ছিল উইলির গতিহীন শরীর যেন আকাশে লম্বমান। মডেস্টির মাথায়

সময়ের অংক আপন প্রক্রিয়ায় ঠিক-ঠিক গণনা করে চলেছিল। পঞ্চাশ সেকেণ্ড হ'ল তারা লাফিয়েছে।

এবার শীগ্গির-শীগ্গির হয়ে যাবে। মডেস্টি দেখল উইলি ব্যাঙের মতো ভঙ্গীতে স্থির হ'ল, সঙ্গে সঙ্গে সে-ও তাই করল। উইলি তার বাঁ হাত বাড়িয়ে সংকেত করল। মডেস্টি অল্প একটু ঝাঁকুনি খেল, তার প্যারাসুটে ফুলে কালো ছাতা হয়ে উঠল। চট করে সে একবার দেখে নিল, ঠিকমতো খুলেছে কিনা। একটু-আধটু গড়বড় হয়ে যাবার ভয় আছে, যদিও উইলি নিজে দুটো প্যারাসুটই খুব খুঁটিয়ে দেখে নিয়েছিল।

উইলি তখন সামনের দড়িগুলো ধরে টানছিল, ফাঁপা কাপড়টাকে পেছনের দিকে ঠেলে দিতে চেষ্টা করছিল যাতে সম্মুখগতি আরও বাড়ানো যায়। মডেস্টিও সেইরকম নকল করল তারপর দু'জনে একই কোণ বরাবর নেমে চলল। আশপাশে চোখ চালিয়ে মডেস্টি বুঝতে পারছিল তারা এখন স্থলভূমির ওপরে, পাহাড়ের উঁচু-উঁচু টিবি তাদের বাঁদিকে। বাড়িটা সরাসরি তাদের আগে।

উইলির কিটব্যাগ পড়ল, শুধু তার উরুতে বাঁধা দড়িতে ঝুলে রইল। মডেস্টিও নিজেরটা খুলে দিল। এরপর সবই খুব তাড়াতাড়ি ঘটে চলবে, কারণ মাটিতে পা-রাখার সময় আসন্ন।

উইলিকে ছাড়িয়ে ইংরেজী 'T' অক্ষরের একটা বাড়ির ছাদ। উইলি খুব সুন্দরভাবে সেইদিকে মুখ নিয়ে নামছে। মডেস্টিও তাকে অনুসরণ করল।

ছাদে কি যেন নড়াচড়া করল। একটা লোক। যেন চাঁদের আলোয় দৃশ্যকাব্য হচ্ছে, মডেস্টি সেইভাবে দেখল, লোকটা ছাদের আলসেয় রাইফেল রেখে চারপাশে অলস দৃষ্টিক্ষেপ করল। মুখটা ভালো দেখতে পাচ্ছিল না, কিন্তু লোকটা হঠাৎ কেমন অদ্ভুতভাবে সিঁটিয়ে গেল, ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইল।

উইলি তখন ছাদ থেকে পনেরো ফিট ওপরে, সামনের আলসেটা পেরুচ্ছে। মডেস্টি তার হাত তুলে উঠতে দেখল, তারপর ইস্পাতের

ঝকঝকে ছোরা চমকে উঠল। মোরোটা ঝাঁকুনি খেয়ে লাফিয়ে উঠল, তারপর ধীরে ধীরে জড়পুঁটুলি হয়ে একপাশে কাত হয়ে পড়ল। উইলি তার উরুর দড়ি খুলে দিল, কিটব্যাগ ছাদের ওপর পড়ল। এক সেকেণ্ড পরে সে গড়িয়ে পড়ল ছাদে। এবার মডেস্টির অবতরণের পালা। তখনও সে বেশ উঁচুতে।

নিজের প্রতি তার রাগ ধিক্কার হচ্ছিল, অবশ্য তখুনি সেটা চলে গেল। নামার মুখে সে নিজেকে হালকা করতে পারেনি। উইলি ওপরপানে তাকাল, তার মুখ কঠিন। মডেস্টি তখন ঠিক উইলির মাথার ওপর এবং বেগে নামছিল।

মডেস্টি আলসের গায়ে ধাক্কা খেল। উইলি পাশে ছিল, মরিয়া হয়ে সে ওকে ধরতে চেষ্টা করল, কিন্তু দেরি হয়ে গিয়েছিল। মডেস্টি হাঁটু মুড়ল, কালো নাইলনের প্যারাস্যুট বিস্তৃতকিমাকার দৈত্যের মতো ফুলে ফেঁপে দু'তলার ছাদ ছাড়িয়ে আরও নীচে নামতে লাগল, মডেস্টি দেখল খোলা মাঠের মাঝখানে ছোট্ট এক ঝোপের আড়ালে সেটা গড়িয়ে পড়ল।

এক মিনিট গেল।

ডান দিক থেকে ছায়ার মতো দুটো লোক বেরিয়ে এলো। তারা মোরো, কাঁধে সাব-মেশিনগান ঝুলছে। তারা হাঁটা থামিয়ে বাড়ির সামনেটা দেখে নিল, তারপর একটুখানি সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে থেকে আবার টহল শুরু করল। ঝোপের গায়ে, যেখানে প্যারাস্যুটটা পড়ে ছিল তার বিশ ফিট তফাতে তারা হেঁটে গেল। ফের তারা অন্ধকারে মিলিয়ে গেল।

'যাক্...।' উইলি গারভিন হাঁফ ছেড়ে বাঁচল।

মডেস্টি চাপা গলায় বলল, 'এর পরের বার ওরা হয়তো দেখতে পেয়ে যাবে। কিংবা তার পরের বার। উইলি, আমি দুঃখিত। আমি তোমার মতো ঠিক হাল্‌কাভাবে নামতে পারলাম না।'

উইলি হাসল। 'বুঝতে পেরেছিলাম কিছু একটা হয়েছে।

আমরা যখন পাঁচহাজার ফিট তখনই মনে হয়েছিল। তোমাকে হুঁশিয়ার করব ভেবেছিলাম।'

ওরা মাথার হেলমেট খুলে ফেলল। উইলি সেই জড়পুঁটলি মোরোটাকে কাছ থেকে গিয়ে দেখল, তারপর মডেস্টির দিকে ঘাড় নাড়ল। লোকটা মরে গেছে। তিন ইঞ্চি ইস্পাতের ফলা গলার কাছে বসে গেছে, সুতরাং আশ্চর্য হবার কিছু নেই। কিন্তু উইলি গারভিন সাবধানী লোক। সে তার ছুরিটা ছাড়িয়ে নিয়ে লোক-টার জামায় মুছে নিজের শার্টের তলায় খাপে ভরল।

মডেস্টি এক-এক করে তার কিটব্যাগ খালি করল। একটা কোল্ট এ-আর-১৫ রাইফেল, দু'শ রাউণ্ডের মতো ৫.৫৬-এম.এম. গুলি। ছ'টা হাতবোমা, চারটে কাঁদানে গ্যাস বোমা, দুটো গ্যাস মুখোশ, একটা দড়ির মই। কোলট-এর জন্যে বাড়তি কিছু গুলিবারুদ আর পাতলা খাপের ভেতর তিন ফুটের এক ধনুক এবং সরু সরু ইস্পাতের তীর।

তীর ধনুক ছাড়া উইলির কিটব্যাগেও একই ধরনের অস্ত্রশস্ত্র কিন্তু সেই সঙ্গে ছিল ভারি দুটো ছুরি। নিজের তৈরী কার্ট্রিজের চারটে ম্যাগাজিন এবং দুটো তিরিশ ইঞ্চির ধাতব কালো টিউব।

মডেস্টি বলল, 'কতক্ষণ সময় নেবে বুঝতে পারছি না।'

'ঠিক আছে, প্রিন্সেস। তবু কখন তোমার খোঁজ করব?'

'গোলমাল হলে তুমি শীগ্‌গিরই শুনতে পাবে।'

'সেফ-কে সাবাড় করে দিলে হয় না?'

'না। দরজার খিল শার্সিটানা। ছিটকিনি তোলা জানলা। আমরা যেভাবে ভেবেছি, সেইভাবেই করা যাবে উইলি।' মডেস্টি গুঁড়িমেরে ছাদের ওপাশে চলল। ছাদের দরজা দিয়ে সে অদৃশ্য হতে উইলি সেই কালো টিউবের একটা তুলে দিল।

আলসের দিকে পেছন ভরে সে উঁচু হয়ে বসল। টিউবটা নিয়ে সে নলের ওপর চোখ রাখল, তারপর একটা সুইচ টিপল। মৃদু

গুনগুন আওয়াজ হ'ল এবং বাড়ি, বাড়ির সংলগ্ন জমি, পাহাড়ের ধার পর্যন্ত সব সে দেখতে পেল।

টিউবটা পেরিস্কোপের চেয়েও জোরদার, নাম নক্টোস্কোপ—বাড়ির বেলা কম আলোয় কয়েকশ গজের মধ্যে সব কিছু এর দ্বারা পরিষ্কার দেখা যায়।

দুটো লোক টহল দিচ্ছে, এখন অন্যদিকে মুখ করে। তারা ঝোপটা পাশ কাটিয়ে চলে গেল, উইলি দেখতে লাগল যতক্ষণ না তারা অদৃশ্য হয়। তারপর মনে মনে বলল, 'হারামজাদারা প্যারাস্যুটটা না দেখতে পেলেই হয়।'

২০

করিডরে কম আলো, মডেস্টি ব্লেজ দেওয়ালের দিকে পেছন করে দাঁড়াল। বাঁ হাতে কাঙ্গো শক্ত করে ধরা, ডান হাত খাপে ভরা কোল্ট-এর জন্যে খালি। কোথাও কোন সাড়া শব্দ নেই।

মডেস্টি এগিয়ে সেফের শোবার ঘরের দরজা পেরুল। তখুনি তাকে খুন করতে ইচ্ছে করছিল এবং হয়তো উইলির পন্থাই ঠিক···'এক তাল বারুদ দিয়ে দরজাটা উড়িয়ে দাও, তারপর একটা বোমা ঝাড়, সেফ আর তার বউ ভাগ করে নিক।'

কিন্তু স্টিভ কোলিয়ের রয়েছে যে, শরীরে তার ক্যাপসুল রয়েছে, আর বোকার একবার ট্রান্সমিটার ধরলেই হ'ল। তারপর লুসিফার, যে নাকি নিজের উদ্ভট মনের কারাকক্ষে বাস করে অথচ যে কারুর ক্ষতি করেনি। আর রয়েছে তিরিশ জনেরও বেশি মোরো—বধ করতে প্রস্তুত এবং আগ্রহী। কোনরকম খুনোখুনি শুরু হবার আগে মডেস্টি কোলিয়ের এবং লুসিফারকে নিরাপদে নিজের হাতের মুঠোয় এনে ফেলতে চায়।

কোল্টে হাত রেখে মডেস্টি বারান্দার কোণে উঁকি দিল। এই বারান্দা গেছে কোলিয়েরের ঘরে। দরজার কাছে একটা মোরো শুয়ে

ঘুমোচ্ছে। এক পা মুড়ে লোকটার পাশে সে বসল, কঙ্গো বাড়িয়ে রাখল, লোকটা জেগে উঠলেই চালিয়ে দেবে।

আর এক হাতে সে শার্টের ভেতর পকেট থেকে একটা প্লাস্টিকের টিউব বের-করল। সেটা নাকে লাগাবার ঘুম পাড়ানো প্লাগ। লোকটার নাকের সামনে ধরতে মিনিটখানেকের মধ্যে তার নিশ্বাস ভারি হয়ে উঠল, তখন সে লোকটার নাকের ফুটোয় প্লাগটা ঢুকিয়ে দিল। লোকটা কোনরকম নড়াচড়া করল না। তখন সে হাতের কঙ্গো নামিয়ে ফেলল।

স্টিভ কোলিয়ের খাটে ঘুমোচ্ছিল। কোমর পর্যন্ত চাদর ঢাকা, গা খালি। মডেস্টি পকেট থেকে পেন্সিল টর্চ বের করে তার বিছানার পাশে হাঁটুমুড়ে বসল। কোলিয়েরের কানের লতিতে সে আস্তে করে চিমটি কাটল।

'আমি, স্টিভ', ফিসফিস করে বলল মডেস্টি। 'চুপ, আওয়াজ করো না। আমি মডেস্টি।' এই বলে সে টর্চের আলো নিজের মুখে ফেলল, কোলিয়েরের গায়ে হাত রেখে ভরসা দিল।

দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে কোলিয়ের গলা খুব নামিয়ে বলল, 'নিজেকে আমি সবরকমের আহাম্মক ভাবছিলাম। আশা করাটা...'

'না, ঠিকই তো। যাবার আগে তোমাকে আমার বলে যাওয়া উচিত ছিল। তোমাকে এতটুকু আভাস দিলেই সেফের কাছে আমাদের এই খেলা ফাঁস হয়ে যেত। তুমি যে পাকা অভিনেতা নও, বন্ধু।'

'বেশির ভাগ ধাতুবিদ্‌দের তুলনায় তেমন খারাপ অভিনেতা নই।'

মডেস্টি হাসল। 'তর্ক করব না। পাশ ফের স্টিভ। হতচ্ছাড়া ক্যাপসুলটা আমি বের করব।'

কোলিয়ের মুহূর্তের জন্যে আড়ষ্ট হয়ে গেল, তারপর চেষ্টা করে সহজ হল, পাশ ফিরল। মডেস্টি পেন্সিল টর্চ সরিয়ে শার্টের তলা থেকে চওড়া ইলাস্টিক দেওয়া ব্যাণ্ড বের করল। ব্যাণ্ডের মাঝখানে

ছোট্ট একটা সিলিণ্ডার বসানো, একটা বাতি। মডেস্টি সেই ব্যাণ্ড মাথায় পরে সুইচ জ্বেলে দিল। ছ'ইঞ্চি পরিমাণ আলো কোলিয়েরের পিঠে গোল হয়ে পড়ল।

উরুর কাছে পকেট, তার থেকে একটা চ্যাপটা বাক্স বের করে মডেস্টি খাটের ওপর রাখল। রবারের গ্লাভস্ সাবধানে হাতে পরল।

'তোমাকে ছোট করে একটু নোভেকেন দিচ্ছি।' ফিসফিস করে বলে সিরিঞ্জ দিয়ে একটা অ্যাম্পুল ফুটো করল।

কোলিয়ের-ও ফিসফিস করে বলল, 'তোমার ক্যাপস্থল বের করা হয়ে গেছে? হয়েছে নিশ্চয়ই। সেফ আসল ট্রান্সমিটারে মরণ সংকেত দিয়েছিল।'

'হ্যাঁ। উইলি ধরা পড়ার আগে আমারটা কেটে বের করেছিল।' ইঞ্জেকসান দিয়ে মডেস্টি অপেক্ষা করতে লাগল।

কোলিয়ের একটু ইতস্তত করে জিজ্ঞেস করল, 'উইলি?'

'চিন্তা করো না। বেঁচে আছে। ছাদের ওপর এখন। তিরিশ ফুট উঁচু থেকে ভিজে বালিতে পড়লে তার কিছু হয় না।'

কোলিয়ের অবাক হয়ে ফোঁস করে নিশ্বাস ফেলল, 'তুমি বুঝি দূরে গুলি করেছিলে?'

'গায়ে লাগবে না, তেমন দূরে তো বটেই।'

'কিন্তু কী করতে হবে না হবে ও জানল কী করে?'

'আমি ওকে সংকেতে জানিয়েছিলাম জলে ঝাঁপ দিতে। বাকিটা আন্দাজ করে নিতে এই ইঙ্গিতই যথেষ্ট। ওর বোধবুদ্ধি খুব প্রখর, মনে আছে তো?'

'তোমরা এখানে এলে কী করে?'

'প্যারাস্যুট। ছাদে নামলাম। কিন্তু এখন আর কথা ব'লো না।' মডেস্টি হাতে ছোট্ট এক স্ক্যালপেল তুলে নিল।

সময় বয়ে চলল।

'ঠিক আছে।' মডেস্টি ফিসফিস করে জানাল এবং কি যেন একটা রাখল। কোলিয়ের আড়চোখে ক্যাপস্থলটা দেখল।

'ভগবান,' বলতে গিয়ে কোলিয়ের গলা কাঁপল। 'কোন জিনিসকে এত ঘৃণা করা যায় আমি জানতাম না।'

'বুঝতে পারছি, তুমি কী বলতে চাও। স্থির হয়ে থাক, গোটা-কতক সেলাই দিই। দরকার ছিল না হয়তো, কিন্তু এখন ঘণ্টাকতক তোমায় খুব ব্যস্ত থাকতে হবে।'

কোলিয়ের বলল, 'ঘুষোঘুষিতে আমি ততটা পটু নই, যতটা অভিনয়ে। কিন্তু আমি তো কারুর ওপর গুলি চালাতে পারি? তাহলে খুব ভালো হয়।'

'আচ্ছা ব্যবস্থা করা যাবে।' দু' মিনিট পরে মর্ডেস্টি বলল, 'তুমি এখন উঠতে পার, স্টিভ।' মাথার ব্যাণ্ড খুলে সে আলোটা নীচু করে রাখল।

কোলিয়ের উঠল, মেঝেয় পা দিল। মর্ডেস্টি সযত্নে ক্যাপসুলটা মুড়ে সেই চ্যাপ্টা বাক্সে ভরে রাখল।

'আমারটা রাখি নি। থাকলে কেমন একজোড়া হ'ত।'

কোলিয়ের হাসি চাপল। 'সেফকে বলতে পারি, বাড়তি একটা থাকলে বিক্রি করতে।'

গম্ভীরভাবে বলল সে, 'অতঃ কিম্?'

'জামাকাপড় পরে নাও, আমরা যাব। বাইরের মোরোটা এখন জাগবে না। প্যাসেজের শেষে যাব আমরা, তারপর তুমি বাঁদিকে গেলে সিঁড়ি পাবে, সটান ছাদে চলে যাবে। উইলি ওপরে তোমার জন্তে অপেক্ষা করবে।'

কোলিয়ের তাকিয়ে রইল। 'তোমার কী হবে?'

'আমি পরে আসছি, লুসিফারকে নিয়ে।'

'লুসিফার!' কোলিয়ের হাঁ হয়ে গেল। 'ওকে তুমি বের করতে পারবে না। হবে না। কথা বলতে শুরু করে দেবে, গোলমাল করবে—'

'আমি ওকে বের করবই।'

'ও তোমাকে ধরিয়ে দেবে, মর্ডেস্টি।'

• 'তুমি আজেবাজে কথা বলছ। একবার তুমিই তো আমাকে ধরা পড়িয়ে ছেড়েছিলে, মনে আছে?' নরম করে বলল বটে মডেস্টি কিন্তু কথাটা অন্যায় এবং বড় আঘাতদায়ক কথা। কোলিয়ের বুঝতে পারছিল মডেস্টি ইচ্ছে করেই বলেছে। মিছে তর্কাতর্কি বন্ধ করতে। জবাব তৈরি করার আগেই মডেস্টি বলল, 'আমি যা বলি তাই কর, স্টিভ। এবং উইলি যা বলবে। না হলে আমাদের কাজ-কর্ম তুমি সব ভণ্ডুল করে ছাড়বে। আমাদের কাজের ধরনধারণ তুমি এখনও শেখ নি?'

কোলিয়ের গম্ভীর হয়ে ঘাড় নাড়ল। কথাটা সত্যি বটে। ঈশ্বর জানেন।

সার্ট, প্যান্ট আর একটা জুতো গলিয়ে নিল। সে তৈরী হলে মডেস্টি ব্যাগের বাতি নেভাল। মিনিটখানেক পরে কোলিয়ের সেই ভারি নিশ্বাস ফেলা মোরোকে ডিঙিয়ে মডেস্টির সঙ্গে প্যাসেজ দিয়ে চলল। মুখে এসে ওকে বাঁদিকের রাস্তা দেখিয়ে সে নিজে চুপিচুপি লুসিফারের ঘরের দিকে চলে গেল।

কোলিয়ের সিঁড়ি দিয়ে উঠে ছাদে এলো। একটা হাত খপ্ করে তাকে ধরে টানতে লাগল। উইলি গারভিনের চাপা গলা শোনা গেল, 'বেরিলিয়ামে হুড়কো তুলে দাও, দোস্ত। দাঁড়িয়ে থাকার সময় নয় এখন।'

'দুঃখিত।' কোলিয়েরের চোখে অন্ধকার সয়ে আসছিল। উইলি গারভিন তাকে হাতছানি দিয়ে ডাকল। তারপর হামাগুড়ি দিয়ে সামনের আলসের দিকে গেল। কোলিয়েরও তাকে অনুসরণ করে চলল। গলায় গভীর ক্ষত নিয়ে একটা মোরোকে সে সিঁড়ির মাথায় মরে পড়ে থাকতে দেখল।

আলসের কাছে উইলি একটা কালো টিউব নিয়ে চোখে দিল, তারপর সুইচ টিপল। যেন পেরিস্কোপ দিয়ে চারদিক দেখছে।

'মডেস্টি লুসিফারকে আনতে গেছে?'

'হ্যাঁ। আমি বললাম, তুমি পাগল। ও ভুলবে না।'

'তবু মডেস্টি ঠিক বের করে আনবে।'

'জোর করে? একবার শক্তি প্রয়োগ করতে গিয়েছিল, বলেনি তোমাকে! আত্মরক্ষার ব্যাপারে লুসিফার দু'মিনিট এগিয়েছিল।'

'বলেছে। তোমার ওই প্রত্যাভিজ্ঞার কথা যদি ঠিক হয় তাহলে কিছু যাবে-আসবে না। মডেস্টির খুব বিশ্বাস ওতে।'

কোলিয়ের বুঝতে পারল না, সে কপালের ঘাম মুছে বলল, 'তবু আমি মনে করি, এটা মডেস্টির ক্ষ্যাপামি। লুসিফারকে বের করতে যাবার দরকার কী?'

'কেন নয়? তোমার জন্যে এসেছে তো, নাকি?'

'বেশ তো। সেটাও ক্ষ্যাপামি। কিন্তু একটু তফাৎ আছে।'

'কিরকম?'

এই সহজ প্রশ্নের কোন জবাব পেল না কোলিয়ের। সন্তোষজনক জবাব। শেষে বলল, 'তার কারণ আমাকে যা বলা হবে, আমি তাই করব। কিন্তু লুসিফার করবে না। সুতরাং সে অনেক বেশি বিপদজনক।'

'আমরা এখানে ফুল সাজাতে আসিনি।' উইলি মৃদুভাবে বলে প্রসঙ্গটা খারিজ করে দিতে চাইল। 'তুমি কখনো এ আর—১৫ চালিয়েছ কিংবা হাতবোমা ছুঁড়েছ?'

কোলিয়ের মাথা নাড়ল। 'এ. আর.—১৫ কী বস্তু, তাই জানি না। এবং তার জন্যে আমি কিছুমাত্র লজ্জিত নই।'

উইলির ভুষো মুখে হাসি উছলে পড়ল। একটা রাইফেল তুলে নিয়ে সে বলল, 'কিন্তু এখন জলদি শিখে নিতে হবে। যদি পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে, তাহলে এদিকে দেখ, আমি তোমায় দেখিয়ে দি...'

লুসিফার গলিত ফুটন্ত সমুদ্রের ওপর দিয়ে ভেসে চলেছিল। লাল পাহাড় ছাড়িয়ে যেখানে শুভ্র আত্মারা যন্ত্রণায় কুঁচকে কেবলি উপরের দিকে উঠবার চেষ্টা করে চলেছে।

কিন্তু এখন মনের কোথায় যেন টান পড়ছে, কে যেন ফিসফিস করে ডাকছে, অদৃশ্য হাত তাকে স্পর্শ করে রয়েছে। জরুরী আহ্বান জানাচ্ছে উপরের স্তরে উঠবার জন্যে।

লুসিফার চোখ খুলতে ওকে দেখতে পেল, খুব কাছে ; এক আভা ছড়িয়ে পড়ল তার সারা শরীরে। মুখটা অন্ধকার, প্রায় কালোই বলা চলে, যেন ও নিজেই নরকে ছিল, উঠে এসেছে। কিন্তু তবু খুব সুন্দর।

মডেস্টি ফিরে এসেছে। হ্যাঁ এখন তার মনে পড়ছে। কিছুদিনের জন্যে কোথায় যেন গিয়েছিল এবং অ্যাসমোদিয়ুস বলেছিল...কী বলেছিল অ্যাসমোদিয়ুস ? থাক্, কাজ নেই।

মডেস্টি ফিরে এসেছে। তাতেই সে খুশি, যদিও তাকে অন্যরকম দেখাচ্ছে। পরণের ওই কালো পোশাক কেন যেন নরকের কথাই মনে পড়িয়ে দেয়। তবে কি ও সেখানে গিয়েছিল ? আর, তার মুখেই বা ও হাত রেখেছে কেন, একটা আঙুল নিজের ঠোঁটে ? এত চুপচাপের কী আছে ?

লুসিফার তার মুখের ওপর মডেস্টির যে-হাত ছিল, সেই হাত তুলে নিয়ে চুমু খেল।

মডেস্টি ফিসফিস করে বলল, 'আস্তে কথা বলো, লুসিফার।'

লুসিফার সহনশীল হাসি হাসল, কিন্তু গলা নামিয়ে বলল, 'কেন একথা বলছ ?'

'কারণ নরকে বিদ্রোহ হয়েছে।'

হাসিতে ভরসা। 'না, মডেস্টি। ভয় পেও না। ক্ষুদ্র মানুষ আমার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে পারে না।'

'ক্ষুদ্র মানুষ নয়। তোমার নিজের বাহনেরা। অ্যাসমোদিয়ুস ষড়যন্ত্র করেছে তোমাকে পৃথিবীর সিংহাসন-চ্যুত করবে এবং বরাবরের জন্যে নিম্নস্তরে বন্দী করে রাখবে। আমাকে বিশ্বাস কর, লুসিফার।'

লুসিফার ওর গালে হাত দিতে দিতে বলল, 'তুমি সব কথা

বিশ্বাস কর, আমি জানি। অ্যাসমোদিয়ুস এবং অন্যান্যরা আমাকে ধ্বংস করতে পারবে না। আমি স্বর্গ থেকে যখন নির্বাসিত হই তখন যে নিয়ম প্রবর্তিত হয়েছিল, সেই চিরন্তন নিয়ম তাহলে ভঙ্গ হবে।'

'তোমাকে হয়তো ওরা ধ্বংস করতে পারবে না লুসিফার, কিন্তু তোমার এখানে থাকা ওরা বানচাল করে দিতে পারে। আমাকে সুদ্ধ ওরা দলে টানবার চেষ্টা করেছিল। তাই তো আমি চলে গিয়েছিলাম। একদা তুমি যেমন বিদ্রোহ করেছিলে, ওরাও তেমনি বিদ্রোহ করতে চায়। হয়তো স্বর্গীয় বিধানই তাই ছিল।'

লুসিফার উঠে বসে মেঝেয় পা রাখল। অনেকক্ষণ ধরে চিন্তা করল। শেষে বলল, 'হতেও পারে। কিন্তু মডেস্টি আমি বিশ্বাস করি না। তুমি ভুল করেছ। আমি এখুনি সভা ডেকে এই ব্যাপারের নিষ্পত্তি করছি। আর, অপেক্ষা করা যায় না।'

এই বলে লুসিফার উঠে ওয়াড্রোবের দিকে গেল। মডেস্টি খাট থেকে নেমে দরজা আগলে দাঁড়াল। একটা ঘননীল শার্ট, কালো জীন আর চটি নিয়ে লুসিফার পরল। এগুতে এগুতে সে আবার হাসল। 'আমার বাহনেরা খুব অনুগত মডেস্টি। তুমি দেখো।'

মডেস্টি ওর ঘাড়ের পাশে, ঠিক কানের তলায় এক ভয়ংকর কাটারি মারতে গেল, কিন্তু লুসিফারের হাত তার আগেই মডেস্টির কব্জির কাছটা ধরে ফেলল, তখন ওর চোখে বিস্ময় ফুটে উঠতে লাগল।

'তুমি এরকম করলে কেন?' সে অবাক হয়ে জিগ্যেস করল।

'কেননা, আমি তোমায় দেখাতে চাই লুসিফার যে আমি ঠিক বলছি।' মডেস্টি তার হাত জোর করে ছাড়াবার চেষ্টা করল না। 'মনে আছে, তুমি যখন আমায় প্রথম দেখলে, আমি তোমার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে চেয়েছিলাম? আমি তখন অসহায়।'

'নিশ্চয়ই।' লুসিফার তার হাত ছেড়ে দিল, তার মুখের ভাবে

উদ্বেগ ছিল, কিন্তু অস্থিরতা ছিল না। 'তুমি আমার কোন ক্ষতি করতে পারতে না, মডেস্টি।'

'অ্যাসমোদিয়ুস আমাকে নতুন শক্তি দিয়েছে।' মডেস্টি এক পা পিছিয়ে গেল। স্ল্যাক্স-এর পকেট থেকে সে কঙ্গোটা বের করে আনল। 'এই দিয়ে আমি তোমার ক্ষতি করতে পারি, লুসিফার। ওরাও তাই চায়। তারপর ওরা তোমাকে নিম্নস্তরে বন্দী করে রেখে অ্যাসমোদিয়ুস এবং তার বন্ধুরা এখানে রাজত্ব করবে। কিন্তু আমি এটা ব্যবহার করব শুধু এর শক্তি কতখানি, তাই দেখাতে। অন্তত এক্ষেত্রে আমি যে স্বয়ং লুসিফারকেও অতিক্রম করতে পারি, তাই দেখাব।'

লুসিফার একটু যেন অধীরভাবে তাকাল, 'ওই ছোট্ট জিনিসটা দিয়ে তুমি কী করতে চাও?'

'তোমায় আঘাত করব, লুসিফার। তোমার বোধবুদ্ধি সরিয়ে নাও। যদি আমি করতে পারি, তাহলে জানবে, আমি সত্যি কথা বলছি। জানবে, নরকে বিদ্রোহ হয়েছে।'

'কিন্তু আমি তোমাকে মারতে দেব না।' লুসিফার খুব সহজভাবে বলল।

মডেস্টি ঘাড় নাড়ল। কথা দিয়ে ওকে কাত করার প্রথম আশা তার ব্যর্থ হয়েছে। ঘুমন্ত অবস্থায় ওকে ওষুধ খাইয়ে কিংবা আঘাত করে অসাড় করে ফেলা যেতে পারত, কিন্তু এখন বড় দেরি হয়ে গেছে।

সে বলল, 'আমাকে রোখ। চেষ্টা কর লুসিফার। জোর চিন্তা কর। কেমন করে আমি আঘাত করব? কোথায়? আমাকে আটকাতে তুমি কী করবে?'

মডেস্টি এক ধারে সরছিল, তাকে ঘিরে ঘুরতে আরম্ভ করল। লুসিফার ঘুরে ওর মুখোমুখি হ'ল। তার চোখে এক নতুন অভিনিবেশ, শরীরে অল্প-অল্প উত্তেজনার আভাস।

'ভাব লুসিফার।' মডেস্টি ফের ফিসফিস করে বলল। 'তৈরী হও। তোমার সব শক্তিকে প্রয়োগ কর। জোর চিন্তা কর।'

লুসিফার আত্মরক্ষার জন্যে কিরকম অনিশ্চিত, এলোমেলো হাত তুলল। হঠাৎ মডেস্টির হাত ছোবল মারল। সে তফাতে ছিল। কিন্তু লুসিফার সজোরে মাথা সরিয়ে নিল, হাত তুলল সেই ভড়কি-মার আটকাতে...দেরি হয়ে গেল। মডেস্টি ভেতরে ঢুকে এসে তার খালি হাত অত্যন্ত সহজে তার পেটে ঢুকিয়ে দিল। লুসিফার থতমত খেয়ে দু'হাতে ওর কবজি চেপে ধরল। কঙ্গো তার হাতের গুলিতে আঁকশির মতো বসে গেল। হাতখানা ঝুলে পড়ল। ফের কঙ্গো চালাতে আরেকটা হাতও অবশভাবে ঝুলে পড়ল।

আঘাতে লুসিফারের দৃষ্টি বিহ্বল বিস্ফারিত। মডেস্টি এক পাশে কাত হয়ে এসে ওর কানের তলায় মারল। মারটা যখন পড়ল, মডেস্টি তখন নাগালের মধ্যে, হাত দিয়ে সে ওর শরীরের ভার সামলাবার চেষ্টা করছিল। কারণ লুসিফার হাঁটু ভেঙে পড়ে যাচ্ছিল।

ওর হয়ে গিয়েছিল। মডেস্টির তখন এক চিন্তা কী করে ওকে খাড়া রাখা যায়। তার গায়ে ভর দিয়ে সে ক্রমশ ঝুঁকে আসছিল। মডেস্টি ওর দু'পায়ের মাঝখান দিয়ে হাত চালিয়ে ওকে কাঁধে ফেলল। অতখানি ভারি শরীরকে কাঁধে নিয়ে খাড়া হতে তার পেট, উরু সব খসে যাচ্ছিল।

খাড়া হবার পর কষ্ট তবু খানিকটা সহনীয় হ'ল। ঘুমন্ত অবস্থায় আঘাত করে অসাড় করে ফেলার চেয়ে এটা বরং ভালো। খাট থেকে তুলে কাঁধে নেওয়া তখন শক্ত হ'ত, হয়তো পারতই না। তাছাড়া, এখন জামাকাপড়ও পরা রয়েছে।

মডেস্টি দরজা খুলে প্যাসেজে পড়ল, চাপা দম নিতে লাগল। বাড়িটা তার হাঁটার সঙ্গে সঙ্গে যেন ভারের চোটে আওয়াজ করে নুয়ে আসতে লাগল।

সেকের শোবার ঘরের দরজা মডেস্টির ডান দিকে। বারান্দাটা যেখানে শেষ হয়েছে সেখান দিয়ে ঘুরলেই সে শেষ লক্ষ্যে পৌঁছে যাবে।

হঠাৎ বাড়ির বাইরে কোথায় যেন তিনটে গুলির আওয়াজ হ'ল পর পর, তারপর অস্পষ্ট গলার আওয়াজ, চিৎকার।

২১

মডেস্টি যত পা চালায়, প্যাসেজ যেন দুঃস্বপ্নের মতো ক্রমশঃ লম্বা হতে থাকে। শেষ পায়ের তলায় ছাদের সিঁড়ি পাওয়া গেল। এখন ধাপে ধাপে ওঠার অদম্য ইচ্ছা এবং শক্তির দরকার। তলায় কোথায় যেন সশব্দে দরজা বন্ধ হলে, সে অস্পষ্টভাবে শুনতে পেল।

ছাদ আর সিঁড়ির মাথায় পৌঁছে লুসিফারকে কাঁধ থেকে নামানো হল, সে নিজে ধপ করে মাটিতে বসে পড়ে হাঁপাতে লাগল। উইলি গুঁড়ি মেরে এসে লুসিফারকে টেনে আলসের দিকে নিয়ে গেল। স্টিভ কোলিয়ের উবু হয়ে বসে চোখে নক্টোস্কোপ লাগিয়ে দেখছে।

মডেস্টি একটু বল ফিরে পেল, হামাগুড়ি দিয়ে সে-ও আলসের কাছে গেল।

'উইলি, ওরা কি জানে আমরা এখানে রয়েছি?

'এখনো না। প্যারাসুটটা আবিষ্কার করেছে, করে বিপদ সংকেত ছেড়েছে। কিন্তু ওরা জানতে পারবে, যেই দেখবে স্টিভ আর লুসিফার নেই।'

কোলিয়ের টিউবে চোখ রেখে বলল, 'ওরা এখন জনা বারো। ক্যাম্প থেকে আরও আসছে। গোটা বাড়ি জেগে উঠেছে। জানলা থেকে আলো দেখা যাচ্ছে।'

'সেই শুয়োরের বাচ্চা সেফ বাইরে আসে কিনা বলো,' উইলি বলল। 'যত শীগ্‌গির ব্যাটাকে সাব্‌ড়ে দেওয়া যায় ততই মঙ্গল।'

'ঠিক আছে। কিন্তু এখান থেকে কেবল সামনেটা দেখতে পাচ্ছি। বাড়ির উত্তর দিকে একটা দরজা, আর বাড়ির পেছনে।'

মডেস্টি বলল, 'যতক্ষণ না ওরা জানতে পারে আমরা ছাদে আছি, ততক্ষণ সামনেটাই লক্ষ্য রাখতে হবে। তারপরই মুশকিল

হবে। উইলি, তুমি একটু দেখ, ওরা যাতে সিঁড়ি দিয়ে ওপরে না আসতে পারে।'

উইলি ছুটো পেটো, একটা কাঁদানে গ্যাসের বোমা, কাগজে মোড়া কিসের এক বেঢপ প্যাকেট নিল। ও গুটি গুটি এগিয়ে যেতে মডেস্টি এ আর—১৫ রাইফেল তাঁর হাঁটুর ওপর রেখে সেমি অটোমেটিক করে নিল। তারপর রাইফেল পাশে রেখে ধনুকে ছিলা পরাতে লাগল।

কোলিয়ের চোখ রাখতে রাখতে নরম গলায় বলল, 'উইলি বলছিল, কি একটা ছোট্ট গুহা আছে তোমরা জান—সেইখানে আমাকে আর লুসিফারকে রেখে আসবে, তারপর এসে তোমরা দু'জন সেফ্ আর জ্যাক উইসকে খতম করবে।'

'এবং বোকার .'

'ওতে আমারও সায় আছে। কিন্তু এখন তো আমরা ধরা পড়ে গেছি। কী হবে?'

'লড়তে হবে। আমরা জিততেও পারি। আসল কথা, হেরে যাওয়া চলবে না। ভোরবেলা একটা জাহাজ আসছে।'

'তোমার বন্ধু ড্যাল। উইলি বলেছে, তারপর?'

'যতজন মোরো তখনও থাকবে, তারা যখন দেখবে দশ হাজার টনের জাহাজ, তখন আমার মনে হয়, তারাও ঝটপট নিজেদের নৌকোয় পিটটান দেবে।'

'সেফ আর তার দলবলকে নিয়ে?'

'আশা করছি, ততক্ষণ তারা টিকে থাকবে না।

কোলিয়ের টিউব থেকে চোখ সরিয়ে মডেস্টির দিকে তাকাল, 'যেসব মেয়ে নিজেদের সম্বন্ধে বড় বেশি নিশ্চিন্ত তাদের সাধারণত আমি ভালোবাসি না, কিন্তু এ-অবস্থায় আমি ব্যতিক্রম করতে প্রস্তুত আছি। এই মুহূর্তে তোমাকে খুব ভালো লাগছে।'

'উত্তম। কিন্তু এটা শখের বেড়ানো নয়, স্টিভ। আমরা এক লম্বা, রুক্ষ লড়াইয়ে নামছি। সুতরাং শরীরের বা মনের শক্তিক্ষয় করো না। বুঝেছ?'

বাড়ির নীচতলায় গলার আওয়াজ বাড়ছিল। কোলিয়ের আবার টিউবে চোখ রেখে সুইচ টিপল। একটু পরে সে বলল, জ্যাক উইস বাইরে এসেছে, স্যাংগ্রোর সঙ্গে কথা বলছে।'

'এদিকে কেউ দেখছে?'

'না।'

মডেস্টি আস্তে আস্তে আল্সের ওপর মাথা তুলল। মোরোরা চারদিকে ছড়িয়ে পড়ছে, তারা ফাঁকা মাঠের সর্বত্র তল্লাশ চালাবে। বাড়ির পেছন দিকেও কেউ কেউ যাবে। জ্যাক উইস হাত নেড়ে নেড়ে স্যাংগ্রোর সঙ্গে কথা বলছে। দু'জন মোরোর হাতে সেই প্যারাস্যুট ধরা।

মডেস্টি উইসকে মারার লোভ সংবরণ করল, জ্যাক উইস তার আসল লক্ষ্য নয়। ধীরে ধীরে মাথা নামিয়ে সে কোলিয়েরকে বলল, 'নজর রেখে যাও। সেফকে দেখলে বলবে, প্রথম চোটে আমি তাকেই নেব। গোলমাল শুরু হ'লে উইসই সামনে থাকবে, কিন্তু সেফ গা-ঢাকা দেবে।'

ধনুক নামিয়ে মডেস্টি ডাক্তারি বাক্স খুলল। কোলিয়ের একটুখানির জন্যে টিউব থেকে চোখ সরিয়ে দেখল, মডেস্টি একটা ইঞ্জেকসান তৈরী করে লুসিফারকে দিল।

কোলিয়ের জিগ্যেস করল, 'ওটা কী?'

'স্কোপোলোমাইন। জ্ঞান ফিরবে, কিন্তু আচ্ছন্ন থাকবে। তখন ওকে বাগে রাখার সুবিধে। এটা তোমার কাজ, স্টিভ, অন্য কাজের ফাঁকে এটি তোমায় করতে হবে।'

'আমার কাজ?'

'হ্যাঁ। আমি ওকে বলেছি নরকে বিদ্রোহ হয়েছে। অ্যাসমোদিয়ুসের নেতৃত্ব। এটা এখন ও বিশ্বাস করবে। হুঁশ ফিরলে আবার ওকে সেই কথাই বলবে। ওকে বোঝাবে এখানে, এই ওপরের স্তরে ও ধ্বংস হয়ে যাবে। সেইজন্যে ওর হয়ে আমরা লড়ছি।'

'হায় ভগবান!' কোলিয়ের চিন্তিত হ'ল। 'এখনও ওর সঙ্গে আমাদের এই অভিনয় করে চলতে হবে?'

'এই একমাত্র উপায়, ওর সহযোগিতা যদি পেতে হয় আর সহযোগিতা ওর দরকার। তুমি ওকে বহু নাড়াচাড়া করেছ, তুমি জান কী করে কী করতে হয়।'

'ঠিক আছে।' কোলিয়ের শুকনো ঠোঁট হাত দিয়ে মুছল। 'যুদ্ধে এসেও এই সব।'

'এটাই হয়তো সবচেয়ে কঠিন ব্যাপার—' মাঝপথে কথা থামিয়ে মডেস্টি চোখ ছোট করে অন্যদিকে তাকাল, তার দৃষ্টি অনুসরণ করে কোলিয়ের দেখল ছাদের দরজা দিয়ে একটা মোরো ঢুকছে, তার হাতে বাগিয়ে-ধরা রাইফেল।

একটা ছায়া নড়ল, ছায়াটা মুহূর্তের জন্যে মোরোর শরীরের সঙ্গে মিলিয়ে গেল। কোন আওয়াজ হ'ল না। উইলি গারভিন পড়োপড়ো রাইফেলটা ধরে ফেলল, মোরোটার শিথিল শরীর নিঃশব্দে ছাদের ওপর শুইয়ে দিল।

মডেস্টি বলল, 'এক', কোলিয়েরের পেটের কাছটা হঠাৎ খামচে উঠল, যখন সে বুঝল, এইমাত্র সে এক হত্যাকাণ্ড চাক্ষুষ করেছে। মডেস্টি বোধহয় তার মনের ভাব বুঝেছিল, সে শান্তভাবে বলল, 'না। এটা নিয়ে ভুটো। আমরা নামার সঙ্গে সঙ্গে উইলি একজনকে জবাব দিয়ে দিয়েছে। মনে রেখো স্টিভ, এখন থেকে শুধু টিকে থাকার খেলা। ওরা আমাদের দেখলেই কিন্তু উড়িয়ে ছাড়বে। সুতরাং তুমি বাঁচতে চাও কিনা, মন স্থির কর। তা যদি হয়, তাহলে সময় এলে বন্দুকের ঘোড়া টিপতে দ্বিধা করো না।'

ঘাড় নেড়ে কোলিয়ের আবার টিউব তুলল।

নীচতলায় জ্যাক উইস চিৎকার করছিল আর বোকার একতলার জানলা থেকে জবাব দিচ্ছিল।

লুসিফার জেগে উঠে অস্ফুট আওয়াজ করল। মডেস্টির তার মাথার তলায় একটা রবার প্যাডিং গুঁজে দিল, ওর কাছে হাঁটু-

ঘেড়ে ঝুঁকে মুখে হাত বুলিয়ে চলল। তারপর ফিসফিস করে বলল, 'শুরু হয়ে গেছে, লুসিফার। বিদ্রোহ। অ্যাসমোদিয়ুস এবং তার দলবল তোমাকে খুঁজছে, পেলে নরকে পেড়ে ফেলবে। কিন্তু আমার সঙ্গে কোলিয়ের রয়েছে, আরও একজন বন্ধু আছে। আমরা তোমার অনুগত, লুসিফার।'

'হ্যাঁ।' সে আস্তে উঠে বসল, চারপাশে দেখল, গলা নামিয়ে বলল, 'হ্যাঁ, ক্ষুদ্র শক্তিকে হারিয়ে বৃহৎ শক্তিকে জিততেই হবে। কালের যাত্রা শুরু হবারও আগে আমাকে যেমন স্বর্গরাজ্য থেকে নেমে আসতে হয়েছিল, তেমনি এদেরও নামাতে হবে।' একটু থেমে সে আবার বলল, 'এদের জন্যে আমাকে আরেকটা নরক তৈরী করতে হবে, আরো গভীর নরক।'

'হ্যাঁ', মডেস্টি সঙ্গে সঙ্গে বলল, 'সেটা খুব দরকার, লুসিফার। এই নিয়ে তুমি আবো ভাব।'

লুসিফার পায়ের ওপর পা তুলে বসে ঘুম-ঘুম আচ্ছন্নতায় নিমজ্জিত হ'ল। মডেস্টি একটু পরে সরে এসে কোলিয়েরের পাশে উবু হয়ে বসল। কোলিয়ের টিউব থেকে একটুখানির জন্যে চোখ সরিয়ে বলল, 'খুব চমৎকার। আমার কাজ তো তুমিই করে দিলে।'

'সব নয়। সারারাত পড়ে আছে। তোমাকে এদিকেও দৃষ্টি রাখতে হবে। দরকার পড়লে বন্দুকের বাঁট দিয়ে ঠাণ্ডা করে দেবে।'

'আমি? কী করে তুমি ওকে বেহুঁশ করলে, তাই আমি শুধু অবাক হয়ে ভাবছি। প্রথমবার তোমার সঙ্গে যখন হাতাহাতি বেধে গিয়েছিল, তখন তো তোমার চেয়ে এগিয়ে থাকছিল।'

'হ্যাঁ, তখন ও নিজের ঘোরে করে যাচ্ছিল। এবার আমি ওকে ভালো করে চিন্তা করতে বললাম, বললাম আমাকে হারাও।'

'অ।' কোলিয়ের ঘাড় নেড়ে ফের টিউবে চোখ রাখল। উইলি তাই বলেছিল। লুসিফারকে যদি সচেতনভাবে কাজ করতে বাধ্য করা যায় তাহলে ওর ওই প্রত্যাভিজ্ঞা বন্ধ হয়ে যাবে।

মডেস্টি তাকে কি যেন জিগ্যেস করতে তার চিন্তা ব্যাহত হল তারপর খুঁটিয়ে দেখে সে জানাল, ছাদের দিকে কেউ লক্ষ্য করছে না। মডেস্টি তখন আল্‌সে থেকে ফের মুখ বাড়াল। এবার সে এ. আর-১৫ রাইফেল বুকের কাছে ধরে নিশ্চল হয়ে রইল। কোলিয়ের নক্টোস্কোপের সুইচ বন্ধ করে সেটা নামিয়ে রাখল। তার পাশে আর একটা রাইফেল। উইলি তাকে বন্দুক আর হাতবোমা কী করে ছুঁড়তে হয় দেখিয়ে দিয়েছে।

কোলিয়ের আশা করছিল সেই সময় আসবে। মরণ ক্যাপসুল শরীর থেকে বেরিয়ে যাবার পর পুঞ্জীভূত ঘৃণা বাঁধভাঙা বন্যার মতো ছুটে আসছিল। হিংসা-হিংস্রতা তার স্বভাব-বিরোধী। কিন্তু এখন তার মধ্যে প্রচণ্ড জিঘাংসার ভাব জাগছিল। বন্দুক হাতে ধরে সেফ বোকার, জ্যাক উইস, স্যাংগ্রো এবং মোরোগুলোর গায়ে আচ্ছা করে গুলি ছিটিয়ে দিতে ইচ্ছে করছিল। যদিও, মনে মনে সে জানছিল, এই ইচ্ছে খুবই বর্বর ইচ্ছে।

সিঁড়ির মাথায় একটা অস্ফুট আওয়াজ হ'ল, তারপরই ধপাস করে শব্দ এবং চাপা আর্তনাদ। তারপর জোরে, চমকে দেওয়া চিৎকার এবং গুলির শব্দ। কোলিয়ের লাফিয়ে উঠল কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে গুলির গর্জন এবং আগুনের হল্‌কা সব কিছু গ্রাস করে ফেলল মনে হল সিঁড়ির তলায় বিস্ফোরণ ঘটেছে।

মডেস্টি হাঁটুগেড়ে, আলসের ওপর কনুই রেখে পরপর দ্রুত গুলি ছুঁড়ে চলল। কোলিয়ের তার পাশে গিয়ে বসে আর একটা রাইফেল তুলে নিল।

হঠাৎ কোলিয়েরের মাথার হাতখানেক ওপর দিয়ে চাবুকের মতো কি যেন একটা আছড়ে পড়ল। বুলেট!

মডেস্টি বলল, 'নীচু হও।' মডেস্টির সঙ্গে কোলিয়েরও আল্‌সের আড়ালে মাথা নীচু করল। দেখল, উইলি গারভিন সিঁড়ির মাথা থেকে ঘষ্‌টে ঘষ্‌টে এগিয়ে আসছে। দেখল, তার বড় ছুরি দুটো খাপে আর নেই।

পনেরো সেকেণ্ড প্রিন্সেস। সবাই শুয়ে পড়ো।' বলে উইলি পেটোর থলি এবং প্ল্যাস্টিক বিস্ফোরকের প্যাকেট নিজের শরীরের মধ্যে ঢুকিয়ে রাখল। কোলিয়েরও ভাবতে ভাবতে তার পাশে শুয়ে পড়ল।

মডেস্টি তখন লুসিফারকে বলছিল, 'প্লীজ লুসিফার।'

কোলিয়ের ঘাড় ঘুরিয়ে দেখল। লুসিফার তখনও পা মুড়ে কুঁজো হয়ে বসে রয়েছে, তার নীল চোখ দূরে ভাসছে। মডেস্টি তাকে আস্তে ঠেলা দিল। লুসিফার তার দিকে কেমন যেন অনেক দূর থেকে তাকাল, তারপর শুয়ে পড়ল।

উইলি গারভিন বলল, 'তিন ব্যাটা সিঁড়ি দিয়ে উঠছিল, প্রিন্সেস। দু'টোকে আমি ছুরি দিয়ে নামিয়ে দিয়েছি, কিন্তু আর একটা গুলি চালিয়ে ছিল, আমি তখন একটা পেটো ঝেড়ে দিলাম।'

'আর গ্যাস?'

'তারপর নীচে গিয়ে প্যাসেজে আর একটা পেটো ঝাড়লাম। দেওয়ালের গায়ে দুটো পি. ই. চার্জ করে দিলাম বিশ সেকেণ্ডের ডেটোনেটর দিয়ে—' এইসময় এক ভয়ংকর তীব্র বিস্ফোরণে তার [illegible]া ডুবে গেল, ধক করে হাওয়া ছুটে এলো ছাদে। সিঁড়ি, সিঁড়ির [illegible]া, দু'পাশের দেওয়াল ছিটকে ধ্বসে পড়ল, কতকগুলো ভাঙা টুকরো গড়িয়ে গেল নীচে।

ধোঁয়া কাটলে কোলিয়ের দেখল, সিঁড়ির মাথা নীচে তলিয়ে গেছে, সিঁড়ির পথ বন্ধ।

মডেস্টি বলল, 'এতক্ষণ সহজে সারা যাচ্ছিল, সেটা গেল। কিন্তু আমরা অন্তত ন'দশজনকে বিনা ঝামেলায় নামিয়ে দিয়েছি, উইলি। চমৎকার হয়েছে। স্টিভ, নীচে একবার দেখ কী হচ্ছে।'

কোলিয়ের উঠে বসে নক্টোস্কোপ হাতে নিল। নীচতলায় তখনও কোন লোকজন ছিল না। কোথায় যেন জ্যাক উইসের গলা শোনা যাচ্ছিল, আর বোকার জবাব দিচ্ছিল।

কোলিয়ের বলল, 'এখন তো সব পরিষ্কার।' উত্তেজনার চোটে তার মাথা খানিক হাল্‌কা ঠেকছিল। 'আমার মনে হয় ওরা খুব ফাঁপরে পড়েছে।'

উইলি বলল, 'শীগ্‌গির ওরা পেছন থেকে চেষ্টা চালাবে। মডেস্টি ঘাড় নাড়ল। মোরোরা পেছন দিক থেকে ছাদে আসবার চেষ্টা করবে। অথবা পাহাড়ের পাথুরে ধাপগুলোর ওপর চড়ে বসবে, সেখান থেকে বন্দুক চালাবার সুন্দর সুবিধে হবে।

উইলি বলল 'স্টিভ কোল্ট রাইফেলটা রাখুক।' বলে উইলি নিজে অ্যারিসাকা আর মারলিনটা তুলে নিল। হামাগুড়ি দিয়ে ছাদের ওপাশে গেল, জায়গা মতো গুছিয়ে বসল।

মডেস্টি বলল 'টিউবটা নীচে করে বারান্দার দিকটা দেখ। ওখান দিয়ে ওঠা সোজা।'

কোলিয়ের তাই করল, তারপর আড়ষ্ট হয়ে গেল। ফিস্‌ফিস্ করে সে বলল, 'একটা মোরো, সঙ্গে সাব-মেসিনগান না কি যেন। ওপর পানে তাকাচ্ছে।'

'ঠিক কোথায় আমাকে বলে যাও।'

'আমার থেকে দশগজ দূরে, দেওয়াল আর থামের মাঝামাঝি। চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে—না এইবার যাচ্ছে। নর্দমাটার দিকে বোধহয়। খুব সাবধান—' মডেস্টি যে উঠে দাঁড়াচ্ছে কোলিয়ের সেটা বুঝতে পেরেছিল বোধহয়, তাই তার শেষ কথাটা আকুল হুঁশিয়ারীর মতো শোনাল। এতটুকু শব্দ হ'ল না, কিন্তু কোলিয়ের টিউব দিয়ে দেখল, মোরোটা হঠাৎ ঝাঁকুনি খেল, সাবমেসিনগান হাত থেকে পড়ে গেল এবং লোকটা মাটিতে কাত হয়ে পড়ল। তার কাঁধের কাছে লম্বা পাতলা কি একটা বিঁধে ছিল।

একটু পরে গাছের ফাঁক থেকে ছাদের আলসের দিকে সাঁ-সাঁ করে গুলি ছুটে আসতে লাগল। কিন্তু মডেস্টি ততক্ষণ ফের গুঁড়িমেরে বসে পড়েছে। কোলিয়ের তাড়াতাড়ি টিউবটাকে নিরাপদ জায়গায় সরাল। মডেস্টি ধনুক তীরেভরা তূণের পাশে নামিয়ে রাখল।

২২

সেফ প্যানেল খুলে ফ্রিকোয়েন্সি কন্ট্রোল বন্ধ করল, তারপর ট্রান্সমিটারের চাবি টিপল। কালো স্যুট, সাদা শার্ট, ডানাওয়ালা কলার—পুরো পোশাক পরে সে তৈরী। গালে তার অল্প খোঁচা খোচা দাড়ি, অন্যদিনের চেয়ে কেবল এইটুকু তফাৎ।

রেজিনারও জামাকাপড় পরা হয়ে গেছে। তার মোজা, জামার পটি কুঁচকানো, কিন্তু সেটা কিছু অস্বাভাবিক নয়। গালে চড়া রঙ। তার পাতলা হয়ে আসা চুল থেকে কুঞ্চিকা খুলে ফেলে সে সখেদে বলল, 'মিঃ কোলিয়ের এতে আর মরবে বলে মনে হয় না, সেফি।'

সেফ মাথা নাড়ল, দশ সেকেণ্ড অপেক্ষা করল, তারপর চাবিটা ছেড়ে দিয়ে সুইচ বন্ধ করল। 'তুমি ঠিকই বলেছ বোধহয়।'

'আমার এত বিরক্ত লাগছে সেফি, এতরকম ঝকি তুমি নিয়েছ।'

'যেটা সবচেয়ে ভালো, তাই তো করতে হবে, রেজিনা।' সার-সার হুকে টাঙান ছিল পুতুলগুলো, সেগুলো পেড়ে সেফ একটা বাক্সের মধ্যে ভরতে লাগল। 'কিন্তু পাকা করে কিছু স্থির করতে পারছি না যে। অবস্থাটা এখনো পরিষ্কার হয়নি। তবে মনে হচ্ছে কাজকারবার বন্ধ করে দিতে হবে।'

'তার মানে—এই সব?' রেজিনার মিলিয়ে আসা চোখে জল টলটল করে উঠল।

'তাই তো মনে হচ্ছে। সেই ব্লেজ মেয়েটা যে বেঁচে আছে এটা বেশ স্পষ্ট, তার সঙ্গী-সাথীদের নিয়ে ফিরে এসেছে। তারা শুধু কোলিয়েরকেই নিয়ে যায় নি, লুসিফারকেও বের করে নিয়ে গেছে। মিঃ উইস বা মোরোরা যে এ-ব্যাপারে বেছে বেছে

বাঁচিয়ে কিছু করতে পারবে আমার তাতে সন্দেহ আছে। আর লুসিফারকে যদিও বা বাঁচান যায়, তাহলেও আগেকার মতো ওকে আর কাজে লাগানো যাবে বলে মনে হয় না।'

'ও সেফি! শুনে আমার কি খারাপ লাগছে...

'অমন করে না। আমাদের হাতে এখন অনেক টাকা। তাছাড়া কিছুদিন পরে আবার এক নতুন এইরকমই এক চমৎকার কৌশল মাথা খেলিয়ে বের করব। আমার ওপর ভরসা রাখ।'

'ও, জানি সেফি জানি তুমি করবে। কিন্তু যখন ভাবি, তুমি যে এটা কী করে করলে, এইরকম একটা পরিকল্পনা...'

'দুঃখ পেও না রেজিনা।' হাতের কাজ থামিয়ে সেফ রেজিনার রোগা রোগা হাত চাপড়ে দিল। 'যা ভেবেছিলাম, তা হ'ল না, কাজটা বছরখানেক কি বছর দেড়েক আগেই শেষ হয়ে গেল। জিনিসটা আমাদের এইভাবে দেখতে হবে।'

'হ্যাঁ। হ্যাঁ সেফি, সেইভাবেই ভাবব।'

'উত্তম। এখন আমাদের তৈরী থাকতে হবে। পরিস্থিতি খারাপ বুঝলে আজ রাতেই আমাদের চলে যেতে হবে। সাংগ্রো-ই আমাদের যাওয়ার ব্যবস্থা করে দেবে। আমাদের ফেলে পালালে মিঃ ওয়উ স্মিথ চটে যাবে, সেটা সে করতে সাহস করবে না। কিন্তু—ইয়ে ডাঃ বোকার বা মিঃ উইসকে যাবার কথা এখন যেন কিছু বলো না।'

দরজা খুলল, বোকার ঢুকল। তার চোখ টকটকে লাল, জল কাটছে, হরদম কাশছে। সে বলল, 'ছাদের রাস্তা ওরা বন্ধ করে দিয়েছে। ওদিক দিয়ে যাওয়া যাবে না। সিঁড়ির মাথা উড়িয়ে দেবার আগে ওরা কাঁদানে গ্যাসের বোমা ছেড়েছিল। আমি এখন ওপরের জানলা সব খুলে দিয়েছি, গ্যাস আস্তে আস্তে বেরিয়ে যাচ্ছে।'

বোকার বেঞ্চিতে বসে সিগারেট বের করল, কাঁপা কাঁপা হাতে ধরাল। 'মেয়েটা কি করে এত কাণ্ড করল, সেফ?'

'রেজ?'

'সে তো বটেই।'

'আমারও তাতে সন্দেহ নেই। অনাবশ্যক অনুমান গবেষণায় আমি সময় নষ্ট করতে চাই না, ডাঃ বোকার। ব্রেক্স উপস্থিত ছাদে রয়েছে, উপযুক্ত অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত হয়ে এবং সে একা আসে নি।'

'না, একা নয়। উইস বলছে, তার সঙ্গে গারভিন আছে।'

'গারভিন?' মুহূর্তের জন্যে সেফ হকচকিয়ে গেল।

'হ্যাঁ।'

'তার এই অনুমানের কারণ?'

বোকার ওপর দিকে মাথা ঝাঁকিয়ে বলল, 'আমি তাকে ছাদের ঘটনা বলছিলাম। একেবারে যাচ্ছেতাই ব্যাপার। একটা বোমাতে কি হতে পারে, দেখলে তুমি অবাক হবে। কিন্তু তুমি যে দু'জন মোরোকে পাঠিয়েছিলে ছাদে কি হচ্ছে-না-হচ্ছে দেখতে, তাদের বুকে রক্তমাখা মস্ত ছুরি ছিল। উইস বলছে, এ গারভিনের কাজ।'

সেফ দীর্ঘ কয়েক সেকেণ্ড চুপ করে রইল। যখন সে কথা বলল, তখন তার গলা যেন কেমন কোমল। 'ওরা খুব চতুর বোঝা যাচ্ছে। মিঃ উইস কি এখনো বাইরে রয়েছে, মোরোদের নিয়ে?'

'হ্যাঁ', বোকার চোখ রগড়াল, বারবার সিগারেটে টান মারল।

সেফ একটু ভেবে বলল, 'তোমার কি মনে হয় মেরোরা চটপট এ-কাজ শেষ করতে পারবে?'

'আমি জানব কি করে, ঘোড়ার ডিম?' বোকারের গলা হঠাৎ চেরা, তীক্ষ্ণ শোনাল। 'আর চটপট বলতে তুমি কি বলছ? কাল? পরশু?'

'দয়া করে শান্ত হও, ডাঃ বোকার। আমি তোমার ব্যবহারে অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হয়েছি।' সেফের মুখ কুৎসিত দেখাল, কিন্তু তার গলায় এতটুকু ভাঁজ পড়ল না। 'আর আমার স্ত্রীর সামনে এই ধরনের ভাষা তুমি ব্যবহার করবে না।'

বোকার হাঁ করে তাকিয়ে রইল, হতবাক হয়ে তার শরীর এলিয়ে পড়ছিল। ক্ষেপে গিয়ে সে শুধু বলল, 'ভগবান!'

সেফ ফের পায়চারি শুরু করল। 'কাল হলে খুব বেশি দেরি হয়ে যাবে। কোলিয়ের আর লুসিফারকে মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচাবার জন্যে ব্লেজ আর গারভিন এইভাবে সব জিনিসটা করেছে, এতে আমার সন্দেহ নেই। কিন্তু ভোরের মধ্যেই আরো সব লোকলস্কর এসে পড়বে এটা আমাদের ভেবে নেওয়া দরকার। ওরা নিশ্চয়ই পরের ব্যবস্থা করে রেখেছে।'

বোকার হাত দিয়ে মুখ মুছল। সে খুব ভয় পেয়েছিল। 'তাহলে তো আমাদের পালানো উচিত।'

'ছাদে যারা আছে তাদেরপাচার করতে হবে, তাদের কোনোরকম চিহ্ন, প্রমাণ রাখা চলবে না। সেইটাই আমাদের করতে হবে। ওরা আমাদের সম্বন্ধে বড় বেশি জেনে ফেলেছে, মিঃ বোকার। সারা জীবন আমরা পালিয়ে পালিয়ে বেড়াতে পারি না তো, পারি কি ডাঃ বোকার? রেজিনার পক্ষে সেটা খুবই কষ্টকর হবে।'

বোকারের মুখে রেজিনা সম্বন্ধে একটা মন্তব্য এসে গিয়েছিল, কিন্তু সে চেপে গেল। 'জ্যাক উইসকে আমি বলছি, ওদের চটপট খতম করতে।'

'যে করে হোক এই নির্দেশ ওকে জানাও। আর বলে দাও কয়েক ড্রাম পেট্রল যেন বাড়িতে এনে রাখা হয়।'

'পেট্রল।'

'যদি সব জিনিসটা খুব ধীরে-সুস্থে চলে তাহলে আমাদের বন্ধুদের পুড়িয়ে মারতে হবে।' বোকার ঘাড় নাড়ল। সেফের এই ঠাণ্ডা ভরসায় তার ভয় যেন একটু কমল। ওদের পুড়িয়ে মারা। বাড়িসুদ্ধু সবসুদ্ধ, পুড়িয়ে মারা—তাই করতে হবে।

'উইসকে আমি খবর করে দিচ্ছি', এই বলে বোকার ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

উইলি গারভিন নক্টোস্কোপ নামিয়ে রাখল। একটা মোরো ঢালু পাথরের ধাপেতে বসেছিল, মাটি থেকে তিরিশ ফিট উঁচুতে

বাড়ির পেছন দিকটায়। উইলি গুলি করল, লোকটা ধপ করে পড়ে গেল, সঙ্গে সঙ্গে সে ফের আলসের আড়ালে মাথা নীচু করল। তার মাথার ওপর দিয়ে এক ঝাঁক গুলি চলে গেল।

আর একজায়গায় সরে গিয়ে সে ধীরে ধীরে টিউবটা তুলে ধরল।

সামনের আলসের কাছে লুসিফার তখনও পা মুড়ে বসেছিল। তার মুখ গ্যাস-মুখোশে ঢাকা। ওপরের জানলাগুলো দিয়ে কাঁদানে গ্যাস যখন এদিকে চলে আসছিল তখন তারা সবাই গ্যাস মুখোশ পরে নিয়েছিল। কিন্তু বাতাসে ধোঁয়া কাটবার পরও লুসিফার কিছুতে মুখোশ খুলবে না। মুখোশে সে আরও মুখ দেখতে পাচ্ছিল, কালো, নাকওয়ালা মুখ, প্রকাণ্ড গোল গোল চোখ। নরকের লুসিফারের কাছে সেই মুখগুলো ভীষণ সত্যি, তার নিজের মতো অনেকটা। তাই সে গ্যাস মুখোশ পরেই ছিল।

ছাদ গরম, বাতাস ভারি এবং আর্দ্র। কোলিয়ের কপালের ঘাম মুছে টিউবে চোখ রাখল। 'রাস্তাটা পরিষ্কার। চলবার পথও পরিষ্কার।'

মডেস্টি বলল, 'আমরা আবার উত্তর পাশে চেষ্টা করব।' কোলিয়ের টিউব নামিয়ে তার পেছন পেছন গুঁড়িমেরে চলল। কয়েক মিনিট অন্তর অন্তর তারা জায়গা বদল করে বাড়ির তিন দিকে নজর রেখেছে।

উইলি গারভিন পেছন দিকে সেই 'টি'-এর মুখটা পাহারা দিচ্ছে। একটু আগে সে একটা বোমা ছেড়েছিল, নীচে কাকে গোঙাতে শোনা গেল। কোলিয়েরের ধারণা একটা দল বোধহয় পাঁচিল বেয়ে ওঠবার চেষ্টা করছিল। এক্ষেত্রে বোমা মারাই ঠিক।

কোলিয়ের ঠিক-ঠিক বাতলে দিয়েছে, মডেস্টি সেই অনুযায়ী তিন-তিনবার বন্দুক ছুঁড়েছিল। দু'জন তাতে হয় মরেছে, নয় আহত হয়ে পড়ে আছে। তৃতীয়টা কোলিয়ের উত্তর দিকে দেখিয়ে দিয়েছিল, কিন্তু মডেস্টি একটু দেরি করে ফেলতে লোকটা বাড়ি থেকে বেরিয়ে খাড়া পাথরের পেছনে দ্রুত অদৃশ্য হয়ে যায়।

টিউব মাটির দিকে রেখে কোলিয়ের খুঁটিয়ে দেখতে লাগল।
'কিচ্ছু নেই ;' সে বলল। 'কিন্তু কেউ দরজা থেকে আলো ফেলছে, মনে হচ্ছে। আমি দেখতে পাচ্ছি।'

বুলেট আলসের গায়ে এবং ওপর দিয়ে ছিট্‌কে পড়তে লাগল। কোলিয়েরের হাতের টিউব ঝাকুনি খেল, নামিয়ে দেখল কেসটা ছিন্নভিন্ন হয়ে গেছে।

সে বলল, 'ফেটে গেছে।'

'হ্যাঁ।' মডেস্টির কালিবর্ণ মুখ শক্ত হয়ে উঠল। 'আমিই বোকা। বাড়ীতে ঢোকবার ও বেরোবার সময় ওরা আলসে বরাবর গুলির বেড়াজাল তৈরী করছে। যে আলোটা তুমি দেখলে, ওটা হচ্ছে সংকেত। আমার বোঝা উচিত ছিল।'

'আমাদের তো লক্ষ্য করতে হতই।' কোলিয়ের যুক্তি দিল কিন্তু মডেস্টির মুখে হঠাৎ হাসি দেখে সে একই সংগে আনন্দিত এবং বিস্মিত হল।'

মডেস্টি বলল, 'তোমার কথা অনেকটা উইলির মতো শোনাল। আমি ভুল করলে বরাবরই সে আমাকে এইরকম যুক্তি দেখায়।'

'এটা ভুল নয়। যাইহোক, আমরা এখন কী করব?'

'খালি চোখে ঝটপট দেখে যেতে হবে। মাথা তুলবে একবার করে আর নামাবে। আর—' আল্‌সের ওপর দিয়ে কি একটা চক্রাকারে এগিয়ে এলো, তার ল্যাজের কাছে স্ফুলিঙ্গ রেখা। কিন্তু তখনও সেটা বাতাসে ঝুলছিল, মডেস্টি ছুটে এগিয়ে গেল। রাইফেল খটাস করে ফেলে, গুঁড়িমারা অবস্থায় সে তিনটে লাফ মারল, তারপর ঝাঁপ দিল। ক্ষেপণাস্ত্রটা তার দিয়ে জড়ানো এক মস্ত গোল বোমা। প্রথম লাফেই মডেস্টি সেটাকে খপ্‌ করে ধরে ফেলল, তারপর কোলিয়ের আড়ষ্ট হয়ে গিয়ে দেখল, মডেস্টি গড়িয়ে গিয়ে সেই ভয়ংকর জিনিসটাকে ছুঁড়ে ফেলে দিল। সেটা দূরে গিয়ে পড়তে ভয়ংকর বিস্ফোরণ এবং লোহা ছিট্‌কে পড়ার আওয়াজ হ'ল।

মডেস্টি ফের তার পাশে এসে বলে গেল, 'সরে-সরে থাক।

একই জায়গায় দু'বার মাথা তুলো না।' সামনের আল্‌সের কাছে মংডেস্টি হাঁটুগেড়ে বসে একটা বোমার পিন খুলে ফেলল। মাথা তুলে এক সেকেণ্ড দেখে নিয়ে সে চট করে কয়েক গজ সরে গেল। এবার সে ঝুঁকে সরাসরি একতলায় বারান্দাটা দেখে নিল। সে যেই পেছিয়ে এলো, সঙ্গে সঙ্গে নীচ থেকে একটা গুলি ছুটে এলো এবং মোরোর চিংকার শোনা গেল।

কোলিয়ের দেখল, মডেস্টির হাত একবার শূন্যে উঠল, তারপরেই নীচের বারান্দায় গ্রেনেড পড়ার শব্দ। লোহার টুক্‌রো ছিটকে পড়ল এবং একটুখানি আলো ঝলকে উঠল। মডেস্টি আবার আল্‌সেয় ঝুঁকল, দেখতে দেখতে কোলিয়েরের পেটের ভেতর গুলিয়ে এলো। পেছন থেকে উইলি দুটো গুলি চালাল।

মডেস্টি পেছিয়ে এসে নিজেকে ফের আড়াল করল, কোলিয়েরকে হাতছানি দিয়ে ডাকল। সে হামাগুড়ি দিয়ে চলল, প্রচণ্ড গরমে সারা শরীর তার দরদর করে ঘামছিল।

'উত্তর দিকের আল্‌সে থেকে বোমা চালিয়েছিল, বারান্দা থেকে আক্রমণ করছিল,' মডেস্টি বলল। 'কিন্তু কাজ হ'ল না। মাঝখান থেকে কতকগুলো লোক ওদের গেল। এরপর কিছুক্ষণ বোধহয় সব ঠাণ্ডা থাকবে।'

কোলিয়ের ভিজে কপালে হাত বুলোতে বুলোতে বলল, 'হ্যাঁ ওই বোমা কি ওরা বানিয়েছে না কি?'

'হ্যাঁ। একটা টিনের মধ্যে কার্তুজের বারুদ ভরে।'

কোলিয়ের বলল, 'এটা নির্ঘাৎ বেআইনী।' তার গলা শুকিয়ে যাচ্ছিল। 'বোমা, গ্রেনেড সম্বন্ধে আমি কখনো ভাবিনি।'

'ওদের গ্রেনেড নেই। ওদের কী কী আছে আমি জানি। চার হপ্তা ধরে মাথায় আমি সব রেখেছি।'

তাহলে মডেস্টি চুপচাপ সেই প্রচণ্ড নৈরাশ্যের মধ্যে সব গুণে গেঁথে রাখছিল। ছাদের ওপর ওরা যদি গ্রেনেড ছুঁড়ত তাহলে তারা

সকলেই মারা পড়ত, কিন্তু ও জানত আক্রমণকারীদের হাতে হাতবোমা নেই। ওরা অবশ্য বোমা বানিয়েছে। সম্ভবত সেটা সেফের বুদ্ধি।

মডেস্টি বলল, 'ওরা আবার চেষ্টা করবে কিনা আমার সন্দেহ আছে।'

উইলি তাদের দিকে এগিয়ে আসছিল। অ্যারিসাকা এবং অন্ত নক্টোস্কোপটা তার হাতে, আর মারলিন ৩০-৩০ তার কাঁধে ঝুলছিল।

সে বলল, 'ভালোই চলছে। আরো পাঁচটাকে নিতে পারি আমরা।'

মডেস্টি বলল, 'আমাদের টিউবটা গুঁড়ো হয়ে গেছে।'

'অ! আমারটা নাও।' টিউবটা সে কোলিয়েরকে দিয়ে দিল, কোলিয়ের অনিচ্ছাসত্ত্বে নিয়ে বলল, 'এইসব দেখতে দেখতেই আমি গেলাম। এ. আর-১৫ ছুঁড়ব কখন?'

উইলির কালিবর্ণ মুখে হাসি ছল্‌কে পড়ল, 'শোন কথা।'

মডেস্টি বলল, 'স্টিভ, টিউব নিয়ে তুমি দেখতে থাক। আমাদের ছুঁয়ে যাক, তুমি সুযোগ পাবে। এখনো সারারাত্তির পড়ে আছে।'

কোলিয়ের গোমড়াভাবে বলল, 'এ মেয়েছেলে খালি হুকুম চালায়।' বলল বটে কিন্তু তার কথায় কোনরকম ঝাঁঝ ছিল না। উইলি খুক খুক করে হেসে উঠল।

সামনে কিংবা নীচের বারান্দায় আর কোন সাড়াশব্দ পাওয়া যাচ্ছিল না। কোলিয়ের জিগ্যেস করল, 'আচ্ছা মাইকেল কে?'

'মাইকেল?' মডেস্টি ঘাবড়ে গেল।

'হ্যাঁ, লুসিফার কি সব বলছিল, আমি যখন গ্যাস মুখোসটা খোলাতে চেষ্টা করছিলাম। তুমি তখন গুলি ছুঁড়ছিলে। লুসিফার বলল, ও আমার মাইকেল।'

'হায় রে।'

কোলিয়ের টিউব থেকে চোখ সরিয়ে দেখল, উইলি কনুইয়ের ওপর ভর দিয়ে শুয়ে হেসে কুটিপাটি হচ্ছে।

মডেস্টি বলল, 'উইলি, মজাটা কি আমরাও একটু শুনি।'

সেণ্ট মাইকেল।' উইলি গলা চেপে বলল। 'সেই যে লোকটা তরোয়াল হাতে লুসিফারকে স্বর্গ থেকে বের করে দিয়েছিল লুসিফার যখন বিদ্রোহ করে। এখন তুমি লুসিফারের বিদ্রোহীদের রাস্তা মেরে দিচ্ছ, প্রিন্সেস।'

মডেস্টির মুখে মুহূর্তের শূন্য বিস্ময় দেখে কোলিয়ের খুব খুশি হ'ল। তারপর সে গ্যাস মুখোস পরা সেই অনড় চেহারাটার দিকে তাকাল, আল্‌সে থেকে দশ-বারো পা দূরে তখনও সে পা মুড়ে বসে ছিল। 'যাক, তবু তো ও গোলমাল করছে না।'

মডেস্টি জিগ্যেস করল, 'তোমার ভয় করছে না?'

কোলিয়ের ভাবল, ভেবে সত্যি কথাই বলল। 'ঠিক এক্ষুনি হচ্ছেনা। ভয় পেয়েছিলাম সেই সাইলেন্ট থেকে—।'

মডেস্টি চ্যাপটা ডাক্তারী বাক্সটা তুলে নিল, খুলে পেনসিল টর্চ তার ভেতরে ফেলল, বলল, 'দেখ, স্টিভ।'

কোলিয়ের ঝুঁকে পড়ল। এক কোণে গোটানো একটুকরো অয়েলস্কিন। মডেস্টি সেটা টর্চের সাহায্যে খুলে ফেলল। কোলিয়ের দেখল সেই ক্যাপসুলটা। এখন অন্যরকম লাগছে। সেফ সুইচ টিপেছিল। এক কোণে এক অসমান গর্ত। ভেতর থেকে ফেটে গিয়ে খানিকটা অংশ যেন গলে গিয়েছে। মডেস্টি টোকা মারতে ক্যাপসুলটা থেকে সাদা গুঁড়ো গুঁড়ো কি যেন গড়িয়ে পড়ল। টর্চের আলোয় চকচক করছিল। বিষ!

সুইচ টিপে মডেস্টি বাক্স বন্ধ করল। 'তোমার মধ্যে এটা কতদিন ছিল! তুমি যে আর ভয় পাওনা তাতে অবাক হবার কিছু হয়নি।'

উইলি বলল, 'এবার বোধহয় ওরা নতুন কিছু ভাঁজছে। কিন্তু আমি ফিরে যাই।' বোমার থলে সে পিছন দিকে ভালো জায়গায় ভরে রাখল, তারপর গুঁড়ি মেরে চলল।

'আমরা দুটো দিকই খুঁজে দেখব, স্টিভ।' মডেস্টি বলল।

বাড়ির কোথাও এতটুকু শব্দ বা আওয়াজ হচ্ছিল না।

বাড়ির ভেতরে বাইরে এতটুকু চাঞ্চল্য ছিল না। এর তিন মিনিট পরে তারা গিয়ে সামনের দিকে বসল।

কোলিয়ের বলল, 'আমার মনে হয় বিরোধী পক্ষের অর্ধেক লোককে আমরা খতম করে দিয়েছি। 'আমরা' বলছি বটে, কিন্তু সেটা গৌরবে বহুবচন।'

'কারুর কারুর শুধু শরীরে আঘাত লেগেছে।'

'ঠিক। এক-তৃতীয়াংশ গেছে তাহলে?'

'ওইরকমই হবে।'

'কতকগুলো বোমা ছেড়ে দিয়ে আমরা সেই গুহাটায় চলে যেতে পারি না, সেখানে আমাকে আর লুসিফারকে রেখে আসতে চাইছিলে? মানে ড্যাল তার লোকজন নিয়ে না আসা পর্যন্ত আমরা লুকিয়ে রইলাম?'

'না, আমাদের অবস্থা এখন ভালো। ওদের অনেক ক্ষতি আমরা করতে পেরেছি, আরও অনেক করতে পারব। গুহায় যাওয়া মানে আমাদের খোলা জায়গায় চলে যাওয়া।'

'মনে হচ্ছে তুমি এমনভাবে বলছ যেন তুমি আর্মিতে ছিলে?'

'ছিলাম।' এইটুকু বলে মডেস্টি আর কিছু বলল না।

কোলিয়ের চোরা নিশ্বাস ফেলল। এই প্রথম নয়, সোজা অথচ অবাক হবার মতো কথায় মডেস্টি তাকে বহুবার ঘাবড়ে ছেড়েছে। অনেক প্রশ্ন তাতে করা যায় কিন্তু সে উত্তর পাবার চেষ্টা করেনি।

সে জিগ্যেস করল, 'এর পর ওরা কি করবে বলে তোমার মনে হয়?'

'জানি না, স্টিভ। এরপর থেকে ব্যাপারটা শক্ত হয়ে উঠছে তো। এতক্ষণ আমরা-ই মহড়া নিচ্ছিলাম। এবার সেফের পালা।'

আবার তারা আলসের কাছে গেল দেখতে। উত্তর দিকে, সেখানে প্রথম টিউবটা নষ্ট হয়ে গিয়েছিল, কোলিয়ের সেখানে একপাশ দিয়ে অন্য টিউবটা গলিয়ে মাটির দিকে নামাল। নীচেকার ফাঁকা জায়গাটায় সব চুপচাপ এবং ঠাণ্ডা।

কিছু যে হচ্ছে না তাতে কোলিয়েরের শরীর যেন উত্তেজনায় আরও টানটান হয়ে উঠছিল। মডেস্টি গিয়েছিল লুসিফারকে দেখতে। সে তখনও তন্দ্রাচ্ছন্ন আবেশে ছিল। মডেস্টি ফিরে এলে কোলিয়ের জিগ্যেস করল, 'সেফকে তুমি মারতে চাও?'

'হ্যাঁ' তার গলায় তেমন জোর ছিল না। 'নিজেদের বাঁচিয়ে রাখা ছাড়া সেইটাই আমার পয়লা নম্বর কাজ।'

'প্রতিশোধ?'

'না।' মডেস্টি তার জামা খুলল, ঘামে গা ভিজে যাচ্ছিল। 'ওটা উইলির মনোগত বাসনা হ'তে পারে। আমার কাছে সেফ হচ্ছে অতি নোংরা জীব, তাকে বাঁচিয়ে রাখা চলে না।'

কোলিয়ের ভাবল, কথাটা সত্যি। সেফ যেন লুসিফারের মূর্ত নরক। সে জিগ্যেস করল, 'উইস আর বোকারের কী হবে?'

'তারাও ভালো কিছু নয়। একটু আলাদা এই যা। কিন্তু তারাও আপদ বিশেষ।'

'আর রেজিনা? তাকেও মারবে?'

দু-এক মিনিট পরে মডেস্টি জবাব দিল। 'যেমন যেমন হবে, সেইরকম করব। আমার সঙ্গে যখন মোলাকাত হবে, তখন তার হাতে বন্দুক থাকলে আমি খুশি হব।

কোলিয়ের বলল, 'রেজিনাও এক পাগল, জান! বল্‌তে গেলে সেফও তাই। লুসিফারের সঙ্গে একটু তফাত আছে বটে, কিন্তু ওরাও ওরই মতো পাগল।'

'আজে-বাজে কথা বলো না', মডেস্টি চাপা গলায় বলল, কিন্তু সে রেগে গিয়েছিল।

'আজে-বাজে?'

'লুসিফার কাউকে খুন করেনি, যদি সে করেও থাকত, তাহলে সেটা যে অন্যায় এবিষয়ে তার কিছুমাত্র জ্ঞান থাকত না। আর সেফ মানসিক দিক থেকে অসুস্থ হলেও, সে পুরোপুরি জানে সে কী করছে, এবং সেটা সে দিব্যি উপভোগ করে। ও হচ্ছে পাক্কা শয়তান।'

'এ ব্যাপারে তুমি দেখছি হিংস্র?'

'হ্যাঁ তাই। আমি বেশ কিছু সত্যিকার বদ্ লোক দেখেছি। অসুস্থ নয়, বদ্। আরেকটা কথা—'

হঠাৎ সে থেমে গেল।

কোলিয়ের বলল, 'বলে যাও।'

মডেস্টি কাঁধ ঝাঁকাল, তার চোখ তার হাতের বন্দুকে। 'আমি স্বার্থপর নিষ্ঠুর। কিন্তু এইসব অপরাধী এবং আন্তর্জাতিক পুলিসের কাজের বহর আমি জানি। সুতরাং আমার একটা কথা তুমি বেদবাক্য বলে ধরে নিতে পার। সেফ যদি টিকে থাকে, তাহলে সে আরও মানুষ খুন করবে। আমরা ওকে তা করতে দেব কেন?'

কোলিয়ের বলল, 'আমি তোমার সঙ্গে তর্ক করছি না। শুধু জিগ্যেস করছি। তোমার এই ইচ্ছেয় আমার পূর্ণ সমর্থন আছে।'

'ভালো। কিন্তু আমাদের এখন অনেকদূর যেতে হবে। আর একবার চোখ চালিয়ে দেখ, স্টিভ।'

আল্সের ফাঁক দিয়ে সে টিউবটা গলাল কিন্তু যা দেখল তাতে তার গা শিউরে উঠল। দুটো মোরো তিরিশ গ্যালন পেট্রলের একটা টিন দড়ি দিয়ে উত্তরের দরজার দিকে টেনে আনছে।

'তাক কর'। কোলিয়ের জরুরী হুঁশিয়ারী জানাল ফিসফিস করে। 'ওরা পেট্রল আনছে।'

শেষ কথাটা শুনেই মডেস্টি খাড়া উঠে দাঁড়াল, কাঁধে এ-আর ১৫ রাইফেল একবার ধমকে উঠল, সঙ্গে সঙ্গে একটা লোক মাটিতে পড়ে গেল কিন্তু সেই গুলির আওয়াজের সঙ্গে সঙ্গে অনেকগুলো বন্দুক গর্জে উঠল।

কোলিয়ের মাথার ওপরে গুলির আওয়াজ পেয়েছিল, আল্সের গায়ে কিসের আছড়ে পড়ার শব্দ। সে তাড়াতাড়ি টিউবটা নামিয়ে ফেলল, দেখল মডেস্টি টুপ্ করে মাথা নামাল, কিন্তু জোর একটা ঝাঁকুনি খেল। হাতের রাইফেল ঝনাৎ করে মাটিতে তার পাশে পড়ে গেল।

মডেস্টির কপালের একপাশে গলগল করে রক্ত বেরুচ্ছিল। কোলিয়ের তৎক্ষণাৎ খাড়া হয়ে অস্ত্র এ-আর ১৫ রাইফেলটা হাতে তুলে নিল। শক্ত করে ঘোড়া টিপে খাঁড়ির যে প্রান্তে একরাশ বন্দুকের আলো অন্ধকারে চকচক করছিল, সেইদিকে ঝাঁকে ঝাঁকে গুলি ছুঁড়ে চলল। তার সমস্ত মন-প্রাণ তখন ধ্বংস করার আগ্রহে আকুল। তার আশপাশ দিয়ে গুলি ছুটে যাচ্ছিল সে বিষয়ে বিন্দুমাত্র হুঁশ ছিল না।

কিন্তু তার রাইফেলের আওয়াজ থেমে গেল কেন? মনে মনে সে অসংলগ্ন আফশোশ করে উঠল।

'শালা বন্দুকটা চলছে না কেন? গুলি ফুরিয়েছে নিশ্চয়ই! গুলিগুলো কোথায়?'

তার পা যেন তলার থেকে কেউ কুড়ুল দিয়ে কুপিয়ে দিল। পিঠের কাটাটায় কি তীব্র ব্যথা! সে ধপ্ করে ছাদে পড়ল। উইলি গারভিন তাকে হাত দিয়ে চেপে ধরল, এত জোরে ধরেছিল যেন তার বুকটা গুঁড়িয়ে গেল।

'চুপ করে স্থির হয়ে থাক। নইলে মেরে ঠাণ্ডা করে দেব।' উইলি খেঁকিয়ে উঠল। 'শুনেছ কি বলেছি?'

কোলিয়ের কোনরকমে ঘাড় নাড়ল। তার সেই ভীষণ রাগ শরীর থেকে নিংড়ে বেরিয়ে গিয়েছিল, তখন তার অসুস্থ বোধ হচ্ছিল, ভয় করছিল। উইলি হাত ছেড়ে দিয়ে বলল, 'টিউবটা নিয়ে যাও। যদি ওরা কিছু করে আমাকে জানিও।' এই বলে সে ঘুরে মডেস্টির পাশে হাঁটুগেড়ে বসল। তার গলার কাছটা হাত দিয়ে দেখল। নাড়ি দেখল। মনে হল স্বস্তিতে যেন একটু হাঁফ ছাড়ল। খুঁটিয়ে গা দেখল, তারপর মাথা দেখতে লাগল।

মডেস্টির সেই কালো রঙমাখা মুখের একটা পাশ তখন রক্তে লাল হয়ে গিয়েছিল। উইলি পকেট থেকে ফিল্ড ড্রেসিং বের করে দাঁত দিয়ে কাটল, তারপর রক্ত মুছে দিতে লাগল।

কোলিয়ের জিগ্যেস করল, 'খারাপ কিছু?'

এখনও বুঝতে পারছি না।' উইলি গনগনে চোখ করে তাকাল। 'টিউবটা নিয়ে যাও না, গেলে?'

২৩

বোকার বলল, 'মশালের মতো দাউ দাউ করে জ্বলবে। এরা গোটা ওপরতলা চুবু-চুবু করে ভিজিয়ে দিয়েছে।'

তুলোয় মোড়া পুতুলের স্যুটকেশে হীরেগুলো রেখে, বন্ধ করে সেফ তাতে চাবি দিল। 'আমি একদম ঠিক-ঠিক রিপোর্ট চাই, ডাঃ বোকার। এই দুঃসময়েও আমাদের ভাবনা-চিন্তার শৃঙ্খলা থাকা দরকার।'

বোকারের মুখ গোমড়া, শরীরের সঙ্গে তার জামা সেঁটে ছিল, গায়ে পেট্রলের গন্ধ। ভয়, উৎকণ্ঠার মধ্যে থাকতে থাকতে সে প্রায় ভেঙে পড়ছিল, তার ঠোঁট কাঁপছিল, কথাগুলো এলোমেলো হয়ে যাচ্ছিল।

'ওপরতলা পেট্রলে ভাসিয়ে দেওয়া হয়েছে। পেট্রলে ভেজানো ন্যাকড়া নীচতলা পর্যন্ত এসেছে। মোরোরা এখন জ্যাক উইসের সঙ্গে। বাড়িটা সে ঘিরে ফেলেছে। আমরা ইশারা করলেই আগুন ধরিয়ে দেওয়া হবে। তারপর আমরা পালাব।'

'শুনে তো ব্যবস্থা ভালোই মনে হচ্ছে।' সেফ ড্রয়ার খুলে ছুটো '৩৮০ ব্রাউনিং অটোমেটিক বের করল।

রেজিনা খানিকটা জোর করে বলল, 'ডাঃ বোকারকে আমি ক'টা কথা জিগ্যেস করতে পারি, সেফি?'

'নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই।'

রেজিনা বোকারের দিকে তাকাল। 'ওপরের জানলাগুলো সব খুলে দিয়েছ তো যাতে হাওয়া পেয়ে সবকিছু ভালো করে পোড়ে?'

'না, আমি বন্ধ করে দিয়েছি।' বোকার খনখনে গলায় বলল। 'শুকনো খটখটে বাড়িতে ষাট গ্যালন পেট্রল তাতে হাওয়া কি দরকার! আর ধোঁয়ায়-ধোঁয়াক্কার হলে ওদের গা-ঢাকা দিতে সুবিধে হবে, সেটা তো আমরা চাই না।' তার গলা আরও চড়ল। 'আসলে আমাদের উদ্দেশ্য হ'ল সমস্ত বাড়িটাকে জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ড বানিয়ে ফেলা। সুতরাং সবকিছু যেন সেদ্ধ হয়ে যায়। তারপর হারামীর বাচ্ছারা পালাতে যেই নেমে আসবে, আমরা গুলি করে মারব।' তার গলা ভেঙে গেল, সে প্রায় চিৎকার করে উঠল, 'হয়েছে? এবার সন্তুষ্ট হয়েছ, মরুণী পোড়াকাঠ?'

সেফ থামাতে হাত তুলল।

রেজিনাকে বলল, 'আমার মনে হয়, ডাঃ বোকার এ-ব্যাপারে উচিত ব্যবস্থাই করেছে। যদিও কী ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে এবং কেন, এ-বিষয়ে সুনিশ্চিত হবার জন্যে তুমি জিগ্যেস করে ঠিকই করেছ।' সেফ স্ত্রীর দিকে দেঁতো সমর্থনের হাসি হাসল, একটা ব্রাউনিং তুলে বোকারের বুকে দু'বার গুলি করল।

পা টান করে বোকার সোজা চিৎপাত হয়ে পড়ল। তার শরীরটা একটু লাফাল, তারপর হাত দুটো ছড়িয়ে গেল। দু-একবার তার আঙুলগুলো মেঝেতে আলতো আঁচড় কাটল। গলা থেকে একবার দুর্বোধ্য আওয়াজ বেরুলো, তারপর সব স্থির হয়ে গেল।

'ওঃ, কি ভয়ংকর লোক, দেখেছ সেফি?' রেজিনার মুখ লাল হয়ে উঠেছিল। 'শুনলে তো আমাকে কী— !'

সেফ খুব নরম করে বলল, 'ভুলে যাও রেজিনা। যে যেমন লোক, বুঝলে না? যদিও ডাঃ বোকারের ওই ক্ষিপ্ত হওয়া মোটেই সমর্থনযোগ্য নয়, তবে একথা স্বীকার করতেই হবে, দীর্ঘ দিন সে আমাদের সাহায্য করে এসেছে। যাইহোক, তার প্রয়োজন ফুরিয়েছে। আমাদের এখানকার কারবার গুটোবার আগে কোথাও এতটুকু ফাঁক গলদ রেখে যাওয়া মহা বোকামি হবে।'

'হ্যাঁ। তুমি কি বলতে চাইছ, আমি বুঝতে পারছি সেফি। আর কোথাও ফাঁক থেকে যাচ্ছে কি ?'

সেফ একটু ভেবে বলল, 'আমার মনে হয়, মিঃ উইসকে আরও কিছুক্ষণ আমাদের প্রয়োজন হবে। কয়েক ঘণ্টা। উইস খুবই অভিজ্ঞ এবং উৎসাহী লোক। কিন্তু ব্লেজ এবং তার সঙ্গী-সাথীরা যেই পাচার হয়ে যাবে...'

সেফের কথা ফুরুলো না, সে শূন্যপানে তাকিয়ে রইল। একটু পরে সে ফের বলে চলল, 'হ্যাঁ, মোরোদের সম্বন্ধে আমাদের চিন্তার কারণ নেই। স্যাংগ্রো আমার কথা মেনে চলবে, কেননা, মিঃ ওয়ুউ স্মিথের সেইরকমই হুকুম। সুতরাং উইসকে সরিয়ে দেওয়াই ঠিক। আমরা এরপর সম্পূর্ণ নতুন করে সবকিছু আরম্ভ করব। আর আমরা যা টাকাপয়সা জমিয়েছি, তার ভাগ কাউকে দিতে চাই না।'

সেফ একটা বন্দুক নিজের পকেটে ভরল, আরেকটা ব্রাউনিং পরখ করে দেখে রেজিনার দিকে এগিয়ে গেল।

'একবার আমরা বাইরে বেরুলে আমাকে মিঃ উইসের কাছাকাছি থাকতে হবে,' সে বলল, 'তাই আমাকে বাধ্য হয়ে বলতে হচ্ছে, তুমি কি গারসিয়াকে সামলাতে পারবে ?'

'কি কাণ্ড!' রেজিনা রোগা-রোগা আঙুল ঠোঁটে তুলল। 'আমি তার কথা ভুলেই গিয়েছিলাম।'

সেফ বলল, 'ওটা অবশ্যই একটা ফাঁক—গারসিয়াকে সরিয়ে ফেলা দরকার। ওকে ডলফিনদের কাছাকাছি পাওয়া যাবে নিশ্চয়ই। আমার তো ধারণা ওকে সামলাতে কোনো অসুবিধে হবে না। আমি খুবই দুঃখিত রেজিনা, তোমাকে এই কষ্ট দিতে হচ্ছে—'

'ওমা! এটা কোনো কষ্টই নয় সেফি!' মিষ্টি করে হেসে সে বন্দুকটা নিল, বেঞ্চির ওপর তার হাতব্যাগ পড়েছিল, তাতে ভরল। 'মিঃ গারসিয়াকে গুলি করার পর আমি কি তোমার জন্যে ডলফিন পুলের কাছে অপেক্ষা করব ?'

'সেই ভালো।' সেফ স্যুটকেস হাতে তুলে নিয়ে ঘর থেকে

বেরিয়ে, প্যাসেজ পেরিয়ে সিঁড়ির দিকে চলল। পেট্রলে ভেজানো কাপড় ল্যাণ্ডিং দিয়ে নীচে নেমে গেছে। আরও কতকগুলো কাপড় একটার সঙ্গে একটা গিঁট বাঁধা, প্যাসেজ দিয়ে খোলা দরজা পেরিয়ে উত্তরমুখো চলে গেছে।

দরজার কাছে একটা তাকে টর্চলাইট ছিল, সেফ সেটা তুলে নিয়ে চন্দ্রালোকিত রাতের দিকে দেখাল, বলল, 'রেজিনা, তোমার কাছে দেশলাই আছে?'

'হ্যাঁ, সেফি।' রেজিনা হাতব্যাগ থেকে দেশলাই বের করে জ্বালাল। সেফ তিনবার আলো জ্বালল। চিড়চিড় করে আগুনের শব্দ হতে লাগল ঠিক ওপরে আল্‌সের কাছে। সেফ মাথা নাড়ল। গিঁট পাকানো কাপড়ের একটা দিকে রেজিনা দেশলাইয়ের কাঠি ধরিয়ে দিল। আগুন প্যাসেজ ধরে লাফিয়ে ঢুকতে লাগল।

ওরা হু'জনে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এসে ফাঁকা জমিটুকুতে দাঁড়াল, সেখান থেকে দ্রুত পাহাড়ের আড়ালে গা ঢাকা দিল। সেফ গ্রীজ ছাড়া চাকার মতো সশব্দে যাচ্ছিল, রেজিনা পায়ে কড়া নিয়ে খোঁড়াতে খোঁড়াতে চলল।

মডেস্টি ব্লেজ একপাশে মাথা কাত করল, কিন্তু হুল ফোটানো ব্যথা গেল না। তার মুখ ভিজে। কারুর হাত তার চিবুক ধরেছিল, তাকে পাশ ফিরতে দিচ্ছিল না। নাকে এবং চোখে তার অসহ্য যন্ত্রণা হচ্ছিল।

অত্যন্ত নরম করে কে যেন বলল, 'প্রিন্সেস...ঝেড়ে ফেল। উঠে পড় এবার।'

জোর করে মডেস্টি হাত তুলল, উইলি গারভিনের হাতে কড়া স্মেলিং সল্ট ধরা ছিল, সেটা সরিয়ে দিল। তারপর তার চোখ খুলল।

'এই তো বেশ...' উইলি যেন হাঁফ ছাড়ল।

উইলির মুখ সে দেখতে পেল, ঝুঁকে রয়েছে। মডেস্টি বুঝল

উইলির কোলে তার মাথা। সে স্থির হয়ে শুয়ে রইল, তার চোখ খোলা, টেনে টেনে নিশ্বাস নিতে লাগল। ইচ্ছা শক্তির জোরে তার মনের এবং চোখের কুয়াশা অনেকখানি কেটেছিল।

'আমি এখন কেমন উইলি?'

'বরাতজোর।' উইলির দাঁত একটুখানির জন্যে দেখা গেল। 'আলসে থেকে একটা পাথরের টুক্‌রো ছিট্‌কে এসে লেগেছিল।' তিন ইঞ্চি লম্বা পাথরের এক টুক্‌রো সে তুলে দেখাল। 'মাথার পাশটা কেটে গেছে, কিন্তু তত গভীর ক্ষত নয়।'

'এখন কী হচ্ছে?' মডেস্টি জিগ্যেস করল।

'স্টিভ টিউব নিয়ে নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। কিন্তু ওরা মনে হচ্ছে মাথা তুলছে না। লুসিফার এখনো গ্যাস মুখোশ পরে বসে আছে— ভাবছে বোধহয়। তোমার মোটে চার মিনিট হুঁশ ছিল না।'

মডেস্টি উঠে বসতে গিয়ে গড়িয়ে পড়ল, প্রায় মুখ থুবড়ে।

'সামলে প্রিন্সেস।'

'আমি ঠিক আছি। একটু নড়বড় করছি, কিন্তু কেটে যাচ্ছে।' মডেস্টি ভ্রূকুটি করল, তারপর ছাদের ওপর হাত দিয়ে পরখ করল। 'উইলি, ছাদ যে গরম!'

উইলিও হাত দিয়ে দেখল। তারপর দু'জনে দু'জনের দিকে তাকিয়ে রইল, সীসের পাতে মোড়া ছাদ প্রতি মুহূর্তে গরম হয়ে উঠছিল। মডেস্টি ঘাড় নাড়ল, ওরা দু'জনে হামাগুড়ি দিয়ে সামনের আল্‌সের দিকে চলে এলো।

· কোলিয়েরও ওদের দিকে এগিয়ে গেল। মডেস্টির দিকে তাকিয়ে সে বলল, 'ঈশ্বরকে ধন্যবাদ', তারপর ব্যস্ত হয়ে—'ওরা আগুন ধরিয়ে দিয়েছে। সিঁড়ির মাথার দিক থেকে আগুন আসছে।'

'হ্যাঁ।' মডেস্টি একবার তাকিয়ে দেখল, লুসিফার তখনও একজায়গায় বসে। 'স্টিভ, ওদিকটা কিরকম দেখ তো?'

'তত খারাপ নয়।'

'ঠিক আছে। আরেকটু ওখানে থাকতে দাও ওকে।' উইলিকে

সে বলল, 'আগুন। এখন আমার মনে পড়ছে। ওরা এক ড্রাম পেট্রল ভেতরে আনছিল। তাই আমাকে মরিয়া হয়ে চেষ্টা করতে হয়েছিল।'

কোলিয়ের টিউবটা ফের একধার দিয়ে গলাল। 'হা ভগবান!' জানলার ভেতর ভেতর যেন জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ড। জানলা বন্ধ রেখেছে যাতে আগুন ঘরের ভেতরেই থাকে। আমরা তপ্ত কুণ্ডে বসে আছি।' টিউব সরিয়ে নিয়ে ছাদের আশপাশ দেখতে লাগল। পোড়া পোড়া গন্ধ আসছিল। সিঁড়ির মাথাটা যেখানে উড়ে গেছে সেখান থেকে সরু ফিতের মতো ধোঁয়া উড়ে আসছিল। 'এখানে থাকলে আমরা সেদ্ধ হয়ে যাব। আর বেরুতে চেষ্টা করলে আমাদের জন্যে ওরা ওঁৎ পেতে আছে। ধোঁয়াও নেই যে তার আড়ালে গা-ঢাকা দেওয়া যাবে।'

মডেস্টি বলল, 'দেখ না, উইলি কিছু কিছু ধোঁয়া উড়িয়ে দেবে। এতক্ষণ এইটে আমরা হাতে রেখেছিলাম।'

'উড়িয়ে দেবে! কী করে?'

মডেস্টি তাকে শুধু দেখে যেতে বলল। উইলি আল্‌সে থেকে খানিকটা পেছিয়ে এসেছে। একটা হাঁটু মাটিতে রেখে আরেকটা পা সে মুড়ে উঁচু করে রেখেছিল। তার কনুই সেই তুলে রাখা পায়ের ওপর, সে টিপ করছিল। পরপর বারোটা গুলি ছুঁড়ে সে রাইফেল নামাল।

মডেস্টি বলল, 'মোরোদের নৌকোগুলোর হাল দেখ এবার,

কোলিয়ের টিউব লাগিয়ে চোখ রাখল। দু'শ গজ দূরে পাহাড়ের শীর্ষবিন্দুর শেষে, উপসাগরের ডানহাতি কাঠের ল্যাণ্ডিং ডকে নৌকোগুলো জড়াজড়ি করে রয়েছে। কিন্তু এখন সেখানে ক্ষীণ অগ্নিশিখা দেখা যাচ্ছিল। দেখতে দেখতে সেই শিখা বাড়তে লাগল।

'আগুনে গুলি।' মডেস্টি বলল। 'ওই নৌকোগুলোই মোরোদের জানপ্রাণ। সেফেরও। ওই শোন।'

আগুনের চড়চড় শব্দ তারা নীচ থেকে পাচ্ছিল, কিন্তু এই শব্দ ছাপিয়ে দূর থেকে মানুষের কণ্ঠস্বর, ব্যস্ত চিৎকার ভেসে আসছিল।

কোলিয়ের বলল, 'এটা আমরা আগে করলাম না কেন?' তার গলায় কেমন যেন রাগ-রাগ ভাব।

'ওরা আগে কিছু করুক, এই আমরা চেয়েছিলাম।' মডেস্টি বাড়তি গুলি এবং বোমাগুলো দেখে নিল। 'গরমের তাতে এগুলো কি ফেটে যাবে নাকি উইলি?'

'আমরা হয়তো সইতে পারব না, কিন্তু এগুলো পারবে, প্রিন্সেস।'

কোলিয়ের বলল, 'এগুলো ফেটে, উড়ে যাবার আগে আমরা মরব, একথায় আমি কিছু ভরসা খুঁজে পাচ্ছি না।'

ছাদের সীসের পাত ক্রমশঃ এত তেতে উঠছিল যে, হাত রাখা যাচ্ছিল না। এবং হাওয়ায় আগুন ছুটছিল।

'আরও ধোঁয়া না হওয়া পর্যন্ত আমাদের সইতে হবে।' মডেস্টি বলল। 'জ্যাক উইস নৌকোর আগুন নেভাতে সব মোরোদের একসঙ্গে পাঠাবে না। হয়তো মেয়েগুলোকে পাঠাবে, সঙ্গে কিছু মোরো। ক'টা জানলা যদি খোলা থাকত তাহলে খুব সুবিধে হ'ত। দেখা যাক, বোমায় কি হয়!'

কোলিয়েরের ঠোঁট শুকিয়ে ফেটে উঠছিল, সে জিব দিয়ে ভেজাতে চেষ্টা করল। নিজেকে তার বিশ্রী আর নোংরা লাগছিল। হঠাৎ মনে হল যেন ভীষণ ক্লান্ত। প্রথমদিককার উত্তেজনা কেটে গেছে, তখন কেমন খালি-খালি লাগছিল। আর ভয় ডর ছিল না শুধু অবসন্ন আলস্য। 'এসপার ওসপার যাহোক কিছু হয়ে যাক, আর পারা যাচ্ছে না।' কোলিয়ের বোকার মতো বলল। বলার সঙ্গে সঙ্গে মডেস্টির একটা হাত সজোরে ওর মুখে এসে পড়ল। কোলিয়ের প্রচণ্ড ধাক্কা খেল।

মডেস্টির তীক্ষ্ণ গলা, 'স্টিভ, নিজেকে সামলে।'

কোলিয়ের শক্ত হয়ে বসে রইল, রাগে সে ছটফট করছিল।

বেশ কিছুক্ষণ মডেস্টির ওপর তার কেমন যেন ঘৃণা হতে লাগল। তারপর ধীরে ধীরে তার খেয়াল হ'ল। মডেস্টি যেন তার মনের ভাব বুঝতে পেরেছিল, সে বলল, 'আমাদের সকলেরই এরকম হয়', বলে সে হাসল। 'এখন ঠিক হয়ে যাবে। তুমি কি লুসিফারের সঙ্গে একটু কথা বলবে। ক'দ্দূর পারবে জানি না, তবে ওকে বোঝাও, তৈরী থাকতে বল। দড়ির মই দিয়ে নীচে নামতে হবে।'

এবড়ো-খেবড়ো রাস্তা পেরিয়ে রেজিনা পাহাড়ের তলায় ঢালের দিকে যাচ্ছিল। পায়ে লাগছিল, ফোঁস-ফোঁস করে নিশ্বাস ফেলছিল। পেছন দিকে তাকিয়ে সে শুধু বাড়ির ওপরতলাটা দেখতে পাচ্ছিল। পেছন দিকে কিছু একটা ফাটল, সঙ্গে সঙ্গে লকলক করে আগুন জ্বলে উঠল। সামনের জানলা ভেঙে পড়তে সে লাল টকটকে আগুন দেখতে পেল। ওপরতলা ততক্ষণে অগ্নিকুণ্ড হয়ে উঠছে।

রেজিনা মাথা নাড়ল। সেই মেয়েটা আর তার বন্ধুরা এবার শীগ্‌গির নামবার চেষ্টা করবে। তারপর তারা মারা পড়বে, ঠিক হবে। হাতব্যাগ চেপে ধরে রেজিনা হনহন করে এগিয়ে চলল। একটা পাথর পেরিয়ে লম্বা নালাটার কাছে এসে দাঁড়াল, এইখানে ডলফিনগুলো সাঁতার কাটে। শেষ প্রান্তে গারসিয়ার ডেরা। খোলা দরজা, কেরোসিনের কুপি জ্বলতে দেখা যাচ্ছিল। কিন্তু কাউকে দেখা যাচ্ছিল না। গারসিয়া বোধহয় ডলফিনদের কাছাকাছি আছে। তার মানে তাকে নালার সেই শেষ প্রান্তে যেতে হবে।

রেজিনা বিরক্তিতে চুক্‌চাক্ শব্দ করল মুখে। তারপর এগিয়ে চলল। গারসিয়া প্যান্টের পা জলে ঝুলিয়ে বসেছিল। পাশে একটা খালি ঝুড়ি। প্রায়ই সে জলে থাকে, কিন্তু কখনো জামাকাপড় ছাড়ার প্রয়োজন বোধ করে না। গারসিয়ার মন ভালো ছিল না। প্লুটো এবং বেলিয়ালেরও নয়; গারসিয়া নিজের মতো করেই ওদের হাব-ভাব টের পায়। ঝুড়ি ভর্তি মাছ তারা শেষ

করেছে, তবু কেমন যেন ছটফট করছিল, চাইছিল গারসিয়া জলে আসুক, তাদের সঙ্গে খেলা করুক। গারসিয়ার তখন মনে হচ্ছিল অন্য ছুটো ডলফিনকে দশ মাইল দূরে 'সোনার' পরখ করতে না পাঠালেই হ'ত।

গারসিয়া খাঁড়ির দিকে তাকাল, বাড়িটা ঢাকা পড়ে আছে, সে দেখতে পাচ্ছে না। গুলিগোলা, গোলমাল। ঝামেলা, চিৎকার চেঁচামেচি। এখন আবার আগুন দেখা যাচ্ছে। কেন এরা এসব করছে? তার খুব খারাপ লাগে, তাছাড়া প্লুটো, বেলিয়ালও অস্থির হয়ে পড়ে। পাথর থেকে নেমে সে বুক-জলে গিয়ে দাঁড়াল। ডলফিন ছুটোকে আদর করল, স্পানিশ ভাষায় আস্তে আস্তে কি যেন বলল।

প্লুটোর গলা জড়িয়ে গারসিয়া জলে গড়াগড়ি খেল, তারপর নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে পাড়ে উঠল। তার জামাকাপড় ভিজে সপসপ করছিল। মরা হাঙর রাখবার জন্যে সে একটা শক্ত জায়গা বানিয়েছিল। ছুটো তক্তা পাতল, তারপর বেলিয়ালকে ডাকল। ডলফিনটা খুশি হয়ে জল থেকে লাফিয়ে উঠল। জল ছিটিয়ে নেমে গেল কিন্তু একটু পরে আবার মাথা তুলল। গারসিয়া তার মুখে লাগাম পরিয়ে দিল। চল্লিশ ফুট লম্বা একটা দড়ি। প্লুটোও তখন ওঠবার জন্যে ছটফট করছে।

'আস্তে আস্তে,' বলে গারসিয়া দ্বিতীয়টার মুখেও লাগাম পরিয়ে দিল। 'একটু অপেক্ষা কর...' এই বলে সে উঠে দাঁড়িয়ে মরা হাঙর আনতে গেল, ঠিক সেই সময় কে যেন বলে উঠল, 'মিঃ গারসিয়া, আছ নাকি?'

রেজিনা অন্ধকার ছায়া ভেদ করে এগিয়ে এলো। গারসিয়ার নাক কুঁচকে উঠল। একটা দেশলাইয়ের কাঠি বের করে সে দাঁতের ফাঁকে রেখে অপেক্ষা করতে লাগল। এই মেয়েমানুষটাকে সে মোটে দেখতে পারে না। এই বাড়িটার কাউকেই সে পছন্দ করে না, একমাত্র কোলিয়ের নামের লোকটাকে ছাড়া। সেই কালো-কালো মেয়েটাও মন্দ ছিল না, কিন্তু সেও তো চলে গেছে।

'ও, মিঃ গারসিয়া তুমি এখানে,' রেজিনা হোঁচট খেয়ে থামল। গারসিয়া দেখল, রেজিনার পায়ে দড়িটা জড়িয়ে গেছে, কিন্তু সে কিছু বলল না। ওই বাড়ির লোকগুলো তার কাজের বিষয়ে কিছু বোঝে না। একথা সে জেনে গেছে, বেশি বলেও কোন লাভ নেই, তাহলে সেফ বলে লোকটা হয়তো তাকে এখান থেকে সরিয়ে দেবে। তখন প্লুটো আর বেলিয়াল একা পড়ে যাবে। হয়তো তারা মরেও যাবে। এই কথা মনে করে গারসিয়ার চোখে জল এসে গেল।

হাড়সর্বস্ব মেয়েমানুষটা তার হাতব্যাগ হাতড়াচ্ছিল। সে বলল, 'মিঃ গারসিয়া, কি কাণ্ড দেখ তো রাত্তিরে! কি ভীষণ ঝামেলা! এখানে সব ঠিকঠাক আছে তো?'

'হ্যাঁ সেনোরা।' বলে সে বলতে যাচ্ছিল প্লুটো আর বেলিয়াল এখন বেড়াতে যাবে কিন্তু তখনই রেজিনার হাত হাতব্যাগ থেকে বেরিয়ে এলো এবং তার বুকে কি যেন একটা প্রচণ্ড বেগে ধাক্কা লাগল। একটা শব্দ হল, একটা তীব্র বিস্ফোরণ।

গারসিয়া ঘুরে পড়ে যাচ্ছিল, তবু সামলাবার চেষ্টা করছিল, বুঝবার চেষ্টা করছিল। রেজিনা ভুরু পাকাল, বন্দুক সমান করল, তারপর ফের গুলি করল। গারসিয়ার পা দুমড়ে গেল, সে সামনের দিকে হুমড়ি খেয়ে পড়ল। তখনও যথেষ্ট আলো ছিল, রেজিনা দেখতে পেল দাঁতের ফাঁকে দেশলাইয়ের কাঠিটা তখনও ধরা, গারসিয়া জলে পড়ে গেল। প্লুটো আর বেলিয়াল পুলের ওপর থেকে জলের গভীরে ডুব দিল। তাদের লাগামের দড়ি সহসা টানটান হয়ে গেল।

২৪

ছাদ তখন তেতে অসহ্য হয়ে উঠেছে। সামনের এবং পেছনের জানলা দিয়ে আগুনের হলকা বেরুচ্ছে। কিন্তু ধোঁয়া তত ছিল না, বরং আগুনে সমস্ত জায়গাটা আলো হয়ে উঠেছিল।

সেই 'টি' অক্ষরের মতো দেখতে মুখটায় কোলিয়ের আর লুসিফার গুঁড়িমেরে ছিল। লুসিফার তখনও মুখোশ পরে রয়েছে। পায়ের পাতার ওপর ভর করে সে উবু হয়ে বসে ছিল, কারণ এত গরম যে বসতে পারা যায় না। দু'হাত হাঁটুতে জড়ানো, মাথা গোঁজা। কোলিয়ের দেখল, তার শক্ত-শক্ত হাত কাঁপছে। কোলিয়ের বলতে চেষ্টা করল, 'ঠিক আছে লুসিফার, সবকিছু ঠিক-ঠিক হচ্ছে। আর বেশিক্ষণ নয়।'

বাড়িটা খাড়া পাহাড়ের যেদিক পানে গিয়েছে, সেদিক থেকে মডেস্টি আর উইলি হামাগুড়ি দিয়ে এলো। 'হেঁট হয়ে থাক,' মডেস্টি বলল। 'আর মুখোশটা পরে নাও, স্টিভ।' সে আর উইলি মুখোশ পরে নিল। কোলিয়ের দেখল, ওরা হাত দোলাচ্ছে, তারপর ছুঁড়ল। কাঁদানে গ্যাসের বোমা বাড়ির পিছন দিক আর পাহাড়ের মাঝ বরাবর অদৃশ্য হয়ে গেল।

মুখোশ পরা মুখ মডেস্টির কাছাকাছি এনে কোলিয়ের চিৎকার করে জিগেস করল, 'আমরা কি এবার নীচে নামব?'

মডেস্টি মাথা নাড়ল। 'না। প্রথমে ধোঁয়া হোক।'

মুখোশের আড়াল থেকে তার ঘড়ঘড়ে গলা ঠিক বোঝা যাচ্ছিল না, কিন্তু সে একবার ওপরে, একবার পেছনে আঙুল দেখাল। কোলিয়ের তাকিয়ে দেখল। মডেস্টি এবং উইলি প্লাস্টিকের বিস্ফোরক ও ডেটোনেটর নিয়ে তৈরি হয়েছে সে জানত, কিন্তু কেন

তা জানত না। যেদিকে আঙুল দেখাল, সেখানে কিছুই ছিল না শুধু প্রকাণ্ড জলের ট্যাংকটা ছাড়া—

জলের ট্যাংক!

কতক্ষণ ধরে কোলিয়েরের দৃষ্টি ছিল কেবল মাটির দিকে, ট্যাংকটার কথা সে ভুলেই গিয়েছিল। জল···তার শুকনো গলা এই কথার ভাবার সঙ্গে সঙ্গে যেন জ্বলে উঠল।

বিস্ফোরণটা এত আস্তে হ'ল যে কোলিয়ের অবাক হয়ে গেল। জলের তোড় ছিটকে ছাদে এসে পড়ল, বাষ্পের মতো ওপর পানে কুণ্ডলী পাকিয়ে উঠল। আল্‌সেতে এসে ধাক্কা খেয়ে ছড়িয়ে পড়ল চারদিকে।

কোলিয়ের সেই জলে তার মাথা ঘাড় ভিজিয়ে ফেলল, জল তার মধ্যেই গরম হয়ে উঠছিল তবু সে তার জামা-কাপড় ভিজতে দিল। জলের তোড় থিতিয়ে এলো, ছাদেব জল নর্দমা দিয়ে নীচে নেমে গেল।

উইলি গারভিন মুখোশের আড়াল থেকে কি যেন বলল, ধোঁয়া নিয়ে কি যেন। কোলিয়ের তাকিয়ে দেখল, জানলা দিয়ে প্রচুর ধোঁয়া বেরিয়ে আসছে। উঠছে ছড়িয়ে পড়ছে। কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যে দু'এক গজের বেশি সে আর কিছু দেখতে পেল না।

'এবার হয়েছে।' কিরকম এক বিকৃত গলা তার কানের কাছে চেঁচিয়ে উঠল, তারপর একটা শক্ত হাত তাকে টেনে নিয়ে চলল সামনের দিকে। আল্‌সেতে হোঁচট খেতে খেতে সে দড়ির মই পেল, আল্‌সে টপ্‌কে নীচে নামতে শুরু করল।

আধাআধি যখন নেমেছে, তখন কোলিয়েরের মনে পড়ল, কি ভয়ংকর! মডেস্টি তাকে বলেছিল একটা রাইফেল সঙ্গে নিতে। হাতে সে রেখেও ছিল, ছাদে যখন প্রথম জল আসে তখনও সেটা তার হাতে ধরা ছিল। তারপর সে আলসের গায়ে সেটাকে খাড়া করে রেখে মাথায় গায়ে জল ছিটোতে থাকে। সেটা সেখানেই রয়ে গেছে।

আর তো ফিরে যাওয়ার সময় নেই। উইলি কিংবা কেউ তার মাথার ওপরে, নেমে আসছিল। কোলিয়েরর মনে মনে নিজেকে অভিশাপ দিতে দিতে নামতে লাগল। দেওয়ালের উত্তর কোণ বরাবর মইটাকে ফেলা হয়েছিল, সেদিকে কোনো জানলা ছিল না। অতএব আগুনের ভয়ও ছিল না।

কোলিয়েরের পা মাটি স্পর্শ করল। তাকে বলা হয়েছিল দাঁড়িয়ে থাকতে, সে দাঁড়িয়ে রইল। একটা হাত খপ্ করে তার হাত ধরল, তারপর ধোঁয়ার কুণ্ডলীর ভেতর দিয়ে তাকে টেনে নিয়ে চলল। ধরার বহর দেখে সে বুঝতে পারছিল, উইলিই তাকে ধরে নিয়ে চলেছে। কিন্তু মডেস্টি কোথায়? লুসিফারকে সামলাবার জন্যে সে কি রয়ে গেল? কোলিয়েরর হাত ছাড়াবার চেষ্টা করতে গিয়ে এমন এক গোঁত্তা খেল যে প্রায় লাফিয়ে উঠল।

ওরা পাহাড়তলীর কাছাকাছি পৌঁছে গিয়েছিল। ধোঁয়া অল্পে-অল্পে পাতলা হচ্ছে। উইলির হাতের চাপে এবার তাকে হাঁটু ভাঙতে হ'ল। তাদের এখন গুঁড়িমেরে যেতে হবে।

হঠাৎ হাওয়া দিল, তাতে ধোঁয়া সরে গেল। কোলিয়েরের গ্যাস-মুখোশের সামনেটা ধোঁয়াটে হয়ে উঠেছিল, তবু সে একটু তফাতে একটা মোরোর আবছা চেহারা দেখতে পাচ্ছিল, আধা-গুঁড়ি-মারা অবস্থায় রয়েছে, হাতে ভারি রিভলভার, মুখ-নাক কাপড়ে ঢাকা। কোলিয়ের ভাবছিল, কাঁদানে গ্যাস নিশ্চয়ই তখনও রয়েছে, লোকটা দেখতে পাচ্ছে না। কিন্তু ঠিক সেই সময় রিভলভার গর্জে উঠল. কোলিয়েরের ফুটখানেক তফাত দিয়ে গুলি গিয়ে বিঁধল একটা পাথরে, পাথরের টুক্‌রো ছিটকে এসে তার গালে লাগল, গালটা তার জ্বলে গেল। তারপর লোকটা অদ্ভুতভাবে বেঁকে, দুমড়ে সামনে হুমড়ি খেয়ে পড়ল, পড়ে স্থির হয়ে গেল।

কোলিয়েরকে টেনে তুলল এবং টেনে নিয়ে চলল উইলি গারভিন। কালো বাঁটওয়ালা ছুরিটা মোরোটার গলা থেকে হ্যাঁচকা টানে তুলে নিল। ওয়েব্‌লি রিভলভারটাও কুড়িয়ে নিতে ভুলল না।

মিনিট দুয়েক পরে একটা শুকনো নালা দিয়ে তারা নেমে চলল। নালাটা কাঁটাঝোপ আর তালবনের মধ্য দিয়ে সমুদ্রের দিকে গেছে। উইলি গারভিন একটু থেমে গ্যাস মুখোশের ভেতর একটা আঙুল ঢুকিয়ে বাতাস পরখ করল। তারপর মুখোশটা খুলে ফেলে বলল, 'এখানে গ্যাস নেই, হাওয়ায় অন্য দিকে ভেসে গেছে।'

তারই জন্যে মোরোটা গ্যাসে আক্রান্ত হয়নি, তারই জন্যে উইলি গারভিন অমন করে ছুরি ছুঁড়তে পেরেছিল।

আশ্বস্ত হয়ে কোলিয়ের নিজের মুখোশটাও খুলে ফেলল। পাথরের টুকরোয় গাল কেটে গিয়েছিল, অল্প রক্ত গড়িয়ে পড়ল। উইলি গারভিন ঘাসে তার ছুরি মুছে নিল এবং মাথাটা কি এক সংকেতের ভঙ্গীতে ঝাঁকাল, তারপর এগিয়ে চলল। কোলিয়ের তাকে অনুসরণ করল।

কোলিয়ের ফিরে তাকাল, বাড়িটা দেখা গেল না, খাঁড়ির আড়ালে ঢাকা পড়ে গিয়েছিল। কিন্তু অন্ধকারকে ঠেলে ফেলে মস্ত মশালের মতো আগুনের শিখা লাফিয়ে উঠছিল, তা দেখা যাচ্ছিল। এখন ধোঁয়া বলতে গেলে নেই।

উইলি গারভিন এগিয়ে চলল, মাথা নীচু করে। দু'শ গজ যাবার পর ঘুরে সে ধাপে ধাপে একটা খাঁজের দিকে উঠতে লাগল। তার চলার ভঙ্গীতে প্রত্যয়, যেন পথ তার খুবই চেনা। শীর্ষে ওঠার আগে দু'হাত, দু'পায়ে ভর দিয়ে গুঁড়ি মেরে এগুতে লাগল। কোলিয়েরও সেইভাবে তার পিছু নিল। দশ সেকেণ্ড পরে তারা ছোট্ট এক গহ্বরের মুখে গিয়ে পৌঁছুল, নীচ দিয়ে উপসাগর বয়ে যাচ্ছে।

কোলিয়ের জ্বলন্ত বাড়িটা দেখতে দেখতে নিশ্বাস ফেলল। বাড়িটা তখন ভেঙে পড়ছে। তার সোজাসুজি, উত্তরপানে একেবারে শেষ প্রান্তে ডলফিনদের আস্তানা ঢাকা পড়ে আছে। খাঁড়ি থেকে মাত্র পঞ্চাশ গজ দূরে সেই কাঠের ল্যাণ্ডিং ডক আর সরু রাস্তা, মোরোদের শিবির হয়ে সেই পথ চলে গেছে বাড়িটার দিকে।

মোরোদের একটা নৌকো তখনও দাউদাউ করে জ্বলছিল, আরেকটা থেকে ধোঁয়া বেরুচ্ছিল। জনা বারো লোক আর বহু মেয়ে নৌকো থেকে নৌকোয় মরিয়া হয়ে ছুটোছুটি করছিল—দুটো বড় লঞ্চের দিকে যাবার চেষ্টা করছিল তারা।

উইলি পেটে ভর দিয়ে শুয়ে পড়েছিল, গহ্বরের ফাঁকে চোখ রেখে গোটা দৃশ্যটা দেখে যাচ্ছিল। 'ঠিক আছে', খুশি হয়ে বলল সে, 'এবার আসল মক্কেলদের জন্যে অপেক্ষা করা যাক। দোস্ত, আমাদের বন্দুকগুলো তৈরী রাখ তো।'

কোলিয়ের মুখে একবার হাত বুলিয়ে বিড়বিড় করে বলল, 'দেখ...আমি খুব দুঃখিত। আমার মাথা কুটতে ইচ্ছে করছে। বন্দুকটা আমি না···ছাদে ফেলে এসেছি।' বলে সে উইলির দিকে তাকাল, ভাবছিল ওর ওই উজ্জ্বল নীল চোখে এখুনি বুঝি আগুনের ছটা বেরুবে।

উইলি গারভিন ঘুরেও তাকাল না। চুপচাপ শুয়ে যেমন দেখছিল, দেখে যেতে লাগল। তারপর প্রকাণ্ড কাঁধ দুটো নড়ে উঠল, 'তা, ভালো।'

কোলিয়ের বলল, 'এতে আমার অপরাধ স্খালন হ'ল না বরং বেড়ে গেল। কিন্তু তবু ধন্যবাদ।'

একটু পরে সে আপন মনে বলে যেতে লাগল, 'অদ্ভুত ব্যাপার। আগুনে ঝলসে খাওয়া বা গুলি চালাচালির জন্যে বন্দুকটা আমি ভুলিনি। আমার উরু।'

'উরু?' উইলি ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাল।

'পাছা। চারঘণ্টার মধ্যে তিন ঘণ্টার মতো আমি বোধহয় একভাবে বসেছিলাম। নাকি চারশ ঘণ্টা? পা, উরু, পেছন দিক সব শুকিয়ে, গুটিয়ে ছোট হয়ে গেছে। এরপর বোধহয় আমাকে বিশ ইঞ্চি লম্বা কাঠের পায়ে ভর দিয়ে সারা খটখট করে বেড়াতে হবে। তুলো লোত্রেকের মতো।'

উইলি হেসে আবার ধাপির দিকে চোখ ফেরাল। 'মন্দ বুদ্ধি

নয়। প্রিন্সেস বন্দুকের ব্যাপারটা জানতে পারার আগে তোমার ভোল পাল্টানো দরকার।'

কোলিয়ের বিমর্ষভাবে ঘাড় নাড়ল। 'উইলি, ওটা কি খুব জরুরী? মানে আমরা তো এখন বেশ নিরাপদে এখানে রয়েছি, তাই না?'

'নিশ্চয়। তবে এই রাস্তাতেই বোধহয় সেফ নৌকোয় ওঠবার জন্যে আসবে। জ্যাক উইস এবং অন্যান্যরাও আসতে পারে, যদি অবশ্য তারা এখনও বেঁচে থাকে। রাইফেলটা আমার কাছে থাকার কথা, ওদের উড়িয়ে দিতে হবে তো!'

'হা ভগবান! মোরোর যে রিভলভারটা একটু আগে তুমি নিলে ওটা দিয়ে কোনোরকমে কাজ চালাতে পারবে না?'

উইলি ওয়েব্‌লি স্কটটা হাতে তুলে নিয়ে ঠোঁট ওল্টাল। 'রিভলভারে আমি খুব পোক্ত নই।' সিলিণ্ডারটা পরখ করে নিয়ে পিস্তলটা কোলিয়েরকে চালান করে দিল।' 'আসল কথা হচ্ছে সেফকে বাগে পাওয়া। ও যখন নৌকোর কাছাকাছি আসবে আমি তখন এগিয়ে লুকিয়ে থাকব, ছুরির আওতায় পাওয়া চাই তো! তুমি আমার পেছনে থাকবে, আমাকে আগ্‌লে রাখবে। মানে ওরা যদি আমাকে দেখে ফেলে, যদিও সে সম্ভাবনা কম। ছুরিতে সাড়াশব্দ না করে চমৎকার কাজ হয়। জ্যাক উইসকেও আমি খতম করব, যদি ওরা একসঙ্গে থাকে। ওরা মারা গেলে মনে হয় না মোরোরা আর আমাদের দিকে এগুতে সাহস পাবে না। অন্তত এইরকমই আশা করা যাক।'

কোলিয়ের দু'হাতে নিজের চোখ টিপল। সে-ই সব গণ্ডগোলের মূল, উইলির এখন খুব অসুবিধে হবে। 'আমাদের আর একটা গ্রেনেড-ও নেই?' সে জিগ্যেস করল।

'দুটো ছিল, মডেস্টি নিয়ে গেছে। তারই বেশি দরকার।'

কোলিয়ের মাথা ঝাঁকিয়ে মাথা পরিষ্কার করতে চেষ্টা করল। মনে, মাথায় সব জিনিস যেন তার কুণ্ডলী.

সোজাসুজি কিছু ভাবতে পারছি না, উইলি। মডেস্টি এখন কোথায়? আর লুসিফার?'

'অন্য রাস্তায় মডেস্টি লুসিফারকে নিয়ে গেছে, ডলফিনের পুলের দিকে। গারসিয়াকে তার দরকার।'

'গারসিয়া?' কোলিয়ের বুঝতে না পেরে তাকিয়ে রইল। 'কিন্তু সে তো কিছু করেনি, নির্দোষ। এখানে কী যে হয় তাও সে জানে না। তার সব চিন্তা ওই ডলফিনদের নিয়ে।'

'জানি। মডেস্টি তাকেও এখান থেকে বের করে নিয়ে যেতে চায়। তার ধারণা সেফ গারসিয়াকেও মেরে ফেলবে। ওর কথা ভুলে যাওয়াতে তার খুব আফশোশ হচ্ছিল।'

কোলিয়ের ব্যাজার মুখ করে বলল, 'তাকে আমার উপদেশ দেবার দরকার নেই। তার মনে অনেক কিছুই খেলে। কিন্তু যা-যা এর মধ্যে সে করেছে তাতেই কি সে সন্তুষ্ট হতে পারে না? এক এক সময় আমার মনে হলে আমরা বুঝি সত্যি এক নরকে রয়েছি আর এ-রাত আর ফুরোবে না। গারসিয়ার জন্যে যদি তার অত টান তাহলে লুসিফারকে নিয়ে আবার গোলমাল পাকাতে গেল কেন?'

'কারণ লুসিফারকে ও-ই ভালো ঠাণ্ডা রাখতে পারে।'

'এবং আমাদের দু'জনের ঝামেলা তোমার ঘাড়ে চাপাতে চায় নি, এই তো?'

'আমি জানি না।'

'আমি জানি,' কোলিয়ের খানিকটা চটে উঠে বলল।

সেফের যেন একটু দম-আটকা ভাব হচ্ছিল। এবড়ো-খেবড়ো মাটিতে আধা অন্ধকারের ভেতর দিয়ে যেতে যেতে তার পা টনটন করছিল। হাতের স্যুটকেশ যেন প্রতি পদক্ষেপে ক্রমশঃ ভারি হয়ে উঠছিল। জ্যাক উইস তার পাশে পাশে হাঁটছিল, তার গায়ে জ্যাকেট নেই, তার বাঁ হাতে কোল্ট কম্যাণ্ডার রিভলভার। উইস ঘামে ভিজে সপসপে হয়ে গিয়েছিল, তার মুখ কালিবর্ণ।

• সেফ হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, 'ব্লেজ আর গারভিন মারা গেল কিনা জানা যাচ্ছে না। এটা মোটে ভালো কথা নয়, মিঃ উইস। একদম ভালো কথা নয়!'

'খুবই খারাপ।' উইসের গলা বিশ্রী শোনাল। 'কিন্তু তাই তো দেখছি। স্যাংগ্রোকে বলেছি তার লোকজন সব নিয়ে নৌকোর কাছে চলে যেতে।'

সেফ কি বলতে যাচ্ছিল কিন্তু উইস ফের বলে চলল, 'যদি ব্লেজ এবং অন্যান্যরা মারা গিয়ে থাকে অতি উত্তম। কিন্তু যদি কেটে পড়ে থাকে তাহলে আমাদের এখন কয়েকদিন লেগে যাবে তাদের ধরতে। .অথচ হাতে আমাদের অত সময় নেই। সুতরাং, যত তাড়াতাড়ি পারা যায় এখান থেকে সরে পড়াই আমাদের পক্ষে মঙ্গল।'

সেফ দাঁড়িয়ে পড়ল, হাতের স্যুটকেস নামাল। বেশ চড়া-গলায় বলল, 'মিঃ উইস, এইসব ব্যবস্থা তুমি আমার অনুমতি ছাড়াই করেছ?'

'তোমার অনুমতি ছাড়াই। এ-কাজগুলো আমার এক্তিয়ারে। অতএব এখনকার মতো আমার কথা মেনে চলতে হবে তারপর বিপদমুক্ত হ'লে ফের তোমার কথা শোনা যাবে 'খন।' হঠাৎ উইসের হাতে ভারি কোল্ট নড়ে উঠল, সেফ দেখতেই পায়নি। চোখের পলক পড়ার আগেই ব্যাপারটা ঘটে গিয়েছিল। বন্দুকের কালো গোল গর্ত তার দিকে চোখ পাকিয়ে তাকিয়ে রইল।

'সেফ, তোমার পকেটের বন্দুকটা আমাকে দিতে হবে যে! কখন ভুল করে চালিয়ে বসবে।'

'সত্যি, মিঃ উইস—'

'তর্ক করে লাভ নেই, এ্যাঁ! তুমি সবকিছু নিখুঁত পরিষ্কার ছিমছাম করে রাখতে চাও, করতে গিয়ে বাড়াবাড়ি করে ফেলতে পার।' উইস হাত বাড়িয়ে সেফের পকেট থেকে ব্রাউনিংটা বের করে নিল। সেফটি ক্যাচ দেখে নিয়ে স্ল্যাকসের পকেটে পুরে

ফেলল। 'তোমার মাথা আছে, আমার যোগাযোগ আছে, সেফ। আমরা এখনো ভালো দল গড়তে পারি। তাই এই মুহূর্তে তুমি কোন ভুল করে বস, সেটা আমি চাই না।'

সেফ ধীরে-ধীরে স্যুটকেস তুলে নিল। জ্যাক উইস তার কোল্ট কম্যাণ্ডার খাপে ভরে ফেলছে। তবু ভাগ্য ভালো রেজিনার কাছে একটা বন্দুক রয়েছে। সেফ আশা করছিল, সে বলামাত্র রেজিনা চটপট এর বিহিত করবে। নিশ্চয়ই করতে পারবে। রেজিনা খুবই বিশ্বস্ত...

লুসিফার পাহাড়ের কোলে পচা ঘাস-পাতার পাতলা আস্তরের ওপর শুয়েছিল। তার পার্থিব শরীর যেন শঙ্কিত, পার্থিব মুখের চামড়া ফেটে শুকিয়ে আসছে। তবু ভালো বলতে হবে, মডেস্টি তার মুখোশটা খুলে নিতে পেরেছে। ঠাণ্ডা, তরল কিছু একটা জিনিস দিয়ে সে তার মুখ মুছিয়ে দিচ্ছিল।

লুসিফার চোখ খুলে আকাশের দিকে তাকাল। বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ প্রায় শেষ হয়েছে। মডেস্টি তাই বলেছে। শত্রুরা পরাস্ত হয়েছে। এরপর আর কিছু হবে না, কিন্তু যুদ্ধের দরুন তার শক্তি প্রায় নিঃশেষিত। তার নিজের একান্ত নিবিষ্ট সব ক্ষমতা বেরিয়ে গেছে। ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে লুসিফার তার সেই ক্ষমতা মডেস্টির ভেতর ঢেলে দিয়েছে এবং অন্যান্য বিশ্বস্ত বাহনদের ভেতর, যারা তার হয়ে এতক্ষণ লড়াই করেছে।

মডেস্টি তার মুখের ওপর ঝুঁকে ছিল। লুসিফার দেখল লম্বা এক ফালি প্লাস্টার তার গালের ওপরপানে লাগানো, দেখে সে বলল, 'শীগ্‌গিরই আমি সারিয়ে দেব।'

'হ্যাঁ।' মডেস্টি লুসিফারের কাঁধে হাত রাখল। 'শোন লুসিফার, আমি ফিরে না আসা পর্যন্ত এই তোমার জায়গা। বুঝেছ কেন?' মডেস্টি দেখেছে, লুসিফারকে খুলে না বলা-ই ভালো, কী করতে হবে, না হবে। কারণটা বরং ও নিজেই বের করুক।

লুসিফার শান্তগলায় বলল, 'এখানে আমি বিশ্রাম করব আর শত্রুপক্ষের চূড়ান্ত পরাজয়ের জন্য শক্তি সঞ্চয় করে চলব।'

'হ্যাঁ।' গত পাঁচমিনিট ধরে তারা গাছের ফাঁকে ফাঁকে গা-ঢাকা দিয়ে আসছিল। এখন তারা খোলা জায়গায় এসেছে, এখানে মোরোদের চিহ্নমাত্র নেই। পাহাড়ের কোলে লুসিফার ভালোই লুকিয়ে থাকতে পারবে।

কিছুক্ষণ আগে মডেস্টি দেখেছিল আগুনের হল্‌কা উঠতে, তারপর বাড়ির ছাদটা হুড়মুড় করে ভেঙে পড়ে। মোরোরা হয়তো এখন আহতদের কুড়িয়ে-বাড়িয়ে নৌকোর দিকে পালাচ্ছে। সেফ এবং তার সাগরেদরাও হয়তো তাই। মডেস্টির মতো তারাও হয়ত গারসিয়ার কথা ভুলে গিয়ে থাকবে। কিন্তু উইলি গারভিন ওদের জন্যে অপেক্ষা করে আছে।

মডেস্টি উঠে পড়ল। এ. আর-১৫ এবং নতুন ম্যাগাজিন তার বাঁহাতে। ডানহাতে খাপ থেকে কোল্ট '৩২ বের করে রাখল।

লুসিফার একমনে আকাশের দিকে চেয়েছিল। ভোর হবার মুখে, আকাশ ফ্যাকাশে। মডেস্টি তাড়াতাড়ি এগিয়ে চলল, একটু পরেই সে লম্বা পুলের কাছে গিয়ে দাঁড়াল। ডলফিনরা সাঁতার কাটছিল। সে বুঝতে পারল ওরা কাছে আসছে, তারপর ঘুরে আবার জালের মুখ বরাবর চলে গেল। এই জালে সমুদ্রে যাবার পথ আটকানো। অদ্ভুত একরকম আওয়াজ বেরুচ্ছিল তাদের মুখ দিয়ে।

পা টিপে-টিপে মডেস্টি পুলের আশপাশ দিয়ে ঘুরে ঘুরে দেখল। ডলফিনগুলো জলের ভেতর ঢুকছে, বেরুচ্ছে, ওলোট-পালোট খাচ্ছে। কি যেন তারা টেনে নিয়ে আসবার চেষ্টা করছিল।

গারসিয়ার চিহ্ন কোথাও নেই। নিঃশব্দে সে গারসিয়ার কুঁড়েয় গেল, খোলা দরজার ভেতর দিয়ে এদিক-ওদিক দেখল। ঘর খালি। সে ফের পুলের দিকে ফিরল। সেই সময় অন্য দিক থেকে দুটো মূর্তি বেরিয়ে এলো এবং সেফের গলা শোনা গেল, 'বুঝতে পারছি না তো! রেজিনা গেল কোথায়!'

মডেস্টি বোঁ করে বাঁদিক পানে ঘুরে গেল। সেফ আর উইস মাত্র পনেরো হাত তফাতে দাঁড়িয়ে, তার মুখোমুখি। তার বাঁ হাতে রাইফেল শুধু-শুধু ধরা রইল। জ্যাক উইসের হাত রিভলভারের খাপের দিকে ছুটে গেল বিদ্যুতের গতিতে, কিন্তু তার আগেই মডেস্টি পেছন থেকে রিভলভার বের করে গুলি চালাল। জ্যাক উইস নিজের রিভলভার বের করল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত সেটা হাত থেকে খসে ছিট্‌কে পড়ল ; মডেস্টির বুলেট ততক্ষণে তার বুকে বসে গেছে। সেফ মডেস্টির উপস্থিতি ভালো করে টের পাবার আগেই ব্যাপারটা খতম হয়ে গেল।

মডেস্টি দেখল, জ্যাক উইসের চাওড় প্রমাণ শরীরটা দড়াম করে মাটিতে পড়ল। মডেস্টির রিভলভার এক ইঞ্চি সরল, সেফের দিকে তাক করে। সেফ খালিহাতে অদ্ভুত অঙ্গভঙ্গী করল, তারপর সরু খনখনে গলায় বলে উঠল, 'আমি রেজিনাকে খুঁজছি। তুমি কি তাকে দেখেছ? এখানেই তো তার থাকার কথা। খুবই আশ্চর্য ব্যাপার।'

জলে কি যেন নড়ে উঠল। মডেস্টি বন্দুক ঘোরাল কিন্তু চালাল না। ডলফিনেরা সাঁতরে পারের দিকে আসছে। তাদের কালো, ঢেউ খেলানো শরীর এঁকেবেঁকে আসছে, জল ছেটাতে-ছেটাতে।

মডেস্টি এবার দেখতে পেল তাদের মুখে লাগাম পরানো এবং আস্তে-আস্তে কিছু যেন তারা টেনে নিয়ে আসছে...একটা হাড় ডিগডিগে, মোজাসমেত পা জামাকাপড়ের স্তূপে অদৃশ্য হয়ে গেছে। গোড়ালির সঙ্গে একটা দড়ি জোর ফাঁস লেগে আছে। তারপর মুহূর্তের জন্যে মোমের মতো সাদা একটা মুখ দেখা গেল, আর একগুচ্ছ ভাসমান চুল।

সেফ প্রায় কেঁদে উঠল, নিঃশব্দে কিন্তু উচ্চকিত আঁ-আঁ স্বরে। তারপর জলে আলোড়ন, ডলফিনেরা ফিরে চলল। দড়িটা ফের আঁট হয়ে গেল এবং রেজিনা-র মৃতদেহও টানে টানে ওদের সাঁতারের সঙ্গে ভেসে চলল।

সেফ এক বিচিত্র, জমাট ভঙ্গীতে দাঁড়িয়ে রইল, তার বেয়াড়া-বিশ্রী মুখ নড়ছিল 'রেজিনা… ?' অবিশ্বাস্যভাবে তার গলায় কোঁক-কোঁক শব্দ উঠল।

কোলট্-এর নল উঠল, সেফকে মারতে মডেস্টি বন্দুকের ঘোড়া ঠিক করে নিল। সেই সময় তার পেছনে একটা শব্দ হ'ল, সে পাশ কাটিয়ে টুপ করে মাথা নামাল।

'লুসিফার !'

মডেস্টির দিকে তাকিয়ে হাসল সে, তারপর দৃষ্টি ফেরাল সেফের দিকে। মডেস্টিকে ফেলে সে এগিয়ে যেতে লাগল। লুসিফার তখন মডেস্টির বন্দুকের লক্ষ্য-বরাবর। মডেস্টি তাকে চিৎকার করে ডাকল কিন্তু সে যেন শুনতেই পেল না। মডেস্টি ইচ্ছে করলে এগিয়ে যেতে পারত, কিন্তু কি যেন তাকে বাধা দিল।

লুসিফার ধীরে-ধীরে হাত বাড়াল। একটা বলবান হাত সেফের গলা ধরল। সেফ বাধা দেবার বা পালাবার কিছুমাত্র চেষ্টা করল না।

লুসিফার পরিষ্কার কিন্তু বেদনাক্লান্ত গলায় বলল, 'তোমার জন্যে আমি এক নতুন নরক তৈরী করেছি, অ্যাসমোদিয়ুস, তোমার জন্য এক নতুন নরক তৈরী করেছি...সেইখানে আমি তোমায় নির্বাসিত করছি চিরতরে।'

একটু হেঁট হয়ে লুসিফার তার আরেক হাতে সেফের কৃশ-ক্লিষ্ট ঊরুটা ধরল, তারপর এক হ্যাঁচকায় সেই কালো, লিকলিকে শরীরটাকে মাথার ওপর তুলে ফেলল। 'চিরতরে !' সে পুনরাবৃত্তি করল।

সেফ কুঁই-কুঁই করে উঠল, তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ঝাঁকুনিতে নড়বড় করছিল। লুসিফার হঠাৎ এক প্রচণ্ড ভয়ংকর শক্তিতে সেই মটমটে দেহটাকে তার পায়ের কাছে পাথরের ওপর আছড়ে ফেলল।

উইলি গারভিন সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে ছিল। যে নৌকোগুলো

তখনও জলে ভাসার উপযুক্ত—ছুটো বড় লঞ্চ এবং একটা ছোট, সেগুলো চলতে শুরু করেছিল। আধ ঘণ্টা আগে থেকেই তারা ভেসে পড়ার জন্তে তৈরী। সেফের জন্তেই তারা এতক্ষণ অপেক্ষা করছিল, কিন্তু স্যাংগ্রো বোধহয় ভাবল, আর অপেক্ষা করা ঠিক হবে না।

সেফের চিহ্নমাত্র নেই। তার সহকর্মীদেরও কোনো পাত্তা নেই। স্যাংগ্রোকে মারার বিষয় উইলি খুব চিন্তা করেছিল, তারপর স্থির করে, না, ওটা বড় ঝুঁকি নেওয়া হয়ে যাবে। আরও জরুরী ব্যাপারে এখুনি হয়তো তার দরকার পড়তে পারে। এই তো দশ মিনিট আগে একটা গুলির আওয়াজ পাওয়া গেল…

কোলিয়ের জিগ্যেস করল, 'তোমার কি মনে হয়, ওটা মডেস্টির গুলির আওয়াজ?' এই নিয়ে তিনবার সে একই প্রশ্ন করেছে।

উইলি ধীরভাবে জবাব দিল, 'সেইরকমই শোনাল।'

পাহাডের মাথায় আলোর রেখা ফুটে উঠছিল। পোড়া বাড়ি থেকে তখনও ধিকি-ধিকি আগুনের শিখা দেখা যাচ্ছিল কিন্তু আসন্ন প্রভাতের আলোয় সেই আগুন নিষ্প্রভ ম্লান ঠেকছিল।

উইলি বলল, 'ড্যাল-এর জাহাজ তো এর মধ্যে এসে পড়ার কথা।'

'ইতিমধ্যে আমরা কী করব?'

'অপেক্ষা।'

উইলির এই আঁটসাঁট জবাবে কোলিয়েরের অস্বস্তি এবং বিরক্তি হচ্ছিল, কিন্তু সে নিজেকে দমন করার চেষ্টা করে বলল, 'কিন্তু সেফ এবং অন্যান্যরা মডেস্টিকে ঝামেলায় ফেলে থাকতে পারে।'

'তা করলে আমরা জানতে পারব।'

'আমাদের কি গিয়ে দেখা উচিত নয়?'

'না। আলো ফোটা পর্যন্ত অপেক্ষা কর। সেফ কিংবা আর কেউ যদি এখনও বেঁচে থাকে তারা হয়তো আমাদের জন্তে ওঁৎ পেতে আছে। সুতরাং আমরা এখন গ্যাঁট হয়ে বসে থাকব, কী, কী বৃত্তান্ত না জানা পর্যন্ত মডেস্টিও তাই করবে।'

কোলিয়ের ভারি গাঢ় গলায় বলল, 'তুমি জানলে কী করে যে মডেস্টিও তাই করবে।' কথা বলতেও তখন তার ক্লান্ত লাগছিল।

'কারণ ওরা আমাদের জন্যে ওঁৎ পেতে থাকবে।' উইলি একই সুরে পুনরাবৃত্তি করল। তারপর খানিকটা অধৈর্যভাবে বলল, 'আমরা ঝুটমুট ঝামেলা পাকাবার জন্যে ছুটে বেড়াতে পারি না।'

'পার না, না?' কোলিয়ের হাসতে গেল, পারল না, ভয়-বিস্ময়ে সে দেখল, হাসতে গিয়ে সে প্রায় কেঁদে ফেলছে।

উইলি নরম গলায় অত্যন্ত সদয়ভাবে বলল, 'স্থির হও দোস্ত।' বলে সে ঝুঁকে এলো। একই রাতে কোলিয়ের দু-দুবার গালে প্রচণ্ড চড় খেল। তাতে তার খ্যাপামী থামল, কিন্তু সেই সঙ্গে তার শরীরের শেষ শক্তিটুকুও যেন চলে গেল।

পেছনের পাথরে হেলান দিয়ে সে বসল। বুকের কাছে তার মাথা নেমে এলো, সে চোখ বুজল।

সেই মুহূর্তে উইলি তাকে ধরে ঝাঁকাতে লাগল। কোলিয়ের চোখ খুলে দেখল পাহাড়ের মাথায় সূর্য উঠছে এবং সমুদ্রের জলে সকালের প্রথম আলো; মোরোদের নৌকোগুলো অদৃশ্য হয়েছে। উইলি দাঁড়িয়ে উঠল, পাহাড়ের চূড়ার বাঁকে তার দৃষ্টি: 'ওই যে প্রিন্সেস,' খুশি-খুশি গলায় বলে উঠল সে।

কোলিয়ের মাথায় হাত দিয়ে ব্যাজারভাবে উঠে দাঁড়াল। জিগ্যেস করল 'আমার মাথায় কি একটু কুড়ুল পোঁতা হয়ে গেছে? উত্তেজনার ঘোরে আগে আমি খেয়াল করি নি, কিন্তু এখন স্থির নিশ্চিত…'

কোলিয়েরের মুখে আর কথা জোগাল না, যখন দেখল মডেস্টি আর লুসিফার চারশ' গজ দূরে সফেন সমুদ্রের তীরে দাঁড়িয়ে রয়েছে। তার ভেতরে তখন এক প্রবল স্বস্তির ভাব জেগে উঠল। 'উইলি, যদি তুমি এখন মডেস্টিকে চেঁচিয়ে ডাক, কিংবা ভীষণ গোলমাল জুড়ে দাও, তাহলে দোহাই আমাকে আগে গুলি কর। সেটা বরঞ্চ অনেক ভালো হবে।'

উইলি হাসল, একটু এগিয়ে গিয়ে হাত নাড়ল, চওড়া করে বৃত্ত রচনা করল, দু-এক মিনিট পরে মডেস্টিও জবাব দিল। কোলিয়ের বুঝল সংকেত করছে। দূর থেকে তার অঙ্গভঙ্গী কেমন যেন বেশি বাড়াবাড়ি ঠেকছিল, কিন্তু হঠাৎ কোলিয়েরের সেই কথা মনে পড়ে গেল। সেফ যখন ঘোষণা করেছিল, উইলি আর মডেস্টির মধ্যে লড়াই হবে; তখন মডেস্টির সেই সন্ত্রস্তভাবে কানে হাত দেওয়া, চোখ রগড়ানো, মাথা হেঁট করা, তারপর মুখ ঘুরিয়ে নেওয়া।

এখন সে বুঝতে পারল, মডেস্টি কীভাবে উইলিকে লড়তে বলে তারপর কৌশলে সমুদ্রে ঝাঁপিয়ে পড়তে বলেছিল।

উইলি চোখ আড়াল করে বলল, 'সেফ মারা গেছে। রেজিনা এবং জ্যাক উইসও গেছে।'

'মডেস্টি তাহলে বেজায় ব্যস্ত ছিল!' কোলিয়ের বলল।

'বোকারের পাত্তা নেই। কিন্তু প্রিন্সেস বলছে, তার জন্যে ঘাবড়াতে হবে না।'

উইলি হাত তুলে মডেস্টিকে পাল্টা সংকেত জানাল, তারপর ধাপে-ধাপে নেমে যেতে লাগল। কোলিয়ের তাকে অনুসরণ করল। ল্যাণ্ডিং ডক পেরুবার এবং সমুদ্র-তীরের দিকে যাবার আগে কোলিয়ের একবার পেছন ফিরে তাকাল। সাদা মালবাহী একটা জাহাজ এগিয়ে আসছে। উপসাগরের মুখ থেকে আধমাইল দূরে ছুটো লঞ্চ ইতিমধ্যেই জাহাজ থেকে নামানো হয়ে গেছে।

২৫

কোলিয়ের বলল, 'ইনিই ডাঃ মার্সটন, তোমার নতুন প্রধান সহচর। লুসিফার, এঁর সঙ্গে নৌকো রয়েছে, তোমাকে জাহাজে নিয়ে যাবেন।'

লুসিফার নির্বোধভাবে ঘাড় নাড়ল। এখন সে অনেকটা শান্ত হয়েছে। আরেকটা স্কোপোলামাইন দেওয়াতে খানিকটা ফল হয়েছে।

'তোমার সামনে এখন বহু কাজ, বহু যুগের সৃজনমূলক কাজ পড়ে রয়েছে,' কোলিয়ের মনে-মনে ভীষণ শ্রান্ত, ক্লান্ত ; তবু এক ধরনের সম্ভাব্য যুক্তি সে তৈরী করে চলল। 'এই লড়াইয়ের পর নরককে ফের নতুন করে শক্তিশালী করে গড়ে তুলতে হবে। তোমার বিশ্বস্ত বাহনদেরও সারা পৃথিবী জুড়ে ওপরের স্তরে অনেক কিছু করে চলতে হবে।'

'হ্যাঁ।' লুসিফারের গলা ভারি। 'কিন্তু মডেস্টি... ?'

'তুমি যে তাকে অমরত্ব দিয়েছ, তোমার প্রধান উত্তর সাধিকার আসন দিয়েছ, সুতরাং তাকেই তো সকলের থেকে সবচেয়ে বেশি কাজ করতে হবে। তবে তুমি আবার তার দেখা পাবে, কয়েক শতাব্দী পরে, তাতে কোন সন্দেহ নেই।'

লুসিফার ধীরে-ধীরে ঘাড় নাড়ল। 'সহনশীলতায় আমি অভ্যস্ত। তাকে বলো, লুসিফারের হৃদয় তারই জন্যে রইল এবং আমি তার উপর সদা দৃষ্টি রাখব।'

ডাঃ মার্সটন তাঁর সাদা হয়ে আসা চুলে আঙুল চালালেন। কোলিয়েরের দিকে তাকিয়ে চট করে একবার ঘাড় নাড়লেন, তারপর লুসিফারের গায়ে হাত রেখে পাহাড়ের পথ ধরে তাকে নিয়ে চললেন।

কোলিয়ের ধপ্ করে মাটিতে বসে পড়ল, তার ব্যথায় টনটনে শরীর টান-টান করে মেলে দিল। তারপর চোখ বুজল। জন ড্যাল, লুসিফার আর ডাক্তারের দিকে বেশ খানিকক্ষণ তাকিয়ে থেকে নীচু গলায় বলল, 'ঈশ্বর... ।'

'জানি,' কোলিয়ের বলল। 'এসব বড় কষ্টকর হয়ে দাঁড়ায়। দেখ, তোমার লঞ্চ এখানে সশব্দে প্রবেশ করার পর থেকে ঝাঁকে-ঝাঁকে শক্তসমর্থ লোক বন্দুক হাতে ঘুরে বেড়াচ্ছে। তুমি যদি

তদারকি করতে বেরোও তাহলে তাদের মনে করে বলবে কি যে, আমি হচ্ছি মডেস্টির দলে? এখন গুলি খাওয়া আমার পছন্দ নয়।'

'ওরা গুলি করবে না।' ড্যাল এই ইংরেজটিকে ভালো করে দেখে ফের বলল, 'তোমাকে তো দেখে অত্যন্ত বিধ্বস্ত মনে হচ্ছে, কোলিয়ের। কিছু চাই তোমার? কিছু এনে দেব?'

'ধন্যবাদ। আমার এক লোহার কলজে দরকার বোধহয়।' কোলিয়েরের ব্যবহার ধীর, ঠাণ্ডা। মনে মনে সে স্থির করে নিয়েছিল জন ড্যালকে সে পাত্তা দেবে না। লোকটা তার প্রতিদ্বন্দ্বী। ও কোটিপতি বলেই যে মডেস্টি বিশেষ অনুরক্ত, তা নয়। লোকটার প্রখর ব্যক্তিত্ব আছে, আর তাতেই কোলিয়ের কোথায় যেন খামতি অনুভব করছিল।

ড্যাল বলল, 'লোহার কল্‌জেটা আনতে আমরা ভুলে গেছি। আমার পকেটে একটা ফ্লাস্‌ক্ আছে, তাতে যদি কোন সাহায্য হয়। মডেস্টি আর উইলি গেল কোথায়?'

কোলিয়ের নিশ্বাস ফেলে বলল, 'পুলের দিকে। হঠাৎ বেচারা ডলফিনদের কথা মডেস্টির মনে হয়েছে, তাই সে আর উইলি গেছে তাদের মুখের লাগাম খুলে দিতে। তারপর জালটাও তুলে নেবে। ইচ্ছে করলে যাতে জন্তুগুলো সমুদ্রে ভেসে যেতে পারে।'

'বোঝা গেল। আহা বেচারা ডলফিনেরা।' ড্যাল মৃদু-মৃদু হাসতে লাগল। কোলিয়ের হঠাৎ তার প্রতি আর বিরাগ পুষে রাখতে পারল না। ড্যাল ফ্লাসক্‌টা বাড়িয়ে ধরে ছিল, কোলিয়ের হাত বাড়িয়ে নিল।

উঠে বসতে-বসতে সে বলল, 'দুঃখিত, যদি তোমার সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করে থাকি। শরীরে-মনে কিছু নেই, সারারাত ঘুমোতে পারিনি।'

ড্যাল বলল, 'আমিও পারিনি। আমার অবস্থা তোমার চেয়েও বোধহয় খারাপ ছিল।'

কোলিয়ের ব্রাণ্ডি গিলল ঢক করে, একটু বিষম খেল, তারপর

তাকাল। ঘণ্টার-পর-ঘণ্টা সে ওখানে ছিল, ওই সবের মধ্যে, মডেস্টি ব্লেজ আর উইলি গারভিনের সঙ্গে সেই ভয়ংকর কাণ্ড-কারখানায় অংশ নিয়েছে, অথচ জন ড্যাল তার দশ লক্ষ ডলারের পশ্চাদ্দেশ জাহাজের কেবিনে রেখে শুধু ঘেমেছে আর ভেবেছে।

'খুবই বিচিত্র রাত', আত্মতৃপ্ত কোলিয়ের বলে উঠে দাঁড়াল, ফ্লাস্কটা ড্যালকে ফিরিয়ে দিল।

'হ্যাঁ। শুনবো কখনো—সেই বিচিত্র কাহিনীর বিভিন্ন অধ্যায়।' ফ্লাস্কটা সে সরিয়ে রাখল। 'মডেস্টি আর উইলি গল্প ভালো বলতে পারে না।'

'আমার মনে হয় সাজানো কথায় তাদের খুব অরুচি।' কোলিয়ের বলল। 'আমরা কি গিয়ে দেখব তারা কেমন কী করছে?'

নীচু ঝাঁড়ির কাছে মাটি যেখানে ঢালু হয়ে নেমে গেছে, সেখানে চারটে মোরোর মৃতদেহ দলবদ্ধভাবে পড়ে ছিল।

কোলিয়ের বলল, 'এই কটাকে আমিই সাবাড় করেছি,' বলে সে বাড়িটার দিকে আঙুল দেখাল। 'ওইখানে ছাদ ছিল, ওখান থেকে বন্দুক চালিয়েছিলাম। বন্দুকটার নাম ঠিক এক্ষুণি মনে পড়ছে না।'

ড্যাল তাকিয়ে থাকতে থাকতে বলল, 'সুন্দর টিপ।'

'খুবই সুন্দর। আমি অবশ্য ওদের দেখতে পাইনি, আর গুলি ছোঁড়ার সময় একটু বেসামাল হয়ে পড়েছিলাম। মডেস্টি বলে দশলক্ষ বছরের মধ্যেও এমনটি আর আমি করতে পারব না।'

ড্যাল হাসল। কোলিযের সম্বন্ধে সে খুব কৌতুহলী হয়ে উঠেছিল। ভাবছিল মডেস্টির কাছে সে কী, কতখানি! এখন অবশ্য তাকে পোড়া কাকতাড়ুয়ার মতো দেখাচ্ছে, কিন্তু তার ক্লান্ত, লাল টকটকে চোখে বুদ্ধির ছাপ, হয়তো কৌতুকও খেলা করছে। লোকটা অত্যন্ত অনুভূতিপ্রবণ, সন্দেহ নেই। তারা জলাশয়ের কাছে এসে দাঁড়াল। রেজিনা, গারসিয়া, সেফ এবং জ্যাক উইস একটা সমান, মসৃণ পাথরের ওপর পড়ে ছিল।

কোলিয়ের বলল, 'বিশদ বৃত্তান্ত আমি হয়তো ঠিক ঠিক বলতে পারব না। আর তুমি তো বললেই মডেস্টি গল্প ভালো বলতে পারে না। তবে দেখে মনে হচ্ছে এই মহিলা,' বলে 'সে রেজিনাকে দেখাল; 'গারসিয়াকে খুন করে, তারপর ডলফিনদের দড়িতে তার পা বেধে যায়। ডলফিনরা তাকে টেনে নিয়ে গিয়ে জলে ডুবায়। লুসিফার সেফকে খানিকটা নাটকীয়ভাবেই মেরেছে; উঁচু থেকে আছড়ে ফেলে দিয়ে; ঠিকই করেছে বলতে হবে। এবং আমাদের মিঃ উইস মডেস্টির চেয়ে তাড়াতাড়ি বন্দুক চালাতে গিয়ে অক্কা পেয়েছে। কিন্তু এরা গেল কোথায়?'

'ওই যে মডেস্টি,' ড্যাল পুলের শেষ প্রান্তে ঘাড় তুলে দেখাল। জালটা তখন কেটে ফেলা হয়েছে। মডেস্টি জলের ধারে দাঁড়িয়ে ছিল। তার পরনে কেবল কালো ব্রা আর প্যান্ট। তার চুল আলগা হয়ে ঝুলছিল। সে দু'পা এগিয়ে গেল, তার শরীর দুলছিল, জলের দিকে তাকিয়ে ছিল সে।

কোলিয়ের প্রথমটা ভয় পেয়েছিল, তারপর বুঝল, মডেস্টি হাসছে।

উইলি গারভিন জলে ছিল, ঝাঁপাই ছুঁড়ছিল। দু-হাতে সে একটা ডলফিনের গলা জড়িয়ে ছিল। ড্যাল এবং কোলিয়ের এগিয়ে যেতে-যেতে তার রাগ-রাগ গলা শুনতে পেল…'ছটফট করো না, বোকা জানোয়ার! আমি তোমাকে সাহায্য করছি।'

আরেকটা ডলফিন মাথা তুলে উইলিকে পেছন থেকে গুঁতো মারল। প্রথম ডলফিনটা তার হাত ফসকে বেরিয়ে গেল। একটা খালি ঝুড়ি কাছেই ভাসছিল, কোলিয়ের আন্দাজে বুঝল, উইলি ডলফিন দুটোকে মরা মাছ খাওয়াবার চেষ্টা করছিল। গারসিয়া তাই খাওয়াত।

প্লুটো এবং বেলিয়াল এবার একসঙ্গে উইলিকে গুঁতো মারবার চেষ্টা করছিল। মডেস্টি দু' হাত, হাঁটু মাটিতে ভর করে হেসে মরে যাচ্ছিল। 'ওই যে…ওই যে ছোট্ট একটা মাছ তোমার চুলের সঙ্গে আটকে, উইলি। ওটার জন্যেই ওরা অমন করছে।'

. উইলি হাতড়ে চুল থেকে মাছ বের করে জন্তুগুলোর দিকে ছুঁড়ে দিল।

মডেস্টি উঠে দাঁড়াল। দেখল, ড্যাল আর কোলিয়ের আসছে। সে ওদের দিকে হাত নাড়ল। তারপর পুলের জলে ঝাঁপিয়ে পড়ল।

মডেস্টি যেখানে ঝাঁপিয়েছিল, ড্যাল আর কোলিয়ের সেখানে এসে দাঁড়াল। একটা ডলফিন লাগাম-মুক্ত হয়েছিল, কিন্তু অন্যটা খুব গোলমাল করছিল। ভয় পেয়ে নয়, তার তখন খেলা করার ভীষণ শখ।

এর পরের পাঁচ মিনিট উইলি গারভিনের সঙ্গে তাদের মূকাভিনয় চলল।

শেষকালে বাকি ডলফিনটার মুখ থেকেও দড়ি খসে পড়ল। তখন ডলফিন দুটো আনন্দে চক্কর কাটতে কাটতে দ্রুত ভেসে চলল। মডেস্টি উইলির মাথা জলে চুবিয়ে ধরল, তারপর সাঁতরে পাড়ে চলে এলো। ড্যাল তাকে জল থেকে উঠতে সাহায্য করল, মডেস্টি ভেজা চুল সরাতে তার রগের দিকে ড্যাল তাকিয়ে রইল। জলে তার প্লাস্টার খুলে গিয়েছিল। নাক বরাবর দীর্ঘ ক্ষতচিহ্ন পরিষ্কার দেখা যাচ্ছিল।

'হ্যালো জনী! দুঃখিত, আমার সব ভেজা।' মডেস্টি ঝুঁকে এগিয়ে এসে ড্যালকে চট করে চুমু খেল। 'তোমাকে কি ভীষণ ক্লান্ত দেখাচ্ছে।'

কোলিয়ের বলল, 'আমিও ক্লান্ত। আমারও সেবা এবং অন্যান্য যত্ন-আত্তি দরকার। এই যেমন, আমি যখন ঘুমোব তখন শিয়রে বসে আমায় কেউ গল্প শোনাবে, সারা রাত আমার হাত ধরে বসে থাকবে পাছে ঘুম ভেঙে আমি ডুকরে কেঁদে উঠি।'

উইলি গারভিন নিজের এবং মডেস্টির একগাদা জামাকাপড় নিয়ে উঠে এলো। 'লিভারপুলের এক নার্সকে আমি জানি,' ভিজে ইজেরের ওপর প্যাণ্ট চড়াতে-চড়াতে সে বলল, 'ঠাণ্ডা কাটাবার তার এক চমৎকার পদ্ধতি আছে। তোমার দরকার কেবল একটা জোড়া

খাট, চারটে গরম জলের বোতল। এবং তাকে। তখনকার দিনে প্রায়ই আমি এইরকম জমে যেতুম, কিন্তু মরিন আমার সব ঠাণ্ডা মেরে ঠিক করে দিত।'

মাথা নেড়ে সে মডেস্টির দিকে তার জামা বাড়িয়ে দিল।

ড্যাল একটু হেসে পাতলা একটা চুরুট বের করল। 'তা কোলিয়েরর যদি সেবা-শুশ্রূষা চায় সে তো ওর জন্যেও ব্যবস্থা করতে পারে। দেখ, আমি তোমাদের তাড়া দিচ্ছি না, কিন্তু আমরা কি এখন যেতে পারি?'

মডেস্টি ঘাড় নাড়ল। 'তার আগে জন, তোমার লোকজনকে বল, সেফ এবং তার দলবলকে এখান থেকে হঠাতে। আমরা বিদেশী এলাকায় রয়েছি, এমন কিছু আমরা এখানে ফেলে রেখে যেতে পারি না যাতে তাই নিয়ে প্রচুর ধুন্ধুমার হয়।'

'নিশ্চয়ই। আমি ওদের তাই বলে দিয়েছি।'

'উত্তম।' মডেস্টি তার স্ল্যাক্স পরে নিল। 'এখান থেকে আমরা কোথায় যাব?'

'ডাঃ মার্সটনের সঙ্গে লুসিফার এখন জাহাজে। সে যাতে ভালোয় ভালোয় বাড়ি পৌঁছোয় সেটা দেখতে হবে। আমরা চার-ান লিভারে চড়ে লুজনের বিমানঘাঁটিতে নামব। সেখান থেকে য়াশিংটনে ট্রাংক-কল করে জানাব এরপর আর কোনো মৃত্যু-ালিকার হুজুগ থাকছে না। আর, টারান্ট তোমার কাছ থেকে ফান পেলে মনে হয় খুবই খুশি হবে।' সে একটু ইতস্তত ারল। 'তারপর বোধহয় সকলেই স্বাধীন, যার যেমন ইচ্ছে করতে রে। ব্যস এখানেই ইতি।'

'সুন্দর।' মডেস্টি জুতোর ফিতে বেঁধে উঠে দাঁড়াল। ছোট্ট টা প্যাকেট সে ড্যালের হাতে গুঁজে দিল। 'তোমার হীরে-লা আমরা ফিরে পেয়েছি, জন। সেফের কাছে ছিল।'

কোলিয়ের আর ড্যাল পাশাপাশি হাঁটছিল। মডেস্টি আর লি তাদের একটু আগে আগে। যেটুকু কথা কোলিয়েরের কানে

ভেসে আসছিল, তাতে মনে হ'ল ওরা 'ট্রেডমিলের' জন্যে কি যেন কেনার পরিকল্পনা করছে।

যেতে যেতে মডেস্টি একবার হোঁচট খেল। উইলি তাকে হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরল। কথা বলতে-বলতে তারা ফের হেঁটেই চলল। কোলিয়ের আরো আস্তে হাঁটতে লাগল। ড্যাল থেমে তার সঙ্গ নিল।

'দেখ,' কোলিয়ের ধীরে ধীরে বলল, 'আমি অত্যন্ত ক্লান্ত। সাজিয়ে-গুছিয়ে বলতে পারছি না। কিন্তু এখন মোদ্দা জিনিসটা কী হবে বল দেখি—মানে তোমার, আমার এবং মডেস্টির মধ্যে?'

'সত্যি জানতে চাও?'

'নিশ্চয়ই। চাই বৈ কি!'

ড্যাল হাসল, চুরুটে টান মারল, তারপর উইলি আর মডেস্টি দিকে তাকিয়ে কি যেন আঁচ করার চেষ্টা করল। 'বেশ, প্রথম কথা হল, আমরা ঝগড়া করব না। মডেস্টি লড়াইয়ের বস্তু নয় দ্বিতীয় কথা, আমার সঙ্গে আমার বাড়িতেও আসবে না, তোমার সঙ্গে তোমার বাড়িতে গিয়েও উঠবে না। উইলি গারভিনের সঙ্গে ও কোথায় হয়তো যাবে। সহজ, স্বচ্ছন্দভাবে সবকিছু করবে একাই শোবে। হয়তো ওরা একসঙ্গে সাঁতার কাটবে, ঘোড়ায় চড়বে, নৌকো বাইবে ··কিংবা হয়তো শহরে যাবে, একসঙ্গে নাচবে ক্রলেৎ খেলবে, কিংবা হয়তো ওসব কিছুই করবে না। ওরা জানে কী-করে কী-করতে হয়। কিন্তু ওরা এ-ও জানে পরম আলস্য কী করে উপভোগ করতে হয়, এবং সেটা বড় দুর্লভ শিল্প।'

'ওই একটা জিনিসে আমি এক্ষুনি তৎপরতা দেখাতে পারি ওই শিল্পটা আমার সহজ আয়ত্তে,' যত পরিশ্রান্তই হোক এই কথাটা বলতে কোলিয়েরের তেমন কষ্ট হল না। 'যাইহোক, আমি বুঝতে পারছি তুমি কি বলতে চাও। বলে যাও।'

'তারপর...তারপর হয়তো তোমাকে একদিন মডেস্টি ডাকবে